INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, Agartala, on Friday, the 8th July; 1983 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Dy. Speaker, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers and 43 Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given)

অধ্যক্ষ মহোদয়ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াংঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রকাশ্য দিবালোকে—

(প্রচণ্ড হৈ চৈ, গোলমাল)

শ্রীনৃ. চক্র. ী (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ না হলে কোন আলোচনা হতে পারে না। (গোলমাল)

. . . র জমাতিয়াঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনের উপর আগে আলোচনা করতে হবে। (গোলমাল)

(এই মুহূর্তে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি, নির্দলীয় সহ সমস্ত বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এক সঙ্গে সভা ত্যাগ করেন)।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগের কাকড়ী নদীর বন্যার কবল থেকে কাকড়ী পাড়, টঙ্গীবাড়ী, কামেশ্বর গ্রাম, সাবাজপুর, বটরশী ২ রাজবাড়ী গ্রাম রক্ষার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

৩) ইহা কি সত্য যে সরকার ধর্মনগর, বাগবাসা রোড আরও উঁচু করেছেন;

৪) ইহাও কি সত্য যে উক্ত রাস্তা আরও উঁচু করার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আরও বেশী বন্যার কবলে পড়বে;

৫) সত্য হইলে এই রাস্তা উঁচু করার কারণ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) উল্লিখিত এলাকাগুলি বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে কাকড়ীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণের জন্য একটি সুবৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ চলছে।

৩) হ্যাঁ, উক্ত রাস্তার কিছু অংশ উঁচু করা হচ্ছে।

৪) না, উক্ত রাস্তা আরও উঁচু করার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আর বন্যার কবলে পড়বে না।

৫) উক্ত রাস্তাকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য উঁচু করা হচ্ছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী। উক্ত গ্রামগুলি এবং ধর্মনগর সহর যেহেতু রাস্তাটা আরও উঁচু করার ফলে আরও বেশী বিপন্ন হয়ে পড়ছে, কাজেই কাকড়ী নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণের ঐ পরিকল্পনাটা কত তাড়াতাড়ি রূপায়ণ করা হবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—এই রাস্তা ১,০৩ কিলোমিটার অংশ বন্যার জল বাড়লে জলের নীচে চলে যায়। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেটাকে উচু করার। সেজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্যও আমরা পরিকল্পনা করছি। এ সম্পর্কে আরও একটু তথ্য আমি দিচ্ছি।

ধর্মনগর সহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল তথা কাকড়ীর পাড়, বটরশি, কামেশ্বর গ্রাম, সাবাজ পুর, বটরশি ও রাজবাড়ী গ্রাম রক্ষা করার নিমিত্ত কাকড়ীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণের জন্য একটি পরিকল্পনার তৈরীর কাজ চলছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে এন, এফ, রেলওয়ের সেতু ও লাইনের ক্ষতি সাধন হবে বলে অনুমান হওয়ায় রেল দপ্তরের কারি-গরী শাখা পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করছে। রেলওয়ে দপ্তর এবং ষ্টেট ট্যাকনিকেল এড-ভাই সরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাঁধ বাস্তবায়িত হলে উপরোক্ত এলাকাগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকার আওতায় আসবে।

ধর্মনগর বাগবাসা রাস্তা ধর্মনগর হইতে আরম্ভ করিয়া বাগবাসাতে এন, এইচ ফোরটি ফোরে মিলিত হচ্ছে। ধর্মনগর হইতে বাগবাসার দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১,০৩ কিলোমিটার বন্যার সময় জলের নীচে থাকে এবং ট্রাফিক উক্ত অংশ দিয়া যাতায়াত করতে পারে না। তাই উক্ত অংশকে উঁচু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উক্ত ১'০৩ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ৫২০ মিটারের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বাকী ৫১০ মিঃ এর কাজ চলিতেছে।

সুতরাং উক্ত রাস্তা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বন্যায় কবলিত করার জন্য করা হয় নাই। শুধু রাস্তা বর্ষাকালে যাহাতে জলমগ্ন না হয় সে জন্যই উঁচু করা হইয়াছে।

১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ষ্টেট টেকনিকেল এডভাইসরি কমিটিতে এই স্কীম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই আলোচনা অনুসারে এই স্কীমের তথ্যাদি রেলওয়েকে পাঠানো হইয়াছিল বিগত ডিসেম্বর '৮১ সালে। ইহার পর জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে বিগত মে '৮২ সালে এই স্কীমের ডিজাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্যা-বলী পাঠানোর জন্য লিখিলে বিগত সেপটেম্বর মাসে (১৯৮২) তাহা পাঠানো হইয়াছে।

ইহার পর বিগত ৩০।৯।৮২ ইং তারিখে ষ্টেট টেকনিকেল এডভাইসরি কমিটির মিটিং হয়। এবং ঐ মিটিং এ রেলওয়ের প্রতিনিধি বলেন যে প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণ করিলে কাকড়ী রেলওয়ে সেতু ১৮০ ফুট হইতে বাড়িয়ে ৪৮০ ফুট করিতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ত্রিপুরা সরকারের দিতে হইবে। চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশান, রেলওয়ের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন রেলওয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য বর্ধিত করার সাপক্ষে প্রয়োজনীয় ডিজাইন এবং ব্যয়ের এষ্টিমেট পাঠানোর জন্য যাহাতে উহা ষ্টেটের তরফ থেকে পরীক্ষা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়। রেলওয়ের কাছ থেকে এখনও এইসব তথ্যাদি পাঁওয়া যায় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

প্রশ্ন

১) গোমতী নদীর উপর মহারাণী ব্যারেজের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

২) নদীর উভয় তীরে খাল খননের জন্য জমি অধিগ্রহণের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

৩) হইলে কবে নাগাদ খাল খনন কার্য শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

৪) এই প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে বলে সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন?

৫) এ পর্যন্ত এই প্রজেক্টে কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

৬) এই প্রজেক্ট সম্পন্ন হলে কর্ম সংস্থানের কি কি সুযোগ ঘটবে?

উত্তর

১) গেইট সহ ব্যারেজের কাজ আগামী ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে শেষ হইবে বলে আশা করা যায়।

২) বাম তীরের ৭,৫৮৫ কিলোমিটার এবং ডান তীরের ৩'৮৩ কিলোমিটার খালের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ জারী করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের জমি অধিগ্রহণের আনুসঙ্গিক কাজ চলিতেছে।

৩) নদীর উভয় তীরে খাল খননের কাজ বর্তমান খরিপ ধান কাটিবার সময় অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৪) ১৯৭৮ ইং সালে তৈরী প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী এই প্রকল্পের এষ্টিমেট ধার্য হইয়াছিল মোট ৫'৮৮ কোটি টাকা। বর্তমানে অনুমান করা যাইতেছে যে মোট ১২ কোটি টাকা লাগিবে।

৫) ১৯৮৩ সালের মার্চ মাস অবধি এই প্রজেক্টে ব্যয় হইয়াছে মোট ৮'৩৪ কোটি টাকা।

৬) ব্যারেজ ও খালের কাজ সম্পন্ন হইলে এইগুলি পরিচালনার জন্য প্রায় ৫০ জন লোকের প্রয়োজন হইবে। ইহা ব্যতীত সেচের জলের ব্যবস্থা থাকায় স্থায়ী সেচের আওতায় আনীত জমিগুলিতে বৎসরের অধিকাংশ সময় চাষ সম্ভব হইবে এবং ইহা হইতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ হইবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে নদীর উভয় তীরে কত পরিমাণ জমি ইরিগেশানের আওতায় আসবে, জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রায় সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই প্রজেক্টে খাল খননের প্রয়োজনে যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম বিধি আছে, সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার -ঃ—সরকার যে জমি অধিগ্রহণ করে তা আইন সঙ্গত ভাবে করে, বে-আইনী কিছু করে না। আপাততঃ নদীর বাম তীরে ৭'৫৮৫ কিলোমিটার এবং ডান তীরে ৩'৮৩ কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশের জমি অধিগ্রহণের জন্য আনুসঙ্গিক কাজ চলছে। এই প্রজেক্টের প্রয়োজনে আমাদের টোট্যাল জায়গা লাগবে ৪'৯৩ হেক্টর।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে জমি অধিগ্রহণের জন্য যে নিয়ম-বিধি আছে, তা সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—খুব বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র কয়েক দিন আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এই প্রজেকটের জন্য আমাদের ৪'৯৩ হেকটর জমি লাগবে এবং আস্তে আস্তে তা অধিগ্রহণ করা হবে, সেজন্য সার্ভে করার পর কিছু জমি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে। আশা করা যায় যে জমি অধিগ্রহণের কাজ নিয়ম-বিধি অনু-যায়ী করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলছেন, আমি সেটা খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তথ্য দিয়েছেন যে এই প্রজেকট তৈরী করার জন্য এস্টিমেটেড কস্ট ছিল ৫'৮৮ কোটি টাকা কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়াবে ১২ কোটি টাকার মতো। এই যে এস্টিমেট কস্টটা বেড়ে গেল বা ডাবল হল, তা কি যে স্কীম করা হয়েছিল, তার মধ্যে কোন ডিফেক্ট ছিল কিনা, মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্কীমের মধ্যে কোন ডিফেক্ট ধরা পড়ে নি। তবে জিনিষ পত্রের দাম যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আগের এস্টিমেটের মধ্যে এটাকে রাখা সম্ভব হবে না, খরচ বাড়বেই এবং সেটাকে রিভাইজড করতেই হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—যে জমিগুলি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তার আশে পাশের জমিগুলির বর্তমান দাম ৫ থেকে ছয় হাজার টাকা। কিন্তু অধিগ্রহণের জন্য যে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে, তাতে ঐ জমিগুলি কাণি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খোজ করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—এই কাজটার সবটাই কালেকটারের হাতে। তার হাতে কোয়াসী-জুডিশিয়েল ক্ষমতা আছে, আমরা তাকে কিছুতেই ডাইরেক্ট করতে পারি না, আইন-অনুযায়ী তিনি তাঁর কাজ করবেন এটা আশা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে কুমারঘাট অঞ্চলে পূর্ত দপ্তরের অনেক লোহার মূল্যবান যন্ত্রপাতি রাস্তার পাশে মাটির নীচে পড়ে রয়েছে?

২) ঐ যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও মূল্য কত?

৩) ঐ সকল যন্ত্রপাতি সযত্নে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, পূর্ত দপ্তরের কিছু অকেজো যন্ত্রপাতি কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের অফিস সীমানার মধ্যে অথবা রাস্তার পাশে রাখা হইয়াছে।

২) ট্রাক—২টি, প্রেসার স্টোন ক্রাসার মেশিন ১টি, কংক্রিট মিকচার মেসিন ১টি, টার বয়লার মেসিন ৩টি। বর্তমানে ঐ সকল পুরাতন এবং অকেজো যন্ত্রপাতিগুলির মূল্য খুবই কম হইবে,। ঐগুলির সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৩) যেহেতু পুরানো এবং অকেজো যন্ত্রপাতিগুলির মেরামত করেও পুনরায় সরকারের কোন কাজে লাগানো সম্ভব নয় সে জন্য হস্তান্তর করার প্রস্তাব এবং অনুমোদন প্রাপ্তির সাপেক্ষে সে গুলিকে পূর্ত দপ্তরের অফিস সীমানায় মধ্যে অথবা রাস্তার পাশে রাখা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—স্যার স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

প্রশ্ন

১) ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ এই দুই বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমাণ ভুজ্য তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল ?

২) এই তৈল বীজ হইতে কি পরিমাণ ভুজ্য তৈল ত্রিপুরাতে প্রস্তুত করা হয় এবং কত পরিমাণ বীজ ত্রিপুরার বাইরে রপ্তানী করা হইয়াছে ? উক্ত দুই বৎসরের আলাদা হিসাব ঃ

উত্তর

১)	বৎসর	উৎপাদনের হিসাব
	১৯৮১-৮২	৩,৫১৬ মেঃ টন।
	১৯৮২-৮৩	৩'৮৬২ মেঃ টন।

২) এরূপ তথ্য বর্তমা ন সরকারের কাছে নাই।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে পরিমান তৈল বীজ উৎপন্ন হয়েছিল, সে গুলিতে ভুজ্য তৈলে পরিবহন করার জন্য ত্রিপুরাতে কোন মেসিন বা ইণ্ডাস্ট্রি আছে কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সরকারী ভাবে সেই রকম কোন প্রতিষ্ঠান নাই তবে বে সরকারী কিছু প্রতিষ্ঠান ঐ সব তৈল বীজ থেকে ভুজ্য তৈল উৎপন্ন করছে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই তৈল বীজ থেকে ভুজ্য তৈল উৎপন্ন করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সরকারে সে রকম কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ এটাকে একটা সর্ব ভারতীয় সমস্যা বলা যায়। আজকে যেমন আমাদের পেট্রোলিয়াম দেশের বাহির থেকে আমদানী করতে হচ্ছে তেমনি পেট্রোলিয়াম ও ভুজ্য তৈল দেশের বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে ১৯৮১-৮২ সালে আমাদের তৈল বীজ উৎপাদনের টার্গেট ছিল ৫ হাজার মেঃ টন কিন্তু আমরা উৎপাদন করেছিলাম মাত্র ৩'৫০০ মেঃ টন। আবার ১৯৮২-৮৩ সালে আমাদের টার্গেট ছিল ৯'৫০০ মেঃ টন কিন্তু আমরা উৎপাদন করেছি ৩,৮৬২ মেঃ টন। এর থেকে দেখা গেছে, উৎপাদিত তৈল বীজ থেকে ভোজ্য তেলের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। আমাদের প্রয়োজনের অধিকাংশই বাইর রাজ্য থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। ১৯৮১-৮২ সালে আমরা ভোজ্য তেল আমদানী করছি ৩'৪৮৮ মেঃ টন এবং ১৯৮২-৮৩ সালে আমরা আমদানী করেছি ৪'২০০ মেঃ টন।

১৯৮১-৮২ সালে সারা দেশে উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ১২০ লাখ মেট্রিক টন ছিল এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ১৬০ লাখ মেট্রিক টন ছিলসেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপাদন হয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮২-৮৩ সালে গড়ে প্রায় ১২ লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়েছে। এই রাজ্যে নানা কারণে উৎপাদন বাড়ান যাচ্ছে না। কারণ এই রাজ্যে ভোজ্য তেলের বীজ উৎপাদন করার পক্ষে অনুকুল ও লাভ জনক নয়। সেজন্য কৃষকরা অন্যান্য ফসল উৎপাদন করছে। সে জন্যই আমাদের এই সব অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৫।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৫।

প্রশ্ন

১) ভূমি সংরক্ষণ স্কীমে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত টিলাভূমি চাষের আওতায় এসেছে, সেই সমস্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি?

২) ইহা কি সত্য যে, গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে সময় মত বীজ সরবরাহ না হওয়ায় কোন কোন স্থানে সময়োপযোগী ফসল উৎপাদন ব্যহত হইতেছে?

৩) যদি সত্য হয় তবে যাহাতে সময় মত বীজ সরবরাহ করা হয় তাহার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন কি?

উত্তর

১) রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি অনুপাতে কোন কোন টিলা জমিতে গভীর নল কূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) বাহির হইতে আমদানী করা বীজ সরবরাহের নানাহ কারণে বিঘ্নিত হয় তাই বাহির থেকে আমদানী করা কোন কোজ বীজ সরবরাহের বেলায় ইহা আংশিক সত্য।

৩) কৃষকদের সময়মত বীজ সরবরাহের জন্য সব রকম চেষ্টাই করা হয়। সময়মত বীজ সরবরাহের জন্য সরকার স্থানীয় ভাবে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী খামারগুলির সম্প্রসারণ নূতন খামার স্থাপন এবং রেজিষ্টার্ড কৃষকদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১ম প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে গভীর নলকূপের সাহায্যে টিলা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন-- ত্রিপুরার কোথায় কোথায় এই রকম পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ত্রিপুরাতে বর্তমানে ৩টি স্থানে টিলা জমিতে জলসেচের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে--- আড়ালিয়া ডিপটিউবওয়েল স্কীম, বিশালগড় কোচাই ডিপ টিউব ওয়েল স্কীম, মাতা বাড়ী ব্লক। সোনামুড়া ডিপটিউব ওয়েল স্কীম, অমরপুর ব্লক। উল্লেখিত ৩টি প্রজেক্টের ডিপটিউব ওয়েল বসানো শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও চালু হয়নি। প্রত্যেকটি ডিপটিউব ওয়েল দ্বারা ৩০ হেক্টর পরিমাণ টিলা জমিতে জল সেচ করা যাইবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, খোয়াই এলাকায় যে সব জুমিয়া ও ভূমিহীন পুনর্বাসন পেয়েছে---যেমন তকছাইক কলোনী ইত্যাদি। সেই সমস্ত স্থানে জলের অভাবে ফসল করতে পারছে না কাজেই সেই সব এলাকায় জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গভীর নলকূপ বসানোর বিষয়টি কৃষি দপ্তরের আওতায় নয় এটা পূর্তদপ্তরের। কাজেই এই বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীমানিক সরকার এবং শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীকেশব মজুমধার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৭।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ কতটা এগিয়েছে, তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

২) ইহা কি সত্য যে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য নূতন পথ খোঁজা হচ্ছে?

৩) যদি সত্য হয় রাজ্য সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়েছে কি?

উত্তর

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে দপ্তর হইতে প্রাপ্ত সংবাদ মূলে জানা যায় যে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ অগ্রগতি হইয়াছে।

২) হ্যাঁ।

৩) নূতন পথ খোঁজার বিষয় নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সরাসরি রাজ্য সরকারের কোন আলাপ আলোচনা হয় নাই। তবে পত্র যোগে ঐ সম্পর্কে এন, এম, এফ রেলওয়ে দপ্তর হইতে মতামত চাওয়া হইলে, ত্রিপুরা সরকার তাদের মতামত প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সার্ভের কাজ হচ্ছে সেটা কবে পর্যন্ত শেষ হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না? এবং এই যে রাস্তা খোঁজা হচ্ছে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন করার জন্য সেটার সার্ভের কাজও কবে পর্যন্ত শেষ হবে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার বহুবার আলোচনা হয়েছে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে এবং প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন আসবে। সেই ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্ট যেটা করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে সেটা চেঞ্জ হয়েছে। এবং আমাদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে একটা বিকল্প রাস্তা কি করে করা যায় সমতল এলাকা দিয়ে। আমরা তখন মন্ত্রী সভার মিটিং আহবান করি এবং মিটিং এ বসে সমতল ভুমির উপর দিয়ে যে অ্যালাইনমেন্টের কথা বলা হয়েছে সেটা আমরা অনুমোদন করি। কারণ এতে দূরত্ব অনেক কমে যাবে। রেল কতৃপক্ষ দুটো অ্যালাইনমেন্টেই রাখছেন এবং আমাদের কাছে লিখিত ভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে বর্তমান পরিকল্পনায় সার্ভের কাজ শেষ হবে এবং আগামী পরিকল্পনার মধ্যে কাজ আরম্ভ করা হবে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী এ, বি, গনি খান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং রেল কতৃপক্ষ এই ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন যে আগামী ১৯৮৪ সালে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলের কাজ শেষ হবে। আগরতলা পর্যন্ত রেলের যে কাজ সেটা তরান্বিত করার জন্য রেল কতৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবুও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৯।

প্রশ্ন

১) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ১৯৮৩ ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সারা রাজ্যের কয়টি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব?

উত্তর

১) মোট ১৩৩৭টি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ---

সদর---	৩১৩টি।
খোয়াই---	১৬০টি।
সোনামুড়া---	৯৬টি।

কৈলাসহর—	১২৫টি।
কমলপুর—	১৫৯টি।
ধর্মনগর—	১৪২টি।
উদয়পুর—	৮৮টি।
অমরপুর—	৪৬টি।
বিলোনীয়া—	১৫৭টি।
সাব্রুম—	৫১টি।

প্রশ্ন

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে (১৯৮৩-৮৪) কয়টি গ্রামে বিদ্যুগত সরবরাহ করার পরিকল্পন আছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২) মোট ২৭০টি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করার পরিকল্পনা আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

সদর—	৫০টি
খোয়াই—	২০টি
সোনামুড়া—	২০টি
কৈলাশহর—	৩০টি
কমলপুর—	৩০টি
ধর্মনগর	৩০টি
উদয়পুর—	১৫টি
অমরপুর—	২০টি
বিলোনীয়া—	৩১টি
সাব্র ম—	২৪টি

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামে যে বিদ্যুতিকরণ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ মানে গ্রামকে কখন আমরা বিদ্যুতিকরণ করা হয়েছে বলে মেনে নিতে পারি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা গ্রামে একটা রাস্তায় বিদ্যুত গেলে আমরা সেই গ্রামটাকে বিদ্যুতিকরণ করা হয়েছে বলে মনে করি। একটা গ্রামে ৩।৪টা রাস্তা থাকতে পারে। কিন্তু সব রাস্তা দিয়ে বিদ্যুতের লাইন টানা সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একটা গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন গেলে সেই লাইন থেকে একসটেনশন চাওয়া হলে তা পাওয়া যায় না। এষ্টিমেট হয় না। ডিপার্টমেন্টকে বললে বলে যে এক্সটেনশন দেওয়া যাবে না। আশে পাশে বাড়ীতে লাইন নেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক্সটেনশনের ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দিষ্টভাবে বললে সেটা আমরা দেখতে পারি। কিন্তু আমাদের যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। তবে যথাসম্ভব আমরা সেটা দেখতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে ২।৪ টা কথা বলছি। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়ার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হল গ্রামীন জলসেচের ব্যবস্থার উন্নতি করা। ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল লিফট ইরিগেশন দ্বারা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই প্রকল্পে যে টাকা আছে সেটা ডিপটিউব ওয়েল, লিফট ইরিগেশন, শ্যালো টিউব ওয়েল ইত্যাদিতে খরচ হচ্ছে। তবু সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ইনফ্রা-স্ট্রাকচার করার জন্য চেষ্টা করছি। যে মুহূর্তে টাকার দরকার হবে তখন আমরা টাকা

পাব। মাননীয় সদস্যগণ আমরা আশা করছি, আমাদের আর সমস্যা থাকবে না এবং অনেক কাজে লাগানো যাবে। যেখানে যেখানে আমরা নিচ্ছি সেখানে যে কোন ইনফ্রাষ্ট্রাক-চার করতে হলে আগে থেকে তৈরী করতে হয়। জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল কিন্তু বিদ্যুতের জন্য ছয় মাস, এক বৎসর কেটে গেল। তবে আমরা কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছি। ট্রাইবেল অধ্যুষিত দুর্গম এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডম্বুর বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে জন্য বিদ্যুত দপ্তরকে বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে। যাতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে দ্রুত বিদ্যুত নিতে পারি সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীমানিক সরকার ঃ---ষ্টার্ট কোয়েশ্চন নং ২৩।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীবদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

প্রশ্ন

১) গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্পের কাজ কবে থেকে শুরু হবে,

২) এই প্রকল্প কবে পর্যন্ত শেষ হতে পারে এবং

৩) এই প্রকল্প থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুত পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) প্রারম্ভিক কাজ আমরা শুরু করছি।

২) ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত।

৩) ১০ মেগাওয়াট।

শ্রীমানিক সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ও, এন, জি, সি, থেকে জানতে পেরেছি যে, আমরা ১ লক্ষ মিটার গ্যাস পেতে পারি। যে গ্যাস আমরা পাব সেই গ্যাস কাজে লাগানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ও, এন, জি, আমাদের এখনও ৪০ হাজার মিটার গ্যাস দিচ্ছেন। আমাদের এই প্ল্যান্টে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপন্ন করব। যে গ্যাস আমরা এখন পাচ্ছি তাতে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপন্ন হতে পারবে। ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপন্ন করতে গেলে আমাদের ১ লক্ষ ১৫ হাজার মিটার গ্যাস লাগবে। আমরা শুনেছি, গজারিয়া এবং রুকিয়াতে গ্যাসের সম্ভাবনা আছে এবং সেই গ্যাস কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ও, এন, জি, সি, আমাদের বলেছে এখন থেকেই পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আমরা বলেছি, তোমরা কত দিতে পারবে ? ওরা বলছে, প্রচুর গ্যাস পাবে। এই গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ভাবছেন। এই গ্যাস দিয়ে ফার্টিলাইজার করতে পারেন, গ্যাস ভিত্তিক কর্মোদ্যোগ হবে, গ্যাস দিয়ে কাগজ কল চলতে পারে। ও,এন, জি, সি, এই দামী গ্যাস পুড়িয়ে নষ্ট করতে চান না। কিন্তু আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। তাছাড়া গজারিয়াতে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার ক্লিয়ারেন্স এখনও পাই নি। আগর-তলা শহরে রান্নার জন্য গ্যাস ব্যবহার করতে পারি। কারণ, আমাদের সমস্ত বন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে অ্যাসুরেন্স পেলে সরকার পরিকল্পনা করবেন। এ ব্যাপারে আমরা ভারত সরকারের কাছে চাপ দেব, দেওয়ার জন্য।

শ্রীনকুল দাস ঃ---ও, এন, জি, সি, কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, এইখানে এত বেশী পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যাবে যে, তার বাজার পাওয়া সম্ভব নয়। গ্যাস তুলতে যা খরচ হচ্ছে তার খরচ এবং লাভের প্রশ্ন দেখে তারা বাজার পাচ্ছেন না। এই জন্য তারা কমার্শিয়াল বেসিসে গ্যাস তোলার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এই সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্যাস প্রচুর পাওয়া যাবে এটা ওরা বলছেন। তবে তারা কত গ্যাস দিতে পারবে সে বিষয়ে অবগত হয়ে গ্যাসকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা পরিকল্পনা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নম্বার ৩০।

মিঃ স্পীকার ঃ---স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্টার্ট কোয়েশ্চান নম্বার ৩০।

প্রশ্ন

১) (ক) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ওয়াটার সাপ্লাই থেকে তার পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ী সরসপুর ৪০ (চল্লিশ) দ্রোন বাগান বোরবোরি গ্রাম গুলিতে জল সরবরাহ করিয়া পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের এবং

(খ) ইছাইলাল ছড়ার ওয়াটার সাপ্লাই থেকে ইছাইলাল ছড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম যথা লালছড়া বাজার, গৌরীপুর এবং চুড়াইবাড়ী বাজার পর্যন্ত স্থানে পাইপ বসিয়ে উক্ত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) কদমতলা ওয়াটার সাপ্লাইর কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হইলে সরসপুর, বোরবোরি গ্রামে জল সরবরাহ করা হইবে বলে আশা করা যায়। বাগানের রাস্তায় পাইপ লাইন বসানো হইয়াছে। অতি সত্তর যাহাতে জল সরবরাহ করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। ফুলবাড়ী, ৪০ (চল্লিশ) দ্রোণ গ্রাম এই প্রকল্পের বাহিরে।

(খ) ইহা একটি সেচ প্রকল্প। সেচের সাথে সাথে শুধু মাত্র ইছাইলাল ছড়ার গ্রামে এই প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

আমরা একটি পরিকল্পনা নিয়েছি, ইরিগেশান ডীপ টিউব ওয়েল স্কীমের কাছে পার্শ্ববর্তী জায়গায় পানীয় জলের সরবরাহের পরিকল্পনা আছে।

২) আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কদমতলা পানীয় জল প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ হইবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

মিঃ স্পীকার ঃ---স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য মোট কয়টি কলের লাঙ্গল ক্রয় করা হইয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ২০৮টি।

কোন কলের লাঙ্গল প্রাথমিক অবস্থায় নিদিষ্ট ভাবে কোন মহকুমার জন্য ক্রয় করা হয় নাই। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিভাগে বন্টন করা হয়। সেই অনুসারে——

াগের নাম	যত সংখ্যক বন্টন করা হইয়াছে
সদর—	৬৪টি
খোয়াই—	৪টি
সোনামুড়া—	১৪টি
উদয়পুর—	৩৩টি
অমরপুর—	১০টি
সাব্রুম—	৪টি
বিলোনীয়া—	১২টি
ধর্মনগর—	২১টি
কমলপুর—	১৬টি
কৈলাসহর—	১১টি
কেন্দ্রীয় কৃষি ওয়ার্কসপ আগরতলা—	১৯টি
মোট—	২০৮টি

প্রশ্ন

২) তার মধ্যে কয়টি চালু ও কয়টি অচল অবস্থায় আছে?

৩) সচল লাঙ্গলগুলো কোথায় এবং কি কি কাজে ব্যবহৃত হইতেছে?

৪) প্রতি বৎসর এই লাঙ্গলগুলি দ্বারা গড়ে কত একর জমি চাষ হইয়া থাকে?

উত্তর

২) ১৬৩টি চালু অবস্থায় ৪৫টি অচল অবস্থায় আছে।

৩) সচল কলের লাঙ্গলগুলি যে যে স্থানে আছে তাহা এইরূপঃ—

মহকুমার নাম	যতটি সচল কলের লাঙ্গল বর্তমানে আছে
সদর—	৪১টি
খোয়াই—	৪টি
সোনামুড়া—	১১টি
উদয়পুর—	২২টি
অমরপুর—	৭টি
সাব্রুম—	৪টি
বিলোনীয়া—	৯টি
ধর্মনগর—	১৩টি
কমলপুর—	১১টি
কৈলাসহর—	৯টি
কেন্দ্রীয় কৃষি ওয়ার্কসপ	
(ক) নূতন—	১৯টি
(খ) মেরামতকৃত—	১৩টি
মোট—	১৬৩টি

সচল পাওয়ার টিলারগুলি সাধারণতঃ জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

৪) প্রতি বছর গড়ে ২৮০০ হইতে ৩০০০ হাজার একর জমি চাষ হইয়া থাকে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সাব্রুমের পাওয়ার টীলার দিয়া কত পরিমাণ জমি চাষ করা হয়েছে?

(বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ সভায় পুনরায় আসন গ্রহণ করেন)।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্ত পাওয়ার টীলারগুলি বিভিন্ন মহকুমায় রাজ্য সরকারের যে কৃষি খামার বা অর্চার্ড আছে সেগুলিতে রাখা আছে। আর যে সমস্ত মহকুমাতে ভারা কেন্দ্র খোলা হয় নি সেখানে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে পাওয়ার টীলার ব্যবস্থা করা হয় নি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত পাওয়ার টীলারগুলি কৃষকদের মধ্যে ভারা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি ঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা এবং এগুলি থেকে সরকার কত টাকা ভারা হিসাবে পেয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখন আমার কাছে এই তথ্য নাই। তবে আমি বলছি—জমি চাষ করার জন্য ঘন্টায় ৬,৫০ টাকা, জমি কাদানোর জন্য ঘন্টায় ৮ টাকা, দূরত্ব অনুসারে পরিবহনের জন্য প্রতি কিঃ মিঃ ০,৫০ পয়সা করে ভাড়া নির্দিষ্ট করা আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে পাওয়ার টীলার দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে ১২ পাওয়ার টীলার সেন্টার চালু আছে এবং আরও একটা চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। যারা পাওয়ার টীলার ড্রাইভার হিসাবে কাজ করবেন তাদের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, এপয়েন্টমেন্ট না দেওয়ার জন্য ড্রাইভার যেতে পারছেন না ফলে ভাড়া কেন্দ্র সেখানে ঠিক ভাবে চালু করা যায় নি। যারা ১৷২ কানি জমির মালিক, হালের বলদ কেনার ক্ষমতা নাই তাদের জন্য এবং সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গরু চুরী হয় তার জন্য সরকার এই স্কীমটার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে ৩২টা ল্যাম্প ও প্যাক্স-এর নামের তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে তারা যাতে সে পাওয়ার টীলার কেনার জন্য ঋণ পেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় দরখাস্ত সাবমিট করা হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গরীব অংশের মানুষেরাও যাতে এই পাওয়ার টীলার কেনার সুযোগ পেতে পারেন তার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে ২০৮টি পাওয়ার টীলার বন্টন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬৩টি পাওয়ার টীলার বর্তমানে সচল আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ধর্মনগরকে দেওয়া হয়েছে ২১টি এবং খোয়াই মহকুমাকে বন্টন করা হয়েছে ৪টি। এই বন্টন কার্য কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে নির্দিষ্ট কৃষি খামার বা অর্চার্ড আছে সেখানেই এই পাওয়ার টীলারগুলি দেওয়া হয়েছে। যেখানে কৃষি খামার বেশী সেখানে পাওয়ার টীলার বেশী দেওয়া হয়েছে। তবে সাবডিভিশনগুলিতে যাতে পাওয়ার টীলার দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্য না থাকে এবং কৃষকদের কাছেও যাতে ব্যাপকভাবে পাওয়ার টীলার দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পাওয়ার টীলার দেওয়ার ব্যাপারে একটা এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন গঠন করার কথা হয়েছিল। এ কাজ এখন কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন গঠন করার ব্যপারটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে অনেকগুলি পাওয়ার টিলার নষ্ট হয়ে গেছে। পাওয়ার টীলার কেনার সময় তার লাইফ ইত্যাদি কোম্পানী থেকে ফিক্স আপ করা থাকে। এই লাইফ এ্যাকপায়ার ডেই আগেই কি এই পাওয়ার টীলারগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, যদি তাই হয় তাহলে তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৫ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) গোপাল নগর (আমগাছিয়া) শরনার্থী পুনর্বাসন কলোনীর বাজরাটিকে এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদন না দেওয়ার কারণ কি।

২) উক্ত বাজারের উন্নয়ন ও বাজারের শেড এখনও তৈরী হয় নি এই ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কি।

৩) থেকে থাকলে বাজারের উন্নয়ন ও শেড তৈরীর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১) গোপাল নগর (আমগাছিয়া) শরণার্থী পুনর্বাসন কলোনীতে বাজার স্থাপন কিংবা স্থাপিত বাজারের লাইসেন্স-এর জন্য কোন প্রস্তাব বা আবেদন পাওয়া যায় নাই।

২) এই বাজার উন্নয়ন ও শেড নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকার এখনও নেন নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

মঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—কোয়েশন নং ১০৫ স্যার,।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১০৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রধান সড়কটিতে জাতীয়করণ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি।

২) যদি থেকে থাকে তবে তা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে।

৩) যদি না থেকে থাকে তবে তার কারণ?

উত্তর

১) দক্ষিণ ত্রিপুরায় আগরতলা—উদয়পুর, আগরতলা—বিলোনীয়া (উদয়পুর হইয়া রাস্তা জাতীয় করণের জন্য পরিকল্পনাটি মটর ভিইকল অ্যাক্ট-এর ৬৮(গ) ধারা অনুযায়ী

টি, আর, টি, সি, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ত্রিপুরা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দেন। বিজ্ঞপ্তি নং এফ ২(৯)-টি,আর,টি,সি, ৭২ তাং ২১-৯-৭২ ইং। এই সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা নীদষ্ট তারিখের মধ্যে দাখিল করিতে পারেন তাহাও ঐ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কিছু আপত্তি সরকারের কাছে দাখিল হয় কিন্তু মটর ভেইকল অ্যাক্ট-এর ৬৮-ডি (২) ধারা অনুসারে যে অফিসার শুনানীর জন্য নিযুক্ত করা হয় তাহার নিযুক্তি সম্পর্কে লিখিত আপত্তির ফলে বর্তমানে শুনানী স্থগিত আছে এবং উক্ত আপত্তির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর---

টি, আর, টি, সি, বাস ও বে-সরকারী বাস বর্তমানে ঐ রাস্তাগুলিতে চলিতেছে। সরকার এখনও সিদ্ধান্ত নেন নি যে ঐ রাস্তাগুলি হইতে বে-সরকারী বাস তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ জাতীয় করণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহিন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" & "B")

স্মৃতি তর্পন

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---এখন সভার সামনে বিষয় সূচী হলো ত্রিপুরা বিধান সভার নবীন সদস্য প্রয়াত পরিমল সাহার মৃত্যুতে স্মৃতি চারণ।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, চড়িলাম বিধান সভার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তরুণ কংগ্রেস (ই) বিধায়ক পরিমল সাহা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৩ ইং তারিখে বিশালগড়ের অফিস টিলায় প্রকাশ্য দিবালোকে একদল দুষ্কৃতকারীর সংঘবদ্ধ আক্রমনে তিনি নিহত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩১ বৎসর। ১৯৫২ সালে ৩০শে নভেম্বর বিশালগড়ের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি আগরতলা পলিটেকনিক বিদ্যায়তনে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে এন, এস, ইউ, আই-এর পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন। পরিশেষে বিশালগড় যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করেন।

এই সভা প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

আমি ২ (দুই) মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় নীরবতা পালনের জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব।

(দুই মিনিট দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবতা পালন করা হয়)।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাউসের কোন সিটিং মেম্বার যদি মারা যান তাহলে সব দেশেই হাউস বন্ধ থাকে। তাই অপজিশান লিডার হিসাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করব হাউস বন্ধ রাখার জন্য।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই কনভেনশ্যান নেই কারণ গৌতম দত্তের মৃত্যুর পর হাউস বন্ধ রাখা হয় নি। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি নিশ্চয়ই আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য ঃ---শ্রীপরিমল সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমরা আজকের জন্য হাউস ত্যাগ করলাম।

(মাননীয় কংগ্রেস (ই) সদস্যরা হাউস ত্যাগ করলেন)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের একজন সিটিং সদস্য মারা গিয়েছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য হাউস বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার একতরফা মনোভাবের জন্য আমরা হাউস ত্যাগ করছি।

বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট উৎথাপন ও গ্রহণ।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য বৃন্দ সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "বিজনেস এ্যাড়ভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ৬ই জুলাই, ১৯৮৩ইং (তারিখ) হইতে ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার, ১৯৮৩ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য ""বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্ট টি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ৮ই জুলাই, শুক্রবার, ১৯৮৩ ইং (তারিখ) হইতে ২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৮৩ ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টনের সহিত এই সভা একমত"।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

(রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

রেফারেন্স পিরিয়ড

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

গতকাল ৭ই জুলাই রাত্রে উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে কং (ই) সমর্থক একদল দুরন্ত কর্তৃক একটি মটর ট্রাক আক্রমণ। ট্রাক ড্রাইভারকে গুরুতর আহত করা এবং ট্রাকের হেণ্ডিম্যানকে খুন করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তাঁর মন্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল রাত্রে উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে একটা ট্রাক গাড়ীর উপর কংগ্রেস (ই) সমর্থক একটা দুরন্ত দল আক্রমণ করে এবং তার ফলে এই গাড়ীর হেণ্ডিম্যান মারা যান এবং ড্রাইভারকে গুরুতর ভাবে আহত করা হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১১ই জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার নিকট হইতে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ—

"গত ১৪ই জুন উদয়পুর মহকুমার খুমপুইলং বাজারে উগ্রপন্থীদের হামলার ঘটনা সম্পর্কে।" যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা হাউসে অনুপস্থিত, সেই নোটিশটি ফল্‌স থ্রো।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ঃ—

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ— "গত ৭ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং বিধান সভা চত্বরে বিধান সভা সচিবালয়ে মোটর কর্মী মানিক দেবনাথের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১১ই জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ১১ই জুলাই বিবৃতি দিবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারের নিকট হইতে। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ—"গত ৬ই জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখ কংগ্রেস (আই) এর গাড়ীর মিছিলের উপর সি, পি, আই (এম) গুণ্ডাদের কর্তৃক আগরতলা মটরস্ট্যাণ্ডে বর্বর আক্রমণ ও গাড়ীর ভাংচুর সম্পর্কে।"

যেহেতু মাননীয় সদস্য হাউসে অনুপস্থিত সেইহেতু নেটিশটি ফল্‌স থ্রো।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট হইতে। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ—"গত ১৩ই জুন অম্পির ধনলেখার বাজিরাই গ্রামে পুলিশের গুলিতে পেলাচান কলই নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া হাউসে অনুপস্থিত সেই হেতু নোটিশটি ফল্‌স থ্রো।"

Laying of Papers, Reports Etc.

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ঃ—

"Laying of the Bengal Municipal (Tripura Third Amendment) Ordinance, 1983 (Tripura Ordinance No. 1 of 1983) promulgated by the Governor on the 17th April, 1883 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি অডিনেন্সটি সভায় পেশ করার জন্য ,।

Shri Khagen Das (Revenue Minister'):— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House The Bengal Municipal (Tripura Third Amendment) Ordinance 1983 (Tripura Ordinance No. 1 of 1983) promulgated by the Governor no the 27th April, 1983 as required under clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ঃ—

"Laying of the Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Ordinance, 1983 (Tripura Ordinance No. 2 of 1983) promulgated by the Governor on the 26th May 1983 as required under clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অডিনেন্সটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—Mr. Speaker Sir, "I beg to lay before the House The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Ordinance, 1983 (Tripura Ordi nance No. 2 of 1983' . promulgated by the Governor on the 26th May, 1983 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল

"Laying of the copy of the 8th Annual Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April, 1, 1979 to March, 31st 1980 together with a memorandum explaining , as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India."

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) —Mr. Speaker Sir, "Igeg to lay before the House the copy of the 8th Annual Report of the Tripuras Public Service Commission for the period 1st April, 1979 to March 31st, 1980, together with a memorandum explaining as required under clause (2) Article 323 of the Constitution of India."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—

i) "Laying of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1980-81".

ii) "Laying of the Finance Accounts of the year 1980-81."

iii) "Laying of the Appropriation Accounts for the year 1980-81."

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—Mr. Speaker Sir,

i) "I beg to move before the House the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1980-81."

ii) "I beg to lay before the House Finance Accounts for the year 1980-81."

iii) "I beg to lay before the House Appropriation Accounts for the year 1080-81."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—

"Laying of the certified Accounts and Audit Report in respect of Tripura Road Transport Corporation for the year 1977-78, as required under Sub-section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act,, 1950."

আমি এখন মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অ্যাকাউন্টস অ্যাণ্ড অডিট রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

বৈদ্যনাথ মজুমদার (পুর্তমন্ত্রী) :—Mr. Speaker Sir, "I beg to lay before the House the certified Accounts and Audit Report in respect of Tripura Road Transport Corporation for the year 1977,78, as required under sub-section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950."

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল —

"Laying of the Certified Accounts and Audit Report in respect of Tripura Road Transport Corporation for the year 1978-79 as required under sub-section (4) of section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950.

আমি এখন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একাউন্টস এণ্ড অডিট রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Baidyanath Majumder :—Sir, I beg to lay before the House the certified Accounts and Audit Report in respsect of Tripura Road Transport Corporation for the year 1978-79 as required under sub-section (4) of section 33 of the Road Transport Corporation Act 1950.

Mt. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ঃ— "Laying of the copy of the Notification No. F. 10(20-1)-DES/79 dated the 28th June, 1983 issued under section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over Management) Act, 1973 extending the period vesting to Govt. in respect of.—

i) Harachandra Higher Secondary School,

ii) Katlamara High School along with its Pripmary section.

iii) Vivekannnda Higher Secondary School along with its attached primary scetion.

আমি এখন মাননীয় ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশনটি সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Dasarath Deb :—Hon'ble Speaker Sir, "I beg to lay before the House opy of the Notification No. F. 10(20-1)-DSE/79 dated 28th june, 1983, issued under section 3 of the Tripura Educational Institutional (Taking over Management) Act, 1973 extending the period vesting to Govt. in respect of—

i) Harachandra Higher Secondary School,

ii) Katlamara High School alongwith its attached primary section,

iii) Vivekananda Higher Secondary School alongwith its attached primary section..

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে আজকের সভাতে যে সমস্ত অডিনেস, রিপোর্ট, একাউন্টস এণ্ড অডিট রিপোর্ট এবং নোটিফিকেশান ইত্যাদি পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক একটি ঘোষণা

মিঃ স্পীকার ঃ---হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নে উল্লেখিত আটটি (৮) বিলের প্রথম তিনটিতে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং অবশিষ্ট পাঁচটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ পর্যায়ক্রমে জানাচ্ছি।

	বিলের নাম	তারিখ
1.	The Tripura Children Bill, 1982, (Tripura Bill No. 3 of 1982).	President 31-3-83.
2.	The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 10 of 1982.	President 27-1-83
3.	The Tripura Land Pass Book Bill, 1982 (Tripura Bill No. 11 of 1982).	President 24-2-83
4.	Tthe Tripura Shops & Establishment (Amendment Bill, 1983 (Tripura Bill No. 13 of 1982)	Governor 16-4-83
5.	The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 2 of 1983)	Governor 26-3-83
6.	The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 1 of 1983.	Governor 26-3-83
7.	The Salary, Allowances & Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 3 of 1983)	Governor 1-4-83
8.	The Salaries & Allowances of the Ministers (Tripura Amendment) Bill 1983 (Tripura Bill No. 4 of 1983).	Governor 1-4-83

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORTS

প্রেজেণ্টেশান অব দি ফরটি থ্রি এণ্ড ফরটি ফোর রিপোর্ট অব দি কমিটি অন এষ্টিমেট্স।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—এষ্টিমেইটস কমিটির তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশতম প্রতিবেদন দুইটী সভার সামনে উপস্থাপন ; আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, :—I beg to present the 43rd and 44th report of the Committee on Estimates.

প্রেজেন্টশান অব দি নাইনথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির নবম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—I beg to present before the House the 9th Report of the Committee on Undertakings.

প্রেজেন্টেশান অব দি এইট রিপোর্ট অব দি রুলস কমিটি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, রুলস কমিটির অষ্টম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি রুলস কমিটির অষ্টম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সম্পর্কে আমি ত্রিপুরা বিধান সভার কার্যবিধির ২৫৮ নং ধারার প্রতি মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ধারা অনুযায়ী রুলস কমিটির প্রতিবেদনটি বিধান সভার টেবিলে সাত দিন পেশ করা অবস্থায় থাকবে। যদি কোন সদস্য এই প্রতিবেদনের উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনীতে ইচ্ছুক থাকেন তবে উক্ত সাত দিনের ভেতর বিধান সভার সচিবের নিকট এই সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিতে পারেন। যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত সাত দিনের ভেতর না পাওয়া যায় তাহলে এই প্রতিবেদনটি বিধান সভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আপনারা নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেনদগুলোর প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবেন।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল প্রেজেন্টেশান অব দি বাজেট ইস্টিমেইটস ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪।

মাননীয় সদস্যগণ মতামত জানাবেন যে বাজেট কি রিসেস পিরিয়ডের আগে পেশ করা হবে না পরে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রিসেস পিরিয়ডের পরে বাজেট পেশ করা ঠিক হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—তাহলে এই সভা এখন ১২-৩০ ঘঃ থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত রিসেস পিরিয়ডের জন্য মুলতবী রইল।

AFTER PECESS AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—"১৯৮৩-৮৪ ইং আথিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা"। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি" ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—(অর্থমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৮৩-৮৪ ইং আথিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করছি।

এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় বারের কার্যকালের প্রথম বাজেট।

২। যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা এবং অভাবনীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে বিধানসভার এই বাজেট অধিবেশন সুরু হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি বিশেষতঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগনের নেতৃত্বে আণবিক অস্ত্র পর্বত প্রমান স্তুপিকৃত করতে সুরু করেছে, সেই সঙ্গে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে এবং সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে একটা অস্থির এবং উত্তেজনার পরিবেশ গড়ে তুলছে।

দেশের অভ্যন্তরেও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলো মাথাছাড়া দিয়ে উঠছে এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতিকে ভীষণভাবে হুমকি দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক, বর্ণ-বিদ্বেষী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো একটার পর একটা রাজ্যে এক শ্রেণীর জনগণকে অপর শ্রেণীর জনগণের

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে এবং দেশের জনগণের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের শোষণ আরও জোরদার করছে। এই বিধানসভা এই সব অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করবেন এবং গণতান্ত্রিক জনগণকে এইসব ঐক্য ও সংহতি বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানাবেন।

৩। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে বিগত বাজেট পেশ করার সময়ও আমি বলেছিলাম যে আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা। এই লক্ষ্যেই ১৯৮৩'র ১৬ই মে নিখিল ত্রিপুরা তপশীলি উপজাতি সম্মেলন করা হয় যা এই রাজ্যে এই প্রথম। রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের উপজাতি জনপ্রতিনিধিরা উৎসাহ ও উদ্দিপনা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং তাদের তরফ থেকে জনগণকে উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার আবেদন জানানো হয়।

৪। রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য গৃহরক্ষী ও অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠনকে আধুনিকী করণের প্রয়াস অব্যাহত আছে। বিপথে পরিচালিত উপজাতি শসস্ত্র দলগুলির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলার জন্য একটি অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে।

৫। ১৯৮২-৮৩ সালে এই রাজ্য খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালের শুরুও ভাল ভাবে হয়নি। রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ঝড়ে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যার ফলে জনগণ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং দুর্ভোগ ভুগছেন। আমরা যে ত্রাণ খরচের জন্য অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুরীর সুপারিশ করার জন্য এখানে একটি সমীক্ষক দল পাঠাবার আবেদন করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার তাতে এখনও সাড়া দেয়নি।

৬। আমাদেরকে জীবনের প্রতিপদক্ষেপে সংকটের সৃষ্টি করে মুদ্রাস্ফীতি এখনও অব্যাহত আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা (১৯৮২-৮৩) অনুযায়ী সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্যের সাধারণ মূল্যসূচক (আরবান ননঃ মেনুয়েল কর্মচারী) ১৯৮২ সালের এপ্রিলে ছিল ৪২৫, আর ঐ বছরের নভেম্বরে বেড়ে হয়েছে ৪৫২ (ভিত্তি বছর ১৯৬০)।

ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকায় ১৯৮২-৮৩ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে তাদের দীর্ঘ দিনের পাওনা সংশোধিত বেতন হার দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮১'র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের কর্মচারীদেরকে যা মহার্ঘভাতা দিয়েছেন ত্রিপুরার কর্মচারী-দেরকেও সেই পরিমাণ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার কিস্তি দেওয়া হয়েছে। এরফলে আমাদের প্রশাসনিক খরচ অনেক বেড়ে গেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার সবটা টাকা তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে রাখতে রাজী হয়েছেন বলে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকল শ্রেণীর কর্মচারীরা যদি উদারতা না দেখাতেন তাহলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ১৯৮২-৮৩ সালে কৃষি-শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী বাড়িয়ে ৮ টাকা, অদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৯ টাকা, আধাদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ১২ টাকা এবং উচ্চমানের দক্ষ কর্মীদের দৈনিক মজুরী ২০ টাকা করা হয়েছে।

৭। আমরা ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য ৮৫,৯৪ কোটি টাকার খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলাম। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য ১৯৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৫৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন যেখানে ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে আমাদের অনুমোদিত বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা থাকলেও পরিকল্পনা খাতে ব্যয় হয়েছিল ৫৬,৩৩ কোটি টাকা। তাই আমাদের মতে ১৯৮৩-৮৪ সালের পরিকল্পনার জন্য ৫৮ কোটি টাকা মোটেই যথেষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যদিও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র এবং সরঞ্জামের অভাব রয়েছে তবুও সেসব বাদ দিয়ে যদি কেবল প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হয় তাহলে আমাদের ৫ কোটিরও বেশী টাকার প্রয়োজন। তাই আমরা আমাদের বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করে ১৯৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য অতিরিক্ত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছি।

১৯৮২-৮৩ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যদের প্রকল্পগুলির জন্য ৩,৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ

ছিল আর ১৯৮৩-৮৪ সালে এই বরাদ্দের পরিমাণ ৩.০২ কোটি টাকা।

১৯৮২-৮৩ সালে কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৭,৬৬ কোটি টাকা আর ১৯৮৩-৮৪ সালে এই বরাদ্দের পরিমাণ ১২,৪৯ কোটি টাকা।

৮। আপনি অবগত আছেন যে ভারতের সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী অষ্টম অর্থ কমিশন গঠন করা হয়েছে। অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে আমরা যে স্মারক পত্র পেশ করেছি তাতে আমরা ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে কমিশনের যে মেয়াদ শুরু হবে সেই মেয়াদকালে ত্রিপুরার জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এড হিসেবে ১১৬৫,৮১ কোটি টাকা সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেছি। আমরা এটাও তুলে ধরেছি যে সপ্তম অর্থ কমিশন এই রাজ্যের প্রয়োজনগুলির সম্পর্কে যা মূল্যায়ণ করেছেন তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, যারজন্যে এতদিন আমাদের টানা পোড়েনের মধ্যে চলতে হয়েছে এবং এ বছরের শেষ অব্দি চলতে হবে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা রাজ্যের প্রয়োজনগুলি বাস্তব সম্মত ভাবে মূল্যায়ণ করার জন্য এই কমিশনকে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও পেশ করেছি ঃ—

(ক) কমিশনের সুপারিশগুলি ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী লোক সংখ্যার ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্চনীয়—১৯৭১'র জনগণনা অনুযায়ী নয়।

(খ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান আর্থিক সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে রাজ্যগুলি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আয়কর হ্রাস করা হলে তা থেকে রাজ্য সরকারের পাওনা অংশও কমে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন আয়করের উপর সারচার্জ বৃদ্ধি করে তার রাজস্ব বাড়ান রাজ্য সরকার তা থেকে কিছুই পান না।

যদিও সংবিধানের অমূলপরিবর্তন না করে কেন্দ্র-রাজ্যের বর্তমান আর্থিক সংকটের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নাও হতে পারে তবু আমরা আশা করি যে নব গঠিত সারকারিয়া কমিশন কেন্দ্র রাজ্যের বর্তমান আর্থিক সম্পর্ক সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখবেন।

(গ) ওভার ড্রাফটের সমস্যাটিও অর্থ কমিশনের বিবেচনা করা দরকার এবং তার বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এড হিসেবে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সংস্থান রাখা প্রয়োজন যাতে রাজ্য সরকারের ওভারড্রাফ্‌ট গ্রহণ করতে না হয়। দ্রব্যমূল্য যখন অপরিবর্তিত থাকবে তখন কমিশন প্রদত্ত গ্র্যান্ট-ইন-এড্‌ প্রতিশ্রুত ন্যূনতম অর্থ হওয়া উচিত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলে বছর বছর এই টাকা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

(ঘ) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংস্থান করতে হবে।

(ঙ) প্রতি বছর বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ যে হারে বৃদ্ধি করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই টাকা সেই হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(চ) ত্রাণ বাবদ ব্যয়ের প্রান্তিক তহবিল বছরে ১৮ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৫ লক্ষ টাকা করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সাধারণতঃ যে সব খরচ করতে হয় সেগুলি সম্পর্কে অর্থ কমিশন যেন নিয়ম কানুন তৈরী করে দেন যাতে করে কেন্দ্রীয় সাহায্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা না করতে হয় কারণ এই দল সময়মত আসেও না এবং সাধারণ মাপকাঠির ভিত্তিতে কাজ করেও না।

বিশেষ করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেখানে অধিকাংশ বাড়ীঘর ছন, বাঁশ বা কাঠের তৈরী সেখানে অগ্নিকাণ্ড হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধরে নিয়ে কেন্দ্রীয় সাহায্য দিতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে রাজস্বের যে ক্ষতি হয় এবং অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ হয় তার ফলে উদ্ভূত রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে গ্র্যান্ট-ইন-এড দেওয়া উচিত।

(ছ) ত্রিপুরার মত যে রাজ্য রাজস্বখাতে কোন উদ্বৃত্ত নেই সেই রাজ্যের পক্ষে ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে অর্থ কমিশনের মঞ্জুরী। তাই ঋণ পরিশোধকে রাজস্ব খাতে একটি খরচ বলে ধরতে হবে এবং সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারগুলিকে দিতে হবে। যখন বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষতঃ দুর্বল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে কর ইত্যাদি মকুব করা হয় তখন রাজ্যগুলিকে সেই বাবদ ক্ষতি পূরণ দিতে হবে যাতে রাজ্য সরকারের অর্থ-নীতিতে আকস্মিক চাপ না পড়ে।

(জ) খরা ত্রাণ এবং এই জাতীয় সরকারী খরচের জন্য এই জাতীয় ঋণ না দেওয়াই ভাল কেননা এই সব ঋণ থেকে এখন কোন সম্পদ সৃষ্টি হয় না যা থেকে রাজ্য সরকার উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

(ঝ) বার্দ্ধক্য ভাতা এবং নিঃসম্বল ও প্রতিবন্ধীদের নুনতম পেনসন যা সপ্তম অর্থ কমিশন ৬০ টাকা সুপারিশ করেছিলেন সেটা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করতে হবে।

অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে এটাও বলা হয়েছে সপ্তম অর্থ কমিশন এই বাবদ যে টাকা দিয়েছেন তা দিয়ে মাসে ৬০ টাকা হারে মাত্র ১৫৫৬ জনকে পেনশন দেওয়া যেতো। রাজ্য সরকার এইরূপ পেনশন পাওয়ার উপযুক্ত ২৬০৫৩ জনের মধ্যে ৮২০৫ জনকে মাসিক ৩০ টাকা করে পেনশন দিয়েছেন।

(ঞ) শিক্ষিত বেকারদের মাসে অন্ততঃ ১০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া দরকার।

(ট) বিভিন্ন সরকারী সুবিধা যাতে উপজাতি এলাকায় এবং দুর্গম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারী এবং সাধারণ সুযোগ সুবিধা বিশিষ্ট অন্ততঃ ২৫টি উন্নয়ণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান করতে হবে।

(ঠ) যেসব রাজ্যে বৃহৎ সংখ্যক উপজাতি জনগণ রয়েছেন সে সব রাজ্যগুলিকে তহবিল বন্টন ব্যবস্থায় কেবল উপজাতি অঞ্চলগুলির বিশেষ সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়েই নয় উপজাতি অঞ্চলে প্রশাসনের মান উন্নয়ন, সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী সহ রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে।

(ড) সপ্তম অর্থ কমিশন ত্রিপুরাকে একটি বিশেষ শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে ধরে ছিলেন এবং অষ্টম অর্থ কমিশনের পক্ষে এই রাজ্যের বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করে তার রাজস্ব ঘাটতি পূরণে স্বাভাবিক মঞ্জুরী ছাড়াও সাধারণ প্রশাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পনা বহির্ভূত সাহায্য হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ দানের সুপারিশ করা প্রয়োজন।

৯। আমি এখন সংক্ষেপে কয়েকটি বিভাগের কাজ কর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি।

(১) কৃষি ও খাদ্য ঃ

ভারত সরকারের ১৯৮২-৮৩ সালের আথিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৮২-৮৩ সালে দেশের সামগ্রীক কৃষি উৎপাদন ১৯৮১-৮২ সালের তুলনায় ৩ শতাংশ কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এটা আনন্দের বিষয় যে ১৯৮১-৮২ সালে যেখানে খাদ্য শষ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,৬০ লক্ষ টন, ১৯৮২-৮৩ সালে খরা এবং বন্যা সত্ত্বেও আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ৪,৩২ লক্ষ টন অর্থাৎ সেই বছরে (১৯৮২-৮৩) লক্ষ্যমাত্রা ৪,৫০ লক্ষ টন থেকে খানিকটা কম হলেও খাদ্যশষ্য উৎপাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক প্রকল্প রূপায়ণ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সার, উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির যোগানের ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে অতিরিক্ত ২ হাজার হেক্টার জমি চাষের আওতায় এনে মোট চাষের জমি ২,৫৭ লক্ষ হেক্টার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ৪,৬৩ লক্ষ টন।

(২) পশুপালন এবং দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

১৯৮২-৮৩ সালে ৩৭টি নতুন পশু চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাছাড়া গরু বাছুর ও হাঁস মোরগ বন্টনের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে চালু প্রকল্পগুলি ছাড়াও উপজাতি কলোনীতে একটি, দুই জেলায় দুইটি এবং রাজ্য পর্যায়ে একটি মিশ্র গবাদি

পশুপালন খামার গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে অমরপুর এবং বিলোনীয়ার মহিষ প্রজনন কেন্দ্রগুলি সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্প, প্রজননক্ষম ষাড় এবং সংকর জাতীয় বাছুর বন্টন এবং শুক্র সংরক্ষণ কমপ্লেক্স হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে। ১৯৮৩-৮৪ গোখাদ্য মিশ্রণ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। পশুপালনের সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রামবাসীদের সহজ নাগালের মধ্যে আনার জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও কয়েকটি কর্মসূচী হাতে নেবার প্রস্তাব আছে---সেগুলির মধ্যে আছে নতুন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা।

দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প উন্নয়ণের ক্ষেত্রে ১৯৮২-৮৩ সালে ৩৩টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে---যা একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আগরতলা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পটি অপারেশন ফাড ২ কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে আরও দুগ্ধ কলোনী ও সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব আছে। উদয়পুরের বর্তমান গ্রামীণ দুগ্ধ কেন্দ্রটি ছাড়াও কৈলাশহর ও ধর্মনগরে এরূপ আরও দু'টি কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

নিবিড় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে উপজাতি ও তপশীলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেগুলিকে মুরগী ও শূকর পালনের ব্যবস্থা সহ দুগ্ধ কলোনীতে রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ছেলেদের পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন---বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব আছে।

(৩) সমবায় ঃ

১৯৮২'র ৩০শে জুন তারিখে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরনের ১৩২৭টি সমবায় সমিতি ছিল। ১৯৮১'র জুন পর্যন্ত এই সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৯৩ লক্ষ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৫ লক্ষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সমিতিগুলির মধ্যে উপজাতি অঞ্চলে ৫৪টি বৃহদায়তন বহুমুখী সমবায় সমিতি (ল্যাম্পস) এবং অন্যান্য এলাকায় ২০৯টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (প্যাক্স) আছে। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে।

(৪) শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ঃ

আগরতলাস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কেন্দ্র, শিল্প ও চারুকলা কলেজ, আঞ্চলিক শরীর শিক্ষা কলেজ, সরকারী সঙ্গীত কলেজ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট এবং সরকারী ডিগ্রী কলেজগুলি উন্নয়নের প্রয়াস ১৯৮৩-৮৪ সালেও অব্যাহত থাকবে। আরও বেশী ছাত্র ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা সুযোগ দানের জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে নূতন নূতন পাঠক্রম চালু করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ সালে ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়কে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। তপশীলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত দু'টি আশ্রম স্কুল চালু করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০টি নন্ ফরম্যাল শিক্ষা কেন্দ্র (১৫টি প্রাথমিক স্তরের এবং পাঁচটি মধ্য স্তরের) স্থাপন এবং ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি মধ্য বিদ্যালয় এবং ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়কে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব আছে। প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং ২ স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩,৩ লক্ষ, ০,৮১ লক্ষ, ০,৩৫ লক্ষ এবং ০,১৬ লক্ষ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ২,৩৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে দুপুরের খাবার কর্মসূচীর আওতায় আনা যাবে ব'লে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত ২৮৩৯টি সমাজ শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল যার মধ্যে ৯৫৩টি উপজাতি অঞ্চল এবং ৬৪৫টি তপশীলি জাতি অধ্যুষত অঞ্চলে কাজ করেছে। ঐ সময়ে প্রায় ৫৯,০০০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থী ছিলেন যাদের মধ্যে উপজাতি এলাকার ছিলেন ২১,০৬০ জন আর তপশীলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ছিলেন ১২,২১০ জন। ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও ৬৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে ৪৭৪টি হবে উপজাতি অঞ্চলে এবং ১২০টি হবে প্রধানতঃ তপশীলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে।

১৯৮৩-৮৪ সালে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫,৬২৫ হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে ৩৬,২৭৫ জন উপজাতি অঞ্চলের এবং ১৬,১২৫ জন প্রধানতঃ তপশীলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ সালে রাজ্যে ১৯০৬টি বালোয়ারী ও অঙ্গনবাদী কেন্দ্র ছিল যার মধ্যে উপজাতি অঞ্চলে ছিল ১১৬৬টি এবং তপশীলি জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ছিল ২৯৫টি। ১৯৮২-৮৩ সালে এইসব কেন্দ্রে মোট ৪৬,৩০০ শিশু ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২২,০০০ শিশু ছিল উপজাতি অঞ্চলের আর ৪,৫০০ শিশু ছিল তপশীলি জাতি অঞ্চলের। ১৯৮৩-৮৪ সালে বালোয়ারী/অঙ্গনবাদী কেন্দ্রের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৮০ হবে বলে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে ১,৩৬৪টি হবে উপজাতি অঞ্চলে এবং ৩৯৫টি হবে তপশীলি জাতি অঞ্চলে। এইসব কেন্দ্রে মোট ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫,১০০ হবে ব'লে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে উপজাতি এলাকার ২৬,৩০০ শিশু এবং তপশিলী জাতি এলাকার ৭,৫০০ শিশু থাকবে ব'লে আশাকরা হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে খোয়াই'র আমপুরার গরীব ও অসহায় উপজাতি শিশুদের আশ্রম ও উদয়পুরের শ্রবণশক্তিহীনদের বাক্‌শক্তি উদ্ধার প্রতিষ্ঠানটি চালু করার প্রস্তাব আছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে আরও অনেক লোককে সামাজিক নিরাপত্তা পেনসান ও বার্ধক্য পেনসান-এর আওতায় আনার প্রস্তাব আছে।

(৫) অগ্নি নির্বাপক সংস্থা ঃ

বর্তমানে যে ১০টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র আছে সেগুলি ছাড়া গণ্ডাছড়া ও তেলিয়ামুড়ায় আরও দু'টি উপকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। প্রতিটি ব্লকের প্রধান কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে একটি করে উপকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ বাড়িঘর ছন-বাঁশ ইত্যাদির হওয়ায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার উন্নয়নের গুরুত্বের কথা বলাই বাহুল্য। অর্থের অপ্রতুলতার জন্য জেনারেল ইনসুরেন্স কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম কিনতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

(৬) মৎস্যচাষ ঃ

১৯৮২-৮৩ সালের শেষ নাগাদ অনুমিত মাছের পোনার উৎপাদন ৩৬০ লক্ষ্য আর ১৯৮৩-৮৪ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা ৫৫০ লক্ষে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে অনুমিত মাছের উৎপাদন ৭,৯ হাজার টন, আর ১৯৮৩-৮৪ সালে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছে ৯ হাজার টন।

উদয়পুরে অমরসাগরের পাড়ে যে হিমঘরটি (৬ টন ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মিত হচ্ছে সেটি ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। উদয়পুরের ধনীসাগরে পিটুউটরি গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক নির্মাণের কাজও ১৯৮৩-৮৪ সালে শেষ হবে ব'লে আশা করা হচ্ছে।

তিনটি মৎস্যচাষী উন্নয়ণ এজেন্সী ছাড়াও ১২টি নতুন মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব আছে, যার মধ্যে দুটি হবে উপজাতি এলাকায় এবং ১০টি হবে তপশীলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায়। তাছাড়া উপজাতি এলাকা এবং তপশীলি জাতি অধ্যুষিত এলাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অতিরিক্ত জলাভূমি মৎস্যচাষ প্রদর্শনী কেন্দ্রের এবং মৎস্যচাষের আওতায় আনা হবে।

(৭) খাদ্য ঃ

খাদ্যশষ্যে এই রাজ্য স্বয়ংভরতার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। ১৯৮৩ সালের মে পর্যন্ত মাসিক প্রায় ৭ হাজার টনের যে কোটা ছিল যা ঐ বছরের জুন থেকে ৭,৫০০ টন করা হয়েছে সে কোটা সরকারী বন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং ১৯৮২ সালের অনুরূপ সময়ে যে কোটা ছিল তার চেয়েও অনেক কম। তাই এই মাসিক কোটা বাড়িয়ে ৯,০০০ টন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে; কেন্দ্রীয় সরকার এটা এখনও বিবেচনা করেনি।

(৮) বন ঃ

১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত বন বিভাগ ৭৭ হাজার হেক্টার এলাকায় বনায়ন করেছেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও ৫,৩৬২ হেক্টার এলাকা বনায়নের আওতায় আনার প্রস্তাব আছে। বিনামূল্যে বৃক্ষ রোপনের সাজ সরঞ্জাম বন্টন এবং সে সঙ্গে তিন বছর পর্যন্ত আথিক সাহায্য দানের যে সামাজিক বনায়ন প্রকল্প ১৯৮১-৮২ সালে নেওয়া হয়েছিল সে প্রকল্প চালু আছে। ১৯৮১-৮২ সালে এই প্রকল্পে ৯৫০ হেক্টার জমিতে বনায়ন হয়েছিল যা থেকে ২,১৪৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এই প্রকল্পে আরও ২৪০ হেক্টার জমিতে বনায়ন হয়েছে যা থেকে ২,০৪০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। বন বিভাগ দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে রাস্তা তৈরীর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এই দপ্তর ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত ১,০২৫ কিলোমিটার বনপথ তৈরী করেছেন, ১৯৮২-৮৩ সালে আরও ১২২ কিলোমিটার বনপথ তৈরী করেছেন এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ৮৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর প্রস্তাব আছে। এইসব সড়ক নির্মাণের কাজে ১৯৮২-৮৩ সালে রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে প্রায় ১৩লক্ষ শ্রমদিবস এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১,৫১ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে।

ত্রিপুরার বন উন্নয়ন এবং বাগান কর্পোরেশন ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত ৩,৩৪৩ হেক্টার জমিতে রাবার বাগান করেছেন। তাছাড়া উপজাতি জুমিয়া এবং তপশীলি জাতি পরিবার সমূহের জন্য আরও ৩৯৬ হেক্টার জমিতে রাবার বাগান করা হয়েছে। উক্ত কর্পোরেশন যে রাবার বাগান তৈরী করেছেন তার মধ্যে ৩৫৪ হেক্টার বাগান থেকে এখন রাবার উৎপাদন শুরু হয়েছে, এ পর্যন্ত ৩৫৯ জন ইচ্ছুক রাবার চাষী এবং সংগ্রহকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় একটি ল্যাটেক্স জমাট করার কারখানা প্রকল্প এবং উত্তর জেলায় একটি ক্র্যাম্প রাবার কারখানার প্রকল্প এখন কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন আছে।

(৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ঃ

রাজ্যের সমস্ত জনগণকে প্রাথমিক চিকিৎসার আওতায় এনে "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য"---এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৮২-৮৩ সালের শেষে রাজ্যে ২৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। এই বছর ৭টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এইসব কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ৩৫টি। তাছাড়া এ বছর আরও ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

১৯৮৩-৮৪ সালে ইতিমধ্যে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিস্‌পেন্‌সারী খোলা হয়েছে এবং আর একটি শীঘ্রই খোলা হবে। আরও একটি ডিস্‌পেন্‌সারী নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

১৯৮২-৮৩ সালে ৮টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এগুলি নিয়ে এইসব কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ১৩০টি। ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকার নির্মিত বাড়িতে ২৮টি এবং ভাড়া বাড়িতে ৫০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব রয়েছে যাতে করে মোট উপ-স্বাস্থকেন্দ্রের সংখ্যা হবে ২০৮টি। এই কেন্দ্রগুলির জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আগে যা সমষ্টি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প হিসেবে পরিচিত ছিল তাকে এখন হেলথ্ গাইড প্রকল্প বলা হয় এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ৬৮৮ জন হেলথ্ গাইডকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যার ফলে এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হেলথ্ গাইডের সংখ্যা হল ১,৪৪৪। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রায় ৬৫০ জন নতুন হেলথ্ গাইডকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য প্রকল্প সহ জাতীয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী, অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী এবং জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ইত্যাদি ১০০% কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পগুলিকে ভারত সরকার নির্দ্ধারিত পদ্ধতি ও লক্ষ্যমাত্র. অনুযায়ী সুসংহত করা হয়েছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রকল্প, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী এবং অন্যান্য যে সব জন স্বাস্থ্যমূলক কর্মসূচীর দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমানভাবে বহন করেন সেগুলিও রূপায়িত হচ্ছে।

৭টি মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৈলাশহর ও উদয়পুরের জেলা হাসপাতালগুলিকে আরও ৭৫টি করে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি সহ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং এই সংক্রান্ত নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়ে আসছে। পশ্চিম জেলা হাসপাতাল নির্মাণ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত ৫টি স্যাটেলাইট ডিস্পেন্সারীর মধ্যে চারটি ১৯৮৩-৮৪ সালে আগরতলা শহরে চালু হয়েছে। বাকী একটিও শীঘ্রই খোলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগরতলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ক্যান্সার হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটি চলতি বছরের শেষ নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়।

দু'টি জেলা হাসপাতালে দু'টি রক্ত সরবরাহ কেন্দ্র শীঘ্রই খোলা হবে।

১৯৮২-৮৩ সালে চারটি হোমিও ডিস্পেনসারী খোলা হয়েছে এবং এগুলি সহ এইরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ১১টি। একটি আয়ুর্বেদিক ডিস্পেনসারী খোলা হয়েছে এবং এটি নিয়ে রাজ্যে এইরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা এখন তিনটি। ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও চারটি আয়ুর্বেদিক এবং দু'টি হোমিও ডিস্পেনসারী খোলার প্রস্তাব আছে। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ সালে হোমিও-প্যাথি ও আয়ুর্বেদী পদ্ধতির একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট মিশ্র হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব আছে।

(১০) শিল্প ঃ

ত্রিপুরার নতুন শিল্প খোলার জন্য বহুরকম উৎসাহদানের প্রকল্প আছে। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলিকে দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল যোগান দেওয়া এবং তাদের তৈরী সামগ্রীর বাজারজাত করার কাজ অব্যাহত রাখবে। শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যা কমানোর জন্য ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের ভিত্তি তৈরী করবেন এবং নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ দেবেন।

তপশীলি জাতি পরিবারের আথিক উন্নয়নের জন্য বর্তমানে রূপায়িত কাজের ঘর তৈরীর সাহায্য প্রকল্প ছাড়াও জুতো ও চপ্পল তৈরীর জন্য ৫০ জন চর্ম শিল্পীর প্রকল্প এবং কাঁচা-চামরা পাকা করার প্রকল্প নামক দু'টি কর্মসূচী ১৯৮৩-৮৪ সালে হাতে নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা তাঁত শিল্পীদেরকে নতুন ডিজাইনের এবং রং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতো এবং কাপড়ের উপর ভর্তুকী দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার তাঁত শিল্পী এবং যাদের তাঁত নেই তাদের জন্য স্ব-নিযুক্তি কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। তাঁতজাত সামগ্রীর বিক্রয়ের উপর ছাড় দেওয়া এবং তাঁত আধুনিকী-করণের জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেশম প্রকল্প অনুযায়ী গুটি পোকা পালনের সাজ-সরঞ্জাম এবং রেশমের সুতো কাটার যন্ত্র ক্রয়, গুটি পোকা পালনের গৃহ নির্মাণ এবং মালবারি বাগান করার জন্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

হস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে হস্ত শিল্প সমবায়কে সাহায্যদান এবং হস্ত শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের উপর ছাড় ও বিশেষ ছাড় দেওয়া অব্যাহত থাকবে।

জুটমিল ঃ

১৯৭৯ সালের নভেম্বরে চটকলে উৎপাদন শুরু সয়েছে এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ৪৩ টন হলেও বর্তমান গড় উৎপাদনের পরিমাণ ১৮ থেকে ২০ টনের মধ্যে। এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ১১.৮৯ কোটি টাকা।

বর্তমানে চটকলের উৎপাদনের কাজ সার্থকভাবে না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় চটকল স্থাপনের প্রস্তাবের অনুমোদন দেননি। অনুমোদনের আশায় আমরা একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করছি।

কাগজকল এবং সুতোকল ঃ

একটি কাগজকল এবং একটি সুতো কল স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ঃ---

ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন যদিও ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল কার্যতঃ এই সংস্থা ১৯৮২'র মার্চ থেকে কাজ শুরু করে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে একাধারে রাজ্য আথিক কর্পোরেশন এবং শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হিসেবে কাজ করা। এই সংস্থার কাজ এইভাবে পরিচালিত করা হবে যাতে নতুন শিল্প ইউনিট, শিল্প এস্টেট এবং শিল্পাঞ্চল ও সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে রাজ্যে শিল্পায়ন করা যায়।

ত্রিপুরা তাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ঃ

ত্রিপুরা তাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই কর্পোরেশন ১,৮০ কোটি টাকার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং ১,৯০ কোটি টাকার বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ঃ

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন উদ্যোক্তাদেরকে কাঁচামাল যোগান দিচ্ছে এবং ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে। এই সংস্থা ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র, কাঠ ট্রিট্মেন্ট এবং সিজনিং কেন্দ্র, খান্দেশ্বরী চিনি উৎপাদন কেন্দ্র এবং ইটভাটা ইত্যাদি কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

(১১) সেচ ঃ

ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে ১৯৮২-৮৩ সালে শেষ পর্যন্ত ৪২,৫০০ হেকটার জমি সেচের আওতায় আনার কথা ছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও ২,০০০ হেক্টার জমি সেচের আওতায় আনার প্রস্তাব আছে।

যে তিনটি মাঝারি সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে গোমতী সেচ প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ কাজ হয়েছে, খোয়াই সেচ প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং মনু সেচ প্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্ম চলছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে ১৩,২০০ হেক্টার জমি সেচের আওতায় আসবে।

(১২) ভূমি সংস্কার ঃ

ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত জমি খুবই সীমিত। অধিগৃহীত ১,৮৩৫ একর উদ্বৃত্ত জমি থেকে ১,৩৫৩ একর জমি ২২১টি তপশিলী উপজাতি পরিবার এবং ২৬৯টি তপশীলি জাতি পরিবার সহ ১,১৪৬ জন ভূমিহীনরে মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭,৬৬০ জন ভূমিহীনকে সরকারী খাস ভূমি দেওয়া হয়েছে, ৭,৬৬০ জন গৃহহীন ব্যক্তিকে বাস্তুভূমি দেওয়া হয়েছে এবং ১৬,৩৮২ জন ব্যক্তি যারা একাধারে ভূমিহীন এবং গৃহহীন—তাদেরকে ভূমি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে চা শিল্প উন্নয়নের জন্য দু'টি চা-শ্রমিক সমবায় সমিতিকে ৪৩৪ একর জমি দেওয়া হয়েছে এবং চা উন্নয়ন কর্পোরেশনকে চা-বাগান করার জন্য ৬,৪৩৭ একর জমি দেওয়া হয়েছে। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে ১৯০টি গাঁওসভাকে ১,২০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। ২,৫৮৪ একর হস্তান্তরিত জমি ২৪১৭টি উপজাতি পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এরফলে ভূমিহীন হয়েছে এমন ১,২৫৬টি অ-উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করা হয়েছে।

এপর্যন্ত ৪,৭৩৫ জনের নাম বর্গাদার হিসেবে এবং ৬৮৮ জনের নাম কোর্ফাদার হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া ১২টি রাজস্ব সার্কেলের ৫২৩টি রাজস্ব গ্রামকে ভূমিলেখ্য সংশোধন কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

যে সব কৃষকদের জমি আছে তাদেরকে ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে পাস বই দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা ভূমি পাস বই আইন, ১৯৮২, প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৩) পঞ্চায়েত ঃ

রাজ্যের ৬৮৯টি গাঁও সভার সবগুলিই পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে বিশেষতঃ রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প রূপায়ণে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করছে। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনার খরচ দেওয়া ছাড়াও সরকার গাঁওসভাগুলিকে পঞ্চায়েত ঘর এবং ন্যায় পঞ্চায়েত আদালত নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, গ্রন্থাগার তথা পাঠগৃহ নির্মাণ এবং ফলের বাগান, মৎস্যচাষ, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদি রূপায়ণের জন্য সাহায্য দিচ্ছে।

(১৪) বিদ্যুৎ ঃ

বড়মুড়ায় গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ স্থাপনের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গোমতীর তৃতীয় ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছে এবং এটি এখন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে। চলতি বছর তেলিয়ামুড়ায় এবং আমবাসায় আরও ২টি গ্রীড সাব-স্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবছরে ধর্মনগর আগরতলা ১৩২ কে, ভি, লাইনটি চালু করা হয়েছে এবং এরফলে আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে আরও বেশী বিদ্যুৎ আনা সম্ভব হবে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে ৩০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে বলে আশা করা হচ্ছে যারফমে ১৯৮৪'র মার্চ মাসের মধ্যে এরূপ গ্রামের সংখ্যা হবে ১,৮০০। এ বছর আরও ২৫০টি পাম্পসেট্ দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

(১৫) সড়ক এবং সেতু ঃ

যেসব গ্রামের লোকসংখ্যা ১৫০০'র বেশী এবং যেসব গ্রামের লোকসংখ্যা ১০০০'র বেশী সেগুলির ৫০ শতাংশকেও উপজাতি অঞ্চলের বাজারগুলির সঙ্গে যুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০০ কিঃ মিঃ নতুন রাস্তা নির্মাণের এবং ২০০ কিঃ মিঃ পুরনো রাস্তা উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৬) গ্রামীণ উন্নয়ন ঃ

১৯৮২-৮৩ সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১১,২৬ লক্ষ শ্রম দিবস এবং রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৫০,৩৯ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১১,৪১ লক্ষ শ্রমদিবস এবং রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে প্রায় ৫৫ লক্ষ শ্রমদিবস কাজ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ সালে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ৫৭টি গৃহ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ৮৩টি গৃহ এবং রুর‍্যাল হাউস সাইটস প্রকল্পে ৫,০৬৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ৪১টি গৃহ নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং রুর‍্যাল হাউস সাইটস প্রকল্পে ৪,০০০ গৃহহীন পরিবারকে সাহায্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্পে ১৯৮২-৮৩ সালে ১,৫৩১টি নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে এবং ৩,৩৫২টি পুরনো নলকূপ নতুন করে বসানো হয়েছে। তাছাড়া ৭৪১টি আর, সি, সি, কূপ, ২১৩টি ম্যাসনারী কূপ এবং ৩০টি স্প্রিং-ওয়েল তৈরী করা হয়েছে এবং ৫৮২টি কূপ সংস্কার করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৫০০টি নতুন নলকূপ বসানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং ২,০০০টি পুরনো নলকূপ নতুন করে বসানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া ১,০০০টি আর, সি, সি, কূপ এবং ৩১টি স্প্রিং ওয়াটার ট্যাঙ্ক নির্মাণের প্রস্তাব আছে। সেই সঙ্গে পাইপ দ্বারা জল সরবরাহের ৪টি প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ সালে তিনটি জেলার প্রত্যেকটিতে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ণ এজেন্সী স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে আই, আর, ডি, পি, কর্মসূচীতে ১০,৫০২টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয় যাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি পরিবার ছিল ২,৫০২টি এবং তপশিলী জাতি পরিবার ছিল ২,০০৭টি। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই কর্মসূচীতে ১০,২০০ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে যাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি পরিবার থাকবে ৩,৬০০ এবং তপশিলী জাতি পরিবার থাকবে ১,৩০০।

১৯৮২-৮৩ সালে ৮০২ জন যুবককে গ্রামীণ যুব স্ব-নিযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪৭ জন ছিলেন তপশিলী উপজাতির এবং ২১২ জন ছিলেন তপশিলী জাতির।

(১৭) পরিবহন ঃ

ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন্ (টি, আর, টি, সি) উত্তরাঞ্চলের রাস্তায় একচেটিয়া ভিত্তিতে বাস সার্ভিস চালু রেখেছে। দক্ষিণের রুটগুলিতে এই সংস্থার গাড়ীও চলাচল করছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বে-সরকারী গাড়িও চলাচল করছে। এই সংস্থার বাসের সংখ্যা আরও দশটি বাড়ানোর কর্মসূচী আছে। তাছাড়া আরও ৫টি পুরনো ট্রাক এবং ১০টি পুরনো বাসের পরিবর্তে নতুন ট্রাক ও বাস কেনা হবে। এই সংস্থা আগরতলা শহরে সীমিতভাবে টাউন বাস সার্ভিস সহ ২৭টি রুটে ১৭২টি সার্ভিস চালাচ্ছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ছামনু, শিলাছড়ি, কাঞ্চনপুর, অমরপুর, গণ্ডাছড়া এবং অন্যান্য যে সব প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায় আগে আগরতলা থেকে সরাসরি কোন গাড়ি যাতায়াত করত না সেইসব অঞ্চলে এই সংস্থা সার্ভিস চালু করেছে, যার ফলে ঐসব অঞ্চলের দীর্ঘদিনের পরিবহন ব্যবস্থার অভাব দূর হয়েছে।

এই সংস্থা আসাম রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনের সঙ্গে পারস্পরিক ভিত্তিতে ধর্মনগর থেকে শিলচর পর্যন্ত সার্ভিস সম্প্রসারণ করেছে। টি, আর, টি, সি, বাসে ছাত্রদের ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অন্ধ যাত্রীদেরকে বিনাভাড়ায় পরিবহনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সংস্থা মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে এন, এফ, রেলওয়ের আউট এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। এই সংস্থার বড়জালস্থিত কেন্দ্রীয় কারখানাটি নির্মাণের কাজ রাজ্য পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে এবং কারখানা নির্মাণের কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়। বর্তমানে সেখানে মাটি কাটার কাজ এবং সেতু তৈরীর কাজ চলছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্য সরকার এই রেলপথ প্রথম ধাপে আগরতলা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধাপে সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে। রেল কর্তৃপক্ষ কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে হালাহালি চেবরির উপর দিয়ে বিকল্প এলাইনুমেন্টের যে প্রস্তাব করেছেন রাজ্য সরকার তাতেও রাজী হয়েছে।

(১৮) উপজাতি কল্যাণ ঃ

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ১৯৮২ সালের জানুয়ারী থেকে কাজ করছেন। আইন অনুযায়ী এই জেলা পরিষদ তার এক্তিয়ারের মধ্যে কয়েকটি কর আদায় করতে পারেন। এই সংস্থা কর আদায় করার মত প্রসাশন যন্ত্র এখনও গড়ে তোলেননি, তাই রাজ্য সরকার সেই এলাকা থেকে কর সংগ্রহ করছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটে কেবল ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্যই এই পরিষদকে ন্যায্য অংশ দানের সংস্থানই রাখা হয়নি সেই সঙ্গে ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ সালের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদ যাতে তাদের এলাকায় পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারেন তার জন্য এই পরিষদকে পরিকল্পনা খাতে সাহায্য দানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদ তাদের এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য ১০ কোটি টাকার বাজেট তৈরী করেছেন। এই পরিষদকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা বারবার যে দাবী জানিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তাতে সম্মতি দেননি।

১৯৮২-৮৩ সালে ৬২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্রাবাস স্টাইপেণ্ড এবং ১,৫০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রাক্-মেট্রিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনপুরে উপজাতি ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ১,৯৪৩টি পরিবারকে পুনর্বাসনের সাহায্য এবং ৩৪৫টি পরিবারকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য সাহায্য করা হয়েছে। ৪,৫৭৩টি পরিবারকে জুম ধানের বীজ দেওয়া হয়েছে, ১৩৭টি পরিবারকে পরিবহন ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে এবং ১৬০০টি পরিবারকে ভোগ্য ঋণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। করবুক-এ একটি আবাসিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং তুইছামা এবং সত্যরাম চৌধুরী পাড়ায় আরও দু'টি আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৬৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্রাবাস স্টাইপেণ্ড এবং ১,৮৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাক্-মেট্রিক বৃত্তি দেওয়া হবে। ৫২৬টি পরিবারকে পুনর্বাসনের সাহায্য, ৫,০০০ পরিবারকে ভোগ্য ঋণ এবং ৬,২৫০টি পরিবারকে শেয়ার মূলধনী সাহায্য দেওয়া হবে। ১৯,০০০ পরিবারকে জুমের বীজ দেওয়া হবে। তাছাড়া ভূমি ফিরে পাওয়ার সাহায্য, প্রান্তিক আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ পরিশোধ করার সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

(১০)

১৯৮২-৮৩ সালের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ অনুযায়ী সেই বছরের শেষে ঘাটতির অঙ্ক ছিল ২,৩৬ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটে ৬,৬৩ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং ১৯৮৩-৮৪ সালের শেষে মোট ঘাটতি ৮,৯৯ কোটি টাকা হবে বলে অনুমতি হচ্ছে। সরকার রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের প্রশ্নটি বিবেচনা করবে। সেই সঙ্গে সরকার সমস্ত দপ্তরগুলিকে যথা সম্ভব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছে।

(১১)

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজ্য সরকারের সমস্ত স্তরের সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই আবেদন রাখছি ১৯৮৪'র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তাদের প্রফিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা বাবত যে টাকা সঞ্চিত থাকবে ঐ তারিখের পরও যেন তারা ঐ টাকাটা নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা রাখেন। তাতে একদিকে তারা এই টাকার উপর উচ্চ হারে সুদ পাবেন যা আমরা ভারত সরকারের প্রদত্ত হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়নে এই টাকা কাজে লাগবে। আমি বিশ্বাস করি তারা আপনারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সাড়া দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, 'নোটিশ অফিস' থেকে ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ দাবী সম্বলিত প্রাতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য। তাছাড়া উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যদি কোন সদস্য মহোদয় ছাঁটাই প্রস্তাব (কোট মোশান) দিতে চান, তবে তাহা আগামী ১১ই জুলাই, সোমবার, ১৯৮৩ ইং বিকেল ৫ ঘটিকার মধ্যে বিধান সভার সচিবালয়ে জমা দেবেন।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল 'প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান'। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান আছে। প্রথমটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয়ের, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয়ের।

আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহাদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি সভার সামনে সামনে উৎথাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবটি এই সভার সামনে রাখতে চেয়েছি, সেটি হল, 'ত্রিপুরা বিধান সভা বেকারদের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়ার জন্য গ্রামাঞ্চলের বেকারদের জন্য এন, আর, ই, পি ; এস,আর, ই, পি ও আর, ডি, পি খাতে বরাদ্দ বাড়ালে রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের বকেয়া ঋণ সম্যক মকুব করার জন্য এবং সর্বোপরি ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতিকল্পে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আরও ১০০ কোটি বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রস্তাবটি যেভাবে লিখা হয়েছে সেটা আলোচনার সুবিধার্থে ব্যাখ্যা করছি। প্রথমত— ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার সাথে আরও ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ এই রাজ্যে বেকারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্র যে সাহায্য দেন তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। তৃতীয়তঃ এই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের বকেয়া ঋণ মুকুব করার জন্য এবং গ্রামীণ মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, এবং আই, আর, ডি, পি, স্কীম খাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে সাহায্য দেন সেই সাহায্য আরও বাড়াতে হবে। এই বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি বলছি যে ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩৬৫ কোটি টাকার উপর চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বা পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যখন কোন বরাদ্দ চাওয়া হয় তখন তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল রাজ্য সরকার যে টাকা চেয়েছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। আগামী ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য অনুমোদিত হয়েছে ২৪৫ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা গেছে যে ১৯৮০-৮১ সালে ৩৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে খরচ হয়েছে ৪৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে ৫৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য ৫৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং তার সাথে রাজ্য সরকার আরও ১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করার জন্য চিন্তা করছেন। এই সবটা টাকা যদি যোগ করা যায় তাহলে দেখা যায় এই চার বৎসরের জন্য ২১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লাগে,। তাহলে পরিকল্পনা খাতে যে ২৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা খুবই কম। চার বৎসর পর দেখা যাবে সরকারের হাতে ৩১ কোটি টাকার মত থাকবে। এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হবে না যখন একটা কাজ আরম্ভ হয়ে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবে খরচের পরিমাণ খুব একটা কমানো সম্ভব নয়। কাজেই রাজ্য সরকার যদি পরিকল্পনাকে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত করতে চান তাহলে তাকে আর্থিক সংকেটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই এখানে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করা হচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্য সরকার যা চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তা দেন নি। আমরা দেখি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতি দেন এবং দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তার যে তথ্য পরিবেশন করেন তার সাথে বাস্তবের কোন মিল আমরা খোঁজে পাইনা। এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল দেশে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ও দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী সংসদের প্রথম দিক থেকে এবং শ্রীমতি গান্ধী ক্ষমতায় আসার পূর্বে নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৮০ সালে বলেছিলেন যে জিনিষ পত্রের দাম বাড়তে দেওয়া হবে না এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা হবে। কারণ সেটা যদি আটকানো না যায় তাহলে কোন পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। সংসদের গত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা মুদ্রাস্ফীতি এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়তে দিচ্ছি না। কিন্তু বে-সরকারী অর্থনীতিবিদদের এক সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলনে ভারতবর্ষের অর্থ-নীতির উপর আলোচনা হয়েছে এবং তারা বলেছেন যে ভারতবর্ষের জিনিষপত্রের দাম হুড় হুড় করে বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতিও ঘটেছে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই ছোট্ট ত্রিপুরা যার কোন নিজস্ব সঙ্গতি নাই সব কিছুর জন্যই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল সেখানে এই রাজ্য সরকার যে টাকা চেয়েছিলেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দেননি। জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে কিন্তু টাকার পরিমাণ বাড়ছে না। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্য সরকার যে টাকা চাচ্ছেন সেটা যুক্তি সঙ্গত এবং আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দাবী পূরণে গুরুত্ব দেবেন। আরেকটা দিক উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করেন। কিন্তু আরেক দিকে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির যে সাংবিধানিক ক্ষমতা সেটাকে দিন দিন সঙ্কুচিত করছেন।এই পদ্ধতিতে দেশ চলতে থাকলে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ যেখানে বহু ভাষাভাষী বিরাজ করছে, বহু ধর্ম বিরাজ করছে তাতে এই দেশের উন্নতি সম্ভব হবে না। সেখানে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত

ক্ষমতা না রেখে রাজ্যের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া উচিত। বামপন্থী দল এ জন্য আন্দোলন করছে। আজকে শুধু মাত্র বামপন্থী দলই নয় এই বামপন্থী দলের সাথে নীতিগত ভাবে যাদের মিল নেই, এমন সমস্ত দল মুষ্টিমেয় শক্তি তাঁরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছে। অন্ধ্র প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এন, টি, রামারাও কংগ্রেস (আই) ছাড়া বিরোধী দলের সম্মেলন করেছেন। সেই সম্মেলনে আলোচনার প্রধান বিষয় বস্তু ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। কেন্দ্র রাজ্যের সব কিছুকেই প্রায় কুক্ষিগত করছে। যেমন সেলস্ ট্যাক্স। এটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রের হাতে হস্তান্তর করার চেষ্টা করছেন। এই দিক দিয়ে এটা শুভ নয়। এতে দেশ শক্তিশালী হবে না। তদানিন্তন পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ার ম্যান জি, ডি, গ্যাডগিল উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে অসম বিকাশ রয়েছে। ভারতবর্ষকে উন্নত করতে গেলে দুর্বল পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে হবে। সেখানে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের কথা। এই রাজ্য গুলির মধ্যে সব থেকে বেশী উপেক্ষিত ত্রিপুরা। এর উন্নতির জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। যদিও নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে, সেটা কাগজেই রয়ে গেছে। জি, ডি, গ্যাডগিলের বক্তব্যে পরিষ্কার বলা ছিল, এই উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে গেলে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। এর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি,র মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। নয়ত উন্নতি হবে না। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে দুর্বল অংশের মানুষ উপজাতি এবং তপশিলী জাতি তারা শিক্ষার দিক থেকে এবং আর্থিক দিক থেকে সব থেকে পিছিয়ে আছে। এই জন্য তাদের সার্বিক দিক দিয়ে উন্নত করার লক্ষ্য সামনে রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির উন্নতির কথা বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি বেশ কয়েক বছর আগে উল্লেখ করা সত্বেও ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করছেন না। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সাহায্য করছে যারা, ভারতবর্ষের ঐক্য সংহতি বিপন্ন করতে চাইছে। কাজেই এই দিক থেকে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যাতে রাজ্য সরকারকে টাকার জন্য কেন্দ্র মুখী হয়ে না থাকতে হয় সে জন্য ১০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হউক। ২য় বিষয় হচ্ছে, যারা বেকার আছে তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ছোট শিল্প করার জন্য টাকার দরকার। উল্লিখিত প্রসঙ্গে এই বিধান সভায় আলোচনার জন্য একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা তার তিন দিক সীমান্ত। এখানে রেল লাইন নেই, শিল্প কারখানা নেই। এখানে লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ। সরকারী হিসাবে এখানে ৮৩ থেকে ৮৫ হাজার সরকারী কর্মচারী। সেখানে যদি অফিসারদের সংখ্যা ধরা হয়, তাহলে আমার মনে হয়, কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়াবে এক লাখ। লক্ষ মানুষের মধ্যে ১ লক্ষ কর্মচারী এই ত ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ হাজার। এবং যারা গ্রামীন বেকার আছে, যারা পাশ করে নাই যারা নাম লিখতে উৎসাহ পাচ্ছে না তাদের সংখ্যা ধরলে বেকারের সংখা দাঁড়াবে এক লাখের মত। রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অফিস আদালত বাড়াচ্ছেন। কিন্তু এই সব বাড়িয়ে কি বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে? এই ভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সমাধান করতে গেলে শিল্পায়নের দরকার। কেউ কি বলতে পারেন, এর জন্য বর্তমান সরকার দায়ী? ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার ৩৪ বৎসরের মধ্যেও এই রাজ্যের কোন কিছু হয় নি। এখানে জল সেচের ব্যবস্থা নেই, কৃষির ব্যবস্থা এখনো সেকেলে, নেই রেল পথের কোন ব্যবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে বিমাতৃ সুলভ আচরণ পেয়েও বামফ্রন্ট সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঐই অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্য না করেন, তাহলে বেকার-দের জন্য কিছুই করা যাবেনা।

ত্রিপুরার ছেলেরাও তো সমাজের মানুষ। তারাও চাকুরী পাবে এটাই তো আশা করে। তাদের কাজের অদম্য স্পৃহা আছে কিন্তু তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা।

এখানে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু পরিকল্পনা দিয়ে কি হবে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা যায়। দেশে বেকার বাড়ছে, গরীব আরও গরীব হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু অর্থাভাবে তো কিছুই করা যাচ্ছে না। এখানে একটি চটকল আছে, আরও চটকল করা যেতে পারে। এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের রাজ্যের ভিতর থেকেও যোগান দেওয়া যেতে পারে। এখানে একটি কাগজ কল করার পরিকল্পনা ছিল। ১৯৭৪ইং সালে এই কাগজ কল তৈরীর জন্য খসরা তৈরী হয় তার জন্য ১৪--১৬ লাখ টাকা খরচ হয়। কিন্তু কংগ্রেস আমলে সেটা তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই কাগজকল বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রয়াস চালান। কারণ এখানে যদি একটা কাগজ কল তৈরী করা যায় তাহলে এই রাজ্যের অন্ততঃ ২০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এবং আমাদের রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদও শক্তিশালী হবে। কিন্তু সেখানে চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃ সুলভ আচরণ। একবার বলেছেন এখানে রাস্তা নেই, রেল নেই, এখন আবার বলা হচ্ছে কয়লা নেই। আজকে সকাল বেলার এখানে আলোচনা হয়েছে এ রাজ্যে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তাতে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে ১৯৮৪ ইং সালের মধ্যে। এখন কুমারঘাটে যদি কাগজ কল তৈরী করা যায় তাহলে বিদ্যুতের সমস্যা থাকছে না। কিন্তু আমি শুনেছি কেন্দ্রীয় সরকার এখানে নাকি বলছেন যে এখানে ব্রডগেজ লাইন নেই তাই কাজগ কল এখানে স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু আসলে এটার পেছনে একটা রাজনৈতিক কারণ আছে। যেহেতু এখানে বামফ্রন্ট সরকার আসীন, তাই শিল্পায়ণ এ রাজ্যে করা হবে না। শিল্প, কারখানা যদি করা যায় তাহলে রাজ্যের অগ্রগতি হবে। কিন্তু সরকার এহেন বিমাতৃ সুলভ আচরণ শুধু ত্রিপুরাই নয়, গোটা ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে, ভারতবর্ষের সংহতি বিনষ্ট হবে। । মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমস্ত ভারতের মধ্যে ত্রিপুরিার রাবার গুণগত মানের দিক থেকে অনেক উন্নত। কেরালার পরেই ত্রিপুরার স্থান। এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত পর্যায়ে যাবে। কিন্তু এই শিল্পের প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছেন না। তারপর গরীব কৃষকদের ঋণ মুকুব প্রসঙ্গে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ব্যাঙ্কের নানা রকম স্কীম আছে। তারা সেই স্কীমগুলির সুযোগ নিচ্ছেন কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। তারা নিঃসম্বল তাই তারা পারছেন না। সুতরাং তাদের ঋণ যদি মুকুব না করা হয় তাহলে তাদের এই সুযোগ দিয়ে লাভ কি? এই বিধান সভায় এই প্রস্তাব একাধিকবার এসেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছেন না। আমি জানি এই আগরতলায় অনেক লোক রিক্সা কিনেছেন। কিন্তু ঋণের যে মূল টাকা সেটা শোধ দিতে দিতেই তার রিক্সাটাই ভেঙ্গে গেছে। সেই দিক থেকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই রাজ্যের গরিব অংশরে মানুষ বিভিন্ন সরকারী ঋণ নিয়েছে তা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মত বিভিন্ন সরকারী স্কীমের সুযোগ নিতে পারেন। তারপর এন,আর,ই,পি, এস,আর,ই,পি, প্রশ্নটা এখানে আনা হয়েছে এই লক্ষ্যকে সনে রেখে যে এর মাধ্যমে গ্রামের গরীব মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আজকে ৩২।৩৩ বৎসর ধরে গ্রামের কোন উন্নতি হয় নি। আজকে এই প্রোগ্রামগুলিতে কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেগুলি ব্যাহত হচ্ছে। সিমেন্ট, আইরন, ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা শুনেছি কিছু দিন আগেও আমরা দেখেছি লামডিং স্টেশন থেকে ত্রিপুরার জন্য মবরাদ্দ ৩৫ হাজার ব্যাগ সিমেন্ট নিখোজ হয়ে গেছে। আজকে চাউল বলুন, গম বলুন কিছুই আমরা প্রয়োজন মত পাচ্ছি না। বর্ষার সময় সব ডুবে যায় কিন্তু চাউল পাওয়া যায় না। আজকের রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের প্রয়োজন ৯ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু রাজ্যের যা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তা পাঠান না। গ্রামের মানুষদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্যংই এই এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, স্কীমটা চালু করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখানেও তাদের বিমাতৃ সুলভ ব্যাবহার করছেন। । আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই, আমাদের রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আমি আশা রাখছি যে প্রস্তাব এনেছি সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের দল-মত, জাতি ধর্ম

নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের স্বার্থে সকলে একে সমর্থন করবেন, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। তিনি রাজ্যের অগ্রগতির জন্য বেকারদের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে, গরীব মানুষের ঋণ মুকুবের জন্য এবং সর্বোপরি ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতিকল্পে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় আরও ১০০ কোটি টাকা বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন। এই প্রস্তাব তিনি এমনই একটা সময় এনেছেন যখন বিগত পাঁচ পাঁচ বছরের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার সরকারী বরাদ্দ অর্থে দিয়ে তাদের দলীয় কাজ-কর্মের জন্য ব্যয় করেছেন। বেকারদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দলবাজীর মধ্য দিয়ে এন, আর, পি, এস, আর,পির টাকা আত্মসাৎ করে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার লোটের রাজত্ব কয়েম করে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রস্তাব এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এই দলবাজী এবং লোটের রাজত্বের কথা একবারও উল্লেখ করেন নি। কাজেই কি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই প্রস্তাব এনেছেন এটা সকলের পক্ষেই বুঝা খুব সহজ। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি বলতে পারি উত্তর ছামনুতে ৯৯৬ ম্যানডেজের মধ্যে ৪০০ ম্যানডেজের কাজ হয়েছে বাকী ৪৯৬ ম্যানডেইজ আত্মস্যাৎ করা হয়েছে। ১৮ মুড়া গাঁও সভার প্রধান কিশোরমনি রিয়াং তিনি ১০০০ ম্যানডেইজ আত্মস্যাৎ করেছেন। কাংক্রাই ছড়ার গাঁও সভার প্রধান ওয়াকিরায় দেববর্মা বাহাদুর সর্দার পাড়া থেকে চানমনি পাড়া পর্যন্ত ৬৫০ ম্যানডেজের মধ্যে ৩২৫ ম্যান ডেইজ কাজ করেছেন এবং বাকী ম্যানডেইজ আত্মস্যাৎ করেছেন। কমলপাড়া গাঁও সভার সিংহরাজ মৌসম প্রধান ৫০০ ম্যানডেইজ এর পুরোটাই আত্মস্যাৎ করেছেন। পূর্ব তৈসলং গাঁও সভার প্রধান অনন্ত রিয়াং তিনি এন, আর, . পি, এবং এস, আর পি, খাদ্য বাজারে বিক্রি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নিয়ে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার এইভাবে লোটের রাজত্ব কায়েম করছেন কারণ রেশনে চাউল পাওয়া যায় না। এন, আর, পি, এস, আর, পির মাধ্যমে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনা হচ্ছে সেখানেও লোটের রাজত্ব চলছে। ঠিক তখনই মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার এই প্রস্তাব এনেছেন। গরীব মানুষের উন্নতি কল্পে যে টাকা স্যাংশান হয়েছে সে টাকা কি ভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত বেকার লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় নামছে না পৌর সভার নির্বাচনে এবং বিধান সভার নির্বাচনে তাদের কখনও চাকুরী হবে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন দলের সদস্য শ্রীসরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব সমর্থনের আগে ক্ষমতাসীন দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে পাঁচ বছরে ধরে তাঁরা যে কাজকর্ম করছেন সেটা বন্ধ করতে হবে কিন্তু সেটা আজও বন্ধ হয় নি। ত্রানের সাহায্যের জন্য যে টাকা এনেছেন সে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা নিঃস্বার্থ ভাবে খরচ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের সাহায্য পেতে পারেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ঋণ মুকুবের প্রশ্ন উঠেছে সেখানে ঋণ পাওয়া দূরের কথা কারণ ঋণ আদায়ের জন্য বিভিন্ন ল্যাম্পস থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নোটিশ দিচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমস্ত ক্ষেত্রেই এই রকম জুলুম চলছে। আমরা শুনেছি সিনিয়রিটি বেসিসে এবং নীতি হিসাবে চাকুরী দেওয়া হবে কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা জানেন এই দলবাজীর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কতখানি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে সেটা দলীয় সদস্যরা জানেন না এবং জানবারও কথা নয়। যে রাজনীতি ক্ষমতাসীন সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে প্রসাসনকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে দলমুখী করে তুলেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কর্মচারীদের মধ্যে আজকে যে অসন্তুষ্ঠের ভাব সৃষ্টি হয়েছে, তাদের বদলীর ক্ষেত্রে, তাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে, সবকিছু ক্ষেত্রেই তারা দলবাজি করছে। তাদের এই দলবাজির জন্য বৃহত্তর অংশের মানুষ আজ

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কাজেই আজকে প্রশাসনকে যে দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে জনগণের মধ্যে এই যে দলবাজি, এই দুর্নীতি তা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে সমর্থন করা যায় না। এই দুর্নীতি, লুটতরাজ, দলবাজি বন্ধ হলেই তবেই এই প্রস্তাব সমর্থনের ব্যাপারটা আসে। আর আজকে আমরা যদি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি তাহলে জনগণ আমাদের উপরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। সুতরাং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক, প্রশাসনকে আর দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে না, দুর্নীতিগ্রস্ত করা হবে না, লুঠের রাজত্ব কায়েম করা হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সদস্য সময় শেষ হয়ে আসছে আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, এই প্রস্তাবকে সবাই সমর্থন করবে এমন কোন কথা নেই। যেহেতু সমর্থন করতে পারছি না, সেইহেতু আমি তার সমালোচনা করছি। আমি ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যারা প্রশাসনের মধ্যে দুর্নীতি চালাচ্ছে, লুঠতরাজ চালাচ্ছে, তাদের বিচার করুন। তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না, যতদিন না পর্য্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ না হয়। আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন ত্রিপুরার সাবিক উন্নতি কল্পে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। তিনি দেখিয়েছেন যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে কোন উন্নতি সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলের কিছুটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়ার জন্য গ্রামাঞ্চলের বেকারদের জন্য এন, আর, ই, পি, এস, আর ই, পি ও আর, ডি, পির খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রকে যে অনুরোধ জানানো হয়েছে আমি এটাকে সমর্থন করি। কারণ গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়ে তুলতে হলে এই টাকা দ্বারা সম্ভব হবে না। আজকে আমাদের গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে মিল, ইত্যাদি তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা টাকার অভাবে হতে পারবে না। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে গরু, শূকর বিতরণ করা হয় এগুলিকে খাওয়ানোর জন্য কাচা মালের প্রয়োজন হয়। তার জন্য মিলের দরকার হয়ে পড়ে। শ্রীমতি গান্ধী প্রতিবারই বলেন যেগুলি উন্নত প্রদেশ আছে, সেগুলির তুলনায় যেগুলি অনুন্নত প্রদেশ সেগুলিকে বেশী করে টাকা দেওয়া হবে। তিনি প্রতিবারই এই সাহায্যের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমরা দেখেছি সাহায্য বাড়ানোর কথা যেখানে বলেন, সেখানে সাহায্য সংকুচিত করা হয়। কাজেই রাজ্যে অধিক ক্ষমতা দেওয়া অধিক পরিমাণে টাকা দেওয়া রাজ্যের সার্বিক উন্নতি কল্পে প্রয়োজন আছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন, এখানে টাকা লুঠ করা হচ্ছে, দুর্নীতি চলছে। এমন কি এখানে নাকি দলবাজি চলছে। উনারা রঙীন চশমার আড়ালে সব অন্ধকার দেখছেন। তা না হলে এমন কথা বলতে পারেন না। শ্রীমতি গান্ধী প্রতিবারই সাহায্যের কথা বলে থাকেন, বলে থাকেন অনুন্নত দেশগুলিতে সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হবে, কিন্তু কই সেই প্রতিশ্রুতি কি পালন করছেন? দিনের পর দিন তিনি এইভাবে ধোকা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তার বিরোদ্ধে ত কোন কথা নেই? কাজেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব উনারা যাতে উনাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন। উনারা যাতে উনাদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। এই যে দাঙ্গা হয়ে গেল, তারপর হালাহালিতে লুট হয়ে গেল, খুন হল, কিন্তু কই উনারাত এই জিনিষটা বলেননি। উনারা এই জিনিষটা বলবেন না।

কারণ উনাদের লোকই ওখানে খুনের রাজত্ব চালিয়েছে, লুটের রাজত্ব চালিয়েছে। উনারা যারা বসে আছেন উনারা খুনীর দল। উনারা তার বিরোদ্ধে কোন কথা বলবেন না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতির কথা বার বার বলেন সেই প্রতিশ্রুতি পালন করুন ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতিকল্পে। আমি এই বলে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি কতগুলি কারণে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না এবং সংশোধনের আকারে শর্ত সাপেক্ষে এই প্রস্তাবকে আমি সমথ্ন করতে পারি। এটা সত্যি কথা প্রস্তাবের মধ্যে এমন কতগুলি জিনিষকে তুলে ধরা হয়েছে সেটা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেও বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বিগত দিনের কতগুলি বিষয় দেখে আমি আলোচনা করতে চাই তার মধ্যে অনেক ভুল আছে, তার মধ্যে দুর্নীতি আছে। এই দুর্নীতি, এই ভুলকে যদি দূর করা যায় তাহলে আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি। যেমন প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়ার ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হল বিগত দিনে আমাদের ত্রিপুরাতে যে চিনি শিল্প, পাট শিল্প এই ধরনের ছোট খাট শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল সেগুলি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সরকারের কাছে এই দাবী করতে পারি যে অর্থ বর্তমানে দেওয়া হয় সেই অর্থকে সঠিক কাজে লাগানো হোক। আজকে দেখা যায়, সংগঠনের স্বার্থে, পার্টির স্বার্থে যোগ্য লোকগুলিকে নিযুক্ত করা হয় না। কতগুলি অযোগ্য লোককে নিযুক্ত করা হয়। যার যোগ্যতা আছে তাকে নিযুক্ত করা হয় না। এই ধরনের অব্যবস্থা যদি দূর না করা হয় তাহলে আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি না। এই গলদকে না কাটিয়ে উঠা পর্যন্ত, দুর্নীতিমুক্ত না করা পর্যন্ত ত্রিপুরার বেকারদের সঠিকভাবে কর্মসংস্থান দেওয়া যাবে না,। আজকে দেখা যায় জুট মিলে, টি, আর, টি, সিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। পাশাপাশি পাবলিক বাস লাভ করছে অথচ টি, আর, টি,সিতে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকশান হচ্ছে। প্রথমে এখানে যেসব ত্রুটি রয়েছে সেগুলি দেখতে হবে, সেগুলি দূর করার পর আমরা চাইব এই ত্রিপুরাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, ত্রিপুরার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য আরও অধিক টাকা। তারজন্য আমরা আরও জোরদার দাবী রাখব কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু তার আগে এসব ত্রুটিপূর্ণ জিনিষগুলিকে খতিয়ে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। মাননীয় সদস্য এখানে তাঁর প্রস্তাবে এস, আর, ই, পি, এন, আর, পি, বা আর, ডি, পির খাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্ধের জন্য দাবী রেখেছেন কিন্তু এই ৩টিতে কর্মসংস্থানের নামে কি হচ্ছে সেটা আমরা জানি, ত্রিপুরার মানুষ জানেন, কর্মসংস্থানের নামে সেখানে চলছে লুঠের রাজত্ব। এখানের অধিকাংশ সদস্য বি, ডি, সির সাথে যুক্ত রয়েছেন। সেখানে বি, ডি, সিতে পঞ্চায়েতের সম্পর্কে আলাপ আলোচনাকালে গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে টাকা নয় ছয়ের যেসব অভিযোগ আসে সেগুলি কোন সদস্য বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবেন না। এই ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব টাকা নয় ছয় হয়েছে তার বেশীর ভাগ হয়েছে শাসক দলের প্রধান-দের মাধ্যমে। তাই আমি এই সরকারকে অনুরোধ করব এ ব্যাপারে আরও কঠোর হতে, আরও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিতে। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত প্রধানদের অনেকের বিরুদ্ধে টাকা নয়ছয়ের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ এসেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---আর একটু স্যার, সাধারণ মানুষের স্বচ্ছলতার ব্যাপারে ওনার বক্তব্যটাকে সমর্থন করি কিন্তু তার নামে যারা সত্যিকারে পাওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে

সুযোগ করে দেওয়াকে আমি সমর্থন করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদারঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব সভায় আলোচনা করার জন্য এনেছেন সেটাকে প্রথমে আমার সমর্থন জানিয়ে সেটার সাথে আমি আরও কিছু সংযোজন করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার-দের চাকুরীর জন্য কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার সেটার ইঙ্গিত দিয়েই এখানে আরও আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে। বেকারদের ভাতা নিয়েও অনেক কথা হয়েছে কিন্তু সত্যিকারে দেশের সার্বিক কল্যাাণ করতে গেলে দরকার দেশকে শিল্পোন্নত করে গড়ে তোলা। কিন্তু হঠাৎ করে কোন বড় শিল্প গড়ে উঠে না। প্রথমে কুটির শিল্পকে উন্নত করতে পারলেই ক্রমশঃ বড় শিল্প গড়ে উঠে। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির কথা চিন্তা করলে তথা জাপানের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে সেখানে গ্যাসকেও শিল্পের আকারে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশ-গুলির কথা বললে ওনারা বলবেন যে সমাজতান্ত্রিক কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক যে বুর্জোয়া দেশও প্রধানতঃ শিল্পের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার জন্যই বার বার কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে ওনারা চাননা ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠুক। বিগত ৩০ বছরে ত্রিপুরার উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত গ্রামে-গঞ্জে লোকেরা যেখানে উন্নত হতে পারে নি সেখানে তারা আর উন্নত হউক সেটা তারা চান না। তাই ওনারা এই প্রস্তাব মেনে নিতে চাননা। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চেষ্টা করছে এখানে কাগজের কল সুতার কল প্রভৃতি গড়ে তোলার জন্য যেটা বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস চায়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সর্বদা সেটা করার জন্য চেষ্টা করছে। তাই এখানে যে টাকার কথা বলা হয়েছে সেটাকে আমি পুরোপুরিভাবে সমর্থন করি। মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার গ্রামে গঞ্জে বেকারদের কর্ম-সংস্থানের জন্য এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি ও আর, ডি, পিতে যাতে আরও বেশী বেশী লোক কাজ পেতে পারে তারজন্য উনি প্রস্তাবে বলেছেন। সে ব্যাপারে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলতে চাই যেখানে ত্রিপুরার ৪ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশী লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। ২ লক্ষ ৬৮ হাজারেরও বেশী লোক দিন আনে দিন খেতে পায়না সেখানে শ্রীমতি গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী দিয়ে এই ত্রিপুরার কি হয়েছে বরং বামফ্রন্ট সরকার তার ৫ বছরের শাসনকালে ৫১ হাজারেরও বেশী পরিবারকে সাহায্য করেছে। ফুড ফুর ওয়ার্ক, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, ও আর, ডি, পির মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে ১ বছরে ১টি গাঁওসভায় ১০০ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। এভাবে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতি গান্ধীও ত এরকম কথা বলেন কিন্তু এখানে কি করেছেন? ওনারা দলের লোকেরা এখানে উল্টো কথা বলছেন যাতে ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য আরও বেশী টাকা না আসতে পারে।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি আপনারা বক্তব্য শেষ করুন, সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকেশব মজুমদারঃ—এখানে যাতে টাকা আসতে না পারে কেন্দ্র থেকে তারা সেই চেষ্টা করছেন। আর দুর্নীতি ওরাই করছেন। জিজ্ঞাসা করুন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে। রবীন্দ্র জমাতিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন। তারা ১০০ টাকা, ৪০ টাকা করে লোকের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছেন। আর ওদেরই আর এক জন প্রধান, চন্দ্রপুর গাঁও সভার

প্রধান (কংগ্রেস) যেদিন থেকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেদিন থেকেই ৫ জন করে কুপন দিয়ে চলেছেন। এইগুলি ওরা করেন। কেন্দ্র থেকে যাতে বেশী বেশী টাকা না আসে সেই চেষ্টা তারা করছেন। যাই হোক, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে মাননীয় সদস্য বর্তমান শাসক দলীয় মন্ত্রীগণ, উনারা জানেন না উনাদের নিজের পকেটটা ছেঁড়া। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টাকা আসছে সেটা পকেটে ঢালছেন এবং তলে পড়ে যাচ্ছে। এইভাবে বর্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন খাতে টাকা দেখিয়ে উনারা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলছেন যে কংগ্রেস প্রধান এবং উপজাতি যুব সমিতির প্রধান হলেই চুরি করে। আর উনারা সাধু। কিন্তু রাম ভদ্র পাড়ার রামানন্দ বৈষ্ণব উনাকে জিজ্ঞাসা করুন। ১৩১ জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ৫০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা করে কেটে রাখা হয়েছে। আরও আছে। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাম ফ্রন্টের প্রধানগণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ থেকে সুরু করে মাননীয় সদস্যগণ টাকা লুঠছেন। তারপর বলছেন ত্রিপুরা রাজ্য গরীব সরকার। গরীবের বন্ধু। কিন্তু বন্ধুরা যখন থাপ্পর মারে তখন তারা কিছু বলতে পারেন না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই টাকা আনা হচ্ছে পার্টির কাজে লাগাবার জন্য।

আগে দেখতাম সি পি, এমকে টাকা তুলতে হত নির্বাচনের জন্য। আর এখন লাল কাপড়ের ছড়াছড়ি। তাদের টাকার অভাব নেই। এখন হাজার হাজার লাইট লাগিয়ে মেলা করা হয়। কংগ্রেস আমলে তারা বলতো যখন সি, পি, এম, বিরোধী দলে ছিলেন, যে এটা অপচয়। আর আজকে বলছেন আরও টাকা দাও, আমাদের আরও সাজাতে হবে।

বলছেন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ যেটা নেওয়া হয় সেটা মুকুব করতে হবে। সেজন্য কেন্দ্রকে বলছেন আরও টাকা দাও। কিন্তু সেই গণ্ডাছড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে যখন গরীবদের টাকা দেওয়া হয় তখন পার্টির ক্যাডার গিয়ে বলে আমি নেতা, আমাকে টাকা দাও। তারপর ৫০০ টাকা ঋণ থেকে ৩০০ টাকা রেখে দিল। আর ২০০ টাকা দিল। কি করে সেই ঋণ পরিশোধ করবে?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, এর কথা বললে উনারা লজ্জা পায়। কেননা এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে, আর গ্রাম প্রধান এবং মেম্বাররা সে টাকা লুঠ করে খাচ্ছে। সেই রাইমা শর্মাতে কন্ট্রাক দেওয়া হচ্ছে। আমি দাবী করছি তদন্ত করে দেখুন, রাইমা গাঁও সভায় তিনটা কাজের কন্ট্রাকট দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য সামনের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে পার্টির কাজে টাকা লাগানোর জন্য উনারা আরও টাকা চাইছেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আগে অনেক পঞ্চায়েত প্রধানকে বলতে শুনেছি; 'সামনের নির্বাচনে আমরা থাকবো কিনা ঠিক নেই। এবার খাসি খাও।' আজকে মন্ত্রী সভা থেকে মাননীয় সদস্য গণ বলতে পারছেন না যে আমার প্রধানগণ কোন দুর্নীতি করেন নি তাদের দুর্নীতির

অভিযোগ নেই। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১৫৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। আর আজকে বলছেন আমাদের প্রধানরা পবিত্র গঙ্গা জলে ধোয়া।

এই টাকাটা গরীবের জন্য নয়। এই টাকাটা পার্টির জন্য চাওয়া হয়েছে। আমরা শাসকদলকে বলছি আপনারা আগে আপনাদের নিজের ছেঁড়া পকেট ঠিক করুন। তাহলে কিছু থাকবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে চাই বিভিন্ন জায়গায় যে পার্টি ক্যাডার-দের দুর্নীতি চলছে সেটা প্রতিটি সরকারী কাজেই আছে। অমরপুরে উপজাতি বেকারদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রধানরা কন্ট্রাক্ট নিচ্ছেন নিজেরাই। কন্ট্রাক্টরই প্রধান, আবার প্রধানই কন্ট্রাক্টর। উনারা বেকার কোথায়। যে টাকা আসে সেই টাকা তারা পার্টির কাজে লাগান। কাজেই আমি বলছি যে টাকা আসবে সেই টাকা যেন গরীবের জন্য লাগান হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন, আমার ধারণা ছিল না যে কোন জনপ্রতিনিধির এর বিরোধীতা করতে পারেন। কারণ এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্খা এবং দাবী এই প্রস্তাবটার মধ্যে রয়েছে। আমি এজন্য দুঃখিত যে বিরোধী নেতা সমেত একটা অংশ এই আলোচনাটার মধ্যে নেই। এমন কি তারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী আথিক বছরের জন্য যখন বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হল, সেই সময়েও তারা নেই। অথচ এর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে, ঠিক এই সময়তে এই প্রস্তাবটা কতখানি মূল্যবান, তা আজকে এই হাউসের বাইরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, তারা অনুভব করতে পারছেন। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার প্রস্তাবটা আলোচনা করতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের কথাও এখানে তুলেছেন। এই সমস্যাটা শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, এটা সর্বভারতীয় সমস্যা। কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে এমনভাবে শোষণ করছে যে সেগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সমস্ত ক্ষমতাই আজকে ঐ কেন্দ্রএর অল্প কয়েকটি মানুষের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে। এটা শুধু ত্রিপুরা বা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বক্তব্য নয়। কেন্দ্র কি ভাবে রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, তা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এক সময়ে বলেছিলেন যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে আলো-চনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যার ফলে দেখা গেল সারকারিয়া কমিশন গঠন করা হল এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা রাজ্যের দাবীর ফলেই হয় নি, ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলিতে থেকে এই দাবী উঠেছে। সারকারিয়া কমিশন যখন গঠন করা হল, তখন বলা হল যে এই কমিশনকে সংবিধানের ভিতর থেকে যা কিছু বিবেচনা করার, তা করতে হবে। কিন্তু যখন রাজ্যগুলি দেখল যে এর ফলে রাজ্যগুলির কোন রকম আথিক ক্ষমতা বা প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়ার সম্ভাবনা নেই, তখন তারা এক সঙ্গে আওয়াজ তুললো যে এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সংবিধান সংশোধন করা এবং সংবিধানের সংশোধন না করতে পারলে রাজ্যগুলির ক্ষমতা কোন মতেই বাড়া সম্ভব নয় এবং সারকারিয়া কমিশনও সংবিধান সংশোধনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজ্যের সঙ্গে কমিশন কি কি বিষয়ে আলোচনা করবেন, কি কি বিষয়ে কমিশন তদন্ত করবেন, সব ব্যাপারটাই আমরা বামগণতান্ত্রিক পার্টি থেকে জনসম্মুখে তুলে ধরেছি। কাজেই আজকে এই যে প্রস্তাবটা রাখা হয়েছে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে যে কথা এখানে রাখা হয়েছে তার পিছনে রয়েছে বিগত ৩৫ বছর ধরে কেন্দ্রের ক্ষমতা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার জন্য। আমি এখনে কয়েকটা ঘটনার কথা বলতে পারি,

যেমন ধরুন কেন্দ্র বন সম্বন্ধে একটা আইন করেছে। বনের উপর আমাদের যে ক্ষমতা রয়েছে, সেই আইনের ফলে রাতারাতি আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ আমাদের যদি বনাঞ্চলের উপর দিয়ে একটা রাস্তা করতে হয়, অথবা একটা স্কুল করতে হয়, অথবা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য একটা ডাক্তারখানা করতে হয়, তাহলেও আমাদের ঐ দিল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কারণ এই আইনের ফলে সমস্ত ক্ষমতাই দিল্লীতে কেন্দ্রীভুত করা হয়েছে। তেমনি মানিক সরকার মহোদয় যে কথা বলেছেন, রাজ্যের হাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা থাকার দরকার, সেটাও কেন্দ্রের হাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, আমরা আরও দেখছি যে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রে আরও বাড়ানো হচ্ছে। আজকে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ভারতের মধ্যে এমন রাজ্য খুব কমই আছে, যেখানে সি, আর, পি, বা মিলিটারী নেই। আজকে বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে, সেগুলি দমন করার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। কৈ, আমরা তো রাজ্যের প্রয়োজনে আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণের জন্য কিম্বা আর একটা তৃতীয় পুলিশ বাহিনী গঠনের জন্য গত এক বছর ধরে নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু সরকার তো রাজ্য সরকারগুলিকে এই সব বিষয়ে কোন সাহায্য করছেন না। এমন কি এই সম্পর্কে কোন রকম ইতিবাচক সাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে যে সব ব্যাপারেই কেন্দ্র তার ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। তারপর আছে বিচার বিভাগের ক্ষমতা এবং সংবাদ পত্রের ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, গণতান্ত্রিক বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির মধ্যেও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। সেজন্য শ্রীমতি গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে সাড়া ভারত ব্যাপী দল মত নিবশেষে বিরোধী-দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, শুধু গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রশ্নে। এবং সেজন্য আজকে জনমত ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠছে, আর এগুলি হচ্ছে এক একটা পরীক্ষা। মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার তার প্রস্তাবের মধ্যে কেন্দ্র এর কাছে ১০০ কোটি টাকা চেয়েছেন, কারণ ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় যে বাকী কাজগুলি রয়েছে, সেগুলি করবার জন্য। কয়েক দিন আগে আমাদের এখানে গুজরাটের এক মন্ত্রী এসেছিলেন, তিনি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি যে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার বাকী কাজগুলি শেষ করার জন্য আপনাদের যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়ে আপনারা কাজগুলি শেষ করতে পারবেন কি? না আরও অতিরিক্ত টাকা কেন্দ্রের কাছে চাইবেন? উনি বললেন যে না ঐ টাকাতে আমাদের বাকী কাজগুলি করা সম্ভব নয়, আমরা আরও হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে চাইব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এতই দুর্বল, অথচ আমরা এরই মধ্যে ১৬ ভাগ আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেছি, আর ঐ গুজরাট তারা বাড়িয়েছে মাত্র ২৫ ভাগ। তারপরেও তারা আরও হাজার কোটি টাকা চেয়ে বসেছে। অর্থাৎ কিনা যার বেশী আছে, তাকে আরও বেশী করে দাও, আর যার একেবারেই নাই, নিঃস্ব তাকে আর দিও না। অথচ গুজরাট হচ্ছে এমন একটা রাজ্য যা সারা ভারতের মধ্যে সেরা রাজ্য। আজকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি হচ্ছে সব চাইতে পিছনে পড়া রাজ্য। এই রাজ্যগুলির এই রকম অবস্থা হল কেন? ৩৫ বছর ধরে তো কেন্দ্রই এই রাজ্যগুলি শাসন করে এসেছে আমরা মাত্র ৫ বছর আছি। এর আগে তো এখানে কংগ্রেস সরকারই ছিল। ৩০ বছর সে তো অল্প সময় নয়। হয়তো মধ্যে কিছু দিনের জন্য জনতা সরকার ছিল। ৩৫ বছর একটানা তারা রাজ্যগুলি পরিচালনা করে এসেছেন, তখন তো এই সমস্ত পরিকল্পনা ছিল কেন এগুলির উন্নতি হল না। তাই আমরা চাই যে রাজ্য কেন্দ্র সম্পর্ক নূতন করে বিচার বিবেচনা করা হউক, রাজ্যগুলির হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া হউক। রাজ্যের আর্থিক সংস্থান বাড়ানোর জন্য সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রতিবাদ করা উচিত। এখানে যারা বিরোধী দলের সদস্যরা আছেন তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, জনগণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখানে রেকর্ড বাজাচ্ছেন গত পাঁচ বছর তারা রেকর্ড বাজিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে কিন্তু এই দিকে টার্গেট করে দেওয়া হচ্ছে এই এতটা রাস্তা করতে হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি। কালকেও একটা চিঠি পেয়েছি সেটাতে বলা হয়েছে যে আপনারা কেন প্রাইমারী স্কুলগুলিকে সার্ব-

জনীন করছেন না। বিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করুন। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বাড়লে সেটা করা সম্ভব নয়। আগে যে কাজ ১০০ টাকায় হতো এখন সেটা করতে ৩০০ টাকা লাগে। কিন্তু টাকা না বাড়ালে সেই লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করা সম্ভব নয়। সেই কথাই মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এখানে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। প্রতি বৎসর প্ল্যানের টাকা ২৯ কোটি টাকা থেকে আরম্ভ করে ৫৮ কোটি টাকাতে এসেছে। আমরা দেখেছি গত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় খরা, বন্যা এবং একটা বিরাট ডিষ্টারবেঞ্চ হয়ে গেছে। সেই তুলনায় আমরা কি পয়সা পেয়েছি। এগুলির ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে সমস্ত উন্নয়নের টাকা খরচ হয়ে গেছে। তবুও সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছি এবং সেই চেষ্টাকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমাদের এখানে বেসরকারী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, কলকারখানা নেই যার দ্বারা মানুষকে কাজ দেওয়া যায়। আমরা দেখছি যে এই জুটমিল সেটা একটা যাত্রা হলের মত ছিল। আজকে সেখানে প্রচুর চট উৎপাদন হচ্ছে, আমাদের সরকার সেটা বাহিরে বিক্রী করছেন। বাহিরের লোক বলছে যে এটাকে এখানকার শ্রমিকরা চেলেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। কিন্তু এখানে শ্রমিক কোথায়। এখানে যারা কাজ করছেন তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষকের ঘরের ছেলে। আমরা বলছি যে এরাই শ্রমিক। তারা কঠোর পরিশ্রম করে এই জুটমিলের উৎপাদন বাড়াচ্ছে। আমরা তাদেরকে সেলাম জানাই। ওরা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যারা, ওরা তো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বিরোধীতা করছেন। আগরতলা শহরে দুই মাস আগে থেকে পত্র পত্রিকায় অনেক লেখা হয়েছে যে ওরা কাজ করে নি। ওরা গরীব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। সেই জন্য জনসাধারণ ওদেরকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে। আমরা কি কাজ করছি সেটা জনসাধারণই বিচার করবেন। আগরতলার মানুষ সেটা বিচার করেছে। আমরা যারা মার্কসবাদী আমরা সংশোধন করতে পারি। কিন্তু ওদের দলকে জনসাধারণ চুরমার করেদিয়েছে। জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করলে এই পরিণতি হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি প্রস্তাবক হিসাবে বক্তব্য রাখবেন?

শ্রীমানিক সরকার ঃ— না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—তাহলে আমি এটা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ—ত্রিপুরা বিধান সভা বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এন, আর, ই, পি,।এস, আর ই, পি ও আর, ডি, পির খাতে বরাদ্দ বাড়াইতে রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের বকেয়া ঋণ সম্যক মুকুব করার জন্য এবং সর্বোপরি ত্রিপুরার সাবিক উন্নতি কল্পে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় আরও ১০০ কোটি টাকা বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়।)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য সূচী হল প্রাইভেট মেম্বারর্স রিজিউলিশান। আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশনটা সভায় উৎথাপন করতে। রিজিলিউশানটা হল ঃ—"এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরায় বিগত ১৯৮০ ইং সনের জুন মাসের দাঙ্গার কারণ নির্ধারণ ও দোষীদের শাস্তির জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক।" এই রিজিলিউশনের উপর যারা আলোচনা করবেন তার একটা তালিকা এখানে দিয়ে দেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব হচ্ছে, "এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরায় বিগত ১৯৮০ সনের জুন মাসের দঙ্গার কারণ নির্ধারণ ও দোষীদের শাস্তির জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক।"

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ৮০ জুনের দাঙ্গায় ত্রিপুরায় সহস্রাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণ ঘর বাড়ি অগ্নি দগ্ধ হয়েছে এবং সেই সাথে এইখানকার জাতি-উপজাতির মধ্যে যে চির সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল তাতে চিড় ধরেছে। কাজেই এই যখন একটা অবস্থা চলছে, যা আমাদের রাজ্যবাসীর কাছে একটা বিরাট অভিশপ্তের ছায়া চাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে আমি মনে করি, এই ঘটনাকে মোটেই হেয় করা উচিত নয়।

সেই জন্য রাজ্যবাসীর স্বার্থে এবং ভবিষ্যত মানুষের নিরাপত্তা ও সামগ্রিক স্বার্থে এই ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং প্রকৃত দোষী কারা তার নির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে এইখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি লক্ষ্য করে এসেছি। কিন্তু ৮০ সনের জুন মাসে কারা কোন স্বার্থে এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে এটা ত্রিপুরার জনগণের কাছে অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার দলকে পুষ্ট করার জন্য দলবাজী ও দলের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দলের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং দাঙ্গার দায় দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। যেটা ক্ষমতাসীন দল নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করেন নি। কাজেই সাধারণ মানুষ এই চাপিয়ে দেওয়া রাজনীতি মেনে নিতে পারেনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট বিশেষ করে যুব সমিতি এবং বিরোধী দলের লোকদের পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করাচ্ছে এবং তাদের দ্বারা দাঙ্গা করা হয়েছে বলে প্রমাণ করাতে চাইছে। এটা করা হচ্ছে রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা দেখেছি, এই ভাবে সাধারণ মানুষের উপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা চাপানো হয়েছে এবং তাঁরা আশা করছেন, এই ভাবে একটা জিগির তুলে বিরোধী দলকে কোনঠাসা এবং দুর্বল করে দেবেন। এই যে পরিকল্পনা করা হয়েছে এটা সমাজের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সরকার কি করতে চাইছেন। তাই জনসাধারণ দাবী করছে, নিরপেক্ষভাবে এই দাঙ্গার কারণ নির্ধারণ করা হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সেই দাবীকে উপেক্ষা করে আসছে, এটা তাঁরা মেনে নেন নি। কাজেই জনগণ জানতে পারলনা যে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই দাঙ্গা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, ৮০ বছরের তিন জন বুড়ো লোকের বিরুদ্ধে কেস দিয়ে তাদের এখনও অমরপুর কোর্টে হাজির করাচ্ছে। বহু নির্দোষ যুবকের বিরুদ্ধে কেস দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে তাদের নির্দয় ভাবে পুলিশ মারপিট করছে এবং এমন কি জেলের ভেতরে মেরে পর্যন্ত ফেলা হয়েছে। এই ভাবে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই দাঙ্গাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে একটা ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এটা খুবই সস্তা রাজনীতি এবং এটা রাজনৈতিক নোংরামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা জনগণ বুঝতে পারছে এবং কাদের দ্বারা এই দাঙ্গা হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছে। আর এই বুঝতে পেরেছে বলেই জনগনের দীর্ঘ দিনের দাবী ন্যায় সঙ্গত দাবী, যুক্তি সঙ্গত দাবী আমরা করছি, নিরপেক্ষ তদন্ত করানো হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাজার হাজার মিথ্যা মামলা সাজিয়ে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদেরকে পুলিশ কোর্টে হাজির হবার চার্জ সীট দেওয়া হচ্ছে তারা সবাই নির্দোষ। কাজেই আমি দাবী জানাচ্ছি, রাজনৈতিক স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে, পাহাড়ী-বাঙ্গালীর সম্প্রীতির স্বার্থে মামলা প্রত্যাহার করা হউক এবং এক জন রিটায়ার্ড হাই কোর্টের জাস্টিস দিয়ে তদন্ত করে প্রকৃত কারণ নির্ধারন করা হউক। আর যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে, আগামী দিনের ত্রিপুরার জন্য যাতে সম্প্রীতি বিরাজ থাকে সেই জন্য এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন আমি এর বিরোধীতা করছি। উনি প্রস্তাবে ১৯৮০ ইং সনের জুন মাসের দাঙ্গার কারণ নির্ধারণ ও দোষীদের শাস্তির জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে চাইছেন আজকে রাজ্যে সম্পূর্ণ একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে যখন চলছে তখন এই ধরনের প্রস্তাব আসা উচিত নয়। সংখ্যা লঘুদের যখন চরম অবহেলার মধ্যে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল সংখ্যা গরিষ্ঠও সংখ্যা লঘু জনগণের সামনে একটা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল তখন একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার শুধু মাত্র প্রতিরোধ করেন নি, আমরা দেখেছি সেই সাথে সাথে কি ভাবে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন। আমরা দেখছি, পরস্পর মিলে মিশে কাজ করছে, এক সাথে বাজার করছে, ব্যবসা বাণিজ্য চলছে, রাস্তা-ঘাটে চলছে, মিটিং মিছিল করছে,

কারখানায়, কুটির শিল্পে কাজ করছে, সরকারী অফিস আদালতে আজকে জাতি-উপজাতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বামফ্রন্ট সরকার। আজকে যখন আস্থা ফিরে এসেছে তখন আমরা দেখছি, এই আস্থাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি প্রচেষ্টাই না নিয়েছেন। এই দাঙ্গায় প্রচুর জীবন হানি হয়েছে। যারা আত্মীয় স্বজন হারিয়েছেন তাদের প্রতিটি পরিবারকে একজন করে সরকারী চাকুরী দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার তাদের একটা স্থায়ী আয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে এর কোন নজীর নেই। কয়েক লক্ষ লোক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছেন বামফ্রন্ট সরকার। আজকে ভাবলে অবাক হতে হয় সেই সমস্ত পাহাড়ী-বাঙ্গালী আবার একত্রে বসবাস করছেন। কি অমরপুর, কি উদয়পুর কি সদরে তারা সহবস্থান করছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যখন সক্রিয় তাদেরকে কোনঠাসা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে শান্তিকে রক্ষা করেছেন, রক্ষা করেছেন সম্প্রীতিকে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সমস্ত কেসগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সেই কেসের ভিতর যারা প্রকৃত আসামী, তাদের ব্যতিরেকে অন্যদের উপর থেকে মামলা উইথড্র করে নিয়েছেন। যারা খুনের আসামী, অর্থাভাবের জন্য উকিলের সাহায্য নিতে পারছেন না, তারা যাতে উকিলের সাহায্য নিয়ে মামলা চালাতে পারে তার জন্য তাদেরকে বামফ্রন্ট সরকার সাহায্য করছেন। কোর্টের রায় না হওয়া পর্যন্ত তারা যাতে সব রকম আইনের সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যাবস্থা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নতুন একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে কি ভাবে বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে এনেছেন, জাতি-উপজাতির মধ্যে পুনরায় চলছে সম্প্রীতির সহবস্থান, চলছে অর্থনৈতি সমস্যার সমাধানের জন্য নিরলস যুগ্ম প্রয়াস। শান্তির পরিবশকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তারা ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকে তারা পঞ্চায়তের হাতে, মিউনিসি-প্যালিটি হাতে, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির হাতে তদোপরি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য পাশাপাশি ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে প্রথমেই বলেছেন কার দোষ এবং কার দোষ নয় এই মুহুর্তে এই প্রশ্ন নয়, এই মুহুর্তে প্রয়োজন শান্তির পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়ে আনা। শ্রীমতি গান্ধীর শাসনে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বছরই দাঙ্গা হচ্ছে। জরুরী অবস্থার সময়েও ২০৫টি দাঙ্গা হয়েছে ইং ১৯৭৬ সালেও ১৬৯টি বড় দাঙ্গা হয়েছে। ১০ বৎসরের মধ্যে ৩৯০০টি দাঙ্গা হয়েছে। কংগ্রেস (আই) পরিচালিত রাজ্যগুলিতে প্রতি মাসেই দাঙ্গা হচ্ছে। নানা রকম সাম্প্রদায়িক উস্কানী সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্যার আজকে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, তখন মাননীয় সদস্যের প্রস্তাব অত্যন্ত আবার সেই উস্কানী, পোষ্ট মর্টেম। আবার সমস্ত মানুষকে ক্ষেফিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা। যেমন দৈনিক সংবাদ নানা রকম গল্প ফেঁদে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য। স্যার, ক্রিমিন্যাল অফেন্স সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে ৪৬৫টি খুনের মামলা হয়েছে। চার্জশীট হয়েছ ২০৫ জনের বিরুদ্ধে। একটা কেস একুইটেড। বাকী ২০৩টি কেস ছাড়া মোট ১১৭০ জন লোক আসামী। তম্মধ্যে ৯৪৫ জন ট্রাইবেল, ২১৬ জন নন-ট্রাইবেল। তাদের কেস বামফ্রন্ট সরকার উইড্র করেছেন। মাত্র ১২৯টি কেস প্রসিকিউশান হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ডাইরী করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে কেস হচ্ছে বিচারে সিদ্ধান্ত হবে তিনি দোষী কি নির্দোষী। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য স্যার কোর্টে দিনের পর দিন ফাইল একই জায়গায় পড়ে আছে, সেগুলি সরছে না। ফলে মামলাও নিষ্পন্ন হচ্ছে না। কোর্টে বিচারের ক্ষমতা নিয়ে যারা বসে আছেন তারা কি করছেন?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার জুনের দাঙ্গার পর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সত্যই প্রশংসনীয় ভুমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন। জাতি-উপজাতি, পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য, সংখ্যালঘু জনগণের জন্য সাংবিধানিক অধিকার শুধুমাত্র সাংবিধানিক অধিকার নয় তার বাইরেও কত রকমের অধিকার আছে সেই অধিকার পাওয়ার জন্য সারা ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী

করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার যে দাবী সেই দাবীকে যাতে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাকে আমরা কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না। সর্বশেষে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব আজ হাউসে পেশ করেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। এই দাবী অবশ্য নূতন নয়। দাঙ্গার পর সর্বস্তরের মানুষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য আওয়াজ তুলেছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক কমিটিও এই দাবীকে সমর্থন করেছিলেন একমাত্র ক্ষমতাসীন সি, পি, এম, ছাড়া সবাই সমর্থন করেছেন। তখন মাননীয় চীফ মিনিস্টার বলেছিলেন, "আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবো ততদিন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে না।" তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস শাসিত গুজরাট, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে কি এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে না? সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় কারণ আপনারা তো কংগ্রেস নন। সে সমস্ত রাজ্যে যা হবে সেটাই আপনারা অনুসরণ করবেন? আপনারা বিচার বিভাগীয় কমিশন বসিয়ে দেখিয়ে দিন আমরা ন্যায় সঙ্গত ভাবেই বিচার করি। আমাদের বিচারের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব হয় না। কিন্তু দেখা গেলে এতগুলি কেসের মধ্যে মাত্র দুটি কেসের সুরাহা হয়েছে। এখনও ২০৫টি কেস পেণ্ডিং রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত কেসের সমাধা হতে এক যুগ সময় লেগে যাবে। একজন লোকের ১০ বছর পরে গিয়ে শাস্তি হবে এটা নূতন কিছুই নয়। অথচ বলা হয়েছিল, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে বিলম্বিত হবে। বলা হয়েছিল Justice delayed, justice denied. এখন কি তা হচ্ছে না? বিগত সেস্যানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এখনই যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসানো হয় তাহলে আবার পুনরায় পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে টেনশ্যানের সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন নূতন করে যাতে টেনশ্যান সৃষ্টি না হয় তার জন্য এখনই বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসানো হবে না। কিন্তু যখন বিচার হয় তখন কি, কি ভাবে খুন হয়েছে কাকে খুন করা হয়েছে, কোন বাঙ্গালী পাহাড়ীকে খুন করেছে, কোন পাহাড়ী বাঙ্গালীকে খুন করেছে শুধুমাত্র কি এই গুলিই দেখা হয় নাকি কি সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়া হয় সেটা দেখতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—আমাকে স্যার, আর দু মিনিট সময় দিন। এই জুনের দাঙ্গার ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে, অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অনেক মানুষ পঙ্গু হয়েছে কিন্তু তার বিচার করবে কারা? কারা দোষী? কারা এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে? তাদের বিচার হোক। তাহলে বুঝা যাবে কে দোষী? উপজাতি যুব সমিতি দোষী? না কংগ্রেস (ই) দোষী? না আমরা বাঙ্গালী দোষী? না সি, পি, এম দোষী কারা এই অপরাধে অপরাধী যদি বিচার করুন তাহলে সহজেই ধরা পড়বে। আপনারা নিজেদের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকবার চেষ্টা করছেন কাজেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে আপনারা প্রমান করুন এর সঙ্গে আপনারা (সি, পি, এম) জড়িত নন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। ঠিক এই সময়ে এই ধরনের একটা প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন। উদ্বেগের বিষয় এই জন্য যে দাঙ্গাবাজ এখন সকলেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তাদের পেছনে যে শক্তি সেটা আরও বেশী শক্ত সাম্রাজ্যবাদের জন্য যাদের প্রস্তুতি হচ্ছে। শ্রীমতি গান্ধীকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, পাঞ্জাবের খালিস্থানের যে আন্দোলন তার পিছনে আমেরিকার হাত আছে। সেটা আমার কথা নয় শ্রীমতি গান্ধীকে স্বীকার করতে হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় এইজন্য যে ঠিক শিলং থেকে এসে আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন। ওরা কেন শিলং গেলেন? সেখানে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সেগুলি গোপন। সেগুলি

ত্রিপুরার মানুষ জানতে পারলো না, কি কারণে ওরা হঠাৎ করে শিলং গেলেন ওদের সেই বাঙ্গালী বিতারণের প্রস্তাব এখনও চালু আছে এবং বিদেশী বিতারনের প্রস্তাব এখনও চালু আছে। ওরা ঘোষণা দিচ্ছে আসামের আসু যে প্রস্তাব সেটা আমাদেরও সিদ্ধান্ত। উদ্বেগের বিষয় হবে না? অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কারা দাঙ্গা করছে? সেটা তো ভোটের বাক্সে বলে দিয়েছে। ওরা আসামীর কাঠ গড়ায় উঠেন নি, জনসাধারণ বিচার করে ওদের কাঠ গড়ায় উঠিয়ে দিয়েছেন। কিসের বিচার? বিচার তো সেখানে হয়েছে ২১ লক্ষ মানুষের মধ্যে বিচার হয়েছে। তাদের চিহ্নিত করা? আজও তো চিহ্নিত করা হচ্ছে কারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী। কার বিরুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এই বিশালগড়, এই হালাহালি তো আলাদা নয়, একই জায়গা থেকে সংগঠিত হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওদের এক একজন লোক কাঠ গড়ায় উঠেছেন এবং স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। এই হাউসে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন তাদের দর্শক হিসাবে। তাদের একটু স্মরণ থাকা দরকার। এইসব খবর দৈনিক সংবাদ এবং ত্রিপুরা দর্পনের খোরাক যোগাতে পারে, তাতে পত্রিকা বি ক্রী হবে। কিন্তু তাতে জনগণের কোন স্বার্থ নেই। যারা পাহাড় অঞ্চলে উপদ্রব সৃষ্টি করে, গ্রামাঞ্চলে উপদ্রব সৃষ্টি করে, তাতে জনগণের কোন স্বার্থ নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা অল্প সময়ের জন্য ঠেকাতে পারিনি। এটা আমাদের সৌভাগ্য ভারতবর্ষে যা পারে নি আমরা তা পেরেছি। তার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের সম্মান করে, যে আপনারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। দুটো গোষ্ঠী যেখানে বাস করে, যার মধ্যে একটা গোষ্ঠী হচ্ছে একেবারে পিছিয়ে পড়া আর আর একটা গোষ্ঠী হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, সেই দুটো গোষ্ঠীকে একত্রে রাখা কি একটুখানি কথা? আবার এর মধ্যে এক অংশের মানুষ আর এক অংশের মানুষের মধ্যে উস্কানী লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে ওদের হাতে হালাহালিতে মনিপুরী একজন খুন হয়েছে। ১৩ বছরের একটি ছেলেকে বেওনেট দিয়ে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। খুপিলং-এ হচ্ছে। কিন্তু দাঙ্গা লাগানো যাচ্ছে না। এই হচ্ছে ওদের আপশোষ। আপনারা চেষ্টা করেছেন দাঙ্গা আবার লাগানো যায় কিনা। কিন্তু দাঙ্গা আর লাগানো যাচ্ছে না। সেই জন্য উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন ৮০ জুনের দাঙ্গার কেইস এখনও চলছে। তার জন্য মাননীয় সদস্যরা দায়ী। আমরা ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছিলাম। সারা ভারতবর্ষে শ্রীমতি গান্ধী ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছেন। আসামের জন্য শত শত ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। আমরা যখন ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছি তখন তারা বলেছে ট্রাইবুন্যাল দিয়ে বিচার করা যায় না। ওরা ট্রাইবুন্যাল চায়নি। এতদিনে হয়ত কেইসগুলি শেষ হয়ে যেত। ওরা ট্রাইবুন্যালে না গিয়ে হাইকোর্টে গেলেন অভিযোগ নিয়ে। তারা বলছে আমরা নাকি ঢিলে করেছি। দেরী হওয়ার জন্য ওরাই দায়ী। জুডিশিয়েল অ্যানকোয়ারী ত কোন বিচারই নয়। জুডিশিয়াল অ্যানকোয়ারী কি কোর্ট যে সেখানে বিচার হবে? আজকে মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে কারা তার জন্য দায়ী, যারা বাধা দিয়েছে তারাই। আমরা ৫ টা সেসনস কোর্ট করেছি। সমস্ত মামলা-গুলির তথ্য আমি দিচ্ছি। ৪৬৪টা কেইস পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে চার্জশীট করা হয়েছে ২০৫টি। এর মধ্যে একটি অ্যাকুইটেন্স হয়েছে, একটি কনভিকশান হয়েছে। ৪ জন উপজাতি শাস্তি পেয়েছে। যে কেইস থাকল এর মধ্যে হত্যা সংক্রান্ত ৩০২ ধারার মামলা রয়েছে ১০৮টি। ৭৪ টা কেইস আছে যার সঙ্গে কোন মার্ডার কেইস যুক্ত নেই। আর অভিযুক্ত সন্দেহ আছে ১১৭০, যার মধ্যে ৯৩৯ জন হচ্ছে ট্রাইবেল আর নন-ট্রাইবেল হচ্ছে ২৪১ জন। এই যে ১০৮ টা মামলা আছে তার মধ্যে আমরা ৭৪টা মামলা তুলে নিয়েছি। বাকী যে মামলাগুলি আছে সেগুলির জন্য কাগজপত্র সব তৈরী হচ্ছে। সি, জে, এম যিনি আছেন, যারা বিচার করেন তারা যাতে এগুলি সেসানসে পাঠান তাহলে বিচার তাড়াতাড়ি করা যাবে। আমরা জানি কি জন্য এটা আটকা পড়ে আছে। যদি পুলিশের গাফিলতির জন্য আটকা পড়ে থাকে, তাহলে সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব। মামলাগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং কোন রকম যাতে অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য জামিন দিতে কোন আপত্তি করিনি। মামলা গুলি যখন কোর্টে আসে তখন যাতে তাদের কোর্টে হাজিরা না দিতে হয় তার জন্য আমরা

ব্যবস্থা করেছি। তাদের যাতে কোন ব্যাপারে হয়রানি হতে না হয় তার জন্য আমরা যতটুকু পারি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি। যে ১৮টি কেইস মার্ডারের আছে সেগুলি অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এই ধরনের প্রস্তাব যাতে তারা না আনেন। কারণ এই প্রস্তাব ভয়ঙ্কর। এই প্রস্তাব দাঙ্গা লাগানোর পক্ষে সহায়ক। যারা দাঙ্গা লাগাবে তাদের সহায়ক হবে। কাজেই জনগণের স্বার্থে আমি অনুরোধ করব এই ধরনের ভয়ঙ্কর প্রস্তাব তিনি যেন তুলে নেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---হাউসের সামনে আজকে আরও কয়েকজন বক্তা ছিলেন এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত সেইহেতু আমি এই প্রস্তাবটিকে ভোটে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যদি বলতে চান তাহলে ১ মিনিট বলতে পারেন। তবুও আমি হাউসের অনুমতিক্রমে আরও ৩-৪ মিনিট বেশী সময় চেয়ে নিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবকে বিরোধীতা করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের অনেক বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে বলেছেন যেন এই প্রস্তাবটা টি, ইউ, জে, এস এই প্রথম এনেছেন। এই প্রস্তাবটা যেন শুধু টি, ইউ, জে, এসদেরই দাবী। তিনি এমনিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। উনি বলেছেন শিলং থেকে ফিরে এসে এই দাবী উঠেছে, এটা যে কতটুকু বিভ্রান্তিকর তা ত্রিপুরার যারা নাগরিক আছেন তারা বুঝতে পারবেন। হালাহালিতে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, যেসমস্ত ঘটনা ঘটছে তার জন্য উপজাতি যুব সমিতির যারা যুক্ত আছেন তাদের দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বহিষ্কৃতরা কার সঙ্গে মাখামাখি করছেন তা আমাদের দেখতে হবে।

বিশালগড় ও হালাহালি বা যে কোন খানে আর যাতে দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি না হয় দাঙ্গাবাজরা আর যাতে দাঙ্গা না বাঁধাতে না পারে, তাদের এ ব্যবস্থাকে যাতে চুরমার করে দেওয়া যায় তারজন্য আমরা এই প্রস্তাব এখানে উৎথাপন করেছি। আমি আশা করি আমাদের বিরোধীদলের সদস্যগণও এই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হচ্ছে।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলে ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়)।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এই সভা আগামী ১১ই জুলাই, ১৯৮৩ ইং সোমবার পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 4

Name of the M.L.A. : শ্রীফইজুর রহমান।

Will the Minister In-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি, কালাছড়া, ফুলবাড়ী, মহেশপুর এবং হুরুয়াতে পশু চিকিৎসালয় করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

উত্তর

১। না আপাততঃ নাই। তবে এই স্থানগুলির নিকটবর্তী স্থানে যথা প্রেমতলা, ইছাইলালছড়া, কদমতলা এবং কামেশ্বর ইত্যাদি স্থানে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 7

Mame of Members—Shri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দেও, জুরি অথবা লঙ্গাই নদী থেকে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কি পরিমাণ কৃষি জমি ঐ সেচ প্রকল্পের আওতায় আসবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ত্রিপুরার দেও ও জুরী নদী থেকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প করা হইয়াছে বা হইতেছে যথা—

(ক) দেও নদী থেকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প—
- (১) লক্ষ্মীপুর ১ নং
- (২) সাতনালা
- (৩) মাছমারা
- (৪) দুপাতাছড়া
- (৫) কমলাপুর ১ নং
- (৬) কমলাপুর ২ নং
- (৭) উরিছড়া
- (৮) কাঞ্চনপুর।

(খ) জুরী নদী থেকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প—
- (১) হাফলংছড়া
- (২) দেওয়ান পাশা
- (৩) তিলথৈ
- (৪) লাতুগাও
- (৫) শুকনাছড়া
- (৬) মঙ্গল খালি
- (৭) পূর্ব কৃষ্ণপুর
- (৮) কাসিমনগর
- (৯) প্রত্যেকরায়
- (১০) রোয়া জুরী নদী হইতে
- (১১) রোয়া টেম্পু বারা সেচ প্রকল্প
- (১২) ইছাই সোনাপুর
- (১৩) উত্তর লাতুগাও
- (১৪) পানি সাগর
- (১৫) সৎসঙ্গম

তবে উক্ত নদী ৩টি হইতে মাঝারী সেচ প্রকল্পের কোন পরিকল্পনা আপাতত, সরকারের নাই।

২। ইহাতে প্রায় ১১৩৪ হেকটর কৃষি জমি জলসেচের আওতায় আসবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARED QUESTION NO. 9

Name of Member :—Smti Gita Chowdhury.

প্রশ্ন

১। নটিছড়া ডাইভারশন স্কীমের কাজ কবে শুরু হইয়াছে এবং কখন শেষ হইয়াছে এবং।

২। এই স্কীমে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে?

উত্তর

১। নটিছড়া নামে কোন ছড়ার অবস্থান জানা নাই—এরূপ কোন প্রকল্প নাই নটিছড়া ডাইভারশন স্কীম নামে কোনো অনুমোদিত প্রকল্প নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 11

Name of member :—Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কতটি বাজার শেড নির্মাণ করা হইয়াছে, এবং কয়টি শেড পরিকল্পনা থাকা সত্বেও নির্মাণ করা নাই।

২। ১৯৮৩-৮৪ আথিক বৎসরে নূতন বাজার শেড্ করার পরিকল্পা সরকারের আছে কি?

৩। থাকিলে কোথায় কোথায়।

৪। না থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে বাজার শেড্ করার পরিকল্পনা করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা।

উত্তর

১। মোট ৯৩টি বাজার শেড নির্মাণ করা হইয়াছে। ১১টিতে ১৯৮২-৮৩ সালে নির্মাণ কাজ চলিতেছিল। ১৯৮২-৮৩ সনে ১০টি শেড পরিকল্পনা মাফিক নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই।

২। হ্যাঁ।

৩। ১৯৮৩-৮৪ সনে ৩৫টি বাজার শেড নির্মাণের তালিকা চূড়ান্ত করা হইয়াছে। ইহাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

(ক) (কৃষি বিভাগ দ্বারা)

বাজারের নাম	মহকুমার নাম
১। ছোট খিল	সাব্রুম
২। সমরেন্দ্রগঞ্জ	সাব্রুম
৩। বন্‌কুল (পুরাতন বাজার)	সাব্রুম
৪। মাধবনগর	সাব্রুম
৫। রাধাকিশোরপুর	উদয়পুর
৬। গর্জ্জি	উদয়পুর
৭। কলাবন	উদয়পুর
৮। কুফিলং	উদয়পুর
৯। শিলঘাটি	উদয়পুর
১০। বাইদ্যার দীঘি	সদর
১১। চম্পামুড়া	সদর
১২। ওয়ারেং বাড়ী	সদর
১৩। হরিপুর	সদর
১৪। হেরমাবাড়ী	সদর
১৫। কচুছড়া	কমলপুর
১৬। বামুছড়া চৌমুহনী বাজার	কমলপুর
১৭। রতনপুর	খোয়াই
১৮। জগবন্ধুপাড়া	অমরপুর
১৯। করমছড়া	কৈলাসহর
২০। কাঞ্চনবাড়ী	কৈলাসহর
২১। ছৈলেংটা	কৈলাসহর
২২। ছাওমনু	কৈলাসহর
২৩। ভাতখোলা	বিলোনীয়া
২৪। চোব্‌তাখোলা	বিলোনীয়া
২৫। ঋষ্যমুখ	বিলোনীয়া

(খ) (স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দ্বারা)

২৬। পঞ্চরতন	অমরপুর
২৭। গারো কলোনী	বিলোনীয়া
২৮। পাহাড়পুর	অমরপুর
২৯। সোনাই	সাব্রুম
৩০। শামুকছড়া	উদয়পুর
৩১। এক্‌রাই	খোয়াই
৩২। হাঁতকাটা	খোয়াই
৩৩। বলরাম	কমলপুর
৩৪। কৃষ্ণটীলা	কৈলাসহর
৩৫। বিরাশীমাইল (৮২ মাইল)	কৈলাসহর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 13

Name of M.L.A. :—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই—আগরতলা রোডে টি, আর, টি, সি বাস চলাচলের উন্নতি কল্পে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন;

২। আগরতলা—আশারামবাড়ী ও আগরতলা উত্তর মহারাণীপুর ভায়া ঘিলাতলী বাজার এই রাস্তাগুলিতে বাস চলাচলের জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন;

৩। কল্যাণপুর টি, আর, টি, সির বুকিং অফিস বা সিট রিজার্ভ রাখার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ—

১। ১৫টি নূতন যাত্রীবাহী বাস সত্তরই সংযোজিত হইবার কথা আছে। ঐ বাসগুলি পাওয়া গেলে খোয়াই—আগরতলা সড়কে অতিরিক্ত বাস চালু করিবার বিষয়টি বিবেচনা করা যাইবে।

২। আগরতলা—আশারামবাড়ী সড়কে টি, আর, টি, সি যাত্রীবাহী বাস শীঘ্রই চালু করিবার পরিকল্পনা আছে, এবং আগরতলা উত্তর মহারাণীপুর (ভায়া ঘিলাতলী বাজার) সড়কে বাস চালু করিবার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে টি, আর, টি, সির নাই।

৩। কল্যাণপুর টি, আর, টি, সির বুকিং অফিস খুলিবার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 25

Name of M.L.A. :—Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে দামছড়া ও সাবওয়ালে লঙ্গাই নদীর উপর পাকা ব্রীজের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে এবং

২। এই দুটি ব্রীজের কাজ শেষ করতে কত বছর সময় লাগবে এবং কত টাকা খরচ লাগবে;

উত্তর

১। ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে দামছড়াতে লঙ্গাই নদীর উপর প্রস্তাবিত স্টীল ট্রাস ব্রীজের কাজ উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ থেকে মঞ্জরী পাওয়া গেলে শুরু করা হইবে। ত্রিপুরা পূর্ত বিভাগের অধীনে সাবওয়াল ও মিজোরামের মধ্যবর্তী রাস্তায় স্থায়ী ব্রীজ নির্মানের কোন প্রস্তাব নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রীজের কাজ শেষ করতে কত বছর সময় লাগবে এখনই বলা সম্ভব নয়। ধামছড়াতে প্রস্তাবিত সেতুটির আনুমানিক ব্যয় ৪৩ লক্ষ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 31

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যানবাহন আক্রমণের ফলে ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৩ ইং এর মার্চ মাস পর্যন্ত কত টাকার ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে ?

২) পুলিশ, সি, আর, পির সাহায্যে টি, আর, টি, সি বাস চালু করিতে গিয়ে ১৯৮৩ ইং এর জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত কত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হইয়াছে ?

৩) এই ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন সাহায্য করেছেন কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ—পরিবহণ মন্ত্রী।

১) সড়ক পরিবহণ নিগমের মোট টাকা ৪,৫৮৩,৫০ পঃ ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে।

পুলিশ বিভাগের মোট প্রায় ১৬,৯০০ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে।

২) মোট ১,৫২,৩০০,৫৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হইয়াছে।

৩) ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 35

By—Shri Fayzur Rahaman

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার গোবিন্দপুর কালাছড়া কুর্ত্তি, বাখম, ফুলবাড়ী, হুরুয়া মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা না করার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য কুর্ত্তিতে জল সেচের জন্য নির্মিত একটি গভীর নলকূপ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

৩। সত্য হইলে উক্ত নলকূপটি বসানোর জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল ?

উত্তর

১। কুর্তি ও উত্তর হুরুয়াতে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছিল কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল না পাওয়ায় উক্ত গভীর নলকূপগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সীমিত আর্থিক বরাদ্দে সব গুলি কাজ এক সঙ্গে হাতে নেওয়া সম্ভব নহে। তবে ভবিষ্যতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্যয় ও উপকার ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে কাজগুলি হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

২। হ্যাঁ। প্রয়োজনীয় জল না পাওয়ায় উক্ত কাজটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য কুর্ত্তিতে একটি লিফ্‌ট ইরিগেশানের কাজ চলিতেছে।

৩। উক্ত নলকূপটি বসানোর জন্য মোট ৯৯,৫১৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 58

By—Shri Rashi Ram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleasedto state—

প্রশ্ন

১। গান্ধীগ্রাম সরকারী পশুপালন খামার পরিচালনা করিতে সরকারের দৈনিক খরচের পরিমাণ কত,

২। উক্ত খামার হইতে পশু, মুরগ, ও ডিম বিক্রি করিয়া সরকারের দৈনিক আয়ের পরিমাণ কত,

৩। উক্ত খামারের মুরগ, শূকর ও ডিম কি পদ্ধতিতে বিক্রি করা হয়?

উত্তর

১। উক্ত খামার পরিচালনা করিতে সরকারের দৈনিক খরচের পরিমাণ হইল প্রায় ২৭৬৯.৩০ পঃ

২। এই খামার হইতে মুরগ, শূকর ও ডিম বিক্রি করিয়া সরকারের দৈনিক আয়ের পরিমাণ হইল প্রায় ১৬৮৩.০০ পঃ।

৩। উক্ত খামারের মুরগীর ডিম আগরতলাস্থিত সরকারী হাসপাতাল জি, বি, ও ভি, এম এ সরবরাহ করা হয়। বিক্রয় উপযোগী মুরগীর ডিম, শূকর বা শূকরের মাংস সর্বসাধারণের কাছে সরকারী নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করা হয় এবং বাচ্চা ফোটানোর জন্যও ডিম জনসাধারণের নিকট বিক্রি করা হয়। তাছাড়া বিশেষ পূজা পার্বন উপলক্ষে ডিম ও মাংস আগরতলাস্থিত বাজারগুলিতে সরকারী নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রি করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 59

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতগুলি ল্যাম্পস্ নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে; এবং

২। কতটির নির্বাচিত বোর্ড নেই;

৩) নির্বাচিত বোর্ড গঠন না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ৫২টি ল্যাম্পস্ নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে; এবং

২) ২টির নির্বাচিত বোর্ড নেই;

৩। উক্ত ২টি ল্যাম্পসে নির্বাচিত বোর্ড বাতিল করিয়া সাময়িক ভাবে প্রশাসক মণ্ডলী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রশাসক মণ্ডলীর নিযুক্তির মেয়াদ উত্তির্ণ হইলে, আইন অনুসারে নির্বাচিত বোর্ড গঠন করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 91

By—Sri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মহকুমা ভিত্তিক মুসলিম রেস্ট হাউস করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত ঐ কাজ সরকার আরম্ভ করবেন বলে আশা করছেন?

উত্তর

১) আগরতলা শিবনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি মুসলিম রেস্ট হাউস, কৈলাশহর মহকুমা শাসকের অফিস সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গনে এবং উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মসজিদ প্রাঙ্গনে হোস্টেল কাম রেস্ট হাউস করার পরিকল্পনা আছে।

২) ওয়াকফ্ বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করার পর প্রাথমিক নক্সা, এষ্টিমেট ইত্যাদি তৈরী করা হইবে এবং মঞ্জুরী পাওয়ার পর অর্থের সংস্থান হইলেই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 117

By—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর উত্তরাঞ্চল মোহনপুর ব্লকের সরকারী কর্মচারীদের কোয়ার্টার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) পুরাতন ব্লক অফিস ঘরটির দ্বারা ব্লকের কাজ পরিচালনা সম্ভব হইতেছে না এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক অফিসের নূতন ঘর তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৩) যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ সরকার এ কাজ আরম্ভ করবেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) নূতন ব্লক অফিসের কোন প্রস্তাব নাই।

৩) কোয়ার্টার তৈরীর কাজ বর্তমান আর্থিক বর্ষেই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 120

By—Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কি কি স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন?

২) রাজ্যের নদীগুলির বহতা শক্তিকে বজায় রাখার জন্য এবং নাব্য করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) সামগ্রিকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ভাবে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নাই।

২) আপাতত নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 124

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে দূরপাল্লার যান চলাচলকারীদের জন্য কোন্ কোন্ জায়গায় মোট কয়টি বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল;

২) বর্তমানে ১৯৮৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট কয়টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

৩) বাগপাসা, আমবাশা এবং ধর্মনগরে মোটর শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে;

৪) না হয়ে থাকলে তার কারণ সম্পর্কে?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ—পরিবহণ মন্ত্রী।

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—রাজ্যের সব দূরপাল্লার রুটেই টি, আর, টি, সি,এর বাস সার্ভিস চালু আছে এবং যে সকল স্থানে টি, আর, টি, সি-এর বাস স্টেশান খোলা হইবে সেই সকল স্থানে সর্বত্রই যান চলাচলকারীদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হইবে এই পরিকল্পনা ছিল। কৃষ্ণনগর, বটতলা, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, খোয়াই, কুমারঘাট এবং ধর্মনগরে টি, আর, টি, সি, এর নিজস্ব বাড়ী আছে এবং সেই সকল স্থানে যান চলাচলকারীদের জন্য বিশ্রামাগার আছে।

তাছাড়া কৈলাসহর, কমলপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম এ টি, আর, টি, সি এর ভাড়া বাড়ীতে অফিস করিয়াছে। সেই সকল স্থানে যথা সম্ভব সুযোগ সুবিধা আছে।

৩) টি, আর, টি, সি এর মোটর শ্রমিকদের জন্য আমবাসা এবং ধর্মনগরে 'বিশ্রামাগার আছে। বাগপাশাতে বিশ্রামাগার নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা টি, আর, টি, সি এর নাই। বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের জন্য আমবাসা এবং বাগপাশাতে বর্তমানে বিশ্রামাগার নাই, তবে বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণের দাবী শ্রমিকদের আছে। উক্ত বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 128

By—Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের আবাসন পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর কয়টি আবাসন প্রকল্প গঠিত হয়েছে,

২) না হয়ে থাকলে হবে কিনা?

উত্তর

১) এ পর্যন্ত দুইটি প্রকল্পের কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২) এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 144

By—Sri Sunil Kr. Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জলেফা থেকে খোয়াই রাস্তা খ) মনু থেকে মনুঘাট (গ) মনু থেকে বাঘমারা (ঘ) সাতচাঁদ থেকে বনকুল বাজার (ঙ) বৈষ্ণবপুর থেকে লুধুয়া বাজার ইত্যাদি রাস্তা-গুলির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে?

২) রাস্তাগুলির কাজ কোন্টি কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তাহার বিবরণ?

উত্তর

১) রাস্তা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(ক) এই রাস্তার নাম জলেফা থেকে সোনাই রাস্তা (ক) ১৯৮৪ ইং সনের মার্চ,

(খ) ১৯৮৫ ইং সনের মার্চ মাস (গ) এই নামে পূর্ত বিভাগের অন্তর্গত কোন রাস্তা নাই। (ঘ) ১৯৮৪ ইং সনের মার্চ (ঙ) ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর মাস নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) রাস্তাভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) ১৯৮০ ইং সনের ডিসেম্বর (খ) ১৯৮১ ইং সনের জুন, (গ)
(ঘ) ১৯৮২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী (ঙ) ১৯৮০ ইং সনের জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 145

By—Sri Sunil Kr. Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম থেকে শিলাছড়ি পর্য্যন্ত রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযুক্ত করিয়া বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে কি?

২) দীর্ঘ ৬ (ছয়) বৎসর যাবৎ ঐ রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযোগী না করার কারণ কি ; এবং

৩) সাব্রুম থেকে আমতলীঘাট রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। এই রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযুক্ত করিতে যে পরিমাণ কাজ করিতে হইবে তাহা সময়সাপেক্ষ। এলাকাটি খুবই দুর্গম এবং সেখানে ইটের অভাব থাকায় কবে পর্য্যন্ত এই কাজ শেষ করা যাইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়।

২) মাগরুম ছড়ার উপর কাঠের সেতুটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং ঐ এলাকাটি ইটের অভাব আথিক অপ্রতুলতার দরুন এই রাস্তার উন্নয়ণ কার্য বিঘ্নিত হয়েছে।

৩) সাবরুম থেকে মনুঘাট হয়ে আমলিঘাট রাস্তাটির, মনুঘাট থেকে আমলিঘাট অংশের নির্মাণ কার্য চলিতেছে এবং আশা করা যায় ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে এই রাস্তার কাজ শেষ হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 151

By—Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকার কর্তৃক আমলীঘাটে কৃষি খামার করার পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও কাজ শুরু না করার কারণ কি?

উত্তর

১। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 154

By—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রন কল্পে গোমতী নদীর উভয় তীরে বন্যা নিরোধক বাধের জন্য পার উচু বা প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) যদি থাকে তবে এই পরিকল্পনা খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ; এবং

৩) কবে থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে বলে সরকার আশা করেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) শালগড়া হইতে গকুলপুর পর্যন্ত গোমতীর ডান পারে নদীর সুভাষ সেতু পর্যন্ত এবং

খ) পালাটানা হইতে জামজুরী পর্যন্ত গোমতী নদীর বামপাড় বন্যা নিরোধক বাঁধের পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ চলিতেছে। ইহা এখনও মঞ্জুরী হয় নাই। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উপরোক্ত পরিকল্পনার জন্য এক লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩) পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত হইলে এবং আর্থিক মঞ্জুরী পাইলে বর্তমান আর্থিক বৎসরের শেষ দিকে অথবা আগামী আর্থিক বৎসরের গোড়ার দিকে আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 163

By—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাণীর বাজার হইতে বোরাখাঁ পর্য্যন্ত নিয়মিত যাত্রীবাহী বাস চলাচলের ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ ঐ রাস্তায় বাস চলাচল করিবে।

৩) না থাকিলে তার কারণ সম্পর্কে,

উত্তর

১) হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২) রাস্তা যাত্রীবাহী বাস চলার উপযুক্ততা সাপেক্ষে আগরতলা হইতে বোরাখা রাণীর বাজার হইয়া এবং আগরতলা হইতে বোরাখা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইয়া দুইটি মেটাডোর।। এফ, সি, টাইপ গাড়ীর পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে।

৩) ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 180

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) (ক) করবুক, নূতন বাজার ও চেলাগাং ল্যাম্পস এর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয়েছে কি না,

(খ) না হলে তার কারণ এবং

(গ) উক্ত ল্যাম্পসগুলির মধ্যে কবে নাগাদ ল্যাম্পস এর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন আশা করা যায়?

উত্তর

১) (ক) চলতি বছরে নির্বাচন হয় নাই।

(খ) জনস্বার্থে সমিতির এলাকার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন বিলম্বিত হইতেছে।

(গ) সমিতির এলাকার পুর্নর্বিন্যাসের জন্য উপবিধির সংশোধন রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইলেই সমিতিগুলি শীঘ্রই ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 186

By—Shri Jawhar Saha.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে অমরপুর মহকুমায় কয়টি গাঁও সভায় ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে জল সেচের পরিকল্পনা সরকারের আছে?

২। অমরগুর মাইনর ইরিগেশন অফিসে অফিসারের ও অন্যান্য, কর্মীর সংখ্যা কত?

৩। উক্ত সংখ্যা সুষ্ঠুভাবে অফিস পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট কিনা?

৪। যদি সংখ্যা কম হয় তবে কবে পর্যন্ত কর্মী সংখ্যা বাড়ান হইবে?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে অমরপুর মহকুমায় মোট ৩ টি গাঁও সভায় ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে জল সেচের পরিকল্পনা আছে।

২। অমরপুরে মাইনর ইরিগেশনের কোন অফিস নাই।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে মা।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE "B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 1

By—Sri Subodh Chandra Das.

প্রশ্ন

১) পানিসাগর ব্লকের অধীনে কতটি গাঁও সভার লিফ্‌ট ইরিগেশন বা ডিপ টিউব ওয়েল এর মাধ্যমে জলসেচ প্রকল্প চালু আছে?

উত্তর

১) পানিসাগর ব্লকের ১৫টি গাঁও সভায় লিফ্‌ট ইরিগেশন বা ডিপ টিউব ওয়েল এর মাধ্যমে জলসেচ প্রকল্প চালু আছে যথা ঃ—

(১) রাধাপুর গাঁও সভা	(ক) শুকনাছড়া লিফ্‌ট ইঃ
(২) যুবরাজনগর গাঁও সভা	(ক) মঙ্গলখালি লিফ্‌ট ইঃ
	(খ) হাফলং ছড়া লিফ্‌ট ইঃ
(৩) রাজনগর গাঁও সভা	(ক) রাজনগর গভীর নলকূপ
(৪) দেওয়ান পাশা গাঁও সভা	(ক) দেওয়ান পাশা লিফ্‌ট ইঃ
(৫) বরুয়াকান্দি গাঁওসভা	(ক) বরুয়াকান্দি গভীর নলঃ
(৬) ভাগ্যপুর গাঁওসভা	(ক) ভাগ্যপুর গভীর নলঃ
(৭) কামেশ্বর গাঁও সভা	(ক) বটরসী গভীর নলঃ
(৮) ডুপিরবন্দ গাঁওসভা	(ক) লাটুগাও লিফ্‌ট ইঃ
	(খ) উত্তর লাটুগাও লিফ্‌ট ইঃ
	(গ) পূর্ব কৃষ্ণপুর লিফ্‌ট ইঃ
(৯) তিলথৈ গাঁও সভা	(ক) তিলথৈ লিফ্‌ট ইঃ
	(খ) তিলথৈ গভীর নলকূপ
(১০) হরুয়া গাঁওসভা	(ক) হরুয়া লিফ্‌ট ইরিঃ
(১১) জলেবাসা গাঁওসভা	(ক) জলেবাসা গভীর নলঃ

(১২) পানিসাগর গাঁওসভা	(ক) পানিসাগরলিফ্‌ট ইরিঃ
(১৩) প্রত্যেকরায় গাঁওসভা	(ক) ইছাইসোনাপুর লিফ্‌ট ইরিঃ
	(খ) কাশিমনগর লিফ্‌ট ইরিঃ
	(গ) প্রত্যেকরায় ছড়া লিফ্‌ট ইরিঃ
(১৪) ইছাইলালছড়া গাঁওসভা	(ক) ইছাইলালছড়া গভীর নলঃ
(১৫) চন্দ্রপুর গাঁওসভা	(ক) সাকাইবাড়ী গভীর নলঃ

প্রশ্ন

(২) উক্ত ব্লকের অধীনে আরও যে সমস্ত গাঁও সভায় এই জল সেচ প্রকল্প এখনও চালু করা হয় নাই ঐ সব গ্রামের নামগুলি কি?

উত্তর

(২) পানিসাগর ব্লকের বাকী ২৮টি গাঁও সভায় জলসেচ প্রকল্প চালু হয় নাই।

(১) রায়না গাঁওসভা
(২) নর্থ হরুয়া গাঁওসভা
(৩) সাউথ হরুয়া গাঁও সভা
(৪) টঙ্গীবাড়ী গাঁওসভা
(৫) গঙ্গা নগর গাঁওসভা
(৬) বাগবাসা গাঁওসভা
(৭) জইখাংবাড়ী গাঁওসভা
(৮) বালিছড়া গাঁডসভা
(৯) উপ্তাখালি গাঁওসভা
(১০) দেওছড়া গাঁওসভা
(১১) রামনগর গাঁওসভা
(১২) নর্থ পদ্মবিল গাঁও সভা
(১৩) সাউথ পদ্মবিল গাঁওসভা
(১৪) বিলথৈ গাঁওসভা
(১৫) পেকুছড়া গাঁওসভা
(১৬) শনিছড়া গাঁওসভা
(১৭) চুড়াইবাড়ী গাঁওসভা
(১৮) কদমতলা গাঁওসভা
(১৯) কুতি গাঁওসভা
(২০) সরমপুর গাঁওসভা
(২১) বিষ্ণুপুর গাঁওসভা
(২২) রাণীবাড়ী গাঁওসভা
(২৩) সাত সঙ্গম গাঁওসভা
(২৪) বালীদ্রুন গাঁওসভা
(২৫) ব্রজেন্দ্রনগর গাঁওসভা

(২৬) লক্ষ্মী নগর গাঁওসভা

(২৭) গোবিন্দপুর গাঁওসভা

(২৮) হাফলং গাঁওসভা

ADMITTED STARRED QULSTION NO, 4

By—Shri Keshab Majumder.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতগুলি শেলো টিউবওয়েল চালু অবস্থায় আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

উত্তর

১। ৮৪টি শেলো টিউব ওয়েল চালু অবস্থায় আছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

(ক) সালেমা ব্লক—	৮টি
(খ) খোয়াই ব্লক—	৩টি
(গ) তেলিয়ামুড়া ব্লক—	৫টি
(ঘ) জিরানীয়া ব্লক—	৫২টি
(ঙ) মোহনপুর ব্লক—	২টি
(চ) বিশালগড় ব্লক—	১৪টি
মোট—	৮৪টি

প্রশ্ন

২। কতগুলি শেলো টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব;

উত্তর

২। মোট ১৪২টি শেলো টিউব ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

(১) পানিসাগর ব্লক—	২টি
(২) কুমারঘাট ব্লক —	১১টি
(৩) জিরানীয়া ব্লক—	৭৩টি
(৪) মোহনপুর ব্লক—	১টি
(৫) বিশালগড় ব্লক—	৫টি
(৬) মেলাঘর ব্লক—	২৪টি
(৭) বগাফা ব্লক—	৯টি
(৮) রাজনগর ব্লক—	৪টি
(৯) সাতচান্দ ব্লক—	১৩টি
মোট—	১৪২ টি।

প্রশ্ন

(৩) বর্তমান আর্থিক বর্ষে আর কতটি শেলো টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

(৩) বর্তমান আর্থিক বর্ষে ৮০টি শেলো টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে। তবে ব্লক ভিত্তিক হিসাব এখনও করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 6

By—Shri Subhod Ch. Das

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের কাঞ্চনপুর ব্লকে ১৯৮১-৮২ ইং ও ১৯৮২-৮৩ ইং সনে সয়েল কনসারভেশনের কাজে কয়টি গাঁও সভায় কত একর ভূমি সংস্কার করা হয়?

২। ঐ সব গাঁও সভার নাম এবং ভূমির পরিমাণ ও গাঁও সভা ভিত্তিক টাকা খরচের পরিমাণ কত, এবং

৩। যে সব গাঁও সভায় এখনও এই কাজ চালু করা হয়নি আগামী দিনে সেই সব গাঁও সভা গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ সনে সয়েল কনসারভেশন কাজের হিসাব এইরূপঃ---

১৯৮১-৮২ সন

সয়েল কনসারভেশন কাজের নাম	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে	যতটি গাঁও সভায় কাজ হয়েছে
১। ভূমি সংস্কার---	৩০৬.৬১৮ হেকটর	৯টি
২। ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ-	১৬টি	১১টি
৩। ৩০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ--	২২টি	৯টি

১৯৮২-৮৩ সন

সয়েল কনসারভেশন কাজের নাম	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে	যতটা গাঁও সভায় কাজ হয়েছে
১। ভূমি সংস্কার---	২২৬.৯৬০ হেকটর	৭টি
২। ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ	৩৩টি	১৪টি
৩। এস, আর, ই, পি প্রকল্পে কমলা চারা রোপন	১৩০ হেকটর	১৫টি

২। যে গাঁও সভায় ভূমি সংস্কারের কাজ উক্ত দুই বৎসরে হয়েছে তাহাদের নাম ভূমির পরিমাণ এবং খরচের হিসাব এইরূপঃ---

(ক) ১৯৮১-৮২ (ভূমি সংস্কার)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ ভূমি সংস্কার করা হয়েছে (হেকটর)	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
১। পেচারথল---	৪৮.৯০	১,১০,০০০.০০
২। উত্তর ধানি ছড়া---	৭.০০	১৫,৩৭৩.০০
৩। কাঞ্চনপুর---	৭.০০	১৫,৩৭৩.০০
৪। উত্তর দশদা---	৭৪.৬৯	১,০৭,০০০.০০
৫। তুইসামা---	৩৫.২৫	৫০,০০০.০০
৬। গুচিরামপাড়া---	৭৭.৩৪	১,০৩,৭২৩.০০
৭। নালকাটা---	১৭.২৭৫	৩০৬৯.৮৫
৮। দক্ষিণ মাছমারা---	৪.৮৩০	৮৯৩.১৫
৯। করইছড়া---	৩৪.৩৩৩	৭২৪২.০০
	৩০৬.৬১৮	৪,১২,৬৭৪.০০

(খ) ১৯৮১-৮২ (১০০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
১। অন্দ্রছড়া—	২টি	৫,১৬২
২। উজান মাছমারা—	১টি	৮,১৬৮
৩। উত্তর দশদা—	১টি	৫,৮৫৮
৪। দশদা সেকটর—	২টি	৯,৫৪৮
৫। চণ্ডিপুর—	২টি	১০,৩৯১
৬। দক্ষিণ লালজুরি	১টি	৫,১১০
৭। শান্তিপুর—	১টি	৬,৩৮০
৮। নবীনছড়া	১টি	৩,৭৩০
৯। দক্ষিণ মাছমারা—	১টি	৫,৪৭০
১০। কালাপানিয়া—	২টি	১৫,০৪৮
১১। গুছিরামপাড়া—	২টি	১৭,৩৮৭
	১৬টি	৯২,২৫২

(গ) ১৯৮১-৮২ (৩০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
১। নালকাটা—	১টি	৩১৯,০০
২। করইছড়া—	২টি	১,০২৪,৬৫
৩। উত্তর ধনিছড়া—	৩টি	১,০৬৫,০৫
৪। অন্দ্রছড়া—	১টি	২৭৮,০০
৫। দক্ষিণ ধনিছড়া—	১টি	২২২,০০
৬। নবীনছড়া—	৩টি	১,০৯৪,০০
৭। দক্ষিণ মাছমারা—	২টি	৯০২,০০
৮। বগাইছড়া—	২টি	১,৮৭৯,৭০
৯। উত্তর মাছমারা—	৭টি	১০,০৪৯,০০
	২২টি	১৬,৮৩৩,৪০

১৯৮২-৮৩ (ভূমি সংস্কার)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে হেকটার))	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
১। পেচারথল	৪১,১২	৬৪,০০০
২। উত্তর ধনিছড়া—	৩৮,৮১	৮০,০০০
৩। উজান মাছমারা—	২৩,৮৩	৪৮,৬৩৬
৪। কাঞ্চনপুর—	৫৫,১৫	১,১৭,৬৯৫
৫। উত্তর দশদা—	৮,৪০	১১,৫০০
৬। গছিরাম পাড়া	১৯৫০,	৩০,০০০
৭। আনন্দ সাগর—	৪০,১৫	৬১,৪০০
	২২৬,৯৬	৪,১৩,২৩১

১৯৮২-৮৩ (১০০ ভাগ ভর্তুকীতে জলাধার নির্মাণ)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে (সংখ্যা)	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
১। দাসছড়া—	৫টি	৩৪,১৯৮
২। আনন্দসাগর—	২টি	৯,৭৯১
৩। তুইসামা—	২টি	৭,৭১৭
৪। দশমনি পাড়া—	২টি	১৯,৬২৪
৫। ধনিছড়া—	১টি	৫,৪৬৩
৬। তিপলাছড়া—	৩টি	১৩,৮৬৯
৭। বাইবনছড়া—	১টি	৮,৬১০
৮। সাতনালা—	৩টি	৩২,৫৭৬
৯। উজান মাছমাড়া—	৩টি	১৩,০৮৭
১০। উত্তর দশদা—	১টি	৩,৬১৮
১১। কাঞ্চনপুর—	২টি	৫,৩৭৪
১২। উত্তর লালজুরি—	২টি	৭,৮৩০
১৩। কাছারিছড়া—	২টি	৫,৯৬৩
১৪। খেদাছড়া—	৪টি	৩৭,৬১১
	৩৩টি	২,০৬,৩৩১

১৯৮২-৮৩ (এস, আর, ই, পি এর মাধ্যমে কমলার বাগান)

১। জম্পুই—	১৮,০ হেকটর	
২। তালাংচাং—	১৫,৬ হেকটর	
৩। সাবুয়াল—	২২,৪ হেকটর	৪১,০১৩ টাকা।
৪। বংবং—	১৯,০ হেকটর	
৫। খোদ্দাছড়া—	৮,০ হেকটর	
৬। কালাজং—	১০,০ হেকটর	

১৯৮২-৮৩

(S R E P এর মাধ্যমে কমলার বাগান)

গাঁও সভার নাম	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে (হেক্টর)	মোট খরচের হিসাব (টাকা)
৭। তুসামা—	২·০	৯,৭০২
৮। কালাপানিয়া—	২০·০	
৯। উজান মাছমারা—	২·৮	৩,৫২৮
১০। জয়রাম পাড়া—	৫·২	
১১। ধামছড়া—৭		
১২। ধামছড়া আর, এফ—৭		
১৩। করইছড়া— ৭	৭,০	৩,০৮৭
১৪। রহিমছড়া—৭		
১৫। পিপলাছড়া—৭		
	১৩০ হেকটর	৫৭,৩৩০ টাকা

৩। ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাকি গাঁও সভাতে কাজ করা যাইতে পারে।

Admitted Un-starred Question No. 8
By—Shri Subodh Chandra Das

প্রশ্ন

১। বর্তমানে (১৯৮৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত) সারা ত্রিপুরায় ব্লকের অধীনে কতগুলি গাঁও সভাতে স্থায়ী ভাবে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই; (ব্লক ভিত্তিক গাঁও সভাগুলির নাম)

উত্তর

১। সাতচান্দ ব্লক---৩৫টি
রাজনগর ব্লক---১৩টি
বগাফা ব্লক---১০টি
অমরপুর ব্লক---৩৫টি
মাতাবাড়ী ব্লক---২৫টি
ডম্বুরনগর---১১টি
বিশালগড় ব্লক---৪৫টি
মোহনপুর ব্লক---২২টি
মেলাঘর ব্লক---৩৮টি
তেলিয়ামুড়া ব্লক---২৬টি
খোয়াই ব্লক---১৭টি
জিরানীয়া ব্লক---২৯টি
কুমারঘাট ব্লক---৩৬টি
ছাউমনু ব্লক---২৫টি
পানিসাগর ব্লক---২৮টি
সালেমা ব্লক---৩৪টি
কাঞ্চনপুর ব্লক---৩৭টি

৪৬১টি

ব্লক ভিত্তিক গাঁও সভার নাম—

সাতচান্দ ব্লক ঃ—

১। ঘোড়া কাম্পা
২। শুকনা ছড়ি
৩। শীলাছড়ি
৪। করবিল
৫। তাইছা মবু
৬। বাগমারা
৭। খাড়বিল
৮। ফুল ছড়ি
৯। কাগতালি
১০। বাগাচাতলা
১১। উত্তর বিজয়পুর
১২। বিষ্ণুপুর
১৩। রুপাইছড়া
১৪। সোনাই

সাতচান্দ ব্লক

১৫। ছাটকছড়ি
১৬। পশ্চিম লুধুয়া
১৭। পূর্ব লুধুয়া
১৮। পূর্ব সাব্রুম
১৯। মাতারুম
২০। পশ্চিম সাব্রুম
২১। হাবড়া তলি
২২। চালিতা ছড়ি
২৩। গারিফা
২৪। খাতল ছড়ি
২৫। মাধব নগর
২৬। রাজনগর
২৭। কৃষ্ণনগর
২৮। ব্রজেন্দ্র নগর
২৯। পশ্চিম জলেফা
৩০। পূর্ব জলেফা
৩১। সাব্রুম টাউন
৩২। কালাতেপা
৩৩। মনুবাজার
৩৪। মাগুর ছড়া
৩৫। ঘুড়াচান্দ

রাজনগর ব্লক

১। দক্ষিণ শ্রীরামপুর
২। উত্তর শ্রীরামপুর
৩। কমলপুর
৪। পশ্চিম পিপীরিয়া কলা
৫। পূর্ব পিপীরিয়া কলা
৬। ঈশান চন্দ্র নগর
৭। পাইকলা
৮। চিত্রা মাড়া
৯। রাশ পদ্র দোয়া
১০। উত্তর সোনাই ছড়ি
১১। দক্ষিণ সোনাইছড়ি
১২। হরিপুর
১৩। কৃষ্ণনগর

বগাফা ব্লক

১। পূর্ব পিলাক
২। রতনপুর
৩। মালীরাম মাড়ী
৪। মুহুরী পুর (আর এফ)
৫। কাঞ্চন নগর
৬। গার ধাং
৭। বীরচন্দ্র নগর

বগাফা ব্লক

৮। কাতালীয়া ছড়া
৯। দেবীপুর
১০। খাকমা ছড়া

অমরপুর ব্লক

১। পতিছড়ি
২। ইছাছড়ি
৩। পুর্ব করবুক
৪। পশ্চিম করবুক
৫। দক্ষিণ করবুক
৬। পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান
৭। পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান
৮। গোবা ছড়া
৯। রামভদ্র
১০। একছড়ি
১১। পশ্চিম ডুলুমা
১২। লাউগাং
১৩। কুরমাছড়া
১৪। পুর্ব ডুলুমা
১৫। পাহারপুর
১৬। রাজ কাং
১৭। পূর্ব মালবাসা
১৮। পশ্চিম সরবং
১৯। পূর্ব সরবং
২০। বীরগঞ্জ
২১। গনগিয়া
২২। একজান ছড়া
২৩। সোনাছড়া
২৪। উত্তর সরবং
২৫। দক্ষিণ সরবং
২৬। মাছলি
২৭। ছুচারিয়া
২৮। অম্পি ছড়া
২৯। গামছা ছড়া
৩০। হরিপুর
৩১। বৈশ্যমনি
৩২। দক্ষিণ তৈদু
৩৩। উত্তর তৈদু
৩৪। তৈদু ডেপা
৩৫। পলকু

ডম্বুর নগর ব্লক

১। ডম্বুর নগর ব্লকে কোন গাঁওসভায় স্থায়ী জল সেচের ব্যবস্থা নাই।

মতাবাড়ী ব্লক উদয়পুর

১। কাকড়াবন
২। রাণী
৩। পূর্ব মির্জা
৪। সামুক ছড়া
৫। পূর্ব মগ পুষ্করিনী
৬। চন্দ্রপুর ভিলেজ
৭। মির্জা
৮। মুড়াপাড়া
৯। বর্মাছড়া
১০। ফুলকুমারী
১১। তৈনামী
১২। রাজনগর
১৩। রাইয়াবাড়ী
১৪। আঠার ব্লোলা
১৫। দুধ পুষ্করনী
১৬। ইছা ছড়ি
১৭। কিল্লা
১৮। দক্ষিণ বড়মুড়া
১৯। দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর
২০। উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর
২১। উত্তর বড়মুড়া
২২। মাতা বাড়ী
২৩। চন্দ্রপুর
২৪। পশ্চিম কুপিলং
২৫। গকুলপুর

বিশালগড় ব্লক

১। বিশালগড় গাঁওসভা
২। রাউতখলা
৩। নবীনগর
৪। পুরাথল
৫। ঘনিয়ামারা
৬। দয়ারাম পাড়া
৭। মোহনপুর
৮। চেলীখলা
৯। উত্তর চড়িলাম
১০। রামনগর
১১। রাঙ্গামাখা
১২। বংশ বাড়ী
১৩। সুতারমুড়া
১৪। রামমুড়া
১৫। লটিয়াছড়া
১৬। বাঁশতলী
১৭। প্রমোদনগর

১৮। পাথালিয়াঘাট
১৯। পদ্মনগর
২০। অমরেন্দ্রনগর
২১। গুলিরাইবাড়ী
২২। উজান পাথালিয়া ঘাট
২৩। গকুল নগর
২৪। নেহালচন্দ্র নগর
২৫। কোণাবন
২৬। দেবীপুর
২৭। কমলাসাগর
২৮। খাস মধুপুর
২৯। ঈশান চন্দ্রনগর
৩০। রাজলক্ষীনগর
৩১। মধুবন
৩২। অরুন্ধুতীনগর
৩৩। চারিপাড়া
৩৪। বাধারঘাট
৩৫। যোগেন্দ্র নগর
৩৬। প্রতাপগড়
৩৭। আনন্দ নগর
৩৮। শ্রীনগর
৩৯। প্রভাপুর
৪০। যুগলকিশোরনগর
৪১। রতনপুর
৪২। পেকুয়ার জলা
৪৩। মধ্য ঘনিয়া মারা
৪৪। কেদাই ছড়া
৪৫। মানকুলা বাড়ী

খোয়াই ব্লক

১। করঙ্গী ছড়া
২। লক্ষীছড়া (পশ্চিম)
৩। পদ্মবিল (সমতল)
৪। পদ্মবিল (উত্তর)
৫। রাজনগর পূর্ব
৬। রাজনগর পশ্চিম
৭। রতনপুর
৮। শিকারীবাড়ী
৯। তকছায়া
১০। আশারামবাড়ী
১১। বাচাইবাড়ী পশ্চিম
১২। বগাবিল
১৩। বন বাজার
১৪। বেহালাবাড়ী
১৫। চাম্পাছড়া পূর্ব
১৬। চাম্পাছড়া পশ্চিম
১৭। ধলাবিল

মোহনপুর ব্লক

১। ইন্দ্রনগর
২। নরসিংগড়
৩। গান্ধীগ্রাম
৪। লক্ষীলুঙ্গা
৫। দেবেন্দ্রচন্দ্রনগর
৬। মোহনপুর
৭। বোধজং নগর
৮। উত্তর দেবেন্দ্রনগর
৯। নোয়াগাঁও
১০। বড়কাঠাল
১১। তামাকড়ী
১২। চাঁন্দপুর
১৩। দুমজ চারি ডাক
১৪। বালুর বন্দ
১৫। সুরেন্দ্র নগর
১৬। কামুক ছড়া
১৭। মনতলা
১৮। সানখলা
১৯। পশ্চিম সিমনা
২০। পূর্ব সিমনা
২১। শরৎ চৌধুরী পাড়া

মেলাঘর ব্লক

১। কুলুবাড়ী
২। রইমপুর
৩। পুটিয়া
৪। কলসীমুড়া
৫। খেদাবাড়ী
৬। আড়ালিয়া
৭। খাস চৌমুহনী
৮। তকমা পাড়া
৯। শিবনগর
১০। জুমের ডেপা
১১। লক্ষণ ডেপা
১২। চৌমুহনী
১৩। তৈজিলিং
১৪। কেমতলা
১৫। পশ্চিম নলচড়
১৬। পূর্ব নলছড়
১৭। মোহন ভোগ
১৮। রুদ্রীজলা
১৯। তেল কাজলা
২০। ঘ্রানতলী
২১। বেজীমারা

২২। রবীন্দ্র নগর
২৩। সোনাপুর
২৪। বাঁশ পুকুর
২৫। নির্ভরপুর
২৬। মরাই কাথর
২৭। কাঁঠালিয়া
২৮। দগতরামপুর
২৯। চন্দোল
৩০। তৈবাঙ্গল
৩১। ভেলুয়ার চর
৩২। রাঙ্গামাটি
৩৩। বগাবাসা

তেলিয়ামুড়া ব্লক

১। বদলা বাড়ী
২। কাকড়া ছড়া
৩। তুইচিং গ্রামবাড়ী
৪। দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট
৫। গয়ামনিবাড়ী
৬। নোনাছড়া
৭। দক্ষিণ গকুলপুর
৮। পূর্ব কল্যাণপুর
৯। পশ্চিম কল্যাণপুর
১০। কল্যাণপুর
১১। পূর্ব লক্ষ্মীপুর
১২। শ্রীরামছড়া
১৩। উত্তর মহারাণী
১৪। দক্ষিণ মহারাণী
১৫। উত্তর পুলিনপুর
১৬। দক্ষিণ পুলিনপুর
১৭। আঠারমুড়া
১৮। রামদয়ালবাড়ী
১৯। খরদুকরবাড়ী
২০। হাওয়াইবাড়ী
২১। পূর্ব তেলিয়ামুড়া
২২। পশ্চিম তেলিয়ামুড়া
২৩। পূর্ব তেলিয়ামুড়া আর, এস
২৪। উত্তর ঘিলাতলী
২৫। শান্তিনগর
২৬। পাগলা বাড়ী

জিরানীয়া ব্লক—

১। উত্তর জয়নগর
২। পূর্ব বড়জলা
৩। জয়নগর

৪। বেলবাড়ী
৫। চামপাবাড়ী
৬। শান্তিনগর
৭। ভৃগুদাসবাড়ী
৮। পূর্ব দেবেন্দ্রনগর
৯। রাধাপুর
১০। রামচন্দ্র নগর
১১। লক্ষীপুর
১২। রাধাকিশোর নগর
১৩। জন্মজয় নগর
১৪। উত্তর চাম্পামুড়া
১৫। ধূপছড়া
১৬। তুলাকোণা
১৭। মেঘলীপাড়া
১৮। মান্দাই
১৯। কাঠিরাম
২০। আশীঘর
২১। হাড়ভাঙ্গা
২২। খেংরাই
২৩। দিন কবড়া
২৪। পাঠলী বাড়ী
২৫। শিবনগর
২৬। ওয়াখি নগর
২৭। বুরাখা
২৮। দীনবন্ধু নগর
২৯। পূর্ব বড়জলা

কুমারঘাট ব্লক—

১। শিংগী বিল
২। ফুলতলী
৩। জারুলতলী
৪। জগন্নাথপুর
৫। ধন বিলাস
৬। গোলকপুর
৭। শ্রীরামপুর
৮। সমরুরপাড়
৯। মনু ভেলী
১০। মুক্তি ছড়া
১১। রাংরুং
১২। জামতৈল বাড়ী
১৩। দেওড়া ছড়া
১৪। ইরাণী
১৫। লতিয়া পোড়া
১৬। রাঙ্গেটি
১১। শ্রীনাথ পর

১৮। লক্ষ্মীপুর
১৯। ঊনকোটি
২০। তিলা গাও
২১। পাবিয়াছড়া
২২। দারউচি
২৩। দেওভেলী
২৪। ফটিকরয়
২৫। গকুল নগর
২৬। কৃষ্ণ নগর
২৭। রাজকান্দি
২৮। ফটিকছড়া
২৯। পশ্চিম রাতাছড়া
৩০। লালজুরি
৩১। ডেংঢোং
৩২। দুধপুর
৩৩। বেতছড়া
৩৪। পূর্ব বেতছড়া
৩৫। দেও আর এফ
৩৬। দক্ষিণ ঊনকোটি

ছামনু ব্লক—

১। পূর্ব মাছলী
২। পশ্চিম মাছলী
৩। পূর্ব করমছড়া
৪। নলকাটা
৫। কাঞ্চনছড়া
৬। মনু
৭। জামীর ছড়া
৮। দামছড়া
৯। কুর্তি ছড়া
১০। সিন্দু কুমার পাড়া
১১। কাঁঠাল ছড়া
১২। লংতরাই
১৩। লালছড়া
১৪। লবন ছড়া
১৫। রাজুদহর
১৬। ডলুছড়া
১৭। উত্তর লংতরাই
১৮। জয় চন্দ্র পাড়া
১৯। পশ্চিম ছামনু
২০। দূর্গা ছড়া
২১। পূর্ব ছামনু
২২। মাণিকপুর
২৩। মালধির
২৪। নটীমনু
২৫। গোবিন্দ বাড়ী

পানিসাগর ব্লক—

১। রাগনা
২। উত্তর হুরুয়া
৩। দক্ষিণ হুরুয়া
৪। টংগী বাড়ী
৫। গঙ্গানগর
৬। বাগবাসা
৭। ডাইথাং বাড়ী
৮। বাশি ছড়া
৯। উপ্তাখালি
১০। দেওছড়া
১১। রামনগর
১২। উত্তর পদ্মবিল
১৩। দক্ষিণ পদ্মবিল
১৪। বিলথৈ

১৫। পেকুছড়া
১৬। শনিছড়া
১৭। চুড়াইবাড়ী
১৮। কদমতলা
১৯। কুর্ত্তী
২০। সরলপুর
২১। বিষ্ণুপুর
২২। রাণীবাড়ী
২৩। সতসঙ্গম

২৪। বালীদ্রুন
২৫। ব্রজেন্দ্র নগর
২৬। লক্ষ্মী নগর
২৭। গোবিন্দ নগর
২৮। হাফলং

সালেমা ব্লক—

১। বিশালছড়া
২। নোয়া গাঁও
৩। মায়াছড়ি
৪। মরাছড়া
৫। কোহ্াই নালা
৬। বামন ছড়া
৭। মহাবীর
৮। লেম্বুছড়া
৯। শ্রীরামপুর
১০। আপ্রেশকর
১১। বারালুথমা
১২। কাটালুথমা
১৩। মেনদী

১৪। পূব ডলুছড়া
১৫। পশ্চিম ডলুছড়া
১৬। মছুরিয়া
১৭। দেববাড়ী
১৮। ছনকেপ
১৯। পূর্ব নালিছড়া
২০। পশ্চিম নালিছড়া
২১। আমবাসা
২২। বলরাম
২৩। কমলা ছড়া
২৪। জগন্নাথপুর
২৫। হরিমঙ্গল পাড়া
২৬। শিকারী বাড়ী
২৭। কর্ণমনি পাড়া
২৮। কুলাই আর, এস, এফ.
২৯। গঙ্গা নগর
৩০। রাধারাম বাড়ী
৩১। তেতুইয়া
৩২। চাকমা পাড়া
৩৩। সিদ্ধা পাড়া
৩৪। কবমা পাড়া

কাঞ্চনপুর ব্লক---

১। তুইয়ামা
২। মনু ছইলেংটা
৩। শান্তিপুর
৪। দশমানপাড়া
৫। করই ছড়া
৬। গাছিরাম পাড়া
৭। খেদাছড়া
৮। কালাপানিয়া
৯। ভাণ্ডারীমা
১০। আনন্দনগর
১১। উত্তর লালজুরী
১২। দক্ষিণ লালজুড়ি
১৩। সাবুল
১৪। কালা গঙ্গা
১৫। বাং নুন
১৬। পূর্ব সাতনালা
১৭। দৈন ছড়া
১৮। উত্তর দশদা
১৯। উজান মাছমারা
২০। জামারাই পাড়া
২১। কাঞ্চন ছড়া
২২। চণ্ডিপুর
২৩। শিবনগর
২৪। পশ্চিম হামুনপুই

২৫। দামছড়া
২৬। দামছড়া আর, এফ
২৭। দক্ষিণ ধনীছড়া
২৮। উত্তর ধনীছড়া
২৯। নালকাটা
৩০। বগই ছড়া
৩১। নবীন ছড়া

৩২। আন্দের ছড়া
৩৩। টেলেং সাং
৩৪। কাছারী ছড়া
৩৫। উত্তর মাছমাড়া
৩৬। পিপলা ছড়া
৩৭। রাহুল ছড়া

ডম্বুর নগর ব্লক—
১। জগবন্ধু পাড়া

২। গণ্ডাছড়া
৩। শর্মা
৪। ভগীরথ
৫। লক্ষ্মীপুর
৬। দলপতি
৭। রতনপুর
৮। তৈছামা
৯। পুটাছড়া
১০। রাইমা
১১। রামনগর

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 9

By—Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বৎসরে পি, ডাব্লিউ, ডি, নর্দান ডিভিশন-এ ধর্মনগর এলাকায় কতটি নতুন রাস্তা নির্মিত হয় ও পুরাতন কতটি রাস্তা সংস্কার করা হয়।

২) ঐ নতুন ও পুরাতন রাস্তাগুলির মধ্যে কতটি সারা বৎসর জিপগাড়ী চলাচলের উপযোগী হয়েছে, (রাস্তার নাম সহ)।

৩) ঐ সব রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করতে সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয় ?

উত্তর

১) ১৯৮০-৮১ ইং সনে ৭ (সাত) টি রাস্তার সংস্কার এবং ২ (দুই)টি নূতন রাস্তা তৈরী ১৯৮১-৮২ ইং সনে ৮ (আট) টি রাস্তার সংস্কার এবং ১ (এক) টি নূতন রাস্তা তৈরী এবং ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ২৫ (পঁচিশ) টি রাস্তার সংস্কার এবং ৫ (পাঁচ) টি নূতন রাস্তা নির্মিত হয়।

২) ৪১টি (সংযোজনী—ক দ্রষ্টব্য)।

৩) ২, ৩২, ৩৭, ২৪০ টাকা।

সংযোজনী—'ক'

LIST OF JEEPABLE ROADS.

1. Imprrovement of road from Dhar, anagartown to Baruakandi via Algapur.
2. Dharmanagar to Madhubari road via Padmapur H.S. School.
3. Kadamtala-Maheshpur road.
4. Churaibari-Ranibari road.
5. Kadamtala to Tarakpur via Kalagangerpar.
6. Approach road from Ganganagar S.B. School to Dharmanagar Tea Estate.
7. Dharmanagar-Tilthai road.
8. D. K. Road to Baruakandi via Dewan passa.
9. Dharmanagar-Kaliashahar road.
10. Dharmanagar approach road.
11. Tilthai-Anandabazar road to Bilthai.
12. Dharmanagar-Baruakandi via Sakbaibari.
13. Padmapur Baluari School road.
14. Sonarpassa School road.
15. Premtala to Laxminagar road via Fulbari bazar.
16. Kadamyala to Kalacherra via Jalaibari School.
17. Road from Brajendranagar dispensary to Kalachipi.
18. Road from Sarashpur J. B. School to South Prearacherra.
10. Nayapara roads at Dharmanagar.
20. Uptakhali to Jubarajnagar to Mangalkha li.
21. Tilthai-Anada bazar road.
22. Kurti-Premtala road.
23. Chandra pur to Raghna via Gochapur road.
24. Chandra pur colony to Dharmanagar-Kadamtala road.
25. Ichaila cherra to A.A. Road via Kherengjuri.
26. A.A. Road at Sanicherra-to Balicherra Tribal colony.
27. Sanicherra-Mission tilla road.
28. Tilthai-Damcherra road.
29. Damcherra-Monpai road.
30. Road from Rowa to Ramnagar landless colony.
31. Road from Panisagar to Sailenbari.
32. Road from Janata college-Ramnagar to Old padmabil.
33. Sanicherra to Kalacherra via Nadiapur.
34. Road starts from Dharmanagar-Kadamtala road at Ichaiputanbazar Mahadev Divi upto Churaibari.
35. Road from Chandrapur to West Chandrapur.
36. Road from 110th miles of A.A. Road to Duganaga (Three K.M.)
37. Dharmanagar town road.
38. D.R.B.S. Road.
39. Jalabassa market road.
40. Road from Tilthai-Damcherra road to Manipuri basti upto Golapjit Rajkumar's house.
41. Road from Dharmanagar-Tilthai road (Radhapur) via Radhapur Jr. B. School to Kalikapur connecting D.K. Road.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 15

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister Incharge of the Anilmal Husbandry be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি মহিষ প্রজনন খামার আছে ঐবং এই খামারগুলিতে ১৯৮২-৮৩ সালে বিভিন্ন খরচ মিলিয়ে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার খামরা ভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৮২-৮৩ সনে খামারগুলিতে মোট কতটি মহিষ প্রজনন হয়েছে তার সংখ্যা।

৩। ১৯৮২-৮৩ সনে উক্ত খামারগুলি থেকে মোট কত টাকা সরকারের আয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার ডলুমাতে একটি মহিষ প্রজনন খামার আছে, এবং উক্ত খামারে ১৯৮২-৮৩ সালে বিভিন্ন খরচ মিলিয়ে মোট ৫,৪১,৭০০,৩১ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। উক্ত খামারের ১২টি মহিষ এখন পর্যন্ত ন্যাচারেল সাভিস দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে।

৩। উক্ত খামার হইতে এখন পর্যন্ত কোনও মহিষ বিক্রি করা হয় নাই তাই আর্থিক আয়ের কোন ও প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 17

By—Shri Faizur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটা সরকারী কৃষি ফার্ম ও ফলের বাগান আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত কৃষি ফার্মও ফলের বাগান থেকে ১৯৭৭ এর এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৩ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট কত টাকা আয় হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক, খামার ও বাগান ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ী কৃষি ফার্মে কি কি ফসল উৎপাদন হয় এবং উক্ত ফার্মে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা কত ?

৪। ইহা কি সত্য যে চুড়াইবাড়ী কৃষি ফার্মের উৎপাদিত লেচু, কলা, আনারস, মাছ ইত্যাদি কাছার জেলায় পাচার হয়।

৫। সত্য হইলে এই পাচার বন্ধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২৩টি কৃষি খামার এবং ৫২টি ফলের বাগান আছে। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

মহকুমা	কৃষি খামারের সংখ্যা	ফলের বাগানের সংখ্যা
১। সদর—	৩টি	৫টি
২। সোনামুড়া—	১টি	৪টি
৩। খোয়াই—	১টি	৩টি
৪। উদয়পুর—	১টি	৩টি
৫। অমরপুর—	৩টি	৬টি
৬। বিলোনীয়া—	৩টি	৬টি
৭। সাব্রুম—	৩টি	৫টি
৮। ধর্মনগর—	৩টি	৮টি
৯। কৈলাশহর—	৪টি	৮টি
১০। কমলপুর—	১টি	৪টি
	২৩টি	৫২টি

২। সরকারী খামার ও ফলের বাগানের বৎসর ভিত্তিক আয় নিরূপণ :—

ক) সরকারীর খামারের আয়ের হিসাব :—

৴। মহকুমা	খামারের নাম	বৎসর ভিত্তিক আয় ১৯৭৭-৭৮	৭৮-৭৯	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২	(টাকার হিসাব) ৮২-৮৩
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১। সদর	১। জিরানিয়া	(খামার স্থাপন হয় নাই)				৮২,১৫৩·০৬	১,২৫,০২৪.৪২
	২। বিশ্রামগঞ্জ	—	—	—	—	৪,২০৩·২০	৬,৪৬২·৮৪
	৩। লেম্বুছড়া	(তথ্য সংগৃহীত হইতেছে)					
২। সোনামুড়া	৪। নলছড়	২৯,৩৫৭·২০	৩১,৯৭৭·৬০	৪৮,৩৩৯·৪৮	৬৩,৭৭০ ০১	৫৬,৫৮৫·০০	৪৪,০৬১·৫৫
৩। খোয়াই	৫। তেলিয়ামুড়া	৩৪,৮২৫·৫৫	১৮,৭৭৫·৬০	৪৪,০৯১·৫৭	৫৭,৫১৫·৮০	১,০৪,৩৫৫·০৫	১,০৭,০০৮·৬৮
৪। উদয়পুর	৬। গকুলপুর	৩০,৮৮১·২৫	১৯,০২০·৩৫	৭৭,৭৪০·০০	২,০৯,২৪১·২৪	১,০৯,৪৮৯·২৭	১,৫৯,৬৪৩·৫০
৫। বিলোনীয়া	৭। বগঠালিয়াছড়া	১৩,৪১৭·০০	১২,০৯৭·০০	১৯,৩৬৭·০০	২০,৯২৮·২০	৪৩,৭২৯·০০	৪৭,১৭২·৪৩
	৮। মহু	২৭,৮৮৬·৯১	১৯,৮০৯·৯২	১৭,৬৮৭·৫৭	২১,৪৪১·৪৯	৩৩,৮৮৭·২৬	৪৪,১৩৩ ০৫
	৯। মাইছড়া	—	—	৪৬,৬৮৬·০৩	৬৮,৬৩১·৬৩	৫৩,০০২·৮৬	৭৩,৬৫৪·২৬
৬। সাব্রুম	১০। রূপাইছড়ি	২৫,২৪৭০·২০	২০,৬১৬·৫৫	২১,৯২০·৩০	৩৩,৯৩২·৪৬	৪৭,২০৩·৭৫	৪১,৩৬১·৭০
	১১। কালাডেপা	৩,৫৯৭·৫০	৩,৯৩১·১০	২,৭০৬·৭০	৭,১৮৩·৫৯	৩,৮৩৭ ০০	১০,৯৩৯·৫০
	১২। দক্ষিণ ইছাছড়া	১২,১৮৯·০০	৯,৭৮৯·৮০	৭,৩৪৬·৪০	১১,০০৯·৫০	৮,৪০৩·০০	৯,৪৯৮·৭৫
৭। অমরপুর	১৩। রাংকাং	৫৪,১৯২·৪৬	৪২,৩৩৯·২৩	২৭,৫৫১·৯৫	৫০,৮৭৭·০০	৩০,৭৮৬ ৬৫	৫০,০২১'৭৫
	১৪। রংকরাইবাড়ী	১২,৯২৭·৮৫	৯,০৫১·০০	৫,০৫৮'০০	৯,০৬১·০০	১১,৭১৯·৫৫	১৩,৬৬৩·১০
	১৫। জগবন্ধুপাড়া	৩,৭৩৯·৩০	২,১৩৭·৫০	৮৭৩·০০০	—	২,১৫৪·০০	৭,৯৭৯·০০
৮। ধর্মনগর	১৬। চুরাইবাড়ী	৬৬,০২৪·৬৪	৬১,৪২২·৮৪	৪৭,৬৩৯·৩০	৯৬,৫৫৮·০০	৮৭,৮০২·০০	৭৭,৭৩২·০৭
	১৭। নবীনছড়া	৯,৫৮৮·৮০	৭,৭৭০·০০	২,৮৫৪·৯০	৮,৮৩৫·৫৫	১০,৮২৭·০০	১৫,০২০·৪৫

(বৎসর ভিত্তিক আয়)

৮। ধর্মনগর	১৮। পানিসাগর	১০,৮৫৮·৪০	১৩,১৮৮·৯০	১১,১৫৪·১৫	১৭,২২৪·০০	১৩,৫২৩·৭৫	১৪,২৯৫·৬০
৯। কৈলাসহর	১৯। করমছড়া	৮,৮৪৪·৭৫	৬,৪৬০·১৮	৯,২৩৬·২৩	২২,১৩৩·৪৫	২০,৭৬১·২১	১২,৮৮৭·১০
	২০। ক্ষেত্রিছড়া	১,৭২৭·৭০	৩,৭১৪·৬০	২,৩০০·৩২	৩,৩২৩·৭৮	৮,১৬১·৩৯	৪,৭৪৫·৯৫
	২১। কাঁঠালছড়া	৪,১৩৩·০৫	২,৩২৭·৫০	১,৯৭৭·৫০	৩,১২৯·৮০	২,৯৭৪·৪০	৯০০·০০
	২২। লালছড়া	৬,১৭৩·৪০	৬,৭৪৩·৫০	১১,৮০৫·৮০	১১,১০১·০০	১১,৭৪৩·০০	১২,৬৫৬·০০
১০। কমলপুর	২৩। আভাঙ্গা	৩১,১৫৪·২৫	৭,৪৮৯·৪৪	৩৪,৩৪৭·৫৫	৩৬,৯৫২·৬০	১৭,৯৮০·০০	২৮,৮৯২·৯৮

খ) সরকারী ফলের বাগানের আয়ের হিসাব—

মহকুমা	ফলের বাগানের নাম	বৎসর ভিত্তিক আয়					(টাকার হিসাব)
		১৯৭৭·৭৮	৭৮·৭৯	৭৯·৮০	৮০·৮১	৮১·৮২	৮২·৮৩
১। সদর	১। বাধারঘাট						
	২। গুরুপদ কলোনী	৪০,৬০৮·৯৫	৪৬,৮১৪·৩৯	৬৮,৬৮২·৯৯	৮৮,৪৪২·৬৪	১৫৬,৩৭৮·৯২	১,৯০,৮৫৯·৫৪
	৩। বিশ্রামগঞ্জ	—	—	—	১,৫৩০·০০	১,৭৮৭·৫০	৫,৪৮২·০০
	৪। লেম্বুছড়া ৫। বেলবাড়ী	—	৫.০০	৪৩৪.০০	৩১১·০৪	১,৯৪৮·০৫	১১,৭৬২·৫৩
		(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
২। সোনামুড়া	৬। পাহাড়পুর	১৯,৫৯৩·০০	৪,৬২৫·০০	৩,৮৬৫·৯৮	১২,০২১·৩৫	৩৪,৮৩৯.৯৫	৪৩,৩৭৯·৬০
	৭। তৈবান্দল	—	—	—	৩৯৩·৫০	৩,৪৩৮·০০	১,৬৮৮·৭৫
	৮। মাক্রোসোপাড়া	২৬৭·৩৫	৬·০০	৪২০·২৫	৪২·০০	৬,১৮৮·৫৫	১২,৬০৫·৬০
	৯। জুমের ঢেপা	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
৩। খোয়াই	১০। পকুল নগর (উত্তর)	—	—	—	৩,০১৯·৩০	৬,৩৬৮·৫০	১২,২৩০·৭৫
	১১। তক্‌সাইরা	৩৫·০০	—	—	—	১,৬৮৬·৫০	৫,৬৭১·৫৪
	১২। রামচন্দ্রপুর	—	—	৭,০৪৭·৩০	৫,৪৯২·৭০	৩,৭৬৮·৮০	১৩,৪৭৪·০০

৪। উদয়পুর	১৩। উদয়পুর	৩৬,৫০৪·০৩	৭৫,৪৫৪·৭২	৬৩,৯৩১·০০	১,২১,৬২৭·৩৪	২,২২,৯৯৮·৮৮	১,২৮,৬৭০·৪১
	১৪। ফুলকুমারী	১১৭·৮০	১০০·৫০	১১৮·৫০	৮১·০০	২৪·০০	১১১·০০
	১৫। পানি সাগর	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
৫। বিলোনিয়া	১৬। কাঠালিয়া ছড়া	৩১,৭৩৪·৫৫	৪৯,৪৯০·৮৫	৫০,৫৫৮·১৫	৭১,৬৬৯·০০	১,০১,০৫৮·১৬	১,৪৫,৮৫৯·১৪
	১৭। কলসী M. D.	৯০৯·০০	৯৭৮·০০	১,৩১৭·৫৬	১০,৬০১·৫৭	১৫,৯১৪·২০	১৯,০৮৩·০০
	১৮। কলসী T. C. D.	—	—	—	—	—	—
	১৯। রতনপুর	—	—	—	—	—	—
	২০। রাধাকিশোরগঞ্জ	—	—	—	—	—	২,১৪৮·৮০
	২১। রাধানগর	—	—	—	—	৫১·০০	১,৭৬৯·০০
৬। সাব্রুম	২২। দক্ষিণ ইছাছড়া	২২,৭৭৩·২০	২৩,৭৯৯·১৩	২২,২৫৩·৮৬	৪১,৫১৪·৬৩	৬৩,১৭০·০৯	৯৬,৯৪৭·৯৮
	২৩। কালাডেপা T. C. D.	—	—	—	—	২-৫০০·৭০	৭,২৬৪·০০
	২৪। উত্তর বিজয়নগর	—	—	—	৮০·০০	১০০·০০	৯০·০০
	২৫। কালাডেপা	৩,৫৯৭·৫০	৩,৯৩১·১০	২,৭০৬·৭০	৭,৮১৩·৫০	৩,৮৩৭·০০	১০,৯৩৯·৫০
	২৬। শিলাছড়ি	—	—	—	—	৬৯·০০	৭৩০·০০
৭। অমরপুর	২৭। জগবন্ধুপাড়া	১,১০১·৮০	৪৬১·০০	৪৯৯·০০	—	৫৫০·০০	৪৫,৩৮২·০০
	২৮। জম্বুর নগর	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
	২৯। রাংকাং	—	—	—	—	৩৬,৭১০.৩৫	৬৯,২৭৪.৭৮
	৩০। সোনাছড়া	—	—	—	—	—	৩২০,০০
	৩১। তৈদু	২৮৮.৩৪	৬১.৭০	৫৩০.৮০	৩,২৫৬.৪৫	৮,১০০০.০১	১১,৮৮৪.৮০
	৩২। লেবাছড়া	৩৯৬.৩০	৪৫০.০০	২,৭৩৬.৪৫	১,১৪৬.০০	১,৫৪৬.১০	৩৬,০০৩.০০

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
৮। ধর্মনগর	৩৩। পানিসাগর	৯১,৩৩২.১২	৬৮,১০০,০৫	৪২,২৯৫.৭০	১,২৪,০৬৭.৯৫	১,১৩,৩৬৬.৪৫	১,৩১,৯৬৩.২০
	৩৪। নবীনছড়া M.D.	১৪,৫১৮.৭৫	৭,৬৯৯.৬৯	৩৭,৬৮১.৯৭	১৯,২৬৫.২১	৪২,২০৬.৮১	৩১,২২৯.৭৫
	৩৫। ভুইসামা	৬৭,৭৭৯.৩৫	৪০,০৩৫.৮০	৫৬,১৫৪.০৮	৬৮,৮৮২.৬২	১,০৮,৯৭৮.৪০	১,৫৭,৬৭৯.৭০
	৩৬। জম্পুই	—	৬৪.০০	—	৩,৫৫০.০০	—	৫,০৬০.০০
	৩৭। ভুইসামা (TCD)	—	—	—	—	—	—
	৩৮। নবীনছড়া (TCD)	—	—	—	—	—	—
	৩৯। চুরাইবাড়ী	১,৭০০.৫৫	৯৫০.৬০	২,০৯১.২৫	১,২৩৬.৮০	৪,৩১৯.৯৫	৪,১৭০.২৫
	৪০। বাগাইছড়া	—	—	—	—	—	—
৯। কমলপুর	৪১। সালেমা	৩১,০১৮.৩৩	৪৭,২৮৪.৭৮	৪১,৫৬০.১০	৬৪,০৭৫.৩৪	১,৪৫,৮০৮.৪৩	১,৮১,৪৮৪.৯০
	৪২। বলরাম	—	—	৫.২৫	—	—	—
	৪৩। মন্দির হাওর	—	—	—	১,৯২৬.১০	২,১৯৮.৭০	১৫,৬৬৮.৬০
	৪৪। হরিণছড়া	—	—	—	—	—	—
১০। কৈলাসহর	৪৫। ছণতৈল	২৫,০৩১.৩৭	২৯,০৩৬,২৫	১৬,২২৭.০৩	৩০,৯১৭.৮০	৬১,৬০৯.৩০	৭৫,৯০৩.২৫
	৪৬। নালকাটা	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
	৪৭। লালছড়া (M. D.)	১২,০৫৮.৩২	২২,০৪২.৮৩	৩৮,৬৬৫.৫০	৫৯,৩৪২.১১	৭৪,৭৩৯.২০	৬৬,৭৫৯.০০
	৪৮। করমছড়া	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
	৪৯। লালছড়া (TCD)	—	—	—	৪০৫,০০	৬৬০.০০	৩,৮৪০.২০
	৫০। দুর্গাছড়া	১১.৫০	৩৪.৩০	৩০.০০	৭৭৫ ৭০	২৪৯.৪২	৩,০৩৮.৫৫
	৫১। পাবিয়াছড়া	(তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে)					
	৫২। ভায়াবনছড়া	—	—	—	২,২৩২.০০	৩,৫০০.০০	৯,১১৪.৯৫

৩। চুরাইবাড়ী ফার্মে প্রধানতঃ আউশ ও আমন ধান এবং আখ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়াও কলা, আনারস, লিচু, কাঁঠাল, আম, এবং নারিকেল উৎপন্ন হয়। ফার্ম সংলগ্ন লেকে মাছের চাষও করা হইয়া থাকে।

চুরাইবাড়ী ফার্মে বর্তমানে নিয়মিত শ্রমিক সংখ্যা ৩৮ জন, মরশুমি শ্রমিক সংখ্যা ১৪ জন।

৪। পাচার হওয়ার কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 18

Name of M.L.A. :—Sri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি কাঠের পুল তৈরী করা হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব, এবং

২) উক্ত পুলগুলি তৈরী বাবদ সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

উত্তর

১) ১২১টি পূর্ত ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাঞ্চনপুর পূর্ত ডিভিশন—	৯টি
কুমারঘাট পূর্ত ডিভিশন—	১৭টি
ধর্মনগর পূর্ত ডিভিশন—	১৫টি
দক্ষিণ পূর্ত ডিভিশন নং ১, উদয়পুর—	১৫টি
দক্ষিণ পূর্ত ডিভিশন নং ২, শান্তিরবাজার—	১৭টি
অমরপুর পূর্ত ডিভিশন—	১৪টি
আগরতলা পূর্ত ডিভিশন নং ১—	২টি
আগরতলা পূর্ত ডিভিশন নং ২—	৪টি
আগরতলা পূর্ত ডিভিশন নং ৪—	১৫টি
তেলিয়ামুড়া পূর্ত ডিভিশন—	২০টি
মোট—	১২৭টি।

২)। ১,১৫,৬৯,৯০৬ টাকা।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 22

Name of member :— Shri Nakul Das.
Shri Gopal Ch. Das
Shri Matilal Sarkar.

Sub. :— Regarding disrribution of minikits to jhumia families affected by rain/flood/hailstorm and gale.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে চলতি বাংলা সনের বৈশাখ মাসের অতি বর্ষণ জনিত কারণে কত সংখ্যক কৃষক পরিবারের ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং মোট কত একর জমি সম্পূর্ন ও আংশিক ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব।

২। ঐ অতিবর্ষণের কারণে কি কি ফসল কত পরিমাণ বিনষ্ট হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কি কি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা সরকার করেছেন।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করেছেন কিনা।

৫। নিয়ে থাকিলে তার বিবরণ।

ANSWER

১। ৫০,৪৩২ পরিবারের ৪২,৯২২ হেকটর জমি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে

২। বিভাগ ভিত্তিক বিনষ্ট ফসলের পরিমাণ পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজন করা হইয়াছে।

৩। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পরিবার পিছু ২০ কিলোগ্রাম ধান বীজ অথবা চারা ক্রয় করার জন্য অনুর্দ্ধ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা সাহায্যের জন্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ১০ (দশ) হাজার ক্ষতিগ্রস্থ জুমিয়া পরিবারদের অনুর্দ্ধ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মূল্যের তুলা বীজ তিলবীজ, অরহর বীজ, ভুট্টাবীজ ও মেস্তাবীজ প্রয়োজনানুসারে বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

বন্যার জলে যে সব জমিতে বালি জমিয়া গিয়াছিল সে সকল জমি হইতে বালি সরানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বন্যায় তুলনামূলক ভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ চারিটি মহকুমা যথা -ঃ---বিলোনীয়া, উদয়পুর, সোনামুড়া, কৈলাশহরের কৃষকদের কৃষি ঋণ রি-সিডিউলের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে নিস্তার পাওয়া ও প্রায় অসম্ভব। তবে সম্ভব স্থলে বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে। খরা হইতে ফসল রক্ষার জন্য সেচ এলাকা বৃদ্ধির চেষ্টা সরকার করিতেছেন। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক সহ সকল স্তরের জনসানারণকে সরকার যতটা সম্ভব ত্রান সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট---"ক"

অতি বর্ষনের কারণে বিনষ্ট ফসলের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ঃ---

মহকুমা	ক্ষতিগ্রস্থ ফসল	ফসল ক্ষতির পরিমাণ (মেঃ টন)
১। ধর্মনগর---	১। বরো চাউল---	২৬২
	২। আউস---	১০৯
	৩। জুম---	৩২০
	৪। আউস ধানের চারা---	১০
	৫। পাট---	২০
	৬। সবজি---	৭৭
	৭। ফলের গাছ---	১২
২। কৈলাশহর---	১। বরো ফসল---	১,৩৯০
	২। আউস চাউল---	৬৮২
	৩। জুম চাউল---	৩৯৪
	৪। আউস ধানের চারা---	১৩২
	৫। পাট---	১৬২
	৬। সবজি---	১৩২

১	২	৩
৩। কমলপুর—	১। বরো চাউল—	৩২০
	২। আউস চাউল—	১৫০
	৩। জুম চাউল—	১৮০
	৪। আউস ধানের চারা—	১৪
	৫। বাদাম (রবি)—	৪৮
	৬। পাট—	৩৮
	৭। তিল—	১,৫
	৮। সবজি—	১৮
৪। খোয়াই—	১। বরো চাউল—	৩২৮
	২। আউস চাউল—	১,৯০৪
	৩। জুম চাউল—	৫৭৫
	৪। আউস ধানের চারা—	৫
	৫। বাদাম—	৩
	৬। তিল—	৩
	৭। পাট—	৪
	৮। সবজি—	১০০
৫। সোনামুড়া—	১। বরো চাউল—	৩,০১২
	২। আউস—	১,১৫৮
	৩। জুম—	১৪৬
	৪। আউস ধানের চারা—	৫
	৫। পাট—	১৫২
	৬। মেস্তা—	১৯৫
	৭। তিল—	৬২
	৮। সবজি—	৯২
	৯। আনারস—	৯
৬। সদর—	১। বরো চাউল—	১,৫৪২
	২। আউস চাউল—	৩,২১৮
	৩। জুম চাউল—	৫৬৬
	৪। আউস ধানের চারা—	৩
	৫। পাট—	২০
	৬। সবজি—	৩১
১। উদয়পুর—	১। বরো চাউল—	৪,৬৯৮
	২। আউস চাউল—	১,৪১৮
	৩। জুম চাউল—	২৫১
	৪। আউস ধানের চারা—	১
	৫। পাট—	১১১
	৬। তিল—	২২
	১। সবজি—	৪৬
৮। অমরপুর—	১। বরো চাউল—	২০৬
	২। আউস চাউল—	৯৫৩
	৩। জুম চাউল—	১,০৬২
	৪। আউস ধানের চারা—	৮
	৫। পাট—	৪৬
	৬। সবজি—	২
৯। বিলোনীয়া—	১। বরো চাউল—	৩৩৭
	২। আউস চাউল—	৪৫৮

১	২	৩
	৩। আউস ধানের চারা—	১
	৪। পাট—	১
	৫। সবজি—	২২
	৬। পান বোরজ—	(১৩ হেঃ বিনষ্ট যার মূল্য ৬,৫০,০০০ টাকা
১০। সাব্রুম—	১। বরো চাউল—	১৪১
	২। আউস চাউল—	৮০০
	৩। জুম চাউল—	২৮৫
	৪। পাট—	৩০
	৫। সবজি—	৯

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 27

Name of Member :—Sri Sobodh Chandra Das.

প্রশ্ন

১। বিধিবদ্ধ জল সেচের প্রকল্পের দ্বারা রাজ্যের কোথায় কত হেক্টর জমি চাষ হচ্ছে। (মৌজার নামসহ ব্লক ভিত্তিক ও প্রজেক্টে ভিত্তিক জমির পরিমান)

উত্তর

১। ১৯৮২ সালের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ জল সেচের প্রকল্পের দ্বারা মোট ৫৯৮৭ হেক্টর ভুমি চাষ হইয়াছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১) পানি সাগর ব্লক —২৭৬
২) কাঞ্চনপুর ,, — ৪৩
৩) কুমার ঘাট ,, —৬৫৩
৪) ছামনু ,, —১১০
৫) সালেমা ,, —৭৯৭
৬) খোয়াই ,, — ৯০
৭) তেলিয়ামুড়া ,, —৬৩৩
৮) জিরানীয়া ,, —২৭৭
৯) মোহনপুর ,, —১২০
১০) বিশালগড় ,, —৪২৭
১১) মেলাঘর ,, —২৭৬
১২) মাতাবাড়ী ,, —১০৪১
১৩) বগাফা ,, —৩১৮
১৪) রাজনগর ব্লক —২১৯
১৫) সাতচান্দ ,, —২০০
১৬) অমরপুর ,, —৩৩৫
১৭) নন্ব্লক ,, —১৩২

মোট ৫৯৪৭ হে,

১৯৮২—৮৩ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ১২১৩১ হেক্টর জমিকে বিধিবদ্ধ জলসেচের আওতায় আনা হইয়াছে।

STATEMENT SHOWING POTENTIAL CREATED UPTO MARCH, 1983 AND POTENTIAL UTILISED UPTO MARCH 1982.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 27

Sl. No.	Name of Block	Name of Scheme	Potential created upto 3/83	Potential utilised upto 3/82
1	2	3	4	5
A.	L. I. SCHEMES			
1.	Panisagar.	1. Halflongcherra	60	24
		2. Dewanpasha	66	11
		3. Tilthai	66	34
		4. Latugaon	66	18
		5. Suknacherra	20	20
		6. Mangalkhali	52	10
		7. East Krishnapur	80	14
		8. Kashimnagar	48	12
		9. Pratyekroy	12	10
		10. Rowa Ty. L.I.	12	6
		11. Rowa Over River Juri	30	23
		12. Ichhaisonapur	48	32
		13. North Latugaon	116	23
		14. Panisagar	12	12
2.	Kanchanpur.	1. Laxmipur	40	12
		2. Satnala	30	6
		3. Machhmara	24	9
		4. Duptachhera	60	6
		5. Kamalpur Field—I	38	—
		6. Kamalpur Field—II	40	—
		7. Orichhera	8	10
		8. Kanchanpur	52	—
3.	Kumarghat	1. Ujanjali	40	39
		2. Vidyanagar	48	30
		3. Kirtantali	40	27
		4. Saidarpur	20	—
		5. Kuli Kura	60	56
		6. Tilakpur Ty. L. I.	16	27
		7. Kumarghat	40	35
		8. Ishabpur	66	60
		9. Ratiabari	66	43
		10. Ganganagar	20	25
		11. East Kanchanpur	50	43
		12. Chantail	48	42
		13. Masuli	30	29
		14. Goldarpur	12	25
		15. South Masuli	12	12
		16. Pakhirbadha	12	26
		17. South side of Kanchanbari Market	80	53
		18. Pechardahar	45	37
		19. Fatikchhera at Radhanagar	51	36
		20. Balehar	40	—

1	2	3		4	5
4.	Chamanu.	1.	Ghagrachhera.	52	46
		2.	Chhailengta	48	41
		3.	Dhumachhera	24	23
5.	Salema.	1.	Debichhera	80	28
		2.	Surmachhera	20	9
		3.	Dhalai	60	67
		ni	Kanchanpur (Ambassa)	46	40
		5.	Salema	66	18
		6.	Bhatkhawri	80	66
		7.	Matimahaor	92	35
		8.	Lalchhera	48	41
		9.	Harerkhola	32	12
		10.	Deviari Ty. L.I. £	20	19
		11i	Latiabil	140	38
		12.	Halahali	80	26
		13.	Mohanpur	8	11
		14.	Rupeshpur—I	8	11
		15.	North Halahali	8	13
		16.	Halhuli	8	12
		17.	Manik Bhandar—I	8	12
		18.	Rakhaltali	12	20
		19.	Dolubari	8	6
		20.	Kalachheri from Dhalai	58	15
		21.	Machhuria from		
		22.	Dhalai	44	20
		23.	Kachuchhera	62	10
		24.	Rupeshpur—II	8	12
		25.	Manik Bhander-II	8	12
		26.	Dorai Sibbari	80	—
6.	Khowai.	1.	Samruchhera	20	22
		2.	Sepai Haor	40	24
		3.	Jamairmath	75	32
		4.	Muhurichhera	80	—
7.	Teliamura.	1.	Chindrachhera[	60	41
		2.	Laxminarayanpur—I	60	62
		3.	Kamalnagar—I	80	72
		4.	Barmabil	80	8
		5.	Baishgharia—I	52	55
		6.	Maiganga	80	52
		7.	Champlai Haor	100	5
		8.	Karilong	52	43
		9.	Sontk DRarikapur	172	65
		10.	Kamalnagar—II	80	20
		11.	Duragapur.	80	11
		12.	Laxminarayanpur—	80	13
		13.	Gilatali	160	10
		14.	Trishabari—I	80	23

1	2	3		4	5
		15.	Baishgharia—II	80	30
		16.	Trishabari—II	90	29
		17.	Chakmaghat	20	12
8.	Jirania—A.	1.	Chandra Sadhupara	40	10
		2.	Jirania	60	17
		3.	Biswamunipara	12	1
		4.	Assarampara	40	25
		5.	Ranirgaon	8	14
		6.	Durganagar	8	12
		7.	Madhya Assarampara	12	12
		8.	Khebramapara	8	9
		9.	Radhamohanpur—I	8	11
		10.	Purbanoagaon	12	12
		11.	Dudhpatil (East)	8	11
		12.	Dudhpatil (West)	8	9
		13.	Rasiram Sepai Para	8	7
		14.	Ranirgaon	12	12
		15.	Radhamohanpur Ty. L.I.	8	4
9.	Mohanpur				
10.	Bishalgarh.	1.	Sekerkot	40	54
		2.	Madya Laxmibill	67	36
		3.	Golaghati—I	100	49
		4.	Kanchanmala (East)	12	20
		5.	Gopinagar	80	51
		6.	Kanchanmala (West)	8	11
		7.	Rajeswaripur	12	16
		8.	Laxmibill	32	15
		9.	Durganagar	8	18
		10.	Gajaria from Haora	60	45
		11.	Amtali.	12	16
		12.	Barjala	8	18
		13.	Dukli—I	8	16
		14.	Golaghati—II	72	4
		15.	Dukli—II	8	12
		16.	Takarjala	86	—
11.	Melagarh.	1.	Battala.	20	20
		2.	Bejimara	24	24
		3.	Durgapur	40	14
		4.	Motinagar	12	12
		5.	Dhanpur	62	4
		6.	Maheshpur	52	—
		7.	Sonamura math.	56	66
		8.	Sonamura Town—II	12	—
		9.	Durgapur—I	24	—
		10.	Rangamati Ty. L.I.	8	—
		11.	Bagabassa Ty. L.I.	8	8
		12.	Dhalaijala	6	8
		13.	Durgapur—II	8	8
		14.	Bejimara Ty. L.I.	8	8
		15.	Garubandh.	12	12
		16.	Kamalnagar	12	12

1	2	3		4	5
		17.	Bardoal	120	12
		18.	Kamrangatali	60	12
		19.	Gramtali	92	12
		20.	Padmadepha	48	—
12.	Matabari.	1.	Salgarh—I	20	20
		2.	Newaghat	20	40
		3.	Baishnabichar	20	26
		4.	Rajarbagh.	20	25
		5.	Amtali-Shilghati	26	35
		6.	Tepania	20	23
		7.	Kushamara.	20	45
		8.	Amtali-Shilghati—II	20	30
		9.	Gangacherra	32	45
		10.	Mahasanicherra	60	72
		11.	Pitracherra.	56	15
		12.	Amtali-Silghati—III	20	26
		13.	Khilpara	20	18
		14.	Tarapadumcherra	20	20
		15.	Dwajanagar—I	20	28
		16.	Dhwajanagar—II	15	13
		17.	Pitracherra	15	21
		18.	Dakmajala—I	26	34
		19.	Hirapur	15	20
		20.	Futamati	15	20
		21.	Jainbari	86	5
		22.	Amtali-Silghati—IV	20	28
		23.	Kishorganje	20	30
		24.	Dakmajala—II	26	27
		24.	Dakmajala—II	26	27
		25.	Dakmajala—III	26	—
		26.	Salgarha—II	20	22
		27.	Rajarbagh—II	20	13
		28.	Nowaghat—II	15	1?
		29.	Nowaghat—III	20	41
		30.	South Maharani	52	—
		31.	Amtali—III	26—	—
13.	Bagafa	1.	Muhuripur—I		
		2.	Muhuripur—II	100	24
		3.	Kalashibazar	60	22
		4.	East Bagafa	20	20
		5.	Subhas Colony	[illegible]8	19
		6.	Mahamuni	[illegible]8	31
		7.	West Pilak	88	11
		8.	Santirbazar	8	6
		9.	Bathabari	83	—
		10.	Mahamuni	80	—
14.	Rajnagar	1.	Ghorachhera	20	23
		2.	Naluchhera	15	8
		3.	Gajaria	100	55
		4.	Radhanagar(Sapmara)	12	23
		5.	Kanabaria near Maichhera	28	22

1	2	3		4	5
		6.	South Bharat Chandranagar.	52	31
		7.	Maichhera	8	8
15.	Satchand	1.	Chalita Manu Bankul-I	88	20
		2.	Baishnabpur—I	12	15
		3.	Baishnabpur—II	12	8
		4.	Govindamath—I	12	17
		5.	Govindamath—II	12	16
		6.	Govindamath—III	12	6
		7.	Dolbari	42	12
		8.	Bhuratali	12	12
		9.	Sindukpathar	32	23
		10.	North Bankul	72	8
		11.	Babugram	51	9
		12.	Dienadhepa	52	14
		13.	Chalita Manu Bankul—III	56	14
		14.	Amlighat	56	14
16.	Amarpur	1.	Rangkang	20	22
		2.	Nutanbazar	20	24
		3.	Rangamati	20	15
		4.	Kamaria Khola	20	10
		5.	Bampur	20	26
		6.	Dakshin Chelagang	20	15
		7.	Gomakubari—I	20	32
		8.	Gomukabari—II	20	20
		9.	Gupimath	80	44
		10.	Jambuk Cherra	104	—
		11.	Jantranapara	100	50
		12.	Dalak	36	20
		13.	Devbari	52	6
		14.	North Chelagang	64	5
		15.	Chaliakhola	30	6
		16.	Rangamati	140	—
		17.	Ekchari	55	—
17.	Dumburnagar			—	—
18.	Non Block (Agartala)	1.	Chandinamura	52	20
		2.	Rajnagar	28	25
		3.	Joypur	36	11
		4.	Kalikapur	12	16
		5.	Shunmura	12	13
		6.	Katakhal (Rajnagar)	48	47
B.	DEEP TUBE WELL				
1.	Panisagar	1.	Ichhailalchera	30	—
		2.	Tiithai	30	1
		3.	East Rajnagar	30	15

1	2	3	4	5
		4. Jalebasha	30	—
		5. Bata!ashi	30	5
		6. Vaghyapur	30	6
		7. Sakainati	30	—
		8. Baruakandi	30	—
2.	Kanchanpur.	1. Radhamadhabpur	30	—
3.	Kumarghat	1. Gournagar	30	—
4.	Chhamanu	1. Mainama	30	—
		2. Karamecherra	20	—
5.	Salema	1. Abhanga	30	8
		2. Bhatkhawri	30	17
		3. Maharani	30	30
		4. Mohanpur Malaya	30	7
6.	Khowai	1. Bajibari	30	12
7.	Teliamura.	1. Tuichindrai	30	18
		2. Baluchhera	30	13
		3. Kunjaban	30	11
8.	Jirania	1. Kobra Khamar	24	11
		2. Bankimnagar	24	2
		3. Gunamani Thakurpara	30	—
9.	Mohanpur	1. Nutannagar	24	2
		2. Narayanpur	30	24
		3. Rangutia	24	24
		4. Kamalghat	30	27
		5. Isanpur	30	51
		6. Dhakayapally	30	20
		7. Jalilpur	30	—
		8. Chechuria	30	—
		9. Kalachhera	30	—
		10. Madhyabafibanban	30	—
		11. Bijoynagar	30	—
10.	Bishalgarh	1. Amtali near Bisramganj	30	14
		2. Surjamaninagar	24	24
		3. Kenania &Field	30	1
		4. Rouih Rhola	30	17
		5. Takarjaia	30	—
		6. Brajapur	30	—
		7. Madhupur	30	—
11.	Melagarh	1. Boxanagar	20	17
		2. Kalikrishanagar	20	—
12.	Matabari	1. Bagma	20	31
		2. Tepania	30	41
		3. Barabhyuian	30	16
		4. Garjanmura	30	46
		5. Tulamura	30	—
		6. Kupilong	30	—
		7. Karaimfira	30	—
13.	Bagfa	1. Purba Churakbari	30	30
		2. Rajapur	30	22
		3. Madhya Pilak	50	—
14.	Rajnagar.	1. Sarashima	30	8
		2. Rajnagar	30	38
		3. Radhanagar	30	—

1	2	3	4	5
15.	Satchand	1. Satchand	30	10
		2. Saknari	30	11
		3. Buratali	30	5
		4. Meruchera	30	—
16.	Amarpur			
17.	Dumburnagar			
C.	DIVERSION SCHEMES			
1.	Panisagar			
2.	Kanchanpur			
3.	Kumarghat			
4.	Chhamanu			
5.	Salema	1. Fulchheri	60	30
		2. Kalachera	60	35
		3. Duraichhera	60	45
		4. Pikraichhera	80	36
		5. Panchashi	80	27
6.	Khowai	1. Ichalichhra	40	—
7.	Teliamura		—	—
8.	Jirania	1. Devtachhera	120	98
9.	Mohanpur	1. Kalacherra	60	3
10.	Bishalgarh	2. Ishanpur (Akhalia)		
11.	Melagarh		—	—
12.	Matabari	1, Bagabasha	80	120
		2. Kachigang (TSP)	40	33
13.	Bagfa	1. Kalachhera	20	7
		2. Baikhora	20	34
		3. Pilakchhera	80	50
14.	Rajnagar	1. Abhoyachhera	80	25
15.	Satchand			
16.	Amarpur	1. Chandukchhera (TSP)	40	40
17.	Dumburnagar			
		Total—	12131	5947

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly building, Agartala on Monday, the 11th July, 1983 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, The Speaker in the Chair, the Dy. Speaker, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Minirters and 40 (forty) Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীরামকুমার নাথ (খাদ্য মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ১।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় খেদা ছড়ায় খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২। বর্ত্তমানে দামছড়া থেকে খেদাছড়ায় নৌকা যোগে খাদ্য শস্য পাঠাইতে বহু সময় লাগে ইহা কি সত্য ?

উত্তর

১। না।

২। সব সময় নয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু খেদাছড়া এলাকায় মাত্র একটা রেশন শপ আছে সেইহেতু ঐ জায়গায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা বাস্তব দিক থেকে অসুবিধার জন্য সম্ভব নয়। খেদাছড়ায় নৌকাগুলি খাদ্য শস্য পরিবহণ করতে সময় লাগায়। বর্ষাকালে নদী যখন জলে পরিপূর্ণ থাকে তখন সময় কম লাগে, অন্য সময় বেশী সময় লাগে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার। খেদাছড়া দুর্গম পার্বত্য এলাকায় খেদাছড়া এবং চেলাগাঙ দুইটি গাঁও সভা আছে। এই দুটি গাঁও সভায় রাস্তা ঘাটের দুর্গমতার জন্য একটিমাত্র রেশন শপ রাখা হয়েছে। দামছড়া থেকে খেদাছড়া পৌছতে ৩।৪ দিন সময় লাগে। কাজেই সরকার কত বছরের মধ্যে সেখানে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারবেন বা সেজন্য চেষ্টা করবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ :—এই ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে যাতে খাদ্য পৌছায় সেজন্য সরকার সচেষ্ট আছেন।

মিঃ স্পীকার :—ফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈয়জুর রহমান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের রিলিফ ফাণ্ড থেকে মোট কত টাকা কত জনকে সাহায্য দেয়া হয়েছে। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত হিসাব।

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফাণ্ড থেকে মোট ৭৫২২ জনকে ৪,২৬,৯৪০ টাকা (চার লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয় শত চল্লিশ টাকা) দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীফৈজুর রহমান :—চিকিৎসা বাবত কত টাকা কত জনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমার কাছে আলাদা আলাদা হিসেব নেই।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—এই যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ট্রাইবেল কত এবং নন্-ট্রাইবেল কত সাহায্য পেয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, রিলিফ ট্রাইবেল, নন্‌ট্রাইবেল বা কোন মাইনরিটি ভিত্তিক দেওয়া হয় না। যারই সাহায্যের প্রয়োজন তাকেই দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৫।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার কতটি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২) খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩) খোয়াই বিভাগের বর্তমানে খাদ্য গুদামগুলির সংরক্ষণের জন্য উহার চারিদিকে ইটের দেওয়াল বা তারের বেড়া দেওয়া হইবে কিনা ;

৪) খাদ্য গোদামগুলির অফিস গৃহ নির্মাণ বৈদ্যুতিকরণ এবং তৎসংলগ্ন রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি ?

উত্তর

১) সর্বমোট ৭৬টি (ছিয়াত্তরটি)

ধর্মনগর—	১৪টি
কৈলাসহর —	৯টি
কমলপুর—	৫টি
খোয়াই—	৩টি
সদর—	২০টি
সোনামুড়া—	৫টি
উদয়পুর —	২টি
অমরপুর—	•টি
বিলোনীয়া—	৬টি
সাব্রুম—	৫টি

২) বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা বিবেচনাধীন নাই।

৩। পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

৪। যে সব গুদামে অফিস গৃহ, বৈদ্যুতিকরণ তৎসংলগ্ন রাস্তা এখনও নির্মিত হয় নাই সেইসব গুদামের জন্য আর্থিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এইসব কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

স্পীকার, স্যার, খাদ্য বিভাগের গোদামগুলিতে পাক্কা দেওয়াল ইত্যাদি করে দেওয়ার ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি, কে প্ল্যান, এস্টিমেট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেগুলি পাওয়ার পর কার্য্যকরী ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমোহন লাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভাগ ভিত্তিক যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে কল্যাণপুরেও একটা গোদাম খোলার কথা আছে। কল্যানপুরে বিরাট এলাকা। প্রায় ৩০টা গাঁও সভা আছে এবং ৩০টা দোকান আছে। সেই দিক থেকে চিন্তা করে এবং খোয়াই থেকে পরিবহণের অসুবিধা আছে সেটা চিন্তা করে কল্যাণপুরে খাদ্যের একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়?

শ্রীরামকুমার নাথ :— কল্যাণপুর থেকে তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই যথাক্রমে ১৭ কিলোমিটার এবং ১৮ কিলোমিটার হবে। কল্যাণপুর এলাকার জন্য প্রতি মাসে ১৪০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য দরকার হয়। তেলিয়ামুড়া হতে কল্যাণপুর এলাকার জন্য খাদ্য শস্য নেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের কাছে ? সর্বমোট গোদামজাত খাদ্যের যে পরিমাণ তা অপ্রচুর নয় এবং তেলিয়ামুড়াতে যে খাদ্য গোদাম আছে সেটা বেশ বড় এবং সেখানে সম্পূর্ণ মজুত ভাণ্ডার আছে এবং সেই গোদাম থেকে কল্যাণপুরে খাদ্য শস্য দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে বিভিন্ন জায়গাতে কয়েকটি খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার সরকারের ইচ্ছা আছে। কাজেই কল্যানপুরেও যাতে একটি খাদ্য ভাণ্ডার করা যায়, সে দিকে সরকার নিশ্চয় দৃষ্টি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, থার্ড কোয়েশ্চান নম্বার ১৮,

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ১৯৮৩ সনের মার্চ পর্য্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কত ;

২) তার মধ্যে ১০ বছরের উর্দ্ধ সময় ধরে বিচারাধীন আছে এমন মামলার সংখ্যা কত ;

৩) ২ বছর থেকে ৫ বছর এবং ৫ বছর থেকে ১০ বছর পর্য্যন্ত চলেছে এমন মামলার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ২১,৩১১ টি।

২) ১৬৭ টি।

৩) ২ বছর থেকে ৫ বছর পর্য্যন্ত এমন মামলার সংখ্যা ৭,৬০১ টি এবং ৫ বছর থেকে ১০ বছর পর্য্যন্ত চলছে এমন মামলার সংখ্যা ২,৮০১ টি।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংখ্যা জানালেন তার মধ্যে ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার কোন মামলা আছে কি এবং থাকলে তার সংখ্যা কতটি জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা একটি প্রশ্ন আছে, কাজেই আমি এক্ষুনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। তবে পরবর্তী সময়ে এই প্রশ্নেটির তথ্য আমি এই হাউসের সামনে উপস্থিত করব।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে মামলাগুলি ১০ বছর ধরে চলেছে অথবা ৫ থেকে ১০ বছর পর্য্যন্ত সময় ধরে চলছে, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, সেজন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—সরকারের এক্তিয়ারে যেটা করার আছে, সেটা হল আদালতের সংখ্যা বাড়ানো এবং পুলিশের তরফ থেকে সময় মত চার্জ সীট ইত্যাদি দেওয়া, এসব করার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সরকার বিচারালয়ের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব করতে পারেন না। আর কি কি কারণে বিলম্বিত বিচার হচ্ছে, তবে সবটা আমাদের জানা নাই।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে কতকগুলি মামলা আছে জানাবেন কি এবং মামলাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য হাই কোর্ট থেকে ট্রাইবুন্যাল গঠন করার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা সম্পর্কেও আলাদা একটা প্রশ্ন আছে। এক্ষুনি এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। কাজেই পরবর্তী সময়ে ঐ প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য হাউসের সামনে উপস্থিত করব।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী কেশব মজুমদার ও মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী কেশব মজুমদার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : —স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীগণ তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দ্ধারিত বেতনের ১০ (দশ) ভাগে টাকা কম নিচ্ছেন,

২। সত্য হইলে বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত উক্ত কারণে কত টাকা সরকারের তহবিলে জমা পড়েছে; এবং

৩। কি কি খাতে তাহা খরচ করা হচ্ছে;

৪। ভারতের অন্য কোন রাজ্যের মন্ত্রীসভায় নির্ধারিত বেতনের চেয়ে কম বেতন নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গত ৩০শে জুন ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত কম নেওয়া বেতনের পরিমাণ মোট ১,১৬,২০৫.৯৮ টাকা।

৩। উক্ত কম টাকার জন্য কোন আলাদা খাত নির্দিষ্ট করান নাই এবং সেই কারণে কোন নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়ের প্রশ্ন উঠে না

৪। এ সম্পর্কে কিছু জানা নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার : - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে অন্য কোনও মন্ত্রী সভা তাদের বেতন কম নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কিনা এবং সেই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকলে কত টাকা কম নিয়েছিলেন জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : - ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রী সভা মন্ত্রীদের বেতন কম নিয়েছেন বলে এই সরকারের জানা নাই। তবে তত্কালীন বিরোধী দলের নেতা তাঁর প্রাপ্য বেতন নেন নি বলে জানা আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা ও শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থীগণ কর্তৃক রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কতগুলি বাজার, থানা, ফাঁড়ি ইত্যাদিতে লুঠ, অগ্নিসংযোগ সংঘটিত করা হইয়াছে (১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৩ ইং সালের মার্চ পর্য্যন্ত নাম ধামসহ হিসাব);

২। এর ফলে কি পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং কি কি আগ্নেয়াস্ত্র খোয়া গিয়েছে;

৩। আজ পর্য্যন্ত কি কি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে?

উত্তর

১। ৬টি বাজার লুঠ হয়েছে :

১) আনন্দবাজার, থানা কাকনপুর।

২) অমরপুর বাজার।

৩) নাগরাঙ বাজার, অমরপুর।

৪) জগবন্ধুপাড়া বাজার, গণ্ডাছড়া।

৫) পূর্ব ধলাছড়া জয়ন্তীবাজার, কমলপুর।

৬) ‧ তৈদু বাজার, অম্পী।

২। ২টি বাজার অগ্নি সংযোগ হয়েছে :—

খেলাকন্দ বাজার, থানা—কিল্লা।

মযনামা বাজার, থানা—মনু।

১টি থানা লুঠ হয়েছে :—

মনু থানা, উত্তর ত্রিপুরা।

১টি ফাঁড়ি লুঠ হয়েছে :—

বগাবিল, থানা—খোয়াই।

৩। এর ফলে মোট আনুমানিক ২,৩১,৮৬২ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং নিম্নোক্ত আগ্নেয়াস্ত্র খোয়া গিয়েছে :—

১। রাইফেল—২০টি, ২। রিভলবার—৮টি, ৩। পিস্তল—১টি, ৪। বি, বি, এল, গান—১টি, ৫। বেয়নট—১৪টি, ৬। গোলাবারুদ—৫৭৫ রাউণ্ড।

৩। খোয়া যাওয়া নিম্নোক্ত অগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে :—

১। রাইফেল —৬টি, ২। এস,এল, আর—১টি, ৩। খালি এস, এল, আর ম্যাগজিন —২টি ৪। ৩৮ রিভলবার —১টি, ৫। ৩৬-এইচ, ই, গ্রেনেড—১টি (ডিটেরেটর সহ), ৬। ১৮২ রাউণ্ড গোলাবারুদ, ৭। বেয়নট—১৪টি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এইসব উগ্রপন্থিদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এদের রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। এরা কখনও নিজেদেরকে টি, এন, ভি, কখনও পি, এল, ও আবার কখনও এ, পি, এল, ও বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই উপজাতি যুবসমিতির কর্মী হিসাবে পরিচিত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস —মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই পর্য্যন্ত এইসব কাজের জন্য কত উগ্রপন্থীকে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের কি শাস্তী দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আলাদা করে প্রশ্ন করলে আমি এর জবাব দেব।

শ্রীতবনী মোহন সিনহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এত সব উগ্রপন্থিরা যে সব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে বিদেশে তৈরী কোন অস্ত্র আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আসি নি। তবে এটুকু জানি যে বাইরের অস্ত্র সস্ত্র খুব বেশী আসে নি।

মিঃ স্পীকার :—সর্বশ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, কাশীরাম রিয়াং ও মানিক সরকার।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক রাজ্যে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মার্চ পর্যন্ত কতজন খুন, আহত ও আক্রান্ত হয়েছেন, তার পৃথক পৃথক সংখ্যা ;

২। এ সমস্ত পরিবারকে কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

৩। এখনও কোন সাহায্য পায় নাই এমন কতগুলি পরিবার রয়েছে ?

উত্তর

১। ২। ৩। স্যার, এই প্রশ্নটি এত তথ্যবহুল যে সেগুলি সংগ্রহ করতে অনেক সময় দরকার। কাজেই এখনও তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া গর্জনতলী এলাকার জনসাধারণের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে সি, আর, পি ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ ?

৩। পুনঃ সি, আর, পি, ক্যাম্প বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

উত্তর

১) না, মহোদয়া।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) উক্ত এলাকাটিতে ৪ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী দাশুচন্দ্র পাড়া টি. এ. পি. ক্যাম্প হইতে টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই কারণে সরকার উক্ত এলাকায় আর একটা সি. আর. পি. ক্যাম্প পুনরায় বসানোর প্রয়োজন অনুভব করে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গর্জনতলীর কোন জায়গায় পুলিশ ফাঁড়িটা রয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—৪ কিলোমিটার দূরবর্তী দাশুচন্দ্র পাড়ায় একটা টি. এ. পি. ক্যাম্প আগের থেকে রয়েছে, কাজেই আর একটা ক্যাম্প থাকার প্রয়োজন নাই, কারণ ঐ টি. এ. পি. ক্যাম্প থেকে টহলদারী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—উক্ত স্থানে ক্যাম্প না থাকার জন্য সেখানকার জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এটা সরকার মনে করেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমাদের যে আর্মড ফোর্স রয়েছে, তাদের দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে সেই সমস্ত এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য যে কম্বিং বা অপারেশান চলছে, তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কাজেই যে সমস্ত জায়গাতে ক্যাম্প রাখলে দুষ্কৃতকারীদের ধরা সম্ভব, সেই সমস্ত জায়গাতেই ক্যাম্প রাখা হবে মনে করে ক্যাম্পগুলিতে নূতন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কোয়েশ্চান নং ১১৮

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১১৮

প্রশ্ন

১। বিগত ২২শে এপ্রিল বড় কাঠাল বাজার হইতে ট্রাকে করে যে দোকানদারেরা তৈয়াজবাড়ী নামক স্থানে উগ্রপন্থীদের গুলিতে আক্রান্ত হয়ে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহাদিগকে সরকার কি কি সাহায্য করেছেন ;

২। কোন সাহায্য নাকরে থাকলে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি ;

৩। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কতজন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

৪। যাদের এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সরকার আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ৫ জন আহত ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। চার জনকে।

৪। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—কোয়াশ্চান নং ১২৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১২৫।

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস (ই) রাস্তা রোখো আন্দোলনের ফলে যে সব সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে টাকার মূল্যে তার পরিমাণ কত ;

২। এই ক্ষতিপূরনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। প্রায় ১,৭৮,৭৯৩ টাকা।

২। সরকারী যে সমস্ত সম্পত্তি এই আন্দোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা যে সমস্ত বেসরকারী সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহা সরকারের পক্ষে পূরণ করা খুবই কঠিন।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কিসের ভিত্তিতে এই ক্ষতির পরিমান ঠিক করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হিসাবের ভিত্তিটা আমি এখন বলতে পারছি না গাড়ীগুলি ইনস্যুর করা থাকে এবং সব জিনিষ ইনস্যুর করা থাকে না এবং যারা সরকারী কাজ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা গাড়ীর মালিকদের আংশিক ভাবে সাহায্য দেওয়ার কথা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষ যেমন সেকেরকোট এলাকায় কংইরা অনেক লুঠপাট করেছে এবং অন্যান্য জায়গায়ও নানা ভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরনের জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি যে আমরা কাউকেও ক্ষতিপূরন দেওয়ার কথা চিন্তা করছি না। যারা দরখাস্ত করেছেন তাদের দরখাস্তগুলি সরকারের কাছে জমা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিশালগড়ে যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা মুল প্রশ্নের সংগে যুক্ত নয় কাজেই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৫৩

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৫৩

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনের মান উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকারের আছে কি ;

২। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিদের নিয়ে কোন কমিশন বা কমিটি গঠন করার কথা সরকার ভাবছেন কি ;

উত্তর

১। প্রশাসনের মান উন্নয়নের জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা সব সময় নেওয়া হয়।

২। না।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় নির্বাচন

কর্মসূচীর মধ্যে এই ধরনের প্রশাসনের মান উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা নেবেন এই ধরনের কোন প্রতি শ্রুতি ছিল কি না এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশাসনের কাজ কর্মের মান উন্নয়নের জন্য সরকার সব সময়েই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এটা করতে গিয়ে কোন কমিশন বা কোন কমিটি গঠন করার কথা সরকার ভাবছেন না। পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেই সম্পর্কে চিন্তা করা যাবে।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকারের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ আমলাতান্ত্রিক গাফিলতির জন্য ব্যাহত হচ্ছে এবং এই আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি দূর করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকে চলে আসছে এবং একে দূর করার নামে অনেক কমিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু এটা কমে নাই। আমরা যা বুঝি এটাকে দূর করতে গেলে জনগনকে আরও ক্ষমতাশালী করতে হবে। আমরা যদি জনগণের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে পারি এবং জনগণ যদি সরকারী কাজ কর্ম্মকে বাস্তবায়িত করতে আরও উদ্যোগ নেয় তাহলেই এই আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি দূর হওয়া সম্ভব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৯, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিগত ১৯৮২ইং সনে ত্রিপুরার ফায়ার সার্ভিস উন্নয়নের জন্য মহারাষ্ট্র (বম্বে) ইনস্যুরেন্স থেকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল ;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কি কি উন্নয়নের কাজে উক্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ;

৩) ইহাও কি সত্য যে ১৯৭৯ সনে ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ফায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি, দিল্লী থেকে যে ৩০টি পোর্টেবল পাম্পসেটস কেনা হয়েছিল তার মধ্যে ১৭টি আজও আসেনি এবং যে ১৩টি পাম্পসেটস ডেলিভারি দিয়েছিল তাহাও অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ;

৪) ইহা কি সত্য যে একসপার্ট বার বার আনফিট সার্টিফিকেট দেয়ার পরও ঐ তেরটি অকেজো পাম্পসেট ক্রয় করা হয়েছিল ;

৫) ইহা কি সত্য যে তিনটি ওয়াটার টেণ্ডার টাটা এস. ই. মডেল গাড়ী কেনা হয়েছিল তাহা প্রথম থেকে ঠিক মতো কাজ করছে না ;

৬) সত্য হইলে ডিপার্টমেন্টাল মেকানিকস্‌কে না জানিয়ে ঠিকমত পরীক্ষা না করে ঐ তিনটি ডিফেকটিভ গাড়ী কেনার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ফায়ার সার্ভিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যথা—পোর্টেবল পাম্প, ফোম ক্রেস টেণ্ডার, ওয়াটার টেণ্ডার ইত্যাদি।

৩) ৩০টি পোর্টেবল পাম্প এর মধ্যে তেরটি পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি যথারীতি অগ্নি নির্বাপনের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৭টি পোর্টেবল পাম্প না পাওয়ায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

৪) না, ইহা সত্য নয়।

৫) না ইহা সত্য নয়।

৬) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭৬ হোম ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭৬।

প্রশ্ন

1) Till 31st May, 1983. how many cases connected with the June Riot, 1980, have been withdrawn ;

2) Trial of how many cases (involving number of persons) is now in action and ;

3) Till 31st May, 1983, how many persons have been prosecuted for involvement with the said riot ;

উত্তর

1) 74 cases.

2) & 3) After the withdrawal of 74 cases, there are 129 cases which involves prosecution of 3088 persons consisting of 2,780 tribals and 308 Non-tribals.

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা কি সত্যি যে বছর দেড়েক আগে ২০টি মামলা সি. জি. এম কোর্টে যায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে মামলাগুলির কোন কিছু হয় নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্যি যে ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার মামলাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার উদ্যোগ নিয়ে আসছেন। প্রথম দিকে কতকগুলি ট্রাইব্যুনেল করে তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমাদের কোর্টের সংখ্যা কম ছিল। পাঁচটি সেসণন কোর্টে মামলাগুলি যেতে পারে। তাড়াতাড়ি চার্জশীট তৈরী করে কাগজপত্রসহ পাঠাবেন সেশন কোর্টে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সি. জি. এম কোর্ট সেগুলি পাঠালেন না। যার জন্য মামলার সংগে জড়িত আসামীদের চরম দুর্ভোগ ভোগতে হয়। জামিন পাওয়ার ব্যাপারে আমরা কোন বাধা দেই নি। মামলা পরিচালনা করার জন্য বলা হয়েছিল যে সরকারী খরচে মামলাগুলি পরিচালনা করা হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রচুর

মামলা পড়ে আছে। এ পর্যন্ত মাত্র চার জনের সাজা হয়েছে। বেশ কয়েকটি মামলা সেশন কোর্টে রেফার করা হয়েছে সেখানে সেই মামলাগুলি উঠছে।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল ঘটনাটা সত্য। তাহলে সি. জি. এমের জন্য এই যে মামলাগুলি আটকা পড়ে আছে তার জন্য সি. জি. এমের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সি. জি. এম. তো রাজ্য সরকারের কর্মচারী নন। তবে হাউস যদি রাজি হন তাহলে বিষয়টি গৌহাটি হাইকোর্টের চীফ জাসটিসের কাছে তদন্ত করে দেখার জন্য বলা যেতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, ৩০২ কেস ছাড়া বাকী সব কেস্ উইথড্র করা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ৩০২ বাদেও বহু কেস তুলে নেওয়া হয় নি। বরং পুলিশ ওয়ারেন্ট দায়ের করে তাদের হেনস্তা করেছে। অতএব এটা কেন চলেছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য একটি ঠিক প্রশ্ন তুলেছেন। এই যে মামলা গুলি তা মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ক্রিমিন্যাল কেস হয়েছিল ৪৬৪টি। তার মধ্যে এখন ৩০২টি মামলা আছে যে গুলির চার্জ সীট আছে। ১০৮টি মামলা আছে মার্ডার আর বাকী যে কেস গুলিতে মার্ডার ইন্‌ভল্‌ভ নয় সেই গুলি সম্পর্কে আমরা কতকগুলি তুলে নিয়েছি এবং কতকগুলি আমরা আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি এবং এই সম্পর্কে রিভিও করা হচ্ছে। আমরা দেখব, এর মধ্যে যে গুলির অধিকাংশ মামলা মার্ডার কেস ইন্‌ভলভ্ নয় সে গুলি তুলে নিতে পারি কিনা। মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, মামলা গুলি রাজ্য সরকার চাইলেই তুলে নিতে পারেন না। এই জন্য কোর্টের কাছে যেতে হবে। কোর্ট অনুমতি দিলে প্রত্যাহার করা যায়। আমরা একটি কেসের জন্য উপরের আদালতে অ্যাপীল করেছি। কেন না, কোর্ট অনুমতি দেন নি। আমরা চেষ্টা করব, যে মামলা গুলি তুলে নিতে পারি, যে গুলি মার্ডার কেসে ইন্‌ভলভ্ নয় পরবর্তী সময়ে বিচার বিবেচনা করতে হলে সরকার তা করবেন। কিন্তু আমরা চাই, যে কেসগুলিতে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে সে গুলির শাস্তি দেওয়ার জন্য তুলে নেওয়া হবে না। হাউসের সামনে আমি বলছি যে সব জায়গায় গণ হত্যা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে এবং যে সব ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, যেখানে খুনের মামলা রয়েছে সে গুলির যাতে বিচার হয়।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কি জুডিশিয়ারী কিংবা বিচারক সম্পর্কে আলোচনা করা যায় ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, সাপ্লিমেণ্টারী কোয়াশ্চানের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী সুধির রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন ৭৪টি সেখানে কি কোন মার্ডার চার্জ সীট ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের

ক্ষতি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এখানে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই যে, উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের সংখ্যার অনেক ব্যবধান। এই ব্যবধান হওয়ার কারণ কি তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যারা পুলিশের সামনে গিয়ে নালিশ করেন সেই নালিশের ভিত্তিতেই মামলা করা হয়। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, ট্রাইবেলরা মামলা কম করছেন। তবে কি কারণে কি অবস্থায় কম করছেন সেটা জানার সুযোগ নেই। নন-ট্রাইবেলরা ট্রাইবেলের বিরুদ্ধে যত বেশী সংখ্যায় মামলা করেছেন ট্রাইবেলরাও নন-ট্রাইবেলের বিরুদ্ধে তত বেশী সংখ্যায় করেন নি। কাজেই এটাকে আমরা পাল্টাতে পারি না। এটাই বাস্তব এবং এই বাস্তবকে ভিত্তি করে মামলা করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি যে, দাঙ্গার সময় পুলিশ উপজাতি অঞ্চলে গিয়ে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে কেইস করেছে। কিন্তু অ-উপজাতিদের ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেরাই প্রশ্রয় দিয়েছে এবং উপজাতিরা কেস করলেও তা গ্রহণ করা হয় নাই। এই রকম বহু কেইস অফিসে আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান:—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

মি: স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন রেশন দোকানে কিছু সংখ্যক ডিলার উন্নত মানের চাউল কার্ড হোল্ডারদের না দিয়া কালো বাজারে বিক্রি করছেন,

২। ইহাও কি সত্য কিছু সংখ্যক ডীলার খাদ্য দপ্তরের কিছু সংখ্যক অফিসারের মাধ্যমে জাল রেশন কার্ড করে রেশনের চাল পাচার করছে,

৩। সত্য হইলে এই সব ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সরকারের নিকট এইগুলির কোন তথ্য ভিত্তিক রিপোর্ট নেই।

২। এইরকম তথ্য জানা নাই।

৩। উপরের দুই প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

যদি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখার পর অভিযোগ প্রমানিত হইলে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

কৈলাসহর থানা রোডের জনৈক বিনয় সেনগুপ্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপা-রের (ভিজিলেন্স অরগেনিজেশন) নিকট ১৯৮৩ ইং সনের ২৭শে মে তারিখে এক অভিযোগ

করিয়াছেন যে, কৈলাসহরের পানি চৌকি বাজারের রেশন সপ ডিলার শ্রীসুধীর দেব কার্ড হোল্ডারদিগকে বঞ্চিত করিয়া রেশনের মাল কালো বাজারে বিক্রী করেন। ইহা ছাড়া মিথ্যা তথ্যের দ্বারা ফুড ফর ওয়ার্ক-এর চাল ও টাকা আত্মসাৎ করিতেছেন। তাহার এই অভিযোগ তদন্তাধীন আছে।

শ্রীফয়জুর রহমান :—ধর্মনগরের কুর্তি ও ইছাইলালছড়া বাজারের রেশন ডীলারের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের তরফ থেকে কোন অভিযোগ এসেছে কিনা তা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ :—এই রকম কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—গত রবিবার দিন তৈদু বাজারে রেশনের কয়েক কে. জি. চাল বিক্রীর সময় ফুড ইন্সপেক্টর ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছেন। যাদের হাতে ঐ চাল পাওয়া গেছে তাদের—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেণ্টারী হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কোন অভিযোগ নেই কাজেই আমি এখানে অভিযোগ তুলে ধরছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আপনার সীটে বসুন। এটা এখন আসতে পারে না। রবিবার দিন হয়েছে। কাজেই সরকারের কাছে এখনও রিপোর্ট আসে নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ :—কোয়েশ্চান নং ১৬৪ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৬৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কতজন অনিয়মিত গৃহরক্ষী কণ্টিনজেণ্ট (হোমগার্ড) কর্মী আছেন, তাদের নিয়মিত করনের জন্য সরকার কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ;

২। যদি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের নিয়মিত করনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি,

৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া গৃহরক্ষী কর্মীদের (হোমগার্ড) বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। হোমগার্ড সংস্থায় অনিয়মিত গৃহরক্ষী (কনটিনজেণ্ট হোমগার্ড) বলিয়া কিছু নাই। অতএব নিয়মিত করনেরও প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হোমগার্ডদের কোন বেতন দেওয়া হয় না। অতএব হোমগার্ডদের ডিউটি এ্যালাউন্স কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করিয়া থাকেন। তাদের এ্যালাউন্স বাড়াবার জন্য আমরা

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন জবাব দেন নি। আমরা বলেছি তাদের ৮ থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকা করা হোক। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদের ১ টাকা করে ডিউটি এ্যালাউন্স বাড়িয়ে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার এতে অংশ গ্রহণ করবেন কিনা আমাদের জানা নাই। এই টাকা আমাদের দিতে হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ট্রনিংপ্রাপ্ত কতজন হোমগার্ড এখনও কাজ পান নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, সঠিক তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না, তবে ১ হাজার থেকে ১২০০ মত হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাদের কাজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

উত্তর

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—হোমগার্ডরা হচ্ছেন ভলাণ্টিয়ার্স। ইলেকশানের সময় বা কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে উনারা কাজ পান। আমরা ৫ হাজার হোমগার্ডকে সুযোগ দিয়ে পুলিশে যাওয়ার বা কিছু নাইট গার্ডে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি এই সংখ্যা কমিয়ে এনেছি। মাননীয় সদস্যদের এটা নিশ্চয়ই জানা আছে যে এই সব হোমগার্ডদের আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি, রেগুলার জব তারা পেতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল চন্দ্র দাস।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৩১ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৩১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংক বর্তমানে কাজ করছে ;

২। ঐ ব্যাংক গুলির কোনটির ওভার ডিউ পজিশান কত ;

৩। এই ওভার ডিউ-র কারণ কি ; এবং

৪। এই সম্পর্কে ব্যাংক ও সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত ১৫টি বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ১৩৬ টি শাখা খোলা হইয়াছে।

২। ৮টি ব্যাংক ওভার ডিউর পজিশান যাহা জানাইয়াছে তাহা নিম্ন দেওয়া গেল। আর বাকী ব্যাংকগুলি ওভার ডিউর পজিশান জানান নি।

ব্যাংকের নাম	টাকার পরিমাণ
১। কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাংক	৪,০০,০০০ টাকা।
২। ইউনিয়ন ব্যাংক	১১,১৫,০০০ টাকা।
৩। ব্যাংক অব বরোদা	৩,৩৫,০০০ টাকা।
৪। এলাহাবাদ ব্যাংক	৬৮,৭০০ টাকা।
৫। ইণ্ডিয়ান ব্যাংক	৩৪,৯৫৭ টাকা।
৬। কো-অপারেটিভ ব্যাংক	২,৭৮,৬৮০ টাকা।
৭। কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক	২৫,৩২,০০০ টাকা।
৮। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক	৩,৭১,৭৬,৬০০ টাকা।

বাকী ব্যাংক গুলির হিসাব আমরা এখনও পাই নি।

৩। যারা ঋণ গ্রহন করেন, তাদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমারনীচে বাস করেন। বিভিন্ন সময়ে খরা এবং বন্যার জন্য তারা নিয়মিত ফসল পান না, ফলে তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। তাছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টাফ না থাকার জন্যও এটা হচ্ছে।

৪। ঋণ আদায়ের জন্য সব সময় ব্যাংক গুলি তাগাদা দিচ্ছে। আমরা নিজেরাও ঋণ আদায়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করছি। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং অফিসারকে ঋণের দেয় টাকা আদায়ের জন্য বলা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন থেকে, বি. ডি, সি ও পঞ্চায়েত থেকে আবেদন রাখা হয়েছে যাতে ঠিক সময় মত ঋণ পরিশোধ করেন। উইলফুল ডিফল্টারদের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ ব্যাংক আইন অনুযায়ী তাদের জন্য কিছু কিছু নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাংক ঋণ যদি ঠিকমত আদায় না হয় তাহলে ঋণ দেওয়ার পরিমাণও কমে যাবে এবং ক্রমশঃ টাকা কমে যাচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করবেন। তপশীল জাতি উপজাতির লোক, যারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক ঋণ মুকুব করে দেওয়ার জন্য আমি ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিষ্টার মহোদয়ের কাছে লিখেছি। রিজার্ভ ব্যাংকের গভার্নর মহোদয়ের নিকটও লিখেছি যাতে এটা বিবেচনা করা হয়। এক বার ঋণ নিলে সেটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ২য় বার ঋণ পেতে পারেন না। তাই আমি রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের কাছে আবেদন রেখেছি যাতে এটা মকুব করে দেন টাকার পরিমান বেশী হবে না ৪। ৫ কোটি টাকা হবে। এই গরীব অংশের মানুষরা যাতে আবার ঋণ গ্রহন করতে পারেন তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—স্যার, আজকের কলিং এটেনশান নোটিশের সংগে আমরা ১২১ নং প্রশ্নটির বিষয়বস্তু যেহেতু একই রকম, তাই এই প্রশ্নটি আমি আর উত্থাপন করছি না। এটাকে আমি উইথড্র করে নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয় ১২১ নং প্রশ্নটি উইথ্‌ড্র করে নিয়েছেন। প্রশ্নোত্তরের পর্ব শেষ।

রেফারেন্স পিরিয়ড

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন রেফারেন্স প্রিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নলিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো :—

"এগ্রি-বি-এস-সি পড়ার সুযোগ পাবার দাবীতে কিছু সংখ্যক ছাত্রের গত ৮ই জুলাই ১৯৮২ইং থেকে আগরতলা শহরের বুকে অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারকে অনুরোধ করছি তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করুন।

শ্রীমানিক সরকার :—আমি রেফারেন্স পিরিয়ড়ে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি সেটি হলো :—

"এগ্রি-বি-এস-সি পড়ার সুযোগ পাবার দাবীতে কিছু সংখ্যক ছাত্রের গত ৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং থেকে আগরতলা শহরের বুকে অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার উত্তর আমি এখনই রাখবো।

১৯৮২ইং সনে পাশ করা কিছু সংখ্যক ছাত্র কৃসি স্নাতক প্রশিক্ষনে এই বছরে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় ৮ই জুলাই থেকে তাঁরা আমরন অনশনে বসেছেন, এই খবর সরকারের কাছে এসেছে। এই ব্যাপারে এর আগে সরকারের বক্তব্য প্রেস নোটের মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছিল এবং আজকেও আলোচনা করতে চাই আমাদের এই কৃষি স্নাতকদের ভর্ত্তির জন্য প্রতি বৎসর সরকারের প্রাপ্ত দরখাস্তের ভিত্তিয়ত প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তপশীলি উপজাতির কোটা অনুযায়ী তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের কোটা নির্দিষ্ট রেখে কৃষি স্নাতক প্রশিক্ষনে ভর্ত্তির জন্য পাঠান হয়।

কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বৎসর আগাম শুরু হয় এবং ১৯৮২ ইং সনের ৭ই জুন প্রার্থীদের তালিকা পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল। যে-হেতু ১৯৮২ ইং সনের (১০+২) পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় নি বলে রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ১৯৮১ ইং সনের উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে পাঠান হয়েছে। পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৮২ ইং সনের (১০+২) পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হয় তার মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থীর তালিকা তৈরী করে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেও বাকী আসনগুলিতে ভর্ত্তির জন্য পাঠান হয়। এই বৎসরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা বোর্ডের (১০+২) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং

কৃষি স্নাতক ভর্ত্তির জন্য গত বৎসর ও এই বৎসরের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের দরখাস্তের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে তপশীলি জাতি ও উপজাতি কোটা ঠিক রেখে প্রার্থী তালিকা তৈরীকরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৮২ ইং সনের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি স্নাতক প্রশিক্ষনে পাঠান হবে বলে কোন প্রকার আশ্বাস দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আমরা ইতিমধ্যে আরও বেশী আসনযাতে পাওয়া যায় আমাদের দপ্তর থেকে তার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এন, ই, সির সেক্রেটারী এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন তাতে আরও অতিরিক্ত এডিশন্যাল সীট পাওয়া যায় এবং সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছন সেটা বহাল থাকবে। কারন যদি এটার কোন রকম পরিবর্ত্তন করা হয় তাহলে দুর্নীতি প্রশয় পেতে পারে। এর মধ্যে যে সমস্ত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে ১৯৮১ এবং ৮২ সালের জেনারেল ৫ জন এবং এস, সি ২ জন আছেন। যারা অনশন করেছেন তাঁদের কাছে আবেদন থাকবে অনশনের পথ প্রত্যাহার করে সরকারের সঙ্গে সুষ্ঠু নিয়ম নীতি প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি আজ মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নলিখিত বিষয়টি উত্থান করার অনুমতী দিয়েছি। বিষয়টি হলো :—

"গত ৯ই জুলাই গভীর রাত্রে জনৈক কৃষ্ণধন বনিকের শকুন্তলা এক্সটেনশন রোডে এক ঘরের বারেন্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রান্ত-হয়ে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি রেফারেন্স পিরিয়ডে বিষয়টি উল্লেখ যে করছি সেটি হলো :—

"গত ৯ই জুলাই গভীর রাতে জনৈক কৃষ্ণধন বনিকের শকুন্তলা এক্সটেনশন রোডে এক ঘরের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হওয়া সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পরিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ১৩ই জুলাই এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখবো।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— বিগত ৮-৭-৮৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৭ই জুলাই রাত্রে উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে কংগ্রেস (ই) সমর্থক একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক একটি মটর ট্রাক আক্রমন, ট্রাক ড্রাইভারকে গুরুভারকে গুরুতর আহত করা এবং ট্রাকের হ্যাণ্ডিম্যানকে খুন করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— "গত ৭ই জুলাই রাত্রে উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার পথে কংগ্রেস (ই) সমর্থক একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক একটি মটর ট্রাক আক্রমন, ট্রাক ড্রাইভারকে গুরুতর আহত করা এবং ট্রাকের হ্যাণ্ডিম্যানকে খুন করা সম্পর্কে"।

গত ৭ই জুলাই ট্রাক নং ১৮১৯ মাত্রপত্র বোঝাই করে আগরতলা হতে উদয়পুর যাওয়ার পথে রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় কড়িয়ামুড়ার (ডুমদাম) নিকট দুর্ঘটনায় পতিত হয় ফলে উক্ত ট্রাকের হ্যাণ্ডিম্যান শ্রীপ্রমোদ মালাকার ঘটনারস্থলেই মারা যান এবং ট্রাকের চালক শ্রীবলরাম চক্রবর্তী আহত হন। শ্রীচক্রবর্তীকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

পুলিশের নিকট ট্রাকের চালক শ্রীবলরাম চক্রবর্তীর দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী তিনি যখন আগরতলা হইতে উদয়পুর যাওয়ার পথে রাত প্রায় ১১ টার সময় গুলিরায় বাজারের যাওয়ার রাস্তা পার হইয়া উদয়পুরের দিকে আরও মাইল খানেক গিয়াছেন তখন একটি ট্রানিং এ খারাপ থাকায় গাড়ীর গতি কমান। ঐ সময় রাস্তার দুই দিক হইতে ১০—১২ জন হৈ হৈ করিয়া আসিয়া গাড়ীটি আক্রমণ করে ও তাহাকে লাঠি দিয়া আঘাত করে। চালক শ্রী চক্রবর্তী ইহাতে গাড়ীর নিয়ন্ত্রন হারাইয়া ফেলেন এবং গাড়ীটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। শ্রী চক্রবর্তী অজ্ঞান হইয়া যান। পরে জ্ঞান ফিরিয়ে গাড়ী হইতে বাহির হইয়া চিৎকার করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া তাহাকে আর একটি ট্রাকে করিয়া আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে নিয়া আসে। এই ঘটনাটি উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯—৩০৪ এ মোকদ্দমা নং ৮(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে ট্রাকের হ্যাণ্ডিম্যানকে খুন করা হয়েছে কিনা, মোটর গাড়ী অ্যাক্সিডেন্টে উনি মারা গেছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—গাড়ীর তলায় পড়ে মারা গেছেন।

(দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ)

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ নিম্ন লিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী ভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ৪ঠা মে ১৯৮৩ইং পূর্বলক্ষীবিল নিবাসী কলকলিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কার্ত্তিক চন্দ্র পালের বিদ্যালয়ে যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে কতিপয় দুষ্কৃতকারী দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি আজ এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৩ই জুলাই বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ১৩ জুলাই বিবৃতি দেবেন।

আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ও কেশব মজুমদারের কাছ থেকে। নোটিশটীর বিষয় বস্তু হল "গত ১৪ই জুন ১৯৮৩ইং উদয়পুরের খুপিলং বাজারে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমন ও লুঠতরাজ সম্পর্কে"। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৪ই জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ১৪ই জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকারের নিকট হইতে। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত বিষয়বস্তুটি হলো "বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পন সম্পর্কে"। মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগহন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কেও আগামী ১৪ই জুলাই বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ১৪ই জুলই এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর যেন বিবৃতি দেন নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ৭ই এপ্রিল ১৯৮৩ইং বিধান সভা চত্বরে বিধানসভা সচিবালয়ের মোটর কর্মী মানিক দেবনাথের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেনচক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী): —মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৭ই এপ্রিল বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় বিশালগড় অফিস টিলার শ্রী পরিমল সাহা, এম. এল. এ. এবং তাহার সাথী জীতেন সাহা কতিপয় দুষ্কৃতগণের অক্রমনে নিহত হন। মৃতদেহ দুইটি ময়না তদন্তের জন্য আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কংগ্রেস (আই) নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন যে শ্রী পরিমল সাহার মৃতদেহ প্রথমে বিধান সভার সম্মুখে আনা হবে, তারপর কংগ্রেস ভবন হয়ে বিশালগড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থানীয় কংগ্রেস (আই) নেতৃবৃন্দ শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য, সভাপতি, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আই কমিটি, শ্রী মনসুর আলি, শ্রী সমীর বর্মন, শ্রী প্রফুল্ল দাস, শ্রী রতন চক্রবর্তী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় একহাজার অনুগামী মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বিধান সভা প্রাঙ্গনে রাত্রি ৬-১৫ মিনিট থেকে ৭-৫৫ মনিটের মধ্যে উপস্থিত হন। শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য বিধান সভা চত্বরে উপস্থিত না হয়ে কংগ্রেস ভবনে থেকে যান। বিধান সভার কয়েকজন অফিসারার মৃতদেহে মালা অর্পন করেন। ঐ সময়

শোভাযাত্রায় জমায়েত ব্যাক্তিগণের মধ্যে হইতে বিধানসভা ভবনে ইষ্টক বর্ষন করা হয়। তাহারা বিধান সভা অবস্থিত কয়েকটি সরকারী গাড়ীরও ক্ষতিসাধন করে। দুষ্কৃতকারীরা বিধানসভার যুগ্মসচিব শ্রী জে. কে. ব্যানার্জীকে লাঞ্চিত করে। তাহারা মন্ত্রীদের এবং স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে আপত্তিকর ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। উত্তেজিত জনতার মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী বিধানসভা সরকারী গড়ীর ড্রাইভার শ্রী মানিক দেবনাথকে ছুরিকাঘাত করে। আহত ড্রাইভার শ্রী মানিক দেববনাথকে চিকিৎস্যার জন্য সাথে সাথেই জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। উত্তেজিত জনতাকে আয়ত্বে আনার জন্য পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করে। জনতা ইষ্টক বর্ষন করিয়া কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীকে আক্রমন করে ফলে কয়েকজন পুলিশ কর্মী ইটের ঘায়ে অ্যঘাত পান। এস. আই. শ্রী এস গুপ্ত গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎস্যার জন্য জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি হন উপস্থিত এক্জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশ শূন্যে গুলি বর্ষন করে উত্তেজিত জনতাকে অপসারিত করে। এই ঘটনাটি পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩৫৩।৩৩৩।৪৪০।৩৮২ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৩(৪)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ দুই ব্যাক্তিকে যথা শ্রী সুনীল চন্দ্র দে এবং শ্রী জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেপ্তার করে। অপর এক ব্যাক্তি শ্রী অমর পাল কোর্টে আত্মসমর্পন করে উক্ত তিনজনই কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়। তাহারা সকলেই কংগ্রের)আই) এর সমর্থক।

সরকার শ্রী পরিমল সাহা এম. এল. এ. এবং শ্রী মানিক দেবনাথ, ড্রাইভারের মৃত্যুর রহস্ত উদ্ঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী পি. কে. চন্দকে নিয়ে এক সদস্য তদন্ত কমিশন গঠন করা হইয়াছে।

কমিশন ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এই মিছিলকারীদের বিধান সভা চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হল কেন এবং পুলিশের কি ব্যবস্থা ছিল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার যেহেতু শ্রী পরিমল সাহা একজন বিধায়ক এবং এটা একটা শোক জ্ঞাপক অনুষ্ঠান, সরকার সেজন্য আশঙ্কা করতে পারেন নি যে এই ধরনের অনুষ্ঠানকে এইভাবে একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনায় পরিনত করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা এটা আগে থেকে পূর্ব্ব পরিকল্পিত ঘটনা ? স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এই ঘটনার সামনে উপস্থিত থাকবেন। পরিমল সাহার মৃতদেহ আনার পরে তাদের এই আক্রমনের মধ্যে নিহত করা হবে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, কোন প্রয়াত ব্যক্তিকে ফুলের মালা দেবার জন্য কেউ ছুরি নিয়ে যায় না, যদি না ব্যাপারটা পূর্ব্ব পরিকল্পিত হত। কাজেই এইটা পূর্ব্ব পরিকল্পিত এতে কোন সন্দেহ নেই। যেভাবে স্পীকারের বিরুদ্ধে কুৎসিৎ শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল তাতে স্পীকারকে খুন করার জন্য এইটা করা হয়েছিল এইটা ভাবা খুব একটা অন্যায় হবে না।

শ্রী কেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার বিবৃতিতে বললেন যে মিছিলটি অরগেনাইজ করেছিল কংগ্রেস আই। কিন্তু পুলিশের রিপোর্টে আছে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী দ্বারা এই ঘটনা ঘটেছে। আমি জানতে চাই মিছিলের ভিতরে কিছু দুষ্কৃতকারী ছিল গোটা মিছিলটাই ছিল দুষ্কৃতকারীদের ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—এইটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা কংগ্রেস আই-এর নেতৃবৃন্দ এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা হস্তক্ষেপ করেননি। আমার পক্ষে এর বেশী বলা সম্ভব নয়। সব তথ্য কমিশনের কাছে দেওয়া হয়েছে। হাউসের সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ তারা যাতে এ নিয়ে বেশী প্রশ্ন না করেন।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য মিছিল করে কংগ্রেস ভবনে আসেন প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহাকে নিয়ে। বিধায়ক পরিমল সাহার শবদেহ নিয়ে যখণ বিধানসভার দিকে রওনা হয় তখন উনি ছিলেন না। তিনি কি নিজেই উসকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন এই সম্পর্কে কোন খোজখবর নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মানুষের ভেতরে কি আছে সে ত আগে থেকে জানিনা। তবে বিধানসভার ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না, এটা সত্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি মৃত দেহ নিয়ে প্রসেশনে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে ছিলাম না সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিঃসন্দেহ কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে পরিমল সাহার মৃত দেহ নিয়ে কংগ্রেস-ইর উদ্যোগে মিছিল বেরিয়েছিল এবং এই মিছিল বের করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল এবং সে অনুসারে অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার তথ্য ভুল হলে হতেও পারে, তবে এটা ঠিক যে মিছিলটি রাজ্য কংগ্রেস-ইর সভাপতির নেতৃত্বে বেরিয়েছিল এবং সভাপতি মহোদয় মিছিলটির শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন না, তবে কংগ্রেস-ইর নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রী সমীর বর্মন ও মনছুর আলি প্রমুখ যে মিছিলের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন সে সম্পর্কে তথ্য যতটা সুনির্দিষ্ট মাননীয় সভাপতি সম্পর্কে ততটা সুনির্দিষ্ট নয়।

লেয়িং অন্ পোষ্টপোণ্ড কোয়েশ্চান

মিঃ স্পীকার —সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী :—

লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ টু পোষ্টপোণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভা অধিবেশনে সর্বশ্রী মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯ ও মতিলাল সরকার মহোদয়ের ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ এবং আনষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপোণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯, ৭৭ এবং আনষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS (SEE ANNEXURE—"A")

Sri Nripen Chakrabrty :—Mr. Speaker sir, I beg to present the copies of the postponed starred question No. 29 of Hon'ble Member Sri Rabindra Kr. Debbarma amd starred question No. 77 and unstarred question No. 9 of Hon'ble Member Sri Matilal Sarkar which were remained unanswered during last Session on 7th March, 1983.

জেনারেল ডিস্কাসন অন্ দি বাজেট এস্টিমেইটস্।
ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—

১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের বাজেট এস্টিমেটস্-এর উপর সাধারন আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আলোচনা চলা কালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা বাজেট এস্টিমেটস্-এর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

একই সঙ্গে আমি একটি ঘোষণা করছি যে বাজেটের উপর আলোচনার জন্য সবসুদ্ধ ৬০০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং সে সময়ের মধ্যে ৪০০ মিনিট সরকার পক্ষীয় দলের জন্য আর বাকী ২০০ মিনিট অন্যান্য সকল সদস্যদের জন্য। তবে লিডার অব্ দি অপোজিশন পাবেন ১৫ মিনিট, লীডার অব্ দি টি. ইউ. জে. এস. পাবেন ১৫ মিনিট আর ইণ্ডিপেণ্ডেন্টর পাবেন ১০ মিনিট করে।

আমি এখন লীডার অব্ দি অপোজিশনের মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্যকে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সময় যে ধার্য্য করা হয়েছে তা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—মোট ৬০০ মিনিট আছে সেখানে ৪০০ মিনিট সরকারপক্ষীয়দের জন্য আর বাকী ২০০ মিনিট অন্যান্য সকলের জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিজনেস এডভাইজারি কমিটিতেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। ৬০০ মিনিটের মধ্যে ৪০০ মিনিট সরকারপক্ষীয় দলের জন্য আর ২০০ মিনিট বাকী সকল দলীয় সদস্যদের জন্য তারমধ্যে ৫।১০ মিনিট যদি দরকার হয় তাহলে তা মেনেইজ করা যাবে। মাননীয়, লীডার অব্ দি অপোজিশন শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে আমি এখন বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন সেটার সাধারণ আলোচনার উপর অংশ গ্রহণ করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জটিল আশংকাজনক পরিস্থিতিতে এই বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। তিনি বলেছেন ধনতান্ত্রিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন পর্বত পরিমাণ আনবিক অস্ত্র স্তুপিকৃত করতেছেন তারফলে একটা মানব ধংসকারী অশুভ ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে বলে তিনি বলেছেন। আমিও কিন্তু ওনার এই বক্তব্যের সাথে একমত। আমি এটাও আশা করেছিলাম যে বর্তমানে বিশ্বে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে, ভারতবর্ষের আশেপাশের দেশগুলিতে সে সম্পর্কে তিনি এই বাজেট অধিবেশনে কিছু বলবেন কিন্তু সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করেছি যে ১৯৬২ সাল থেকে চীন ভারত আক্রমন করে ভারতের একটা বিশাল এলাকা দখল করে রেখেছে তিনি কিন্তু সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। অধিকৃত কাশ্মীরের যে ডিস-পুটেড ল্যাণ্ড আছে সে ল্যাণ্ডের উপর দিয়ে চীন রাস্তা করে পাকিস্তানে যাতায়াত করছে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য সে সম্পর্কেও তিনি কিছু বলেননি। আমাদের অরুনাচল প্রদেশ চীন তাদের বলে দাবি করছে সে সম্পর্কেও তিনি কিছু বলেননি। আমার মনে হয় সি. পি. এমের যে কয়জন নেতৃবৃন্দ চীন গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে চীনা নেতাদের কিছু গাটছড়া হয়েছে আর তার ফলস্বরূপই ওনার এই নীরবতা বলে মনে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে যদি কিছু দেখতে পেতাম তাহলে আমরাও সমর্থন করতাম। তিনি বাজেটে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সম্পূর্কে বলেছেন যারা দেশের শান্তি সংহতিকে বিপন্ন করতে চায় তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমরাও একমত। সেটা করা হলে দেশের সকল মানুষই শান্তি পেত। কিন্তু পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা সেখানে যে কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে তাদের সম্পর্কে ত'াদেরকে নিন্দা করে যদি বক্তব্য রাখতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম। আজকে তিনি বলছেন যে ১৯৮২ সালের মার্চে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে সময়ে সর্বশ্রেণীর মধ্যে একটা আন্তরিক সমঝোতার ও ভ্রাতৃত্বের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে কিন্তু সে সম্পর্কে আমরা একটা কথা মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৮০ সালের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় দাঙ্গা হয়েছে? ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে ত তখন সম্প্রীতি বজায় ছিল এই বামফ্রন্ট

সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যে বিভেদনীতি চালু করেছেন তারফলেই ত এই ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে আজকে ওনারা বলছেন যে জানসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বাড়িয়ে আনছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই জনসাধারণের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করল কারা? আমি বলতে চাই এই ভ্রাতৃত্ব বামফ্রন্ট সরকারই নষ্ট করেছেন আর যদি আমি সে অভিযোগ করি তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাথার জন্য গৃহরক্ষী বাহিনী, অ-সারবিক প্রতিরক্ষা সংগঠন প্রভৃতিকে আধুনিক করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। দেশের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাশ ইত্যাদির মোকাবিলা করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলের নেতা হিসাবে এই আসনে বসতেন, এই অ্যাসেম্বলীর মধ্যে তাঁর বক্তব্যগুলো আমি আবার তাঁকে পড়তে বলব। তিনি চিৎকার করতেন সি, আর, পি, আনা হচ্ছে, বি, এস, এফ, আনা হচ্ছে, পুলিশের খাতে বাজেট করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি করছেন আজকে? এই সি, আর, পি, দিয়ে কংগ্রেস আই এবং বিরোধী দলকে ঠেঙগানোর জন্য এই পুলিশী বাজেটের ব্যবস্থা তিনি করছেন। আজকে উগ্রপন্থীদের কম্বিং করে একটা বিরাট সাফল্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারেন নি। এই বিশালগড়েই নির্বাচিত প্রতিনিধি গৌতম দত্তকে হত্যা করল। কিন্তু একটা দুষ্কৃতিকারীকেও ধরা গেল না। মামলা হয় নি। আমরা দেখেছি পরিমল সাহা, বিশাল গড়েরই আর একজন জনপ্রতিনিধি। তাকেও হত্যা করা হলো। আসামীরা গ্রেপ্তার হলো না, আত্মসমর্পন করলো। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ৫০০ এরও বেশী লোক নিহত হয়েছে। আমার কাছে তথ্য আছে। চাইলে আমি তা দিতে পারি।

আমি গিয়েছিলাম কদমতলী এলাকায়। সেখানে বিভিন্ন লোক আমাকে তথ্য দিয়েছে যে ৩৫ জন মহিলা সেখানে ধর্ষিত হয়েছেন। একজন মহিলা মারা গেছেন ধর্ষণের ফলে। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী শুধু পুলিশী ব্যবস্থাই জোরদার করছেন এই বাজেটে। বছরের পর বছর শুধু পুলিশ খাতে বাজেট বাড়িয়ে যাচ্ছেন। সি, আর, পি, আসছে, বি, এস, এফ, আসছে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা কোথায় যাচ্ছে? আজকে এই বিধানসভার একজন কর্মী খুন হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় খুনীকে তারা ধরেন নি। খুনী কোর্টে গিয়ে সারেণ্ডার করেছে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। কাজেই কিভাবে আমরা এই পুলিশী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে পারি? শুধু অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে গেলেই কি আইন শৃঙ্খলা ফিরে আসবে? ১৯৭৭ সালের আগে আমরা উগ্রপন্থীর নাম শুনি নি। কিন্তু এখন দেখছি আগরতলা থেকে যখন টি, আর, টি, সি, বাস ছাড়ে তখন আগে পেছনে সি, আর, পি, ভিতরে সি, আর, পি,। তারপর বাস চালানো হয়। চমত্কার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে সংকেটর সৃষ্টি! কিসের সংকট? বললেন মুদ্রাস্ফীতি এখনও বেড়ে চলেছে। আমি অর্থনীতিবিদ নই। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তাদের রিপোর্টে বলেছে পৃথিবীতে একমাত্র দেশ হলো ভারতবর্ষ যে দেশ মুদ্রাস্ফীতিকে রিটেন করতে পেরেছে। আর কোথায়ও সেটা সম্ভব হয় নি। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি

সংকট সৃষ্টি করেছে এ কথা সত্য নয়। মুদ্রাস্ফীতি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে এই কথাও সত্যি নয়। অর্থও ত্রিপুরাকে কম দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৭৭ সালে যেখানে মাত্র ৫৬ কোটি টাকার বাজেট ছিল এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ১,৮১,২৩ লক্ষ টাকায়। ত্রিপুরা রাজ্যের যে আয় তাতে আমাদের রাজ্য চলে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুদান দিতে হয়। কাজেই ৭।৮ কোটি টাকা একটা প্রশ্ন নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ৯০০ কোটি টাকা দিতে পারে তাহলে ৮ কোটি টাকা দিতে পারবে না সেটা কোন প্রশ্ন নয়। সেটা নিশ্চয় দিতে পারে। সেটা দেওয়াও হয়। সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করবেন কিভাবে ?

আজকে এই বাজেট আমরা যখন দেখছি যে জনসাধারণের জন্য, তথা রাজ্যের জন্য কোন কনষ্ট্রাকটিভ পরিকল্পনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেই। এই বাজেটে কনষ্ট্রাকটিভ কিছুই নেই।

কোন একটা দেশের অর্থনীতি যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেসনের দরকার। সেজন্য কোন সঠিক প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটে রাখেন নি। তিনি বলেছেন কাগজ কল স্থাপনের প্রস্তাব, দ্বিতীয় জুট মিল স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রের বিবেচনাধীন আছে। আজকে আমাদের এখানে যে জুটমিল গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে বলতে হয় যে এর উত্পাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪৩ টন পার ডে। আর আজকে দেখা যাচ্ছে সেখানে মাত্র ১৮ টন উৎপাদন হচ্ছে। অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগও তারা উৎপাদন করতে পারছেন না। এইভাবে জুটমিলের নাভিশ্বাস উঠছে। আজকে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে জুট মিলের। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষতা এমনি যে ৩০ পারসেণ্টের বেশী উৎপাদন করতে পারছেন না।

আজকে শিক্ষা সম্পর্কে এই ভাষণে বলা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে স্কুল হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা জিনিস আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই, সেটা হল শিক্ষক নিয়োগের যে নীতি, তাতে দেখা যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে, এমন লোককেও টিচার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু কি তাই, আজকে অন্যান্য বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা থেকে এটা সহজে অনুমান করা যায় যে বামফ্রণ্ট সরকার এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে একটা ক্যাডারি-ফিডিং বাজেট ছাড়া আর অন্য কিছু বলা যায় না। জনসাধারণের দুর্গতি রোধ করার জন্য এই বাজেট নয়। কি পরিমাণ নূতন এ্যাম্পয়মেণ্ট দেওয়া হবে, তার কোন কথাই এই বাজেটে উল্লেখ নাই। আজকে আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যে হাজারে হাজারে বেকার তৈরী করা হচ্ছে অথচ তাদেরকে কি ভাবে চাকুরী দেওয়া হবে বা সাধারণ মানুষের কি ভাবে উন্নতি করা হবে, তার কোন কিছুই এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার আমি এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হল ১৯৭৭ সনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর ৬ বছরে সেই হার বেড়ে

শতকরা ৮২ ভাগ করা হয়েছে। এই বড় চমৎকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই কারণেই আমি এই বাজেটকে ক্যাডার ফিডিং বাজেট বলে আখ্যা দিতে চাই, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির কোন কথা এর মধ্যে নাই। মৎস্য চাষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাছের পোনার চাষ হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন, অবশ্য আপনি স্পীকার হওয়ার পর যদি বাজারে গিয়ে থাকেন, আমার মনে হয় আপনি যান নি, তাহলে দেখতেন যে বাজারে মাছের কেজি ৩৬ টাকা বিক্রি হচ্ছে। যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাছের পোনা রয়েছে, সেখানে এক কে, জি মাছের দাম ৩৬ টাকা, এটা ভাবতেও অবাক হতে হয়। স্যার, এরপর আমি একটা ছোট গল্প বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। গল্পটা হলো একবার আকবর বাদশা তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার রাজধানী দিল্লীতে কত কাক আছে? মন্ত্রী উত্তরে বলেন—৫,৮৬,০৪২টি। তখন বাদশা আবার জিজ্ঞাসা করলেন যদি এর বেশী হয়? তখন মন্ত্রী উত্তরে বলেন বেশী হলে অন্য রাজ্য থেকে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন আর কম হলে অন্য রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছেন। তাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও বলা যেতে পারে যে তিনি হলেন বামফ্রণ্টের আকবর বাদশা। উনার কাগজে পত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাছের পোনা আছে। যদি বলা হয় এত মাছ থাকতে বাজারে পাওয়া যায় না কেন? অমনি উত্তরে বলবেন এ সব বন্যার জলে বাংলাদেশে চলে গেছে আর না হয়তো অশোক ভট্টাচার্য্য খেয়ে ফেলেছে। কাজেই মাননীয় সম্পীকার, স্যার, বাজেট যদি বাস্তবমুখী হয় এবং বাজেটের অর্থ যদি সত্যি রাজ্যে জনগণের উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে আমরা বামফ্রণ্টের সঙ্গে সহযোগীতা করব, এই আশ্বাষ দিতে পারি। কিন্তু বাস্তবে তা হওয়ার নয়, বিগত ৬ বছরের রাজত্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রণ্ট বাজেট বরাদ্দ কৃত টাকা দিয়ে দলবাজী করছেন, ক্যাডার পোষছেন এমন কি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লুঠপাট করছেন। জনগণের উন্নতির জন্য কোন কাজই করেনি। কাজেই এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রাজ্যের জন্য যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই সভার সামনে পেশ করেছেন, তাকে আমি সমালোচনা করছি। এই বাজেট সব দিক দিক থেকে বিপ্লবকারী, এমন কি নমুনার দিক থেকে এই বাজেট বিপ্লবকারী। আজকে বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেছে, বছরের ছয় মাস পার হয়ে গেল, অথচ এই বাজেটের মধ্যেই সারা বছরের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ধরণের নজীর ভারতের অন্য কোন রাজ্যে আছে কিনা, তা আমার জানা নাই। আমার এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হল বামফ্রণ্টের রাজত্বে ৬ বছরের মধ্যে তারা একবারের জন্যও একটাও পুর্নাঙ্গ বাজেট হাউসের সামনে পেশ করতে পারেন নি। এই বাজেট যেটাকে পুনাঙ্গ বাজেট বলা যায় না, তা তৈরী করতে এই সরকার বছরের অর্ধেকেরও বেশী সময় পার করে দিয়েছেন। কাজেই তাদের এই বাজেটকে বিপ্লবিক না বলার কোন কারণই থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই বাজেট বিপ্লবিক এই কারণে যে এই বাজেটের বিভিন্ন খাতে গত বছরের তুলনায় দুই গুণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, কাজেই আমরা নিশ্চিত ভাবে এটা করতে পারি যে বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা রাজ্যের জনগণ নিশ্চিত ভাবে উপকৃত হবেন। অন্য দিকে

এটাও ঠিক যে শুধু মাত্র বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ দিয়েই প্রকৃত উন্নয়নকে যাচাই করা যায় না। তা যদি হত, তাহলে সেই ১৯৪৯ সাল থেকে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল ওয়েল-ফেরারের নামে যে পরিমাণ টাকা ঢালা হয়েছে, তাতে নিশ্চয় উন্নতি হত, কিন্তু সেই ট্রাইবেল দের পরিস্থি আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটা কারণেও এই বাজেটটা বিপ্লবত্বক, বলা হয়েছে ২ বছরের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার কথা বামফ্রন্টের মন্ত্রী এবং জনপ্রতিনিধিগণ প্রায় বিভিন্ন জনসভায় তাদের ভাষণের মধ্যে বলে থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বাজেটে কৃষি খাতে মাত্র শতকরা ৪ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, আর স্বাস্থ্য খাতে রেখেছেন ৪.৮ পার্সেন্ট। অন্যদিকে পুলিশ খাতে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে ৯ পার্সেন্ট। মুখে যাই বলা হউক না কেন, আসলে কৃষির দরকার নাই, স্বাস্থ্যের দরকার নাই কারণ পুলিশের কাঁধে বসে যে তাদের রাজত্ব রক্ষা করতে হবে। কাজেই এই দিক থেকেও এই বাজেট বিপ্লবাত্বক। এটা না বলে উপায় নেই। আজকে চারদিকে যে আনরেষ্ট চলছে, সেখানে পুলিশের জন্য বিশেষ করে তাদের মডার্ণ ইকুইমেণ্ট দিয়ে সাজানোর দরকার, এটাকারো অস্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পরছি উগ্রপন্থিরা যে রকম এ্যাক্টিভিটিজ শুরু করেছে, সেটাকে দমন করার যে নমুনা আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি পেলাচান কলইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া বাজারে, গ্রামে উগ্রপন্থা দমনের নামে নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার চলছে, আর অন্য দিকে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা নাকি এসব করছে, আর সেজন্য সরকার কিছু করতে পারছেন না। আমি বলি আপনারা যদি কিছু না করতে পারেন, তা হলে আপনাদের সরকারে থাকার কি প্রয়োজন আছে। পুলিশ খাতে টাকা ব্যয় করবেন, কারণ তার প্রয়োজন আছে, জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, কিন্তু তাই মোট বজেটের শতকরা ১৮ ভাগ ব্যয় করবেন? কিন্তু দাঙ্গার সময় আমরা দেখেছি এই পুলিশ কি ধরণের সম্প্রীতি রক্ষা করেছেন সেটা আমি কমিশনের রিপোর্টে দেখেছি। কাজেই সেই পুলিশকে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আরও অর্থের বরাদ্দের জন্য যে বাজেট চাওয়া হয়েছে আমরা সেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার খাতে টাকার পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি আপাতত দৃষ্টিতে উপজাতি কল্যানের জন্য ধরা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে এই টাকার সিংহ ভাগই ব্যয়িত হয় কমচারীদের জন্য ঐ অফিসারদের গাড়ী বাড়ী ইত্যাদির মেণ্টেনেনসের জন্য এবং এই টাকার অতি সামান্য অংশই হয়ত শতকরা এক পার্সেন্ট টাকা ব্যয়িত হবে সত্যিকারের উপজাতিদের কল্যানের জন্য। কাজেই এই টাকায় সত্যিকারের উপজাতিদের উপকারে লাগবে না। শুধু রাজনৈতিক কারনে উপজাতিদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখানোর জন্য তাদের রাজনীতির হাতিয়ার করবার জন্য এই টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। এছাড়া এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার খাতে বেশ টাকা ধরা হয়েছে। এটা খুব ভাল কথা—প্রায় ১৮ পার্সেণ্টের মত রাখা হয়েছে। এটা অবশ্য খুব ভাল কথা। শিক্ষার সম্প্রসারন সকলের মধ্যে হওয়া খুবই দরকারী। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা কি দেখছি—আমরা দেখছি যে শুধু স্কুল ঘরই বারছে। তার তুলনায় শিক্ষক

নাই—আমরা তার ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর দেখতে পাচ্ছি যে পাশের হার শতকরা ৫০ ভাগও পাশ করতে পারছে না। শুধু স্কুলের সংখ্যা বাড়লেই শিক্ষার প্রসার হয়েছে এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই। আমি দেখছি যে ঐ ধুমা ছড়া প্রভৃতি এলাকায় স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই, ফার্নিচার নাই পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা নাই। এজন্য শিক্ষকদের কোন দোষ নাই। ধর্মনগরে একটা স্কুলের কথা আমি জানি সেই স্কুলে ৩০০ জন ছাত্র কিন্তু সেখানে শিক্ষক মাত্র ৪ জন। এই ভাবে শিক্ষা খাতে টাকা বাড়ানোটাই বড় কথা নয় সেই টাকা সুষ্ঠু ভাবে ব্যয় করার জন্য সরকার কতটুকু সচেষ্ট সেটাই বড় কথা। তাছাড়া শুধু স্কুল ঘর করলেই হবেনা আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলিতে বহু স্কুল ঘর আগুনে পুড়েছে কিন্তু সরকার সেই সব অপরাধীদের শাস্তি দানের জন্য কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা যে দলেরই লোক হউক না কেন---সেখানে কংগ্রেস (ই) বুঝিনা সেখানে উপজাতি বুঝিনা সেখানে সি পি এম বুঝি না—তাদের একটাই পরিচয় তারা হল মিস্ক্রিয়েন্ট। তাদের মিস্ক্রিয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিতকরে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকা হউক। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে দলবাজী চলছে। কাজেই এই ভাবে কাজ চলতে পারে না। জেলা পরিষদ খাতেও বহু টাকা ধরা হয়েছে এটা খুব ভাল কথা এটাকে আমরা এপ্রিশিয়েট করছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি—বাস্তবে আমরা দেখছি যে তুমি আমার দলের লোক নও কাজেই তুমি কিছুই পাবে না আর তুমি আমার দলের লোক তুমি দুইবার নিলেও আবার পাবে এই হচ্ছে বাস্তবে অবস্থা। কাজেই এই ভাবে সত্যিকারের ওয়েলফেয়ার হবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট দ্বারা মানুষের সত্যিকারের কোন উপকার হবে না কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে যে বাজেট এই বিধান সভায় ১৯৮৩-৮৪ সালে অর্থ বছরের জন্য পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমি প্রথমেই কৃষির উপর আলোচনা রাখছি। কৃষির উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি শতকরা প্রায় ৮২ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। এবং আবার তাদের মধ্যে ৫০ ভাগ হচ্ছে ল্যাণ্ড লেস। তাদের কি করে জমি দেওয়া যায় এবং সেই সব জমিতে কি করে ভাল ফসল ফলান যায় কি করে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় বামফ্রন্ট সরকার সেই চেষ্টাই করছেন। সেই জমিগুলিতে কংগ্রেস সরকারের আমলে জলসেচের কোন ব্যবস্থা দেখি নাই। সেই দিনগুলিতে আমরা কি দেখতে পেতাম আমরা দেখতে পেতাম যে দিনের পর দিন মানুষের অনাহারে অর্দ্ধাহার করে থাকতে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ টেষ্ট রিলিফের জন্য তাদের লাইন দিতে হচ্ছে। সেই জায়গায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সেখানে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। বামফ্রন্ট সরকার সেই সব ল্যাণ্ডলেসদের কিছু কিছু জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সেই সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সেচের ব্যবস্থা নিচ্ছে। যা গত

৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনের মধ্যে দেখা যায় নাই। আমরা এত হার্ড'শিল্পের মধ্যেও প্রায় ৬০ পার্সেন্ট জমি ইরিগেশানের আওতায় এনেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আবার বলার সুযোগ পাবেন। সভার কাজ বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTFR RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীকে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য পুনরায় আরম্ভ কারার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত গরীব অংশের মানুষ ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র রেখার নীচে বাস করেন তাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনার দরকার। সেই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে প্রতি বৎসর বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেট তৈয়ারী করছেন। আমরা লক্ষ করেছি গত কয়েক বৎসর যাবত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা জানি গ্রামের মানুষের চাহিদা আরও বেশী। কারণ বিদ্যুতের সাহায্যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে টাকা চাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই টাকা পাচ্ছেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার ভাবে তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে টাকা সংগ্রহ করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখেও তাদের কাছ থেকে কোন সহযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না। জমি যা ছিল তার দ্বিগুণ জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়ছে, তাদের আয়ের সঙ্গতি বাড়ছে। জমির অ্যালটমেনটের ব্যবস্থা করে ভূমিহীন জুমিয়াদেরকে সেই জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করে এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাজের সংস্থান বাড়ানোর চেষ্টা করছেন এই বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হল নীচু তলার মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করা এবং শিল্প, কৃষি এবং সমবায় ক্ষেত্রে গরীব জনসাধরণকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া সে শহরেই হোক।আর গ্রামেই হোক। গ্রামের পঞ্চায়েত ও সমবায় এই দুইটি সংস্থার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার কর্মসংস্থানের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। এর আগে ত্রিপুরাতে এই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি।

পঞ্চায়েতের মাধমে গণতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীয়করণের দিকে বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমবায়কে তার সংগে যুক্ত করে গরীব জনসাধারণকে মহাজনী শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব মানুষদেরকে পুঁজি যোগান, একজন অনগ্রসর ট্রাইবেলকে পুঁজি যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মৎজীবী, যারা গ্রামাঞ্চলে মাছের চাষ করেন তাদের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে তারা বাঁচতে পারে। স্যার, পার্লিয়ামেন্টের পি. এ. সি. কমিমিটির একটা ষ্টাডী রিপোট বেড়িয়েছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেটকে বয়কট করে বিরোধী দলের নেতা এবং উপজাতী যুবসমিতির নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এই হাউস থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে বলি পি. এ. সি. এর ষ্টাডী রিপোর্ট'টা তারা পড়ুন। কতকগুলি বৃহত পুঁজিপতী তারা কি পরিমাণ টেক্স দেন সেই ব্যাপারে যে সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটির কাছে পেশ করেছিলেন সেইগুলির উপর ভিত্তি করে কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েছেন। টাটা, বিড়লা, গোয়েংকার প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্পপতিরা আছেন তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি পরিবার ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত টেক্সের হিসাব দিচ্ছে। আর বাকী যারা আছে তারা গরীব আরও গরীব এবং হয়ে যাচ্ছেন। এরকম

দশটা পরিবার হিসাব দিচ্ছেন যে তারা গরীব হয়ে যাচ্ছেন। যেমন বিড়লা ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা থেকে তার আয় কমে গিয়ে দাড়িয়েছে ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকাতে। কেন্দ্রীয় সরকার এদেরকে নিয়নন্ত্রণ করতে পারছেন না। সমস্ত সম্পদ তাদের হাতে গিয়ে জমছে। অন্য দিকে দেশের গরীব মানুষ তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার গরীবদেরকে সামনে রেখে তাদের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই জিনিষটাই এই বাজেট প্রতিফলিত হচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা দেববর্মা

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজটকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে, দেখা গেছে আমাদের বিগত আমলে বিভিন্ন যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ছিল সেই সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ত্রিপুরার উন্নয়ন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে হয়ত আমরা সবার উপকার যথেষ্ট ভাবে করতে পারি নি। তবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে কিছু করার চেষ্টা করে গেছি। আমরা দেখেছি, বাম-ফ্রণ্টের আমলে সমাজ শিক্ষাই বলুন, কৃষিই বলুন শিল্পই বলুন সমস্ত কিছুরই কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। আমরা দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর সংখ্যক হাই-স্কুল হয়েছে। এছাড়া দেখছি মৎস চাষের জন্য দপ্তরে মৎস উৎপাদন কেন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এবং এর জন্য ১০টি এলাকাকে নির্বাচন করে সেখানে মৎস উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এই আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। কোন খানে ৭টি বেড, কোথাও আবার ১০টি বেড কিংবা কোথাও ১৫টি বেড। যেখানে যেখানে বাড়ানো দরকার আমরা আশা করব, আগামী দিনে স্বাস্থ্য দপ্তরে স্বার্থ আরো রক্ষা করা হবে এবং প্রয়োজন মত বাড়ানো হবে। ছোট খাট মাঝারী শিল্প গড়ে তুলার জন্য এখানে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁতারা যাতে তাদের তাঁত শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের স্বয়ংভর করে তুলতে পারে তার জন্য বামফ্রণ্ট সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সেচের সীমা বাড়ান হয়েছে। বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের জন্য নুতন নুতন লাইন টানা হচ্ছে। ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বাগান এখনও করা হয়ে উঠে নি তথাপি আমরা আশা করব, এই বাগান গুলি অচিরেই হয়ে যাবে। সড়ক পরিবহন উন্নতির জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও রাস্তা ঘাট উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমরা দেখেছি, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যেই টি. আর. টি. সি. তার সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত নূতন লাইন করার চেষ্টা চলেছে। এ ছাড়াও আমরা দেখেছি, ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য ১০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এই সভায় আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে এসেছি এই রাজ্যের ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই আবেদনে সাড়া দেন নি। এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু না হবার জন্য আমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেমন জেলা পরিষদের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থার

উন্নতি হয় নি। টি. আর. টি. সি. চালু করার জন্য রাস্তা ঘাট করার জন্য এষ্টিমেটস্ করে ডিপার্টমেণ্টে পাঠালেও কিছু সংখ্যক আমলার দ্বারা তা হচ্ছে না। ২।৩ বছর হয়ে গেছে এখনও কিছু হয় নি। আমাদের সরকার চেষ্টা করেছেন, এই সব রাস্তা তৈরী করার জন্য। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, লাল ফিতার বাঁধন উদ্ধার করা হচ্ছে না। যদি এই লাল ফিতার বাঁধন উদ্ধার করা না হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমরা এও দেখেছি, শিল্পের জন্য রাজ্য সরকার অনেক কিছু করতে চান, কিন্তু আমলাদের জন্য এই গনতন্ত্র-প্রিয় মানুষের জন্য কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এই গনতন্ত্রকে ত্রিপুরার মানুষ স্থায়ী ভাবে রক্ষা করতে চায়। এবং এর জন্য গনতন্ত্র পূজারী মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কিছু সংখ্যক আমলা এই গনতন্ত্র প্রিয় মানুষ, গনতন্ত্র পূজারী মানুষকে অবমাননা করছে অবহেলিত করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার, যখন বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তখন কিছু সংখ্যক আমলার দ্বারা তা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এই দিকে তীক্ষ্ দৃষ্টি না দিলে ত্রিপুরার উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হবে না। কাজেই সেই সব কর্মচারীদের হুশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন আছে। আমরা ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণ চাই। বামফ্রণ্ট সরকার সামগ্রিক উন্নতি চান বলেই গ্রাম পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি করে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কোন ভাবেই যেন আমলারা তা নষ্ট করতে না পারে সে দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বাজেটকে সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের আমি বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, এর মধ্যে দেখতে পেলাম গতানুগতিকতা আছে কিন্তু গতিশীলতা নেই। কারন এই বাজেটের মধ্যে বিরাট আকারে হাতাশাই প্রতিভাত হয়েছে। এর কোন উৎকর্ষতাই আমরা নির্নয় করতে পারি নি। প্রথমে শিক্ষা খাতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় কিছু নূতন স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। কিন্তু যে স্কুলগুলি বর্ত্তমানে আছে সে গুলির তো মানোন্নয়ন হচ্ছে না। বিগত বিধান সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে এগুলির মানোন্নয়নে অসুবিধা আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে স্কুলগুলিতে পর্য্যাপ্ত পরিমান শিক্ষাক নেই, বিশেষ করে সাবজেক্ট টীচার নেই বললেই চলে। এই নীরিখে যদি আমরা বিচার করি তাহলে স্বভাবতই দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার মান আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিক সংখ্যক সাবজেকট টীচার ও হেড মাষ্টার নিয়োগও এর মধ্যে জড়িত রয়েছে। সুতরাং তাদের নিয়োগের কথা ভাবা উচিৎ ছিল। স্যার, বেশ কিছু হাইস্কুলেকে অধিগ্রহন করা হয়েছে। এই অধিগ্রহনের প্রশ্ন অনেক দিন থেকেই জনমানসে বিরাজিত ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলি প্রাইভেট স্কুলের মধ্যে থেকে বেছে বেছে অধিগ্রহন করা হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের ভাবতে হচ্ছে এই স্কুল অধিগ্রহনের ব্যাপারে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা? সেই স্কুলগুলি স্বজন পোষন বা দলীয় কর্মী নিয়োগের আস্তানা হবে কিনা? তাই যদি হয়,

তাহলে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে বিভিন্ন সাবজেকট টীচাররা পড়াচ্ছিলেন, অধিগ্রহন করার পর এই সমস্ত সাবজেকট টীচাররা শিক্ষাকতা করতে পারবেন না এতে স্কুল গুলি লাটে উঠবে বলে আমার ধারনা। শিক্ষা সম্পর্কে এই একটা সংশোধনের কোন চিন্তা ধারা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় নি। তারপরে স্যার, দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার বেকারদের ভাতা দেবার বিষটি আলোচিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে আশ্বাষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবারের বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেকারদের ভাতা দেওয়া দরকার। কিন্তু এই দেওয়ার কোন গ্যারাণ্টি বাজেটের মধ্যে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। স্যার, স্কুল গুলিতে মিড ডে-মিল সম্প্রসারিত করা হয়েছে বলে বাজেটে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে জনসাধাণকে ভাওতা দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে যো মিড-ডে-মিলের প্রথা চালু ছিল তাতে শুধু বৈষম্য ও কারচুপিই ছিল। দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা তা পাছে কিনা এ সম্পর্কে সরকারী তরফে কোন সমীক্ষা হয় নি! তাতে বুঝা যাচ্ছে যে এটা ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিবার কল্যান মুলক সংস্থার মারফতে আমাদের মায়েদের ও শিশুদের কি কল্যান হচ্ছে? আমরা যারা সর্ব হারাদের কথা বলছি, সেই ত্রিপুরার গরীব মায়েদের ও অপুষ্টি রোগে ভুগছে তাদের কথা কি কোন দিন চিন্তা করেছি? তাদের কোন দিন ব্যাবী ফুড দেওয়া হয়েছে? এই অপুষ্টি জনক রোগে ভুগছে শিশুদের, বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চল গুলিতে কি পাহাড়ী, কি বাংগালী তাদের কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আজকে জনস্বাস্থের কথা বলা হচ্ছে। হাসপাতাল বা ডিসপেনসারা খোলা হচ্ছে দিকে দিকে। কিন্তু হাসপাতাল গুলির অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব সেগুলিতে রোগীর ঠাঁই নাই। রোগীরা ঠিক মত ঔষধ পাচ্ছে না। ডাক্তারদের নিকট গেলে এর বিরাট ব্যবস্থা ৫০।৬০ টাকার ঔষধ বাইরে থেকে কিনবার কথা বলা হয়। কিন্তু দরীদ্র রোগীরা কি তা বাইরে কিনতে পারে? হাসপাতাল গুলিতে ঔষধ পত্রের পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নাই। যদিও বা থাকে সেগুলি নয় ছয় হচ্ছে কিনা তদন্ত করে দেখা হয় না। তারপরে এ্যাকস্‌রে মেশিন যে গুলি আছে সেগুলি বেশীর ভাগই হচ্ছে অকেজো কিন্তু সে গুলির মেরামতির কোন উল্লেখ নাই। শুধু ডিসপেনসারী খোলার কথা বাজেটে রয়েছে। স্যার, ত্রিপুরা কৃষি নির্ভারশীল রাজ্য। সুতরাং সেচ ব্যবস্থা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সেচ ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমাদেরকে হতাশায় ভুগতে হয়। কারন এক ফোঁটা জলও সেচ হয় না। এই সেচ ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায়িত হয়েছে এই শ্যালো টিউব ও ডিপ টিউব ওয়েল করার জন্য। বিগত বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় আলোচনা করেছিলেন মতাই সম্পর্কে। সেখানকার শ্যালো টিউব সয়েল গুলি সব অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বগাফা মিটিং এ আমি নিজে উপস্থিত থেকে বলেছিলাম যে চরগবাই টিউব ওয়েল ও শ্যালো টিউব ওয়েল গুলির কোন ফাংশান নেই। কোন কোন জায়গায় হয়তো ডিপ টিউব ওয়েল করা হয়েছে কিন্তু সেখানে কোন বিদ্যুৎ দেওয়া হয় নি। এই সম্পর্কে মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের সংগে আলোচনা করলে তারা বলে যে আমাদের কাজ শেষ বাকিটা বিদ্যুৎ

ডিপার্টমেন্টের। বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করলে তারা বলেন যে আমাদের চৌকিদার নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এটা কি সেচ ব্যবস্থা বলা যায়? এটাকে তো কনট্রাকটর বা কিছু লোককে পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত সেচ ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। একটা সামগ্রিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে না করলে ত্রিপুরায় সত্যিকারে সেচ ব্যবস্থা হবে না। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেস করেছেন তাতে তিনি অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের কথা বলেছেন। এতে একটা দুরভিসন্ধি নিহিত আছে বলে আমি মনে করি। কেননা এই অতিরিক্ত সম্পদ কি করে সংগ্রহ হবে? সেটা ট্যাক্স বসিয়ে করা কিনা? তাই যদি হয় তাহলে তো আমরা যারা ত্রিপুরাতে গরীব ভোক্ত আছি তারা তো এ থেকে রেহাই পাব না? স্যার, পরিশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই—কর্মচারীদের যতটুকু মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে, সেটা তারা ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক সরকারের আহ্বানে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে তারা জমা রেখেছেন। কিন্তু এই বাজেটে সরকার তাদেরকে আরও এক বছর এই টাকা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে রাখার কথা বলেছেন এবং তাদের এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেণ্টের কথা বলেছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সামান্য কর্মচারীর এই সামান্য অনুদানের উপর নির্ভর করে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার ত্রিপুরার উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন সেটা ভাবতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে এই টাকা তাদেরকে সহসা আর দেওয়া হবে না। পরিশেষে বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট কে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের যে অবস্থা স্বাধীনতা লাভ করার ৩৫ বৎসর পরও আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো শতকরা ৬২ ভাগ সারা দেশের মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সমস্ত সম্পদ আস্তে আস্তে এক জায়গায় জমা হচ্ছে, মালিকের সংখ্যা কমছে এবং যারা মালিক হচ্ছেন তাদের দল বাড়ছে। এই যে অবস্থা এই অবস্থায় আজকে আমাদের সংকট দিনের পর দিন বাড়ছে। তেমনি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে কারণ এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠার কোন সম্ভাবনা দেখছি, তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি এবং এই বাজেটের মধ্যে সেই সমস্ত অবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে একটা শিল্প কারখানা গড়া যায় তার সম্ভাবনা রাখা হয়েছে। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে যে চিত্র ফুটে উঠেছে এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গেলে তার সামগ্রিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আমরা আশা করবো কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই আবেদন কার্যে পরিনত করবেন। আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় পাঞ্জাবের খালিস্থান থেকে শুরু করে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অস্থিরতা ভাবে, সেই উত্তর থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি আজকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এইগুলি

কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে? আজকে কি করে স্বাধীন মেঘালয়ে এই জিনিষগুলি হচ্ছে? আসামে হচ্ছে? মনিপুরে হচ্ছে? বিশেষ করে সবচেয়ে পিছনে পরা মানুষ যারা তাঁরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কারণ যে যে সমস্ত জায়গায় এখনও আশার আলো প্রবেশ করতে পারে নি। কাজেই আমরা দেখেছি স্বাধীনতা লাভের ৩০ বৎসর পরও এই মানুষগুলির অবস্থা আজকে কোন পর্য্যায়ে গেয়ে গেছে। তাঁরা বলেছিলেন ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত কিছু ঠিক করে নেবেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার ১০ বছরেও কিছু করতে পারলেন না, তখন আবার বললেন ১০ বৎসর পারলেন না আবার ১০ বৎসর বাড়ানো হলো। এই ভাবে ১০ বৎসর করে বাড়াতে বাড়াতে চার দশং ৪০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও ত'ারা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছুই করতে পারলেন না। এটা শুধু আজকে আমাদের রাজ্যের প্রশ্ন নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় হরিজনদের জন্য বিরাট বিরাট সাইনবোর্ড ছাপিয়ে হরিজন কলোনী করা হচ্ছে অথচ এই হরিজনরাই আজকে নির্য্যাতিত হচ্ছে এমন কি অনেক জায়গায় তাদের পুড়িয়েও মারা হয়েছে। এই অবস্থা আজকে আমরা দেখছি। তার তো প্রতিবাদ হচ্ছে না? আজকে দেখুন সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে, কতটা স্কুল করা হয়েছে? বিশেষ করে ৩০ বছর আগের চিত্র যদি দেখেন তাহালে দেখবেন কিছুই হয় নি। কারণ আজকে আমরা দেখছি সিডিউল কাষ্ট এবং ট্রাইবস্‌দের জন্য কিছুই করা হয় নি। পূর্বে বডিং বিশেষ একটা ছিল না, যাও ছিল তাতে ষ্টাইপেণ্ড খুব কম ছিল। দীর্ঘ দিন চেষ্টার পর সেটা বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে কিন্তু এ টাকা দিয়েও হবে না এটাকে আরও বাড়াতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আমরা দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করছি। আমরা দেখেছি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য ১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখা হবে। টাকার ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। আজকে যখন চাকুরীর প্রশ্ন উঠেছে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সিডিউলড্‌ কাষ্ট এবং সিডিউলড্‌ ট্রাইবদের কোটা পূরণ হয় নি। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের রিজারভেশান কোটা থাকা সত্বেও তাদের জন্য সমস্ত কোটা পূরণ করা হয় নি। কাজেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে আমরা একই দৃষ্টিভঙ্গি দেখছি। ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ ভাবে সিডিউল কাষ্ট এবং ট্রাইবস্‌দের কোটাগুলি পূরণ করার চেষ্টা চলছে। এবং অনেককে ইতিমধ্যে চাকুরীও দেওয়া হয়েছে। রাবার প্ল্যাণ্টেশানের মাধ্যমেও আজকে পুনর্ব্বাসন প্রশ্ন আসছে। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার এই সমস্ত পথে কোন চিন্তা ভাবনাই করেন নি। কাজেই প্রত্যেকটা পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে যাতে পুনর্বাসন দেওয়া যায় তার জন্য ১০/২০ হাজার টাকা খরচ করেও রাবার প্যাণ্টেশানের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটা আজকে সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত। ওদের ইমারত আজকে শেষ হয়ে আসছে, তাই ওরা চারিদিক থেকে আক্রমন শুরু করেছে। সারা ভারতবর্ষে যা চলছে ওরাও তাই করছে। ওরা সিডুল কাষ্টস্‌, সিডুল ট্রাইবদের আক্রমন হানছে। ওরা সিডুল কাষ্ট ও সিডুল ট্রাইবদের আক্রমন সংগঠিত করছে। যার জন্য আমরা দেখেছি জুনের দাঙ্গা।

যারা উপজাতি যুব সমিতির নাম করে বসে আছেন, ওরাই উসকিয়ে দিয়েছিল। আপনার ত ৬ষ্ঠ তপশিলীর জন্য কেন্দ্রের সংগে আঁতাত করেছেন। সেই আপনাদের কোথায় গেল ৬ষ্ঠ তপশিলী। আপনারা ত রেডিওতে বলেছিলেন ৬ষ্ঠ তপশিলের কথা। ওই নগেনবাবু কোথায় গেল আপনাদের সেই ৬ষ্ঠ তপশিলী। কিন্তু কই আপনারা ত তা নিয়ে একটি কথাও বলেন না। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার আজকে যে বাজেট পেশ করে তা সামগ্রিক উন্নয়নের চিন্তা করেই পেশ করেছেন, এই বাজেট জনকল্যানমুখী। এই বাজেটকে আমি সর্বান্ত করনে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি ১৯৮৩-৮৪ সনে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত বাজেট প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বৃহত্তম অংশের যে শ্রমজীবি মানুষ তথা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আমাদের আশা-আকাংক্ষা এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার এই ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যা চেয়েছিল তা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আমার বক্তব্যকে বেশী দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি শুধু একটা বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব। এইটা হল বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৭৮ সন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বছর তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রমান করে চলেছে যে কৃষি ক্ষেত্রে তথা গ্রামের মানুষের, পাহাড়ের উন্নতি করতে তারা শুধু বাজেট উপস্থিত করেননি, বাজেট বরাদ্দ যেমন করেন তার সাথে সাথে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে যেতে চেষ্টা করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেন সেই বাজেটে উল্লেখ আছে গত ১৯৮২-৮৩ যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল তাতে ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যের সেচ প্রকল্পের খাতে। এই বৎসরে যে বাজেট পেশ করা হয় তাতে সাড়ে তিন কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পাম্প সেট কেনার জন্য, বাকীটা ব্যয় হবে সেচ প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি বামফ্রণ্ট সরকার গোমতী প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে ৭০ শতাংশ এই ব্যাপারে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমরা দেখেছি এই সরকার একই বৎসরে যে মনু প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন তা প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে। সরকার ঘোষনা করেছেন যে পর্যায়ক্রমে ত্রিপুরার সবগুলি নদী নালার যেখানে যতটুকু জল আছে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক সেচ প্রকল্প রূপায়িত করে ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা তথা উৎপাদনের উন্নতি সাধন করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিগত কয়েক বৎসরের কাজের মাধ্যমে তা প্রমানিত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘন ঘন বন্যায় সেচ প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেওনদীতে ইরিগেশান স্কীম, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কৈলাশহর, ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর

লম্বাপুর বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বন্যার প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বৎসর ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বন্যানিয়ন্ত্রন যাতে করা যায়, বন্যানিয়ন্ত্রন বন্ধ করে যাতে সেচ প্রকল্পগুলিতে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়, তারজন্য সরকার এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। সেচ ব্যবস্থাকে উন্নীত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার প্রায় অধিকাংশ গাঁওসভায় পাম্পসেট দেওয়া হচ্ছে। যেখানে ছোট ছোট মাঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুঙ্গা জমি, ছোট ছোট ছড়া আছে সেখান থেকে জল উত্তোলন করে সেচ ব্যবস্থা প্রকল্প হাতে যায় না, সেখানে ছোট ছোট প্রকল্প দরকার। এই ক্ষেত্রে মাঠগুলিতে সেচ উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করার দরকার। যাতে গ্রামাঞ্চলে এইসব ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলি থাকত তাহলে ফসলের উৎপাদন করা যেত। ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এই সেচ প্রকল্প রূপায়নের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার হাতে নিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক এই বাজেট পেশ করার মধ্য দিয়ে যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মেহনতি মানুষের সর্ব্বস্তরের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে তার উল্লেখ করছি এবং আমি এই কথাটা উল্লেখ করতে চাই যে এখানে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অশোক ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন জাতি উপজাতি খুব শান্তিতে ছিল বলে তিনি বলেছেন এবং তাদের মধে কোন বিরোধ ছিল না বলেবেন সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে সেই সম্পর্কটা ছিল প্রভু ভৃত্যের এবং তারা দলে দলে তখন ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল জমিহারা হয়ে। উপজাতি বন্ধুরা যখন সমস্ত গনতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়ালেন তখন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্র এখানে ভ্রাতৃঘাতী দাংগার সৃষ্টি করেছে এই কথাটা তিনি যদি স্বীকার করতেন তাহলে আমরা তার বক্তব্য সমর্থন করতে পারতাম। কিন্তু তিনি তা বলেন নি। শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করেছেন। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত এই বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমরে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধিরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধিরঞ্জন মজুনদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন ১৯৮৩-৮৪ সালের, সেই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করছি। কারণ গত পাঁচ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজে যা ঘটেছে, যা হয়েছে, অর্থাৎ যে ভাবে ডেভেল্যাপমেণ্ট হয়েছে আগামী দিনেও আমরা তার চেয়ে ভাল কিছু এই বাজেটে আশা করতে পারি না। ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে আশা করেছিল অনেক। তাই তারা কংগ্রেসকে বাতিল করে বামফ্রণ্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা ব্যর্থ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে তাঁদের সেই আশা পূর্ণ হয় নি। এবারও পূর্ণ হবে না। সেটা আমরা বলতে পারি। ১৯৭৭ সালের যেখানে দরিদ্র সীমা ছিল ৬৫ তে আজকে ১৯৮৩ সনে সেটা দাঁড়িয়েছে ৮৩ তে। এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে কি রকম উন্নতি তারা করেছেন কাজেই ত্রিপুরার মানুষের দারিদ্র দূর করার লক্ষ্য নিয়ে এটা করা হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে রকম ঘরে ঘরে আজকে বেকারের সৃষ্টি হয়েছে সেই বেকার সমাস্যা সমাধানের জন্য কোন লক্ষ্য নাই। আপনারা জানেন ত্রিপুরা সরকার নিয়ম করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে রকম ঘরে ঘরে আজকে বেকারের সৃষ্টি হয়েছে সেই বেকার সমাস্যা সমাধানের জন্য কোন লক্ষ্য নাই। আপনারা জানেন ত্রিপুরা সরকার নিয়ম করছেন যে ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চাকুরীতে ঢুকতে পারবে। কিন্তু আজকে অনেকেই ৩৫ বৎসর বয়স পার হয়ে গেছেন, চাকুরী পায় নি। পাওয়ার কোন সুবিধা নেই। অন্যদিকে আমরা দেখেছি একটা মাথাভারী প্রশাসন। আমলার পর আমলা বাড়ানো হচ্ছে। কর্মচারী বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই প্রশাসনের কাছে, যেটা সমন্বয় কমিটির কুক্ষিগত প্রশাসন, তার কাছে থেকে সাধারণ মানুষ কিছুই পাচ্ছে না। কিন্তু কোটি কোটি টাকা প্রশাসনের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। অন্য দিকে গত পাঁচ বছরে তারা এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি যাতে বন্যা প্লাবিত কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করা যায়। সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা কিছুই করেন নি। বাজেটে তার কোন নির্দেশ নেই। আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের ছুৎপাদিত ফসল, পুকুরের মাছ এবং ঘর বাড়া কিভাবে বন্যার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সর্ব্বহারার সরকার বলে যারা দাবা করেছেন তাদের সেই দিকে কোন দৃষ্টি নেই।

শিল্প উন্নয়নের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি নেই। কাগজ কল, জুট মিলের কথা বলা হয়েছে। সেটা কবে হবে তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু বাস্তব ভিত্তিতে যে শিল্প হলে হাজার হাজার বেকারকে কাজ দেওয়া যেত তা তারা করছেন না। কাগজ কল তারা করতে পারবেন কিনা জানি না, করতে পারলেও সেটা থাকবে কিনা, কেন না উৎপাদনের যা ক্ষমতা সেটা জুট মিলের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে।

আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায়গুলির চেহারা দেখুন। একটা সমবায়ও টিকে থাকার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। কিছু কিছু ল্যাম্পস, প্যাক্স হয়েছে। সেখানে লুঠের রাজত্ব চলছে। সেখানে সেখানে সেগুলি ভাল ভাবে চলেছে বলে আমাদের জানা নেই।

অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলার কথা। নূতন নূতন আরও পুলিশ ব্যাটেলিয়ান তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু এই আগরতলা শহরেই এই কয়দিনে কয়টা খুন হয়েছে।

কিছুদিন আগে সূর্য্য চৌমুহনীতে যে খুন হয়েছে, যেটা নাকি একবারে থানার নাকের ডগার উপর, তার কোন প্রতিকার নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ক্লাশ থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে যে ছাত্রকে খুন করা হল, তারও কোন প্রতিকার নাই। আর এই-ভাবেই তো প্রকাশ্য দিবালোকে একজন নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধি পরিমল সাহাকে খুন করা হয়েছে। অন্য দিকে আমরা আরও দেখছি যে বিভিন্ন স্থানে উগ্রপন্থীদের যে হামলা চলছে, সেটাকে দমন করার মতো সঠিক কোন তৎপরতা নাই, বরং বলা যেতে পারে যে সেটাকে সরকার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা উগ্রপন্থীকে

দমনের নামে তাদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আপনারা জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে তো ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী বলে কিছু ছিল না। আমরা আরও দেখেছি যে আজকে স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার মতো কোন পরিবেশ নাই, সেখানে তাদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ নাই, টেবিল নাই, এমন কি কোথাও কোথাও স্কুলের ঘর পর্য্যন্ত নাই, অথচ বামফ্রন্ট সরকার স্কুলের নামে, স্কুলের টেবিল বেঞ্চের নামে টাকা খরচ করে চলেছে, লক্ষ লক্ষ টাকা এসবের বাবতে খরচ হচ্ছে। আর রাস্তাঘাটের অবস্থা? তা আপনারাও দেখছেন আর আমরাও আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি কয়েকটা রাস্তা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলি দিয়ে এখন আর হাঁটা যাচ্ছে না, সেই সব রাস্তাগুলি মানুষের চলাফেরা করার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই সামগ্রিক ভাবে আমি আবারও বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে কৃষিজীবি, তাদের জন্য যদি সত্যি চিন্তা করা হত, আজকে খাদ্যের জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তা ব্যয় করার প্রয়োজন হত না। ত্রিপুরা অনেক আগেই খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতো। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নদীতে যে বন্যা হয়, সেই বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, ত্রিপুরাতে অনেক ফসল হতে পারত। কিন্তু সেই দিক থেকে এই বাজেটে নদী নিয়ন্ত্রনের কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমি সামগ্রিক ভাবে এই বাজেটে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৮৩-৮৪ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে আমি আবার বক্তব্য রাখছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে নির্ব্বাচনের আগে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতির ফলন এই বাজেটের মধ্যে ঘটেছে। বিগত ৫ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য যে সব কর্মসূচী নিয়েছেন, সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্টের কর্মসূচী যাতে বাস্তবায়িত না হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে অপরাগ হওয়ায় সেই সব কর্ম সূচী বাধা প্রাপ্ত হয়। তবু ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য নূনতম কর্মসূচীকে যাতে রূপ দেওয়া যায়, সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার তার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে যে শক্তি বামফ্রন্টের কার্য্যসূচীকে রূপায়িত করতে বাঁধা দিয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিগত নির্ব্বাচনে তাদেরকে ডাষ্ট-বীনে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন। কারণ বামফ্রন্টের দৃষ্টি ভঙ্গি আপামর জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই, তারা অশুভ শক্তিকে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য পূর্ত্ত দপ্তর যে সমস্ত কাজ কর্ম করেছেন, তা সত্যি লক্ষনীয় গত পাঁচ বছর ধরে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্রীজ বা পুল তৈরী করা হয়েছে, তাতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের সত্যি উপকার হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটেও এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে দেখে আমি এই বাজেটকে

আমার অভিনন্দন জানাই কারণ বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০০ কিলোমিটার নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং আরও ২০০ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার করা হবে। কাজেই আমি আশা করছি যে বিগত দিনের মতো বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন, এবং ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা কার্য্যে রূপায়িত করবেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই রাজ্যে বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্বতন কংগ্রেস সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের ইতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। অর্থাৎ বেকার সমস্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য রাজ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় কোন ইণ্ডাষ্ট্রি সে ছোট বা মাঝারী, কোনটাই সৃষ্টি করেন নাই। অন্য দিকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে বেকরাদর বেকারভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে অর্থ দাবী করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের বেকারদের সমস্যা সমাধানে কতটুকু উদে্যাযোগী হন নাই, এমন কি তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেও কেন্দ্রীয় সরকার নারাজ। ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজ কর্ম করার জন্য এই বৎসর রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ৮৫ কোটি টাকা দাবী করেছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য মাত্র ৫৮ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে বরাদ্দ করেছেন। কাজেই রাজ্য সরকার ইচ্ছা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের যে পরিমণ টাকা বরাদ্ধ করেছেন, তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কোন সমস্যাই সমাধান সম্ভব নয়। এমন কি ছোট মাঝারী ধরনের শিল্প গড়ে তুলে বেকারদের চাকুরীর সাংস্থন করাও রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বছরের পর বছর বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে বেকারদের নিয়ে ত্রিপুরা সরকার একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। তা সত্বেও আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ গরীব অংশের মানুষের বিশেষ করে বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য সুযোগ সষ্টি করেছেন। যেমন আগে যারা বড় বড় কনট্রাক্টার ছিল, যারা মুনাফাখোর ছিল, তাদের হাত থেকে কিছু ছোট বা মাঝারী ধরনের কাজ ছিনিয়ে এনে ঐ গরীব যুবকদের বা বেকারদের দিয়ে করানো হচ্ছে। ফলে গরীব অংশের মানুষও এভাবে উপকৃত হচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও গরীব অংশের মানুষদের কর্মসংস্থানর জন্য নানারকম সুযোগ সৃষ্টি করছে, যেটা দীর্ঘ বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের রাজত্বে আদৌ লক্ষ করা যায় নি। কাজেই আমি আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার বিগত দিনের মতো এই আর্থিক বছরে ভবিষ্যতে গরীব যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ করে সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ তাদের বিভিন্ন কাজ কর্মের মাধ্যমে এসব সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখবেন। অন্য দিকে আমরা লক্ষ্য করছি বামফ্রন্ট সরকারে এসে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যে ভাবে সুদৃঢ় করে তুলেছিল, সেটা বিরোধী পক্ষের লোকেরা সহ্য করতে পারছেন না, বিশেষ করে কংগ্রেস (ই) এর লোকের রাজ্যের এখানে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলেছেন। তারা কোথাও পুল বা ব্রীজ পুড়িয়ে দিচ্ছে, আবার কোথাও স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

এতে করে গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কাজ কর্ম করেছে বিশেষ করে গরীব কৃষকদের উপৎাদিত কৃষি পণ্য যাতে সহজে

শহরাঞ্চলে আসতে পারে, তার জন্য যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে সেটা ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য এক দল লোক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।' যেমন আমার খোয়াই মহকুমার মহড়চড়া গাঁও সভার অধীন একটা নদীর উপর একটা ব্রীজ দেওয়ার দাবী বহু দিনের এবং এই ব্রীজ হলে পর মহকুমার সকল অংশের মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটে ঐ ব্রীজের তৈরী করার সংস্থান রাখা হয়েছে দেখে, আমি এই বাজেটকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই সমস্ত কাজ কর্ম করার মধ্যে আমরা দেখছি যে,- বিশেষ ভাবে বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব কাজকর্ম বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দেখা গেল যে কিছু আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা খোয়াইতে অমরা দেখেছি যে হাসপাতাল থেকে সিনেমা হল পর্যন্ত একটা রাস্তা গত ৫ বছর যাবত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে অধিক অর্থ বরাদ্দ করার দাবি জানাচ্ছে সে ক্ষেত্রে সেটা করা হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র কিছুদিন আগে নিও বংগাই গাঁও থেকে ধর্মনগর আসার পথে ৩৫ হাজার বেগ সিমেন্ট উধাও হয়ে গিয়েছে। কাজেই এইসব চক্রান্ত যদি রোধ না করা যায় তাহলে আমাদের এইসব উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হবে। সেজন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারের এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য ত্রিপুরাবাসিকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করার জন্য আহ্বানে জানিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গত ৮ই জুলাই মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর জন্য এই বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটের মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। বিগত ৫ বছরে যে ভাবে এই হাউসে বাজেট পেশ করেছিলেন সেই ভাবেই এ বছরও ত্রিপুরা বাসীর কাছে বাহাবা পাওয়ার জন্য করহীন ভাবে এই বাজেট পেশ করেছেন। তাতে কোন ঘাটতি দেখান হয়েছে প্রায় ৯ লাখ টাকা। কাজেই এই বাজেট দেখে আমার এটাই মনে হচ্ছে এইভাবে বাজেট পেশ করে এটা ত্রিপুরা বাসীর কাজে সমর্থন পাওয়ার যোগ্য নয়। কারন এই বাজেটের মধ্যে বড় অংকের টাকা দেখা গেলেও এর দ্বারা দলীয় লোকদেরই টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছি এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আয়ের পথ বা কোন সম্পদ সৃষ্টির কোন ইংগিত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে পরিকল্পনা কমিশন ত্রিপুরার জন্য দ্বিতীয় চটকল স্থাপন করার জন্য কোন অনুমোদন দেন নাই। চটকল সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে পরে আমরা দেখতে পাই যে চটকলের উৎপাদন অত্যন্ত কমে গিয়েছে। যেখানে ৪৩ টন করার কথা ছিল সেখানে মাত্র আট টন করা হচ্ছে। সেই জন্য পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় চটকল স্থাপন করতে রাজী হন নাই। আর একটি ক্ষেত্রে উনারা নিজেদের

প্রশংসা করেছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার অত্যন্ত কম। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরার গ্রামে পাহাড়ে স্কুল রয়েছে ঠিকই কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই। আর এখানে এরা বলছেন যে পাহাড়ী এলাকায় উপজাতিদের শিক্ষার জন্য এই সরকারের চেষ্টার শেষ নাই। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি উপজাতি এলাকায় পাশের হার অত্যন্ত কমে যাচ্ছে। পিত্রা স্কুলে সেখান থেকে ৪১ জন পরীক্ষা দিয়েছিব সেখানে পাশ করেছে মাত্র ১ জন। এই রকম আরও অনেক স্কুল আছে যেখানে পাশের হার অত্যন্ত কম। সেই সব স্কুলে শিক্ষক নাই আর এখানে বলা হচ্ছে পাহাড় এলাকায় শিক্ষার আলোকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে।

নোয়াবাদী একটা হাই স্কুল রয়েছে সেখানে মাত্র ৭ জন শিক্ষক এবং এই রকম আরো দেখতে পাই সারা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই ভাবে কত নীচে নামিয়ে এনেছেন। স্কুল আছে তো শিক্ষক নাই এবং শিক্ষক আছে তো ছাত্র নাই। এই তো হল শিক্ষা ব্যবস্থা। অন্য দিকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৭৮ হাজারে এসেছে। প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। এই বেকারদের মধ্যে রয়েছে গ্রেজুয়েট, মাধ্যমিক পাশ ইত্যাদি। অথচ এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের কোন ব্যবস্থা করছে না এই সরকার। আমরা দেখছি বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থার কথা এই বাজেটে উল্লেখ করা হয় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরগুলি নাকি মিতব্যয়িতার নজির সৃষ্টি করছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না এবং ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ এই বাজেটকে সমর্থন করবে না। শুধু এই ৩৯ জন ছাড়া। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিবহন সম্পর্কে বলেছেন যে ছামনু, শিলাছড়ি, কাঞ্চপুর, অমরপুর, গণ্ডাছড়া এবং অন্যান্য যে সব প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায় আগে আগরতলা থেকে সরাসরি কোন গাড়ি যাতায়াত করত না সেইসব অঞ্চলে এই সংস্থা সার্ভিস চালু করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। কারণ ছামনুতে কোন বাসই চলে নি। আমরা বহুবার দাবী করেছি, পূর্ত মন্ত্রীর সংগে দেখা করে বলেছি যে আঠার মূড়া থেকে উদয়পুর, উদয়পুর থেকে জম্পুইজলা বাস চালু করার জন্য কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা হয় নি। স্যার, আমরা লক্ষ করছি যে ১৯৭৮ সালে যখন এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসল তখন থেকে এ রাজ্যে সি. আর. পি. এফ সহ পুলিশ বাহিনী আগের তুলনায় দ্বিগুণ তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ৩৩ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনে আমরা এটা দেখতে পাই নি। এখন এই রাজ্যে যেভাবে বামফ্রন্টের আমলে খুন, গুম ডাকাতি লুঠতরাজ বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা গত ৩০ বৎসরেও আমরা দেখতে পাই নি। তাই বামফ্রন্টের একতরফা বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে কৃষি

প্রধান এলাকা সেখানে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষি ছাড়া এখানে অন্য কোন সংস্থান নাই যেটার দ্বারা লোক বাঁচবে। কৃষি ভিত্তিক শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতেও ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সেই কৃষির উপর আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। সারা ভারতবর্ষে আর্থিক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৮২ সালের আর্থিক সমীক্ষায় ১৯৮১-৮২ সালে উত্‌পাদন মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে ত্রিপুরায় এই উত্‌পাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও এটা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার চাষযোগ্য ভূমির ১/৩ অংশ যেখানে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয় না সেখানে ১৯৮২-৮০ সালে দুই লক্ষ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং আরও ২ লক্ষ ৫৭ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হবে এবং সেখানে উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস করা হবে। সেটা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে জল। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষিতে যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বিগত ৩০ বত্‌সরে ত্রিপুরা সরকারের প্রশাসনে ছিল বলে জানা নেই। সেচ বিভাগ বলে কোন আলাদা বিভাগ রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে এসে সেচ বিভাগ তৈরী করেছে এবং তার মধ্যে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে একটার পর একটা স্কীম করে যাচ্ছে। এইবারও বাজেটে নূতন নূতন স্কীম করা হয়েছে। ৩টা মাঝারী ধরনের সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মহারাণী ব্যারেজ, চাকমা ঘাট ব্যারেজ এবং মনু ব্যারেজ। মহারাণী ব্যারেজের জন্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা চাকমা ঘাট (খোয়াই) ব্যারেজের জন্য ধরা ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং মনু ব্যারেজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা। তাহলে এই তিনটি ব্যারেজের জন্য ৩ কোটি ৩০ হাজার টাকা এই বাজেট পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। বাজেট বাজেটকে দেখতে হবে। বাজেট না দেখে কিছু বুঝা যাবে না। এখানে একটু জিনিষের কথা [illegible] বলেছেন। সেটা হচ্ছে, বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটাও আমি বলব, বাঁধ তৈরী করে ফসলের মাঠকে রক্ষা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এইসব বাঁধগুলি হয়ে গেলে জমির ফসল আর বন্যায় নষ্ট হবে না। এই সব পরিকল্পনা বাজেটের মধ্যে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা দেখেন নি। একটু দয়া করে দেখে নিলে ভাল হবে। এই সব বাঁধের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই কিছু করা হয় নি তা বলা ঠিক নয়। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ওরা তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনেক কিছুই বলতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মহারাণী ব্যারেজ তৈরী করতে গেলে সিমেন্ট এবং রডের দরকার। একটু আগে মাননীয় বিধায়ক বলেছেন নিও বঙ্গাইগাও থেকে আমাদের সিমেন্ট হারিয়ে গেছে। এই জিনিষগুলি বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তারপরে আছে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪২,৫০০ হেক্টর জমিতে জল সেচের লক্ষ্য মাত্রা ছিল। তিনটি সেচ প্রকল্প যদি সুষ্ঠভাবে রূপায়িত করা যায়, তাহলে ১৩,২০০ হেক্টর জমি নূতন করে জল সেচের আওতায় আনা যাবে। এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডিপ-টিউবওয়েল, লিফট ইরিগেশন, সেলো টিউবওয়েল, ডাইভারশন স্কীম করে সেচের আওতা বাড়ানো হয়েছে। এই ভাবে দেখা যায়, একটার পর একটা প্রকল্প

আমরা যদি সুষ্ট ভাবে করে নিতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরার ভবিষৎ লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করে যেতে পারব। ১৯৮৩-৮৪ সালে আমাদের লক্ষ্য মাত্রা ৪,৬৩,০০০ টন। আমার মনে হয়, সব কাজ সুষ্ট ভাবে যদি আমরা করতে পারি, তাহলে লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করতে পারব। যে ডিফেকট আমাদের আছে সেগুলি হাউসের কাছে বলা দরকার। আমরা যেসব লিফট ইরিগেশন, সেলো-টিউবওয়েল কিংবা ডাইভারশন স্কীম করেছি এইগুলির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যদি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী না হয়, তাহলে এই স্কীমগুলি সুষ্ঠ ভাবে রূপায়ন করা যাবে না। আমার মনে হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী চিন্তা করবেন দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত স্কীম হয়েছে বিদ্যুতের অভাবে সে গুলি সচল করা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, গজারিয়াতে প্রচুর পরিমানে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে সেই গজারিয়ায় থারমাল পাওয়ার স্টেশন যদি করা যায় তাহলে এং সেচের কাজকে আরো শক্তিশালী করে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের সমাস্যার সমাধানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দুই মিনিট সময় দিন। আমরা সীডস্ মাল্‌টিফিকেশান্‌, ফার্ম করেছি। কিন্তু সময় মত বীজ দিতে পারছি না। বাইরে থেকে আমাদের বীজ আনতে হচ্ছে। এর ফলে জুলাই মাসের শেষে জুন মাসের বীজ আমরা দিচ্ছি। এইসব বীজ জুমিয়া ভাই কিংবা কৃষক ভাইদের দিতে গেলে নূতন করে জুম কাটাতে হবে। যা অসম্ভব। এটা আমাদের দুর্বলতা আমাদের দূর করতে হবে। কৃষি ফার্মে বীজ তৈরী করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উন্নত মানের বীজ উৎপন্ন হতে পারে। টিলা জমি গুলিতে ডাল শস্য কিংবা চিনা বাদাম জাতীয় শস্য উৎপাদন করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে না হলেও যাবে না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আগামী দিনে ত্রিপুরা এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে এই বিশ্বাস রেখে বাজেটকে সর্বান্তকরনে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ভানুলাল সাহা

শ্রী ভানুলাল সাহা :—অনারে'বল চেয়ারম্যান, স্যার, গত ৮ই জুলাই, ১৯৮৩ইং মুখমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মুখ্যমন্ত্রী ওনার বাজেট ভাষণে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে আইন-শৃঙ্খলাকে আধুনিকিকরন এবং রাজ্যে একটি অতিরিক্ত ব্যাটিলিয়ন করার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। এং অতিরিক্ত ব্যাটিলিয়ান করার উদেশ্যে বলা হয়েছে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে স্বশস্ত্র উগ্রপন্থীরা আক্রমন করার যে চেষ্টা করেছে তাকে মোকাবিলা করার জন্য এই ব্যাটেলিয়নের প্রয়োজন হবে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নূতন ব্যাটেলিয়ান খোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। আমরা দেখছি পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, যেখানে বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে বর্ডার রয়েছে, সেখানে বি. এস. এফ. প্রতি দেড কি. মি. অন্তর একটা করে আউট পোস্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রায় সবটাই বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে

সীমানা প্রায় ৯০০ কি, মি. বর্ডার। কিন্তু আমাদের এখানে আউট পোস্টে আছে ৮।৯ কি, মি, অন্তর। এই সীমানা অঞ্চল পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নয় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার তার বি, এস, এফ, বাহিনী দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সীমান্ত অঞ্চল প্রহরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত বি, এস, এফ, দিচ্ছেন না। ফলতঃ এই সীমান্ত অঞ্চল গুলিতে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপক ভাবে যা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করেছে এবং একে মোকাবিলা করতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করার ফলে আরও এক ব্যাটেলিয়ন বি, এস, এফ, এখানে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তৃতীয় ব্যাটেলিযন খোলার অনুমতি যদি কেন্দ্রীয় সরকার না দেন তাহলে আরও এক ব্যাটেলিয়ন সি, আর, পি, এখানে মোতায়নের জন্য চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তা আদৌ দেওয়া হবে কিনা তার কোন আভাষ কেন্দ্রীয় সরকার দেন নি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাজ্য সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব গুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। স্যার, রাজ্য সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিজো বর্ডারের প্রায় ১০০ কি, মি. এরিয়াকে উপদ্রুত বলে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতের যে কোন অঞ্চলে অবস্থান মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এই উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সেনা বাহিনীর একটা পলটন দেওয়া হয়, তারা ঐ অঞ্চলের উপজাতি লোকদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টা করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে অযথা হয়রানী করেছে। ফলে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই আমি দাবী করছি এই "উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা" প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। স্যার আমি দেখছি রাজ্য পুলিশের প্রশাসনিক দুর্বলতাতে ইন্টেলিজেন্স গ্যাপ আছে। সেই ইন্টেলিজেন্স গ্যাপের জন্য যারা ক্রাইম করছে, সেই ক্রিমিনালদের ধরা যাচ্ছে না বা তাদের সিষ্ট আপ করা যাচ্ছে না। নিয়মিত তাদের উপর নজরদারি রাখা যাচ্ছে না। আবার পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সাহায্যকারী শক্তি আছে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। গণ্ডাছড়ায় বীরেন্দ্র ভৌমিক ও পুষ্পরাম রিয়াংকে উগ্রপন্থীরা যেখান থেকে অপহরণ করে সেখান থেকে সি আর. পি. ক্যাম্প মাত্র ২ মিনিটের পথ। তাদেরকে এই ব্যাপারে খবর দেওয়া হলেও তারা কোন এ্যাকশান নেন নি। স্যার, উগ্রপন্থীরা মনু থানা লুঠ করেছে সি. আর. পির প্রায় নাকের ডগার উপর দিয়ে। সেখানেও সি. আর. পির ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। গঙ্গা নগরে বাজারের মধ্যে সি. আর. পি ক্যাম্প। সেখানে যে ডাকাতি হয় তাতেও সি. আর. পির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। সুতরাং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সি. আর. পিকে আরও বলিষ্ট ভূমিকা নিতে হবে। স্যার, পুলিশ যে সমস্ত সমাজদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে কোর্ট তাদেরকে জামিনে ছেড়ে দেয়। কোন কোন কোর্ট খুনীদেরকে ডি. আই. পির মর্যাদাও দেয়। ফলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধ রয়েছে, তা ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আমরা দেখেছি রাজ্য পুলিশদের ট্রেনিং-এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। তাদের ট্রেনিং-এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। স্যার, রাজ্য সরকার পুলিশদের জন্য হাউসিং এর টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু এই বরাদ্দকৃত টাকা পূর্ত্ত দপ্তরের মাধ্যমে যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে না, তাদের জন্য বাড়ী-ঘর তৈরীতে দপ্তর পিছিয়ে আছে। তারপর

পোষাক পরিচ্ছদে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে, সেটাও তারা সময়মত পাচ্ছেন না। এতৎসত্বেও আইন শৃঙ্খলা রাক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সত্যিই প্রসংশার যোগ্য। স্যার, একমাত্র ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গেই পুলিশকে গণতান্ত্রিক অধিকার, সংগঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। আমি আশা করব সরকার পুলিশ কর্মচারীদের দাবীগুলি সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করবেন। বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি পুলিশকে উস্কানি দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পুলিশ বাহিনীতে যে জাতি–উপজাতির লোক আছেন, তার সেই উস্কানিতে সাড়া না দিয়ে বরং ঐক্য বদ্ধভাবে তাদের দমন করার জন্য নিষ্ঠার সহিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে একদিকে আমরা পুলিশের দায়িত্ববোধই লক্ষ্য করছি অপরদিকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ক্রমশই ধ্বংস প্রাপ্তমান। স্যার, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটকে সমালোচনা করছেন। পুলিশী খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করার দরুণ বাজেটকে ব্যাঙ্গ করে বিপ্লবী বাজেট বলে অভিহিত করেছেন। পুলিশদের টেনিং এর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে পুলিশ মেশিনারীর মডার্নাইজেশানের। সুতরাং এবং প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই পুলিশী খাতে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যাস্ত, তাদের মধ্যে যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে তো আইন শৃঙ্খলা সঠিকভাবে রক্ষিত হতে পারে না। তাই তাদের দাবি-দাওয়াগুলি সমাধা করা দরকার। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়া সদস্য শ্রীমতী গীতা চৌধুরী মহোদয়াকে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনার মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি কারচুপি বাজেট বলে অভিহিত করছি। কারণ, আমরা দেখছি বাজেট সব রাজ্যেই মার্চ মাসে করা হয়, আমাদের রাজ্যে এই সি, পি, আই (এম) সরকার পেশ করছেন জুলাই মাসে। তাছাড়া উনাদের ক্যেডার পোষার যে নীতি তা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পরিবেশিত বাজেটে স্পষ্ট। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী, জাতি-উপজাতির উন্নতি তথা সমাজ কল্যাণের জন্য যে টাকা ধরা উচিৎ ছিল তা এই বাজেটে অনুপস্থিত। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল নির্বিশেষে অনশনে দিন যাপন করছে।
মাননীয় অনেক সদস্যই বলেছেন ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনে কি করেছিল। ৩০ বছরে কংগ্রেস শাসনের কয়টা লোক অনাহারে মরেছিল। কিছুদিন পেপার খুলেই দেখি ত্রিপুরার পাহাড়ে ট্রাইবেল মা-বোনেরা না খেতে পেরে অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। কিছুদিন আগে পেপারে দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে রেশনের মজুত ভাণ্ডার নেই কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন চাউলের অভাব নেই, তাতেই বুঝা যায় কারচুপিতে এই রাজ্য চলছে। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে সি, পি, এম সরকার কারচুপি করেই জিতেছেন কারন ১৮ বছরের ছেলেরাও এবার ভোট দিয়েছে তার কারণ হলো যারা চাকুরী করে তাদের ভোটে এই সরকার জিততে পারবেনা এই ভয়ে। ওরা এখন গণতন্ত্রের কথা বলছে? চীনের সঙ্গে আতাত করে দেশে চীন সাম্রাজ্য গড়ে তুলার চেষ্টা করেছিলো। কিছুদিন আগে ত্রিপুরা

রাজ্যের দেওয়ালে দেওয়ালে মাওসেতুং এর পোষ্টার পড়েছিলো। এতই যদি গণতন্ত্রপ্রিয় হয়ে থাকেন তাহলে মাও সেতু-এর মৃত্যুর পর কেন উনার স্ত্রী মৃত্যুর জন্য দিন গুনছেন, উনি বন্দী জীবন-যাপন করছেন কেন ? তাই আজকে আমি বলবো এখানে যে গনতন্ত্র চলছে সেটা কারচুপি গণতন্ত্র। শিক্ষা খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়। শিক্ষা এখন একটা ব্যাঙ্গমাত্র কারন শহরে শিক্ষকের অভাব নেই কিন্তু মফস্বলে গেলে দেখা যায় টিচার নেই। তেলিয়ামুড়ার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে দু বছর ধরে হেড মাষ্টার নেই, এ্যাসিটেন্ট হেড মাষ্টার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন দেখলাম কেডার পোষা নীতি। আমি ভর্ত্তির ব্যাপারে গিয়েছিলাম মাষ্টার মহাশয়কে কেডারের মুখের দিকে চেয়ে আছে অর্থাৎ উনি যদি বলেন তাহলেই স্কুলে ভর্ত্তি করানো হবে। কেডারভুক্ত লোক হলেই শহরে থাকতে পারবে আর তা নাহলে মফস্বলে সারা জীবন থাকতে হবে। এ ভাবেই উনারা কেডার পোষা নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি খাতে যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি কেডার বেসিসে করা হয়েছে। ৩০ বছর আগে বৃটিশ আমলে মন্ত্রীদের বেশীর ভাগই ছিল বৃটিশের দালাল তাঁরা আজকে ভূতের মুখে রাম নাম জপ করছে।

শ্রী সমর চৌধুরী —পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখন যারা মন্ত্রী আছেন তাঁরা কি সবাই বৃটিশের দালাল ছিলেন। তাতে হাউসকে অবমাননা করা হয়েছে তাই এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী—আমি ৭৭ সালের আগের কথা বলেছি। বৃটিশ আমলে যে ত্রিপুরা রাজ্য ছিল তখন আমি বলবো, ত্রিপুরাতে আসাম আগরতলা রোড ছিল না, কংগ্রেস আমলে সেই রাস্তা করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যত বড় বড় রাস্তা নির্মান হয়েছে সেটা কংগ্রেস আমলে হয়েছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃতের কেউ যদি চাকুরীর জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যান তাহলে তিনি বলেন "মরা ভাষা"। যদি মরা ভাষা হয় তাহলে সংস্কৃত কলেজ তুলে দিন। বিজয় কুমার স্কুলে একজনও সংস্কৃত শিক্ষক নেই, বানী বিদ্যাপীঠ স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। যে সমস্ত শিক্ষিত সংস্কৃত বেকার আছেন তাঁরা যদি কেডারভুক্ত লোক হয় তাহলে চাকুরী হবে কিন্তু কংগ্রেসের লোক হলে চাকুরী হবে না। আমরা দেখছি যে সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছেন তারা ১১ টার সময়ে অফিসে আসেন। ১০ টার সময় গেলে তাদের পাওয়া যাবে না অবশ্য তাদের অফিসে না গেলেও কিছু হয় না কারন কেডারভুক্ত লোক দলকে শক্তিশালী করাই তাদের প্রধান কাজ। ৭ দিনে এক দিন অফিসে গিয়ে সই করলেও তাদের হয়। যিনি কেডারভুক্ত নন, যারা দলবাজী করতে পারে না তাদের মফস্বলে বদলী করা হয়। এই রকম জানা কয়েকটা কেস আমার আছে। ভোটের বিভিন্ন সেণ্টারে দেখেছি কেডারভুক্ত সরকারী কর্মচারীরা সেখানে কাজ করছে নিজেদের দলের পক্ষ হয়ে। বিধান সভার নির্বাচনের সময়ও এই রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তারপর আসছে মৎস্যচাষ। মৎস্যচাষের কথা আমরা জানি মৎস্য চাষের জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন এবং সি. পি. এমের কেডারভুক্ত লোককেই লোন দেওয়া হয়েছে। বক্সনগরে চন্দ্রকানাই দেববর্মার লোকের মধ্যে সি, পি এমের গাঁও প্রধান তাঁর বাড়ীর নালা কেটে সেই নোংরা পরিত্যক্ত জল লেকের

মধ্যে নির্গত করছেন। সি. পি. এমের কেডার হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, কংগ্রেস হলে এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারতো না।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—রেসপেকটেড চেয়ারম্যান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট বিধান সভায় পেশ করেছেন এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহন করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে এই বিধান সভায় বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করতে পারছি না।

কারন আমরা দেখেছি এখানে কোন অর্থের প্রবলেম নেই। প্রবলেম দেখা গেছে ইমপ্লিমেনটেশানের জন্য। আমরা দেখেছি বিগত পাঁচ বছরের জন্য যে প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল তার কোন ইমপ্লিমেনটেশান হয়নি। ত্রিপুরার রাজ্যের আনাচে কানাচে, দুর্গম অঞ্চলে, অনুন্নত জায়গাগুলিতে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি কিছুই নাই। বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে উপজাতি সমস্যা আছে আজকে বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, বড় বড় প্রেস নোটে, বড় বড় জনসভায় বড় বড় মন্ত্রীরা বা বড় বড় ক্যাডাররা যে বক্তব্য রাখেন যে এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন, বিশেষ করে ট্রাইবেল এরিয়াগুলিতে কতটুকু উন্নতি করা হয়েছে। কাজেই এই যে বাজেট বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। কারন বিশেষভাবে আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার মধ্যে বিপ্লব, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে এসে বিশেষভাবে শিক্ষা দপ্তরকে লুপ্ত করেছে। কিভাবে শিক্ষা দপ্তরে রাজনীতি ঢুকিয়ে ডাইরেক্ট রাজনীতির উস্কানী দিয়ে সারা রাজ্যে সব স্কুল কলেজগুলিতে দলাদলির সৃষ্টি করেছে। আজকে শিক্ষা দপ্তরে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এখন কেবল দলাদলি চলছে। আজকে শিক্ষা দপ্তরকে রাজনীতির আখড়া বানানো হয়েছে। যার জন্য শিক্ষকের সিকিউরিটির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক সময় এস, পি, ডি, এস, পি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে পারেননা। কারন স্কুল অনেক। পুলিশ সেই পরিমানে নেই কাজেই আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষা দপ্তরগুলিতে ডাইরেক্টভাবে রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে লুপ্ত করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় সারা রাজ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষকরা শুধু বেতন নিচ্ছে কিন্তু স্কুলে যাচ্ছেনা। আমরা যদি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করি, কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। এইভাবে সারা রাজ্যে শিক্ষা দপ্তরের বরাদ্দকৃত টাকা নয়ছয় হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয়ে ফারনিচার বলতে কিছু নাই, যে বিদ্যালয়গুলিতে আছে সেগুলিতেও যথেষ্ট নয়। অনেক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা স্পোর্টস অ্যাণ্ড গেইম্সে ইনটারেস্টেড থাকে। কিন্তু সেইসব স্কুলে স্পোর্টস অ্যাণ্ড গেইম্সের জিনিস দেওয়া হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরার ডিস্ট্রিক্ট ডেপুটি ডাইরেক্টার, আই, এস তাদের সাথে আলোচনা করে দেখেছি। তারা

দিতে পারেননা। আমি তাদের সাথে আলোচনা করেছি, তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, কেন পারেননা? তারা বলেন আমরা টাকা পাইনা। এইভাবে টাকাগুলি নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তারা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করে যে তারা টাকা পয়সা ঠিকমত দেয়না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যথারীতি যেভাবে মন্ত্রী মশাইরা যেভাবে বাজেট পেশ করেন তার কম বেশী

দিতে থাকে। কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশান করার ক্ষেত্রে প্রতিটি সমন্বয় পন্থী ক্যাডাররা এইসব বরাদ্দকৃত টাকা লুট করে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আর একটি বড় দপ্তর হচ্ছে বন দপ্তর। এই বন্ন দপ্তরের মধ্যে এক একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে বেআইনীভাবে লুটতরাজ করছে। বিগত পাঁচ বৎসরে দেখেছি মন্থ, ছৈলেংটাতে এক একজন বন দপ্তরের জনপ্রতিনিধি বেআইনীভাবে ব্যবসা করছে। এই রাজ্যে বন দপ্তর একটি প্রফিটের রাস্তা। কাজেই যেভাবে পার্টি'র ক্যাডাররা বন দপ্তরকে দিয়ে ব্যবসা বানিজ্য চালাচ্ছে তাতে ত্রিপুরার কোন উন্নতি সাধনই হতে পারেনা। কাজেই আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির ক্ষেত্রে এই রাজ্যে বিভিন্ন গাঁওসভায়, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে, বিভিন্ন ব্লকে থেকে যেভাবে ক্যাডাররা লুটতরাজ চালাচ্ছে তাতে ত্রিপুরার কোন উন্নতি সাধন হতে পারেনা। ছাওমনু, কমলপুর, কুমারঘাট প্রভৃতি ব্লকের ক্ষেত্রে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে নাম করে যেভাবে বরাদ্দকৃত টাকা হিসাব করলে দেখা যাবে বিরাট বিরাট অংক, সেই টাকাগুলি আসল জায়গায় খরচ হয়না। ট্রাইবেলদের কোন ফেসিলিটির সুযোগ নাই। বিগত ৫ বৎসরে আমরা দেখেছি ইনটেরিয়র ট্রাইবেল প্লেইসগুলির অধিকাংশ মানুষ এখনও অভাব অনটনে আছে। তাদের কোন উন্নতি হয়নি। কাজেই এই যে বাজেট এই বাজেট জনসাধারনের উপকারার্থে ব্যয় করা হচ্ছেনা। কাজেই আমি মনে করি সারা রাজ্যের জন্য এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বরাদ্দকৃত টাকা প্রতিটি ব্লকের নামেই হোক, এ, ডি, সি থেকেই হোক, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামেই হোক আমি দেখেছি এই টাকা নিয়ে কোন কাজ হচ্ছেনা। একবার ছাওমনু ব্লক থেকে ১২কু ন্টাল বীজ ধান দেওয়া হয়েছিল মরা ছড়া গাওসভায়। এই ধান বস্তার ভিতরে অংকুরিত অবস্থায় ছিল। এইভাবে বুঝে দেখুন ট্রাইবেলদের কি ফেসিলিটি দেওয়া হয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় ক্রমান্বয়ে বিশেষ করে ট্রাইবেল এরিয়াগুলিতে গরীবের সংখ্যা বাড়ছে। কারন আজকে আমি এই হাউসে বলতে চাই। এই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির মাধ্যমে তাদের উন্নতি হবেনা বা তারা ধনশালী হবেনা। ট্রাইবেলদের জন্যই হোক, আর নন্ ট্রাইবেলদের জন্যই হোক, শিক্ষায় হোক আর দীক্ষায় হোক যে বরাদ্দকৃত টাকা বাজেটে ধরা হয় তা সব দিক দিয়ে শূন্যের আসনে পৌঁছে যায়। কাজেই এই বাজেট শূন্যের উদ্দেশ্যে পশ করা হয়েছে কোন ইমপ্লিমেন্টেশানের করার জন্য নয়।

কাজেই আজকে বাজেট পেশ করা হয়েছে, আমি বলব যে আজকের শুন্যের উপর এই বাজেট করা হয়েছে। কোন সাপ্লিমেন্টেশান হবে না। কাজেই এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারবনা। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে কাজ হচ্ছে সেটা আমরা দেখেছি। তাই আমরা এই বাজেটে বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (চেয়ারম্যান) :—মাননীয় সদস্য বিধু ভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই তারিখে অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি দুই একটা কথা রাখছি। এই বাজেটে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই বাজেট জনগণের কাছে যতটুকু কাজ

করবে। সেই অনুসারে আমি পঞ্চায়েত সম্পর্কে দুই একটা কথা বলতে চাই সরকার প্রত্যেকটি কাজ গনতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে নতুন করে পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পঞ্চায়েত রাজ। তার মধ্য দিয়ে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান। সেটা গনতন্ত্রের প্রতিফলন এবং গনতন্ত্রের সম্প্রসারণ। আজকে যে অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি চলছে। মুদ্রাসফীতি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। তাই প্রত্যেক গনতন্ত্র প্রিয় মানুষ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে, গাঁও সভার মাধ্যমে এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। আজকে সেটা দেখে শ্রীমতী গান্ধীর দলের লোকেরা অবাক হয়ে যাচ্ছেন এবং তারা এটাকে ভয় পাচ্ছেন। অর্থ আত্মসাৎ তারাই করেছে। দুর্নীতির দায়ে ভারতবর্ষের বহু মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামের মানুষ এখন কাজ পায়, সে জন্য এখন আর তাদের মহাজনদের কাছে যেতে হয় না। এজন্য তারা আতঙ্কগ্রস্ত। এই বর্ষাকালে এখন আর তাদের কাঁঠাল খেতে হয় না। জঙ্গলের আলু আর তাদের খেতে হয় না। কাজেই একটা মহাসমস্যার মধ্যে তাডা পড়ে গেছে। গনতন্ত্র তারা রক্ষা করে ফেলেছে। আগরতলাতেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে, মানুষ কার পক্ষে আছে। আর কার পক্ষে নেই। কাজেই নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ওরা কোন সময়ে জাতির নামে, কোন সময়ে ধর্মের নামে বিদেশ থেকে অর্থ এনে তারা দল করে। তারা দেখছে যে এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিতে পারছে। গত নির্বাচনে দেখা গেল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই রকম দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করলেন। যারা বলেন আমরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হতে দেব না, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বাঙালী এটার বিরোধিতা করল, কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন হ্যাঁ, আমরা ষষ্ঠ তপশীল দেব। নির্বাচন হলো, কিন্তু ষষ্ঠ তপশীল হলো না। এখন দুই দলের মধ্যে ভাগা ভাগী। এক দল ওয়াক আউট করলে অন্য দল বসে থাকে। যখন আমরা ষষ্ঠ তপশীলের জন্য প্রস্তাব বিধান সভায় আনলাম তখন এক দল বললে আমরা সমর্থন করি অন্য দল চুপ করে বসে রইল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এইরকম ধাপ্পা থাকে না। সেই গত নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে ছোট্ট ত্রিপুরা, মাত্র সাড়ে এগার লক্ষ ভোটার যেখানে, সেখানে ডজন ডজন মন্ত্রী এসেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন, অর্থমন্ত্রী, রেল মন্ত্রী তাঁরা এসেছিলেন। কানে কানে তাঁরা কত কিছু বলে গেলেন। কিন্তু এর পর তারা আর ফিরে এলেন না। সেজন্য আমরা বলছি সেই গ্রামপঞ্চায়েতগুলিকে বাস্তবায়িত করা দরকার। তার মধ্যে থাকতে পারে অনেক ত্রুটি। আমরা দেখেছি জরুরী অবস্থার সময়ে কংগ্রেস কর্মী এবং প্রধানেরা মারামারি করলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বসে আছেন দিল্লীতে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কি করলেন। তিনি এই বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট দেখে আরও ভয় পেয়ে যাবেন। এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে তারাই দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছেন যারা সেই বিদ্যায় বিশারদ। অতএব আমি ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এই বাজেটের দ্বারা. এই আশা নিয়ে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা।

শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে গত ৮ই জুলাই বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি এবং তিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যের

অনাহার অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে সংশ্রব রেখে তাদের কল্যাণের জন্য এই বাজেট তৈরী করেছেন তার জন্য তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোহন সিন্‌হা:—কারণ এই বাজেট এর ১১ পৃষ্ঠায় ১২ নং প্যারাগ্রাফে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত জমির বণ্টন, ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম, সেটা হল এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন এক দিন ছিল যখন এখানে জমির অভাব ছিল, খাদ্যের অভাব ছিল, সেদিন মানুষ কাঁঠালের বীচি খেত, কাঁঠাল দাদন দেওয়া হত, কাঁঠাল দাদন দিয়ে মানুষ খেত, বাচ্চা বিক্রি করা হত। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই রাজ্যে সেই কাঁঠালের দাম কমে গিয়েছে, আর অন্য দিকে ভোট কংগ্রেসের দাম কমে গিয়েছে। তাই তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে বুঝতে পারছে যে বামফ্রন্ট সরকার কি জিনিষ। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে বামফ্রন্ট ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি নাই, তাতে কংগ্রেসীরা যতই চিৎকার করুক না কেন কোন ফল হবে না, কারণ কাঁঠালের বীচি নাই, কংগ্রেসীর ভোট নাই। এবারের পৌরসভার নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের বর্জন করেছে ১৩টি ওয়ার্ডের একটিতেও তাদের স্থান হয়নি। তাই বলছি এই ভূমি সংস্কার আইন যেটা বামফ্রন্ট এনে করেছে, তার সাহায্যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের অনেক উপকার হয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে তো এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসীরা শাসন করে এসেছে, সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কি কিছু জুটেছে? না তা জুটে নি, কারণ শাসনের পরিবর্তে শোষণ করে গিয়েছে। আর লোককে বলেছে যে তোমরা কংগ্রেসী কর, তোমাদের এই হবে, সেই হবে, সবই হবে, আসলে কিছুই হয় নি। আজকে তারাই আবার বলছেন ইলেকট্রিকের বাতি হচ্ছে না কেন? আরে ৩০ বছর-এর কংগ্রেস শাসনে ইলেকট্রিকের বাতি কি, তাত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ স্বপ্নে ভাবতে পারে নি। আজকে সেই ইলেকট্রিক দিয়ে মাটির নীচের জল উপরে তোলে নিয়ে আসা হচ্ছে, আর সেই জল দিয়ে হাজার হাজার কৃষকের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাতে কৃষকের জমিতে কত ফসল উৎপাদন হচ্ছে, তার হিসাব কি কংগ্রেসীরা রাখে? তা রাখে না, তারা ইলেকট্রিক দিয়ে মানুষের যে কত ভাবে উপকার করা যায়, সেই জ্ঞান তো তারা মানুষকে দেয় নি। তারা বরং এতদিন ধরে মানুষকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল। কারণ মানুষের জ্ঞান হলে যে তারা তাদের বর্জন করবে, এই ভয় তাদের ছিল। কিন্তু এখন তো আর ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ অন্ধকারে রাখা যাবে না, বামফ্রন্টের আমলে তারা সেই শিক্ষা পেয়েছে। তাই তো সাধারণ মানুষ আজকে বলছে ইলেকট্রিকের এ্যাক্‌সটেনশান দাও, গ্রামে গঞ্জে ইলেকট্রিকের বাতি ছড়িয়ে দাও। কাজেই বামফ্রন্টের আমলে এই যে উন্নতি মূলক কাজগুলি হচ্ছে, তা দেখে শুনে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলিয়ে দিয়েছে। সে জন্য আমরা তো বলি জনগন হচ্ছে সংগ্রামের হাতিয়ার, কাজেই জনগনকে সাথে রেখে বামফ্রন্ট চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বাধাও দেয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী মানুষ ঐ কেন্দ্রের থেকে তার পাওনা আদায় করে আনবেই আনবে। তাই এই ভূমি সংস্কার আইনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ তথা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ, আগে যেখানে তাদের সঙ্গে জমির সম্পর্ক ছিল না,

তাদের জমি নানা ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে করা হয়েছে নিস্বঃ আজকে বামফ্রন্টের আমলে সেই জমি ফিরে পেয়েছে। স্যার, আমি একটা ছোট গল্প শুনেছিলাম, সেটা হচ্ছে ডার্লিং নামে একজন লোক যার বয়স ১২০ বছর হয়েছিল, সে মারা গিয়েছে। সে সমশর নগর চা বাগানে কাজ করত, সেখানে তার হাতে যে জমি জমা ছিল, তা তার হাত থেকে চলে গিয়েছে। তারপর সে সেখান থেকে কৈলাসহর চলে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এভাবে তাদের বাঁচবার কোন পথ ছিল না, ট্রাইবেল ভাইদের এভাবে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, ঐ কংগ্রেসী বন্ধুরা তাদের কাঁঠাল দাদন দিয়ে দুই মণ পাট নিয়ে গেছে। এই ছিল ঐ ট্রাইবেল ভাইদের দুরাবস্থা। তাই বলছিলাম যে তারা জীবিত থাকতে স্বর্গে না গেলেও মরে স্বর্গে যাবে। আজকে আর সেই অবস্থা নেই, ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্যে নূতন ভাবে কৃষকেরা যাতে তাদের জমিতে বেশী বেশী উত্পাদন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভি, এল, ডবলিউ সেণ্টার বাড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় বীজ দিয়ে, সার দিয়ে সেই কৃষকদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন যখন বিরোধী পক্ষে ছিলাম, তখন আমরা কি চেয়েছিলাম? আমরা তো মাত্র দেড় টাকা মজুরী চেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরিনামে আমরা কি পেয়েছিলাম? আমাদের তো শ্লোগান ছিল দেড় টাকা মজুরী দাও টেষ্ট রিলিফের কাজ দাও, তাও আমাদের ভাগ্যে জুটে নি। পরিবর্ত্তে জুটেছে লাঠি পিটা। কিন্তু আজকে সেই জায়গায় মজুরী কত হয়েছে? গরীব কৃষকেরা, জুমিয়া ভাইরা কত মজুরী পাচ্ছে। এই সম্পর্কে হয়তো কংগ্রেসী সরকার বা ইন্দিরা গান্ধির দৃষ্টি ভঙ্গি অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে আগে মানুষদের খেয়ে পড়ে বাঁচতে দেওয়া। মানুষই যদি না বাঁচলো, তবে কাদের দিয়ে রাজত্ব এই দৃষ্টি ভঙ্গি ইন্দিরা গান্ধি বা কংগ্রেসীদের নাই। কাজেই রাজ্যের মানুষগুলিকে বাঁচাতে হলে বা তাদের জন্য উন্নয়নের কাজ করতে হলে টাকার দরকার। সেই টাকা কোথা থেকে আসবে? রাজ্যের তো এমন আয় নেই যে তাদিয়ে এসব উন্নয়নমুলক কাজ করা যেতে পারে। আমরা তো বিগত ৩০ বছর ধরে দেখে এসেছে যে বন্যায় অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, সেই বন্যাকে নিয়ন্ত্রন করার কোন সরকারী ব্যবস্থা ছিল না। আমার উত্তর ত্রিপুরায় যে সব হাওড় আছে, তাতে যে পরিমাণ জমি আছে, তার ফসল দিয়ে কম করে হলেও ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের এক বছরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। সেখানে বাঁধ নির্মানের প্রয়োজন, বাঁধ তৈরী হচ্ছেও। কিন্তু এসব কাজগুলি যদি আগে থেকে করা হতো তাহলে তো ঐ কেন্দ্রের কাছে আমাদের খাদ্যের জন্য হাত পেতে থাকতে হয় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যেই খাদ্যের উৎপাদন উদবৃত্ত হত, ত্রিপুরার মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারত। কাজেই এসব করতে হলে টাকার প্রয়োজন। বেগুন ভাজা খাবেন, অথচ তেল লাগবে না, এটা হতে পারে না। রেল লাইন চাই তো শিল্প হবে না, শিল্প হবে তো রেল লাইন হবে না, এটা হতে পারে না। সবই চাই, কারণ সবই যে প্রয়োজন। তারা আবার বলেছেন বেকারদের বয়স ৩৫ বছর হয়ে যাচ্ছে, তাদের চাকুরী হবে কেমন করে? আমি তাই ঐ কংগ্রেসী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে আপনারা তো ৩০ বছর ধরে ছিলেন তখন বেকারদের চাকুরী দেওয়া কি ব্যবস্থা করেছেন? তার তো কিছু করেন নি। কিন্তু আমরা করেছি, আমরা সরকারে এসে বয়সসীমা ৩৫ বছর করে দিয়েছি এবং তাদের যাতে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি।

আমি তাই এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ যে বিরোধীতা করেছেন তাদের সেই সব বিরোধীতা পুনর্বিবেচনা করে বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৩-৮৪ সালের যে বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করিয়া আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। এই বাজেটে ৮ কোটি ৯৯ লাখ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে এবং সেই ঘাটতি কমানোর জন্য রাজ্যে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। সে জন্য আমি খুবই আনন্দিত। কারণ ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের উপর করের বোঝা না চাপিয়ে এই ভাবে রাজ্যের সম্পদ বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেওয়ায় আমি এটাকে সমর্থন করছি। তবু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ এই ঘাটতিকে সমালোচনা করেছেন — অবশ্য উনারা সেই দিকে তাকিয়ে দেখবেন না। কারণ ঘাটতি বাজেট-এর রকম শত শত কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পেশ করা হচ্ছে সেই জায়গায় ৮ কোটি টাকার ঘাটটি বাজেট এটা কিছুই নয়। এটা মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বুঝা উচিত ছিল। যাই হউক এখানে মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। আমি তার মধ্যে একটি দপ্তরের সম্পর্কে আলোচনা করছি। সেটি হচ্ছে গ্রামীন উন্নয়ন-সেখানে জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১১,২৬ লক্ষ শ্রম দিবস এবং রাজ্য গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ৫০.৩৯ লক্ষ শ্রম দিবস করা হয়েছে। আর ১৯৮৩-৮৪ সালে রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৫৫ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হবে বহে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া গৃহ নির্মাণ ১৯৮২-৮৩ সালে ৫.০৬৫ টি গৃহ নির্মান করা হয়েছে। আর ১৯৮৩-৮৪ সালে ৪.০০০টি গৃহহীন পরিবারকে সাহায্য করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া আরও আছে আই. আর. ডি. পি. কর্ম-সূচীতে ১০,৫০২২টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয় আর ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০,২০০টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ কুটির শিল্পকে মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য এই বাজেটে প্রস্তাব আছে। সেখানে কামাড়, কুমাড়, তাঁতী এমন কি চর্মশিল্পী যারা, এতদিন যারা ছিল অবহেলিত, নিস্পেষিত তাদের আজকে এই বাজেটে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটে ৫০ জন চর্ম শিল্পীর জন্য কাঁচা চামড়া পাবা করার জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। এই দিক দিয়ে অন্যান্য যে সব দপ্তরের কথা বলা হয়েছে সেগুলি যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে ত্রিপুরাতে একটা কিছু রূপায়িত হতে যাচ্ছে। এবং সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাবে এই বাজেটে সত্যি সত্যি একটা গণমুখী বাজেট হিসাবে প্রমানিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধী দলনেতা অশোক ভট্টাচর্য্য এবং আরও কয়েকজন মাননীয় বিরোধী সদস্য বলেছেন যে এই বাজেট নাকি সি.পি.এম. এর কেডার বাজেট। কিন্তু আমি বলব যে এই বজেট যারা এর যারা ক্ষেত মজুর, যারা দীন মজুর তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। ঐ যারা আগে খেতে পেতো না আজকে এই বাজেটের ফলে তারা আজকে দুবেলা খেতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তাদের যদি সি. পি. এম. এর কেডার বলা হয় তাহলে এটা সি, পি, এম,

এর কেডার বাজেট বলে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু এখানে অশোক বাবুদের গেণ্ডার বাজেট এখানে স্থান পাবে না। এখানে এই বাজেটে ৮৩-৮৪ সালের জন্য ৫০ লক্ষ শ্রম দিবস কর্ম-সংস্থানের প্রকল্প রাখা হয়েছে এবং অশোক বাবুদের মতে সেটা না করে যদি বলা হতো যে না গরীব কৃষকদের কাছ থেকে লেভী আদায় করতে হবে কংগ্রেসী লোকদের দিয়ে—যদি বলা হতো যে জম্পুই প্রভৃতি এলাকা থেকে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে কমলা লেবু খরিদ না করিয়ে ঐ মহাজনদের দিয়েই কমলা লেবু খরিদ করাতে হবে তাহলে সেটা ছিল খুব ভালো বাজেট তাহলে তাঁরা সেই বাজেটকে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু সেদিন আর আসবে না। কাজেই বামফ্রণ্টের এই বাজেট ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থই প্রতিফলিত হয়েছে। এবং এখানে তাদের কেডারের সংস্থান মিলবে না। তাছাড়া এখানে রাস্তাঘাট ইত্যাদির কথা এখানে আছে আমি সেগুলিতে যাচ্ছি না। আজকে এই বিভিন্ন সমস্যা এবং অভাবের দিনেও ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের মানুষকে যে আজ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে থাকতে হচ্ছে না তাদেরকে যে আজ বনের আলু খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে না। বামফ্রণ্ট সরকার যে সেগুলি দূর করতে পেরেছে সেজন্য আমি আনন্দিত। সেদিন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া আমাদের সঙ্গে অমরপুর গিয়েছিলেন তিনি সবকিছু দেখে বললেন যে, না সত্যিই এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা চক্র কাজ করছে। যেমন কৃষকরা সময় মত বীজ পাচ্ছে না। আষাঢ় মাসে পাটের বীজ পাচ্ছে না। তারপরে জলসেচের ব্যবস্থা ভালভাবে হচ্ছে না। পানীয় জলের ব্যাপারে পাইপ দেখা যায় অনেকখানি ডুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসছে না। এইটা প্রসাশনিক ত্রুটি। আশা করি এই দিকটা সরকার লক্ষ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। এখানে বাজেট সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। কিন্তু বিগত কংগ্রেস আমলের চেয়ে অনেক সুন্দর। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের বিশেষ করে গ্রামের গরীব মানুষের আশাআকাঙ্খা এই বাজেট পূরণ করতে পারবে। এটা আমার বিশ্বাস আছে। ত্রিশ বছর কংগ্রেস এ রাজ্য শাসন করেছে। আর বামফ্রণ্ট শাসন করল মাত্র ছয় বৎসর। ১৯৭৮ সালের আগে ত্রিপুরার কি অবস্থা ছিল ? ব্লক, প্রশাসনিক, বিদ্যুতিকরণ, পয়ঃপ্রণালী কিছুই ছিল না। বিরোধী দল নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য এবং যে সমস্ত বিরোধী সদস্যরা এখানে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বুঝা যায় যে বামফ্রণ্টের আগে কোন সরকারই ছিল না। আজকে গ্রামে ও শহরে একটা জিনিস মানুষকে বলতে শুনা যায় যে গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী রাজত্বে যা দেখা যায় নি এই সরকার অনেক কিছু নূতন কাজ করেছেন জনসাধারণের জন্য। মাননীয় বিরোধী দলের

সদস্যদের লজ্জা থাকা উচিত। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কংগ্রেস আমলে গাঁও সভায় কয়টা টিউবওয়েল ছিল, কতটা গ্রাম বিদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল, ওয়াটার সাপ্লাই এর কি ব্যবস্থা ছিল? কি হিসাব দেবেন? বাজেট করেছে পকেটে নিয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের অবশ্য কিছু আমলাতান্ত্রিক ত্রুটি আছে এবং সেই জন্য কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে। আজকে ত্রিপুরায় হাজার হাজার রাস্তা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করা হয়েছে। কিন্তু ওরা এটা দেখাতে পাচ্ছে না। বলছেন যে শিক্ষা নাই, বেকার সমস্যা বাড়ছে ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ এই সরকারকে সমর্থন করছে। ছয় মাস আগে ত্রিপুরায় একটা সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। জনসাধারণ বিচার করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য এই সরকারের অনেক কিছু করার আছে। আগে খাজনা দেওয়ার জন্য ঘটিবাটী বিক্রী করতে হচ্ছে। কিন্তু এই সরকার এই খাজনা মুকুব করে দিয়েছে। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। এই বাজেট গরীব মানুষের স্বার্থে রচিত হয়েছে। বিগত কংগ্রেস আমলের গাঁও প্রধানদের চরিত্র কি ছিল? তারা এই বামফ্রন্ট সরকারের কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন লীডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পেরেছেন? কিন্তু বিগত কংগ্রেস আমলের মন্ত্রীদের কি চরিত্র ছিল? এটা সকলেরই জানা। বেকার সমস্যার কথা বলছেন। ত্রিপুরাতে যত কর্মচারী আছে ভারতের আর কোন রাজ্যে এত কর্মচারী আছে? এখানে ইনডাষ্ট্রি প্রয়োজন আছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় ইনডাষ্ট্রি করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অনুমোদন করেন নি। জুট মিল সম্পর্কে এখানে অনেক কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু এই জুট মিলের মধ্যে ত্রিপুরার ছেলেরা যে দক্ষতা অর্জন করেছে সেটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পারে নাই। আমরা নির্দ্দিষ্ট কোটায় পৌছুতে পারি নাই এটা ঠিক। তবে এও ঠিক, তখন কিভাবে কাজ হতো আর এখন কিভাবে কাজ হচ্ছে তাও বিচার করে দেখা উচিত। কোন কাজ হচ্ছে না বলে এখানে চিৎকার করা হচ্ছে। কিন্তু কাজ এখন হচ্ছে না তা ঠিক নয় কাজ তখনই হতো না। বামফ্রন্ট সরকারে এসে এই সব কাজ করছেন। আপনারা ক্ষমতায় থাকলে কি করতেন? এতগুলি টাকা খরচ করেও আপনারা একটা পেপার মিল করতে পারলেন না। কাজে কাজেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীলেন প্রসাদ মালসই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসই :—মাননীয় স্পীকার সাহেব, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে, কারণ সাড়ে পাঁচ বৎসর বামফ্রন্ট শাসনের মধ্যে বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলের উপ-জাতিদের মধ্যে যারা আগে ক্ষুধার জালা যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে অন্য রজ্যে চলে যেতো এই ঘটনাগুলি আর চোখে পড়ে নি। কিন্তু কংগ্রেসের ৩০ বছরের অপশাসনের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের কাঞ্চনপুর এলাকার মধ্যে আমি বলতে চাই, আমাদের প্রায় ১৫০ পরিবার ত্রিপুরার ভিটা ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছিল। আপনারা জানেন, মিজোরামে চলে গিয়েছিল। শুধু মাত্র মিজোরামেই নয় বিভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছিল। এর কারণ তো আপনাদের জানাই আছে। এইখানে আমি আর একটি উদাহরণ দিতে চাই। দশদা বাজারের ঘটনা।

কংগ্রেস অপ-শাসনের সময় দেড় মণ পাটের পরিবর্তে ১৬ কাণি জমি পর্য্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ কংগ্রেস অপ-শাসনে ক্ষুধায় জর্জরিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে যেতে হয়েছে, অনাহারে মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি, বামফ্রন্টের সুশাসনে কাউকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে না কিংবা অনাহারে মরতে হচ্ছে না। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কাঞ্চনপুর এলাকা থেকে ১৩০০ লোক ভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছিল তার হিসাব আমার কাছে আছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস শাসনের সময় আমি তখন গাঁও প্রধান ছিলাম। আমার কাছে নির্দ্দেশ এসেছে, এম, এল, এ, থেকে শুরু করে মন্ত্রী মহোদয়দের কাছ থেকে, গাঁয়ে লোকদের অপারেশন করাও। কেন ? না, জন সংখ্যা বেড়ে গেছে তার জন্য অপারেশন করাতে হবে। আমার কাছে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে অপারেশন করানোর জন্য। বলা হয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে, তোমরা যদি অপারেশন না করাও, তাহলে পুলিশ দিয়ে জেলে ধরে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো হবে। এই সব হুমকি দিয়ে মানুষকে দলে দলে বাধ্য করিয়েছে অপারেশন করাতে। এই অপারেশনের ফলে আজকে তারা পঙ্গু হয়েছে। আমার গ্রামে এমন অনেক পঙ্গু আছে যার লিষ্ট আমার কাছে আছে। আমি প্রমাণ করতে পারব। কাজেই আমি বলতে চাই, যতই আপনারা অস্বীকার করুন না কেন তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। কংগ্রেস আমলে মজুরীর হার ছিল ২ টাকা। মাত্র দুই টাকা তাও আদায় করতে আমাকে কম দৌড়াদৌড়ি করতে হয় নি। আর আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে মজুরীর হার ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা পর্য্যন্ত হয়ে বর্ত্তমানে ৮ টাকা মজুরী হয়েছে। আজকে মহাজনের কাছে দেড় মণ পাটের বিনিময়ে ১৬ কাণি জায়গা ছেড়ে দিতে হয় নি। তাই তো আজকে মহাজনদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। আজকে পাহাড়ের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা চাঁদা আদায় করছে। কেন না, বিনন্দ জমাতিয়ার গোষ্ঠী স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করার জন্য চাঁদা চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসই :—সময় যখন শেষ তখন আমি আর বেশী কথায় যাচ্ছি না। বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী বুধবার, ১৩ই জুলাই বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE
POSTPONED QUESTIONS

Admitted Starred
Question No. 29. (POSTPONED)

Admitted Starred Question No. 29
By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৭ সালের ১ এপ্রিল হইতে ১৯৮২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের

বিভিন্ন দপ্তরের কত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে, এবং

২। এর মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলী উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

বিস্তারিত তথ্য সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF APPOINMENT MADE BY VARIOUS DEPTTS/OFFICES OF THE GOVERNMENT

Sl. No.	Name of Department	Class I	II	III	IV	Cont	Total	S. C.	S. T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rehabilitation Department.	—	—	1	—	—	1	—	1
2.	Dept. of Statistics & Evla.	—	—	47	10	9	66	13	18
3.	Deptt. of Fisheries	—	—	203	74	40	317	41	36
4.	Office of Inq. Authority.	1	—	10	4	1	16	—	3
5.	State Planning Machinery	—	—	6	7	—	13	3	6
6.	Gauhati High Court	—	—	1	3	4	8	—	1
7.	Office of the C. C. F.	7	13	268	452	14	754	83	206
8.	Animal Husbandry Deptt.	1	62	224	215	346	848	72	114
9.	Dte, of Small Sav. & Lottery	—	1	16	4	1	22	6	6
10.	Admn. Reforms Department	—	—	11	4	3	18	—	3
11.	District Registrar, West.	—	—	3	—	—	3	1	—
12.	Rajya Sainik Board.	—	—	5	2	—	7	—	—
13.	Directorate of Fire Service	—	—	198	46	1	245	42	55
14.	T. W. for S. T. & S. C.	—	6	155	83	—	244	43	74
15.	Autonomous Dist. Council	6	7	36	4	50	103	4	14
16.	Local Self Government.	—	—	2	1	—	3	—	2
17.	Chief Inspector of Factories	—	1	6	4	1	12	1	—
18.	Directorate of Research	—	1	6	5	—	12	1	3
19.	Astt. Transport Commissioner	—	—	9	6	1	16	2	4
20.	Secretariat Admn. Department	—	—	74	147	36	257	53	55
21.	Dist. & Sessions Judge (W)	—	—	59	31	17	107	17	29
22.	Prisons Directorate	—	—	23	124	—	147	24	27
23.	Dte, of Social Wel. & S. Edn.	1	10	927	763	2491	4192	198	551
24.	Dte. Employment Service & M. P.	—	—	21	22	—	43	4	8
25.	Chief Electoral Officer	—	—	11	10	—	21	7	6
26.	Dept. of F. & Civil Supplies	1	5	58	62	5	131	23	28
27.	Inf., Cul. Affirs & Tourism	1	—	93	55	115	264	34	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Dte. of School Education.	—	65	5953	1102	155	7276	1720	1803
29.	Dte. of Cooperation	—	2	149	53	20	224	33	52
30.	Dte. of Higher Education.	16	31	33	144	9	193	26	49
31.	Tripura Dist. Rural Dev. Age.	—	1	—	2	1	4	1	—
32.	T. R. T. C.	1	25	670	362	2	1060	30	30
33.	T. F. D. P. C. Ltd.	3	8	182	70	—	263	28	46
34.	D. M. & Collector.	—	—	121	198	9	328	36	55
35.	Collector of Excise, West.	—	—	1	1	—	2	—	—
36.	Labour Department	1	6	88	65	—	160	17	30
37.	Controller of W & Measures	—	—	21	23	5	49	8	9
38.	Health & F. Welfare Deptt.	—	293	517	872	—	1682	272	277
39.	D. M. & Collector (South)	—	—	96	142	4	242	36	42
40.	Commissioner of Taxes	2	6	41	30	8	87	18	20
41.	Town & Country Plann. Orgn.	—	1	4	2	—	7	—	—
42.	Public Works Department.	—	60	920	1744	—	2724	336	633
43.	Printing & Stn. Department.	—	—	127	94	—	221	32	55
44.	Law Department.	—	18	2	1	2	23	—	1
45.	Dte. of Land Records & Sat.	—	—	445	32	5	482	81	83
46.	Irrigation & F. C.	—	—	453	111	10	574	71	188
47.	Dist. & Sessions Judge (N)	—	—	26	17	4	47	4	8
48.	Panchayet-Raj Department.	—	1	634	49	5	689	88	181
49.	D. M. & Collector, North	—	—	143	39	9	191	46	61
50.	I. G. of Police	—	—	2037	139	140	2316	383	832
51.	Deptt. of Industries.	—	—	127	236	170	533	63	92
52.	Aptt & Services Deptt.	—	66	15	—	—	81	14	18
53.	Deptt. of Agriculture	4	38	935	200	440	1617	130	236
	Total :—	45	727	16214	7826	4133**	28945	4185	6099

Note :—**It may be stated that the regularisation of contingent has not been taken into consideration in these figures.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 77 (POSTPONED)

Admitted Starred Question No. 77

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ পর্যন্ত নাগরিক সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কত আবেদন পত্র বকেয়া পড়ে রয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, মাসের পর মাস এসব দরখাস্ত পড়ে থাকছে, কিন্তু কোন তদন্ত করা হচ্ছেনা ?

৩। যাতে নাগরিকগণ সহজ ভাবে তাদের নাগরিক সার্টিফিকেট পেতে পারেন, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৮২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নাগরিকত্ব আইনের ৫(১)(এ) এবং ৫(১)(ডি) ধারা মতে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ৬,২৪৩টি আবেদন পত্র বকেয়া পড়ে রয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণপত্র পাওয়ার জন্য ৪,৪৮২টি আবেদন পত্র বকেয়া পড়ে রয়েছে।

২। ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন পত্রগুলি তদন্ত না করে মাসের পর মাস ফেলে রাখা হয় একথা ঠিক নয়। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১ইং সনের ২৫শে মার্চের পর যারা ভারতে এসেছে তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলের দৈর্ঘ ৮২৬ কিলোমিটার। ঐ সীমান্তে কোন কোন স্থানে জন বসতির নিকটে অবস্থিত, আবার কোন কোন স্থানে সীমান্ত পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাগরিকগণ গোপনে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। ভারতে বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে মিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া আবেদনপত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে ১৯৭১ইং সনের ২৫ সে মার্চের পর ভারতে অনুপ্রবেশকারী কোন বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে আগমনের এবং অবস্থানের ভূয়া কাগজপত্র পেশ করে ভারতীয় নাগরীকত্ব পেতে না পারে। ঐ জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া আবেদনপত্রগুলি প্রাথমিক পর্য্যায়ে মহকুমা শাসকগণ তদন্ত করে থাকে। তারপর ঐ আবেদন পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট এস. পি. ডি. আই. বির নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। এস. পি, ডি, আই বির কাছ থেকে আবেদন পত্রগুলি পাওয়ার পর ঐ গুলি পুনরায় এস পি. এস. বির অফিসে পাল্‌টা অনুসন্ধানের (cross check) জন্য পাঠান হয়; কারণ ঐ অফিসে বিদেশীদের আগমন ও নির্গমনের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। মহকুমা শাসক এবং পুলিশ অফিসারদের দ্বারা যাবতীয় তদন্ত কার্য্য শেষ করার পর আবেদন পত্রগুলি জেলাশাসকের অফিসে বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। এবং জেলাশাসকগণ আবেদনপত্রগুলি মহকুমা শাসক এবং পুলিশ অফিসারদের তদন্ত রিপোর্টগুলি বিবেচনা করে দরখাস্তকারীদের নাগরিকত্ব আইনের ৫(১) (এ) এবং ৫(১)(ডি) ধারামতে ভারতীয় নাগরিক পত্র দিয়ে থাকেন। নাগরিকত্ব আইনের ৫(১)(এ) এবং ৫(১)(ডি) ধারামতে একাধিকবার তদন্তের প্রয়োজন আছে যাতে বাংলাদেশী নাগরিকগণ ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে না পারে কাজেই এই ব্যবস্থা শিথিল করা যায় না। কিন্তু যারা জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক তাদেরকে সরকারী পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যাপার একাধিকবার তদন্তের প্রয়োজন নাই।

৩। যারা জন্মসূত্রে ভারতীয় অথবা সংবিধানের ৫ম অনুচ্ছেদ এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের (a)(b)(i) ধারা অনুযায়ী সরকারী পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, তাদের বেলায়

জেলা শাসকগণ, পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকগণ পরীক্ষার পর সরকারী পরিচয় পত্র দিয়ে থাকেন। বিধানসভার সদস্যগণ, গাঁওসভার প্রধানগণ আগরতলা পৌরসভার সভাপতি, উপসভাপতি এবং কমিশনারগণকে সরকারী পরিচয় পত্র দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাদের দেওয়া সরকারী পরিচয় পত্রের সাহায্যে ছাত্র ছাত্রীগণ স্কুল এবং কলেজে ভর্ত্তি হতে পারে, মাসিক বৃত্তি এবং পাঠ্যবই ক্রয়ের জন্য সরকারী অনুদান পেতে পারে। কিন্তু তাদের দেওয়া সরকারী পরিচয় পত্র দ্বারা পাসপোর্ট সরকারী চাকুরী, জমি ক্রয় অথবা জমি বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয় সমূহে প্রযোজ্য নহে।

Admitted Unstarred

Question No. 9 (POSTPONED)

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Service Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কত পদ শূণ্য পড়ে আছে. (পদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। পদগুলি শূণ্য থাকার কারণ কি?

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরা সরকার এই শূণ্য পদসহ কত লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে আশা করছেন?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮১১৯টি শূণ্য পদ আছে। বিভাগ ভিত্তিক এবং শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধি না থাকাতে শূন্য পদগুলি পূরণ করা হয় নাই।

৩। যথাযথ চেষ্টা করা হইতেছে যাহাতে আগামী আর্থিক বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPARTMENTS OF THE GOVERNMENT (CLASS-WISE)

Sl. No.	Name of Department/Offices.	No. of vacant post at present 66					Remark
		CL. I	CL. II	CL. III	CL. IV	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Directrate of Small Savings.	—	—	2	—	2	
2.	Director of Research	—	—	6	—	6	
3.	Asstt. Transport Commissionar	—	2	2	—	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Directorate of Information, & Cultural Affairs & Tourism	—	8	96	23	127	
5.	Food & Civil Supplies Directorate	—	12	17	20	49	
6.	Chief Electoral Officer	—	—	12	—	12	
7.	Education Deptt.,, Higher	5	38	62	32	137	
8.	Education Deptt. Social	1	9	15	8	33	
9.	Revenue Deptt. (W. & M.)	—	1	1	1	2	
10.	Forest Department	6 (FIS)	—	133	122	261	
11.	Tripura Public Service Commission.	1	1	2	—	4	
12.	S. A. Department, Civil Sectt.	—	—	95	21	116	
13.	Health & F. W. Deptt.	5	194	438	249	886	
14.	Dist. & Session Judge	—	—	2	3	5	
15.	Admn. Reforms Deptt.	—	2	1	—	3	
16.	State Planning Machinery	—	4	13	—	17	
17.	Collector of Exise (W)	—	—	4	1	5	
18.	T. R. T. C.	—	12	175	115	302	
19.	Education Deptt. (School)	—	122	1747	37	1906	
20.	Printing & Stationary Department.	—	1	40	10	51	
21.	Commissioner of Taxes	—	—	7	—	7	
22.	Registration Orgn. (Wear)	—	—	1	—	1	
23.	T. T. A. D. C.	1	3	30	37	71	
24.	Director of Fire Service.	—	4	51	9	64	
25.	Deptt. of Statistics & Evaluation.	1	4	21	—	26	
26.	Law Department.	5	10	1	—	16	
27.	Tribal Wel. of SC/ST.	—	1	143	4	148	
28.	Fisheries Department.	—	6	103	82	191	
29.	D. M. & Collcctor (West)	—	—	69	17	86	
30.	Animal Husbandry Deptt.	2	35	194	7	238	
31.	Tripura Forest Corpn. Ltd.	1	21	302	37	70	
32.	Panchayat Raj Deptt.	—	1	40	18	59	
33.	Labour Deptt.	—	1	13	1	15	
34.	P. W. D. (Erri. & F. C.)	3	4	290	70	367	
35.	Cooperative Deptt.	—	5	75	9	89	
26.	Civil Defence.	—	1	3	—	4	
37.	Rajya Sainik Board	—	—	2	—	2	
38.	Jail Department.	—	7	32	45	84	
39.	Distt. & Session Judge (S)	—	1	1	2	4	
40.	Town & Country Planning.	—	1	4	2	7	

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Director of Employment Service & Planning.	—	6	14	—	20	
42.	Inspector General of Police.	4	41	1100	77	1222	
43,	Apptt. & Services Deptt.	4	25	17	—	46	TCS/IAS Stenos.
44,	D. M. & Collector (South)	—	—	21	21	42	
25.	Agriculture Department.	6	52	375	91	524	
46.	Dte. of Land Records and Settlement.	—	4	10)	32	136	
47.	D. M. & Collector (North)	—	—	2	—	2	
48.	Department of Industries	4	23	253	84	364	
49.	P. W. Department.	10	11	210	133	364	
		59	654	6065	1419	8197	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 13th July, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Dy. Speaker, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers and 41 Members.

Starred Questions
(To which oral answers were given)

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিস্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :—কোয়েশ্চান নং ৩৪, স্টার।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নং ৩৪ স্টার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) ইহা কি সত্য যে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে মুসলমানদের অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি অ-মুসলমান ব্যক্তি দখল করিয়াছিলেন,

৩) সত্য হইলে ঐ দখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি,

৪) রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর ওয়াকফ বোর্ডের মারফতে মোট কয়টি মসজিদ, মাদ্রাসা, ইদগাতে অনুদান হিসাবে টাকা দেয়া হয়েছে এবং উক্ত টাকার পরিমাণ কত (১৯৭৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে হিসাব) ?

উত্তর

১) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	সম্পত্তির পরিমাণ
ক) ধর্মনগর	১৬১.৯৭ একর
খ) কৈলাশহর	৬৭.৭২ একর
গ) কমলপুর	১২.৫৬ একর
ঘ) সোনামুড়া	১১৬.১৩ একর
ঙ) উদয়পুর	২৫.৩৪ একর
চ) অমরপুর	২.৬৬ একর
ছ) বিলোনীয়া	৫৩.৯১ একর
জ) সাব্রুম	৫,৬২ একর

২) এমন কোন সংবাদ সরকারের জানা নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) মসজিদ ৭৩টি মোট ১,০০,৪৯১ টাকা
মাদ্রাসা এবং
মসজিদ ১টি মোট ২,০০০ টাকা
ঈদগাহ ১টি মোট ৫,০০০ টাকা

শ্রীফয়জুর রহমান :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগর রাজাবাড়ীতে যে মাদ্রাসা আছে সেটার বেশ কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি রেল দপ্তর অধিগ্রহণ করে এবং তার যে ক্ষতিপূরণ রেল দপ্তর দিয়েছিল তা প্রাক্তন মন্ত্রী ওয়াজেদ আলী ও ফকুরুদ্দিন আমেদ, কংগ্রেসী নেতা, আত্মসাৎ করেছেন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্ত্তমান বিধানসভার সদস্য শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের আমলেও আমরা দেখেছি সবচেয়ে বেশী মুসলমানদের ধর্মীয় ওয়াকফ সম্পত্তি অমুসলমানেরা দখল করেছে। এই ধরণের ঘটনা যদি লিখিত আকারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনা হয় তাহলে সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—তথ্য ভিত্তিক দেওয়া হলে সরকার নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি একটা স্পেসিফিক তথ্য দিচ্ছি। উদয়পুরে অন্তর্গত গর্গাছড়ায় মসজিদের ৩ কানি ওয়াকফ সম্পত্তি কংগ্রেসী নেতা অনিল সরকারের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। সরকার এই সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কল্যাণপুরের অন্তর্গত কুঞ্জবন গাঁওসভার মোরাবাড়ীতে মুসলমানদের একটা ওয়াকফ সম্পত্তি ঐ এলাকার কংগ্রেস নেতা হরিচরণ শীল মহোদয় দখল করে রেখেছেন। সরকার এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগেই বলেছেন যে এ সম্পর্কে লিখিত আকারে তথ্য দিলে উনি তদন্ত করে দেখবেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আর সাপ্লিমেণ্টারী দরকার নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে বিলোনীয়ার ভাকিয়াটিলা সংলগ্ন কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি সরকার নিয়েছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, এ রকম কোন তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মহোদয় বলেছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর ওয়াকফ বোর্ডের মারফতে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহে অনুদান হিসাবে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা কি সত্য এই টাকা নির্বাচনের আগ মুহূর্ত্তে মুসলমানদের হাতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস :—এটা ঠিক নয়। বিভিন্ন জায়গায় মিটিং-এ বসে প্রয়োজন অনুসারে টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন, এটা কোন সালের হিসাব দিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—১৯৭৮ইং সালের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্যন্ত।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কসেজঙ্গলাতে কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি আছে যা আনন্দমার্গী তথা আমরা বাঙালী দখল করে অফিস করেছে। এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—এ ব্যাপারে আমি খবর নেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ৬, স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :— কোয়েশ্চান নং ৬, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বেকারদের কাজ সাপেক্ষে মাসিক ৩০ টাকা করে বেকার ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছিলেন,

২। যদি সত্য হয় তবে এই সিদ্ধান্ত কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মাসিক ৩০ টাকা হারে বেকারদের আর্থিক সাহায্য দানের একটি পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকার নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে সঠিক বলা যায় না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিধানসভায় বেকারদের মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা দেবার জন্য একটা বেসরকারী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার জন্য আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। সুতরাং এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এ সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় জবাব দিতে পারেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের মাসিক ৩০ টাকা হারে দিতে গেলে কত টাকার প্রয়োজন, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— বামফ্রন্ট সরকার ১৬.৫.৮৩ইং তারিখে 'এ্যাসিষ্টেন্স টু দি আনএমপ্লয়েড' নামে একটি পরিকল্পনা চালু করার সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিক[illegible]গুলি ছিল :—

১) যাহারা পাঁচ বৎসরের অধিক কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করিয়া চাকুরী পান না, তাহারা এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিন বৎসর।

২) শুধু মাত্র যেই সমস্ত পরিবারে অন্য কোন সরকারী চাকুরে নাই এবং সর্ব মোট মাসিক আয় ২০০ টাকার অধিক নয় তাহারাই শুধু মাত্র বিবেচ্য।

৩) এই ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০ টাকা হারে নির্ধারিত হইয়াছিল।

৪) প্রথম অবস্থায় ইহা তিন বৎসর পর্যন্ত চালু হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

উপরোক্ত প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন অর্থ সংস্থান কেন্দ্র করেন নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, রাজ্য সরকারের নিজস্ব বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বেকার ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার, স্যার, না, এই রকম কোন বরাদ্দ নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বর্তমান জরীপের কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ;

২। ইহা কি সত্য, জরীপ বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর অভাবে জরীপের কাজে বিলম্ব ঘটিতেছে ;

৩। যদি সত্য হয় তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন কি ;

৪। রাজ্যের কৃষকদের জমির পাশ বুক দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন তদনুযায়ী কবে পর্যন্ত তাহাদের সেই পাশ বুক দেওয়া সম্ভবপর হইবে ?

উত্তর

১। অনুমোদিত কর্মসূচী অনুযায়ী বাকী কাজ তিন বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা যায়।

২। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় জরীপ কাজের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকের অভাবে জরীপের কাজের কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে।

৩। বেশ কিছু সংখ্যক নূতন আমিন নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে জরীপের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

৪। পাশ বুক দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কোন এলাকায় পুনঃ জরীপের কাজ শেষ হইলে ঐ এলাকায় আইন চালু করা হইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন জরীপের কাজ করছেন। সারা রাজ্যে যে সমস্ত এলাকায় জরীপের কাজ চলছে যে সমস্ত রাজ্যে প্রায় তট

বছর যাবৎ কাজ হচ্ছে এবং উনারা করতে গিয়ে গাঁও প্রধান ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে কাজ করছেন ফলে জনসাধারণকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এটা জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, নির্দিষ্ট জায়গার নাম জানালে আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অমরপুর সাব-ডিভিশানে কবে নাগাদ জরীপের কাজ আরম্ভ হতে পারে ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এখন আমাদের ৮টা বিভাগে কাজ চলছে সেইজন্য আমরা চাইছি একটা একটা করে এই কাজগুলি শেষ করে তারপর এক একটা বিভাগ করে নূতন কাজ আরম্ভ করবো।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য কল্যাণপুর জরীপের সময়ে ট্রাইবেলদের জমি নন্ ট্রাইবলদের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এটা আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য যদি আমাকে তথ্য দেন তাহলে আমি তদন্ত করবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রীআরবের রহমান :— মিঃ ীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া আর, এফ, এ বসবাসকারী কৃষকদের জমি ফরেষ্ট রিজার্ভ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে কি না ;

২। উক্ত স্থানে বসবাসকারী কৃষকদের জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া আর-এফ-এ বসবাসকারী কৃষকদের বন্দোবস্তীয় জমি ঐ রিজার্ভ ঘোষণাকালে রিজার্ভ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। শর্তাধীনে উক্ত আর-এফ-এ বসব্যসকারী ফরেষ্ট ভিলেজারগণকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনায় আছে।

৩। পুনর্জরীপের কাজ শেষ হইলে ঐ সকল জমি বন্দোবস্তের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই আর, এফ, এ ফরেষ্ট ভিলেজার মানুষ যেটা বলেছেন সেখানে কত পরিবার আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট রিজার্ভ গঠন করার আগে ৮১টি ফরেষ্ট ভিলেজার পরিবারের অধিকৃত জায়গা রিজার্ভ হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের কতজন রায়তকে গত ৫ বৎসরে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩০ ধারানুযায়ী ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২। এই আইনানুযায়ী দুধপুব এবং কাঞ্চন বাড়ী গ্রামে কতজন রায়ত আছে ?
(কৈলাসহর বিভাগে)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিনহা।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশন নং ৪৪

শ্রীআরবের রহমান :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কফি চাষ করা হইতেছে কি ?

২। হয়ে থাকলে ১৯৮৩ইং মার্চ মাস পর্যন্ত কত হেক্টর জমিতে কফি চাষ করা হইয়াছে,

৩। গ্রামীণ ভূমিহীনদের দিয়ে কফি চাষ সম্প্রসারণের জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৩ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সর্বমোট ১২৫.৮৩ হেক্টর ভূমিতে কফি চাষ করা হইয়াছে।

৩। এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কফি চাষ করা হচ্ছে, ত্রিপুরা সরকারের তথ্যানুযায়ী এখানে তার জন্য কোন কলকারখানা করার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কফি বোর্ড থেকে প্রতিনিধিরা (২—৩) বার লোক এসেছিলেন এবং এই রাজ্যে প্রতিটি জায়গার মধ্যে প্রভাকশান করার জন্য স্থান রয়েছে। কাজ এখনও চলেছে। কফি বোর্ড আগামী দিনে কবে আসবে বলে যায়নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার এই যে এখানে কফি চাষ করা হচ্ছে এই কফির যে ভ্যারাইটিজ সেই ভ্যারাইটিজ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি না ?

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, আমরা এখানে ভ্যারাইটিজ কফি লাগিয়েছি এ্যাক্সপেরিমেণ্ট করার জন্য মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, প্রভাকান যেটুকু হয়েছে তাতে খুব আমরা খুব আশাব্যঞ্জক। আমরা আশা করছি আমরা আরও ব্যাপক হারে এই কপি প্রভাকশানে নামতে পারব। যখন আমরা নামতে পারব তখন এই প্রশ্নগুলি আসবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কেয়েশ্চান নং ৪৬

শ্রীবীরেন দত্ত :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৬

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৮৩ইং সনে ৩১শে মার্চ্চে পর্যন্ত কতজন প্রতিবন্ধী সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন ?

২। সরকারী চাকুরী ছাড়া প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। প্রতিবন্ধীবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠিত করতে কোন সাহায্য বা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন কি ?

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সন হইতে ১৯৮৩ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৩৪৩ জন প্রতিবন্ধী সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন।

২। সরকারী চাকুরী ছাড়া প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজ্য সরকার আরো কতগুলি উদ্যোগ নিয়ে সেগুলি সুষ্ঠভাবে রূপায়ণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। ইহার মধ্যে একটি অন্যতম প্রচেষ্টা হইল যে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীবর্ষে অথাৎ ১৯৮১ইং সনে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় আই, টি, আই, গুলির প্রতিটি ট্রেডে-এ প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য দুইটি করিয়া আসন সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। প্রতিবন্ধী ছাত্রদের শারীরিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী এই সংরক্ষিত আসনগুলিতে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এই শিক্ষায়তন গুলি হইতে সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইলে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উজ্জল সম্ভাবনা থাকে।

২। স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্পে প্রতিবন্ধীরা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মিউনিসিপ্যাল ও নোটিফায়েড এরিয়াতে স্টল খুলিয়া প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এজন্য মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে এক লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি নোটিফায়েড এরিয়াতে ত্রিশ হাজার করিয়া মোট ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করিয়াছেন। কিছু কিছু স্টল বিতরণও করা হইয়াছে। রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হইতেছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য আগরতলায় একটি অ্যাড্যুকেশান্যাল রিহেবিলিটেশান সেণ্টার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হইতেছে।

৩। প্রতিবন্ধীবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে কোন সাহায্য বা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন নাই।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রতিবন্ধীবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নাকি অনেক বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে এবং আশার আলো দিয়েছে এবং রাজ্য সরকারকে নাকি বলা হয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের কাজকর্ম দিয়ে তাদের যাতে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে দেওয়া হয় কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত যে টাকা তা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়নি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন। কাজ দেওয়ার দন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বলেছিলেন তা তাদের কাজ করতে দেওয়ার জন্য যে টাকার দরকার তার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে কি পেয়েছেন আর যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে কি করবেন ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—রাজ্য সরকার এই খাতে টাকা বাড়ানোর জন্য, সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার খাতে টাকা বাড়ানোর জন্য, আই. টি. আই. এর শিক্ষণের সুযোগ আরও বাডানোর জন্য এবং এই খানে কর্মসংস্থানের জন্য একটা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমরা বার বারই কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। আমরা একটা কর্ম সংস্থানের কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছি। এর বেশী কিছু পাইনি।

শ্রী সুবীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সংখ্যাটা বললেন যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেই প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ভিত্তিটা কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—যারা অ্যাপ্লয়মেণ্ট এক্সচেইঞ্জে প্রতিবন্ধী হিসাবে যে একটা বিশেষ সেল আছে তাতে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই ভিত্তিতেই তারা নিয়োগপত্র পায়।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে প্রতিবার যে বাজেট রাজ্য সরকার করেন সেই বাজেট, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান আছে কিনা ? কেন্দ্রীয় সরকার সেটা সাবসিডাইজ করেন কিনা ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—যে বাজেট তৈরী করা হয় তা সবটাই সাবসিডাইজ বাজেট। কিন্তু আমরা সমাজকল্যাণ দপ্তরের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা চেয়েছিলাম তা আমরা পাইনি।

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য :—না আমি এটা বলতে চাইনি। আমি এটা বলতে চেয়েছি যে বাজেট রাজ্য সরকার থেকে তৈরী করা হয় তা কেন্দ্রীয় সরকারের সাবসিডাইজ বাজেট। এটা ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে স্বীকার করতে হবে। অ্যাডিশনেল যে টাকা তা হয়ত চাওয়ার জন্য পায়নি। কিন্তু যে টাকাটা প্রতিবন্ধীদের জন্য রাজ্যে আসে সেটাও ত কেন্দ্রীয় সরকারের সাবসিডাইজ বাজেট। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে সভাকে মিসলিড করেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি। বিরোধী দলের নেতা সম্ভবত ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। এইটা একটা বর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসাবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার প্রটেক্শান চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে দিন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এই বর্গকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং যেহেতু প্রতিবন্ধীদের মনে আশায় জাগরন হয়েছে, এই বর্গের মধ্যে ভূত্তিরিক্ত কাজ করা হবে বলে।

এই কাজ গতানুগতিক কাজের মত নয়। তার জন্য সুর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার কম বেশী কিছু পায়। যদিও আমাদের কে যা দেওয়া হয়েছে তা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম দিয়েছে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন সে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেননি তারজন্য আমি বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন

মাননীয় সদস্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আর ত কোন বক্তব্য নাই। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার এবং শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

শ্রী খগেন দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীনকে ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা।

২। এদের মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ;

৩। ভূমিহীন হিসাবে ভূমি পাওয়ার প্রার্থনা করে দরখাস্ত করেছেন অথচ এখনও বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হয়নি এমন দরখাস্ত কারীর সংখ্যা কত (তপশীল) জাতি এবং উপজাতি পরিবারের আলাদা হিসাব ;

৪। বন্দোবস্তের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

১। ১৯৭৭ সন হইতে ১৯৮৩ সনের মার্চ পর্যন্ত মোট ৪২,৩৭৫ জন ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

২। এদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি ১৬২১৮ জন, তপশীলি জাতি ৮১৩৩ জন এবং অন্যান্য ১৮০২৪ জন ;

৩। ভূমি বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করেছেন ৬১২৩৪ জন, এদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি ২৬,৩১৩ জন, তপশীলি জাতি ১০,১৯৩ জন এবং অন্যান্য ২৪,৬৮৮ জন।

৪। বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য মহকুমা শাসক ও সেটেলমেন্ট অফিসারগণকে কালেক্টারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং পুনঃ জরীপে যে সমস্ত মৌজার বুঝারতের কাজ শেষ হইতেছে তদন্তর ঐ সকল মৌজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও বাস্তহীনগণকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ সংগে সংগে আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে ৬১ হাজার ২ শ ৩৪ দরখাস্তকারী, যারা দরখাস্ত করেছেন ভূমি বন্দোবস্তের জন্য সেসব দরখাস্তকারীদের মধ্যে (২ রকমের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়) যারা খাস জমিতে বসবাস করছেন বা যাদের খাস জমি দখলে আছে তারা কতজন আর যাদের কোন খাস জমি দখলে নাই অথচ ভূমিহীন, ভূমি বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করেছেন সরকারের কাছে তারা কতজন ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে একটা এনাউন্সমেণ্ট করা হয়েছিল ভূমিহীনদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য তখন অনেকেই দরখাস্ত করেছিল, এখন বুঝারতের কাজ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না কে খাস জমিতে বাস করছে এবং কতদিন যাবৎ। সেটা বুঝারতের কাজ শেষ হলে পরে বলা যাবে।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ভূমিহীনদের যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে সেখানে পরিবার প্রতি কি পরিমাণ ভূমি দেওয়া হবে তার কোন নির্দিষ্ট হার আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মি: স্পীকার, স্যার, যারা খাস জমিতে বসে আছে তাদেরকেও বসতি দেওয়া হয়। এমনকি তাদেরকে টিলা বা নাল জমিও দেওয়া হয় তবে সেটা জমির পরিমাণ অনুসারে ঠিক করা হয়। যেখানে যতটুকু জমি পাওয়া যেতে পারে সে অনুসারে দেওয়া হয় তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা ভিত্তি নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে বামফ্রণ্টের জমি এলটমেণ্টের ব্যাপারে (ভূমিহীনদের মধ্যে) যে নীতি নির্ধারণ হয়েছিল সে নীতিটা মানা হচ্ছে কিনা ? বিভিন্ন খানে যে ৪২,৩৭৫ জনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি বামফ্রণ্টের নীতি অনুযায়ী হয়েছে কিনা ? কারণ যারা জোতদার যারা খাস জমি দখল করে আছে তাদেরকেও কিছু ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সে রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে আমাদের একটা এলটমেণ্ট রুলস্ আছে সে এলটমেণ্ট রুলস্‌টা আমরা স্ট্রিক্‌লি ফলো করি (১ নম্বর)। (২ নম্বর) যাদের খাস ভূমি দখলে আছে তারা অগ্রাধিকার পান ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে তবে জাতি উপ-জাতি বিচার বিবেচনা করে। সে হিসাবে যাদের দখলে খাস জমি আছে তাদেরকে তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও কতগুলি ক্যাটাগরিজ আছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে পুনর্বাসনের জন্য কতগুলি দরখাস্ত আছে এবং কাকে কতটুকু জমি দেওয়া হবে। সে সম্পর্কে আমি বলেছি যে সে ব্যাপারেও সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে সিদ্ধান্ত অনুসারে জমি দেওয়া হয়। তবে সকলকে সমানভাবে জমি দেওয়া হচ্ছে তা না। যারা গৃহহীন তাদেরকে ১০ কি ২০ গণ্ডা বেশী দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ঘর-বাড়ী করতে পারে। সেটা কিন্তু কৃষিতে পুনর্বাসন না। কাজেই এটা এখানে বলা সম্ভব নয় যে কাকে কতটা জমি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কেইসগুলি বিবেচনা করে সেটা করা হয়েছে। এখানে সামগ্রিকভাবে ফিগারটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেরই আর্থিক সঙ্গতি নেই যে জমি চাষ করতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে জমি চাষ করার জন্য তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে কিনা এবং দেওয়া হয়ে থাকলে তা কিভাবে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি এবং এবং অন্যান্যদের কি পরিমাণ আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে তার একটা হার আছে, সে হার অনুসারে দেওয়া হয়। যেমন অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৭৫০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং তরণী মোহন সিনহা।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীখগেন দাস :—এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কয়টা সরকারী ও বেসরকারী বাজার আছে তার আলাদা আলাদা হিসাব ;

২। বেসরকারী বাজারগুলি সরকার গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

৩। বে-সরকারী বাজার অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন অথচ এখনো সরকার তা অধিগ্রহণ করেন নি তেমন কতগুলো আবেদনপত্র সরকারের নিকট আছে ;

৪। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতগুলো বাজার এখনো পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের হাতে অর্পন করা হয়েছে এবং—

বাজার সংস্কারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। সরকারী বাজার— ১৮১ টি।

বে-সরকারী বাজার— ৮০ টি।

২। বে-সরকারী বাজার সরকার গ্রহণ করার জন্য কোন আইন প্রচলিত নাই। তবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ত্রিপুরা মার্কেট এ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রচলিত আছে ।

৩। বাজার অধিগ্রহণ করার জন্য আইন না থাকায় ঐরূপ কোন আবেদনে পরিসংখ্যা রাখা হয় নাই।

৪। ১৬৫ টি।

৫। বাজারগুলির গুরুত্ব অনুসারে আজ পর্য্যন্ত কৃষি বিভাগ হইতে ৬১ টি বাজারের উন্নয়ন করা হইয়াছে এবং পঞ্চায়েত দপ্তর হইতে ৭২ টি বাজারের উন্নয়নের জন্য ১৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৮০টি বাজার এখনো অধিগ্রহণ করা হয়নি,-সে বাজারগুলি থেকে তো সরকার এর কোন্ রেভিনিউ আদায় হচ্ছে না, কারণ সেখানে নানা রকমের ইরেগুলারিটিস রয়েছে। সুতরাং এই বাজারগুলি অধিগ্রহণের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অধিগ্রহণ করার কোন আইন নেই তবে নিয়ন্ত্রণ করার আইন সরকারের আছে। আর কোন বে-সরকারী বাজারে যদি এইরূপ কোন ইরেগুলারিটিস্ দেখা দেয় তবে স্থানীয় এস, ডি, ও কে জানালে তিনি তার ব্যবস্থা নেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১। নন্‌প্র্যাকটিসিং এলাউন্স নেওয়ার পরেও কোন্ কোন্ ডাক্তার বাবু প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিস্ করেন এমন কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কি ?

২। যে সকল ডাক্তারবাবুরা নন-প্র্যাকটিসিং এলাউন্স নেন না তাদের প্রাইভেট প্রাকটিসের ক্ষেত্রে ফিসের সর্বোচ্চ কোন হার সরকারীভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কি ?

৩। হয়ে থাকলে তাহা কিরূপ ?

উত্তর

১। এই রকম কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

২। হঁ্যা।

৩। ফিসের সর্বোচ্চ হার ১৬ টাকা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি মৎস্য প্রজোজক খামার আছে,

২। বর্তমান বছরে কোন খামারে মোট কত পোনা উৎপাদন করা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। উপরোক্ত সময়ে ভুমুর জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজোনিত কত পোনা সংগ্রহ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট সাতটি মৎস্য প্রজনন খামার আছে।

২। বর্তমান বৎসরে (১৯৮৩-৮৪) পোনা উৎপাদনের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খামার ভিত্তিক মাছের পোনা উৎপাদনের সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া সম্ভব নহে।

৩। এই বৎসর এখন পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন মাছের ডিম জলাশয়ে থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই মাছের যে পোনা উৎপাদন করা হয় খামার মাছ কি কখনও কোনভাবে চুরি হয়? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রীনকুল দাস:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ডুবুরে ডিম ফোটে মাছের পোনা উৎপাদন হয় তা থেকে কি পরিমাণ পোনা সংগ্রহ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মাছের পোনা এখন সবেমাত্র উৎপাদন করা হচ্ছে, অথচ আমরা দেখেছি যে কোথাও কোথাও মাছের পোনা সরবরাহ করা হচ্ছে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই তবে এটা আলাদা প্রশ্নের আকারে এলে তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৭৪।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৭৪।

প্রশ্ন

১। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৮২/৮৩ ইং সনে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি জলাশয় ফিসারীর জন্য নির্মিত হয়েছে?

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে ১৯৮২-৮৩ ইং সনে মোট ৪০৩ টি জলাশয় নির্মিত হয়েছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	নির্মিত জলাশয়ের সংখ্যা
১। মোহনপুর	৩০ টি
২। বেলাবর	১৩ টি
৩। জিরানীয়া	৩৯ টি

ব্লকের নাম	নির্মিত জলাশয়ের সংখ্যা
৪। তেলিয়ামুড়া	১৫ টি
৫। বিশালগড়	২৬ টি
৬। খোয়াই	২৯ টি
৭। অমরপুর	১৯ টি
৮। ডুম্বুরনগর	২৬ টি
৯। মাতাবাড়ী	২৮ টি
১০। রাজনগর	৩৬ টি
১১। বগাফা	৩৩ টি
১২। সাতচাঁদ	৫ টি
১৩। ধর্মনগর (ব্লক ভিন্ন)	৫ টি
১৪। পানিসাগর	৩৭ টি
১৫। কাঞ্চনপুর	২৪ টি
১৬। কুমারঘাট	১৪ টি
১৭। ছামনু	১৩ টি
১৮। সালেমা	১১ টি
	৪০৩ টি

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৭৮-৭৯ সনে থেকে ১৯৮২-৮৩ সন পর্য্যন্ত যে সব ফিসারীজ নির্মাণ করা হয়েছে সে সব ফিসারিজগুলিতে প্রয়োজনীয় মাছের চারা বিতরনের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা সাধারণতঃ সরকার থেকে করা হয়ে থাকে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে জলাশয় নির্মান করা হয়েছে সে এ পর্য্যন্ত কত পোনা ছাড়া হয়েছে এবং ঐ পোনা থেকে মোট কত কে, জি, মাছ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এই প্রসঙ্গে আলাদা কোন প্রশ্ন এলে সে সম্পর্কে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সাব-প্লেন এলাকায় বর্তমানে কতটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে)।

২। একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বছরে সরকারের কত অর্থ বরাদ্দ আছে,

৩। প্রত্যেকটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হইয়াছে কি ?

৪। যদি বর্ত্তমানে সবগুলি কেন্দ্রে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে তাহলে কোন কোন কেন্দ্রে দেওয়া হয় নাই,

৫। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে কবে নাগাদ ডাক্তার নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

৬। উক্ত প্রত্যেকটি কেন্দ্রে গড়ে প্রতি বছরে কতজন রোগীর চিকিৎসা হয় ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার সাব-প্লেন এলাকায় বর্তমানে ৬৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর বিভাগ

১। জিরানীয়া (শচীন্দ্রনগর কলোনি), ২। গুরুপদ কলোনি, ৩। চম্পকনগর, ৪। উত্তর দেবেন্দ্রনগর, ৫। সিমনাছড়া, ৬। চাচুবাজার, ৭। তমাকুরি, ৮। আমতলী ৯। জম্পুইজলা, ১০। খারুলবাচাই।

সোনামুড়া।

১। তৈবান্দাল, ২। মাংক্রোসাপাড়া।

খোয়াই

১। গণ্ডাবস্তি ১। রামচন্দ্রঘাট, ৩। বেহালাবাড়ী, ৪। চম্পাহাওর, ৫। রাজনগর, ৬। রতনপুর, ৭। উত্তর মহারানী, ৮। আমপুরা।

কৈলাসহর।

১। ইরানী. ২। ধুমাছড়া, ৩। খাসলিছাড়া, ৪। করমছাড়া, ৫। ছৈলেংটা, ৬। মানিকপুর, ৭। থালছড়া।

ধর্ম্মনগর।

১। দসদা, ২। দামছড়া, ৩। আনন্দ বাজার, ৪। ভাটিমাছমারা, ৫। সেরমুন, ৬। কৃষ্ণটিলা, ৭। লালজুরি, ৮। খেদাছড়া, ৯। মাছমাড়া, ১০। মাগুনালা।

কমলপুর

১। চানকাপ, ২। গঙ্গানগর, ৩। বলরাম।

বিলোনীয়া

১। কলসি, ২। কাঠালিয়াছড়া, ৩। কোয়াইফাং, ৪। ডিমাতলি।

উদয়পুর

১। নোয়াবাদী কিলা, ২। পঞ্জি, ৩। বাগমা, ৪। আঠারবোলা, ৫। মির্জা, ৬। বাইসাবাড়ী।

সাব্রুম

১। ঘোরাকাপ্পা, ২। মনুবনকুল, ৩। কলাচড়ি, ৪। সোনাইছড়ি, ৬। শ্রীনগর।

অমরপুর

১। চেলাগাং, ২। জলয়া, ৩। যতনবাড়ী, ৪। নাগরাই, ৫। তৈদু, ৬। তীর্থমুখ, ৭। করবুক, ৮। রইসাবাড়ী, ৯। রতননগর।

২। ইহা বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বার্ষিক নিয়মিত খরচের জন্য দশ হাজার টাকা সুপারিশ করিয়াছেন সেই অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৩। না।

৪। ভারত সরকারের নিয়মানুযায়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোন ডাক্তার দেওয়ার নিয়ম নাই। বর্তমানে পূর্বে ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৩০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ৫৯টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার আছে এবং ৭১টিতে ডাক্তার নাই।

৫। এইগুলিতে কোন ডাক্তার নিয়োগ করা হইবে না।

৬। গড়ে ২০ হাজার রোগীর চিকিৎসা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকাধীন বোরাখা ও অষ্টলুঙ্গা গ্রামের যে সকল ভূমিহীনরা ১৫।১৬ বৎসর যাবত তাদের চাষাবাদকৃত খাস জায়গার বন্দোবস্ত পান নাই, সরকার তাদের ঐ সকল জায়গার বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন;

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৭১ ইং সনের মার্চ মাসে ঐ সকল ভূমিহীনদের চাষবাদ কৃত জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে শরণার্থী শিবির থেকে শরণার্থীদিগকে বোরাখা ও অষ্টলুঙ্গা গ্রামে পাঠাইয়া ছিলেন।

৩। সত্য হয়ে থাকলে তাদের ব্যাপারে সরকার কতটুকু কার্যকরী করেছেন ?

উত্তর

১। শিবনগর তহশীলের বোরাখা ও অইলুসা গ্রামের ১৩৫ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের নামে তৌজি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৮৯ জন পরিবারকে জমি দেওয়ার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। ঐ সকল গ্রামে যাহারা অনেক বৎসর যাবত বাস করিতেছেন তাহাদিগকে টি, এল, আর, এবং এস, আর অ্যাক্ট অনুযায়ী ভূমি দেওয়া হইবে। বলিয়া তৎকালীন জেলা শাসক ঐ সব গ্রামের গাঁওপ্রধানগণকে জানাইয়া ছিলেন।

৩। প্রথম প্রশ্নে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে জায়গা অনুসারে আমরা তাদের অ্যালটমেন্ট দিয়ে দেব টি, এল, আর, এবং এল, আর, অ্যাক্ট অনুযায়ী।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

প্রশ্ন

১। ভূমিহীন, গৃহহীন ও জুমিয়াদের কি পদ্ধতিতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় ;

২। তহশীল কাছারীতে রেজিষ্ট্রিকৃত ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে যদি তাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ;

৩। পি, পি, সি, যাদের দেওয়া হয়েছিল, তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় কিনা ;

৪। না দেওয়া হলে, কারণ ?

উত্তর

১। ভূমিহীন, গৃহহীন ও জুমিয়াদের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (এলটমেণ্ট অব ল্যাণ্ড) বিধি অনুসারে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

২। অগ্রাধিকারের জন্য কোন ক্রমিক সংখ্যার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ভূমিহীনদের তহশীল অফিসে নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা আগে নাম রেজিষ্ট্রি করায়াছিলেন তাহারাই বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তদন্ত করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

৩। হ্যাঁ, মহাশয়, যদি তাহারা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার (এলটমেণ্ট অব ল্যাণ্ড) বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন, তাহলে তহশীল কাছারীতে যে নাম রেজিষ্ট্রি করে সেটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন বিবেচনা করা হবে না?

শ্রী খগেন দাস :—বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন লোক তহশীল কাছাড়ীতে নাম রেজেষ্টি করে রাখেন। সেখান থেকে তহশীলদার পাঠিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এনকোয়ারী করা হয়। যে তদন্তটা আগে শেষ হয়ে যায় তাদেরকেই ভূমি রাজস্ব আইন অনুযায়ী অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—তাহলে এটা নির্দিষ্ট এলাকায় যেসব লোক তাদের নাম রেজেষ্টি করিয়াছে গৃহহীন হিসাবে তাদের এলাকা ভিত্তিক অ্যালটমেণ্ট দেওয়া উচিত নয় কি?

শ্রী খগেন দাস :—ওদের লিস্ট অনুসারে তহশীলদার তদন্ত করে দেখেন কোন গ্রাম বা মৌজা অনুসারে নয়। যদি তার সিরিয়াল নাম্বার ৫০ হয় এবং তদন্ত কার্য আগে শেষ হয়ে যায় তাহলেও তাকেই আগে অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি যে একই গাঁও সভার মধ্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে নাম রেজেষ্টি করা হচ্ছে, এখন একটা গ্রাম থেকে দুই জনের নাম এসেছে, অন্য আর একটা গ্রাম থেকে তিন জনের নাম এসেছে, রেজিষ্ট্রিকৃত সেই নামগুলির ক্রমিক সংখ্যা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হবে এবং কিসের ভিত্তিতে তাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে?

শ্রী খগেন দাস :—তথ্য দিলে আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—এই যে যাদের নাম রেজিষ্টি করা হচ্ছে, পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে তাদের মধ্যে কাকে কাকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, এটা কি তহশীলদার ঠিক করবে না, সরকার নিজে ঠিক করবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী খগেন দাস :—এটা পঞ্চায়েতের সংগে আলোচনা করে অবশ্য যদি সেটা এ. ডি. সি. এরিয়ার মধ্যে হয় তাহলে এ, ডি, সির অনুমোদন নিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার :—ভূমিহীন, গৃহহীন অথবা জুমিয়াদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের জন্য তহশীলগুলিতে যে সব নাম রেজেষ্টি করা হয় তাদের ক্রমানুসারে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রী খগেন দাস :—যে একবার নাম রেজিষ্টি করেছেন, সেটা অন্য আর একটা তহশীলে গিয়েও নাম রেজেষ্টি করতে পারেন, তিনি হয়তো জোত্‌দারও হতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে ইন্‌কোয়েরী করে দেখা হয়।

মিঃ স্পীকার :—সদস্যগণ, প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। এখন যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজকে ৩টি নোটিশ মাননীয় সদস্যগণের নিকট হইতে

তাদের ত্রীভির উল্লেখ বিষয়ের উপর পাইয়াছি। নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে যে নোটিশটি পেয়েছি, তার বিষয়বস্তু হল 'গত ১১ই জুন কমলপুর মহকুমার হালহালি বাজার উগ্রপন্থিদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণ, লুঠতরাজ ও হত্যা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে তাঁর নোটিশ উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল 'গত ১১ই জুন কমলপুর মহকুমার হালাহালি বাজারে উগ্রপন্থিদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণ, লুঠতরাজ ও হত্যা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি যদি এক্ষুনি বক্তব্য রাখতে হন, তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন। আজ অথবা পরে কবে তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি ১৪ই জুলাই তারিখে এই সম্পর্কে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট হইতে যে নোটিশটি পেয়েছি, তার বিষয়বস্তু হল গত ২৬/৪/৮৩ ইং তারিখে কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে উগ্রপন্থিদের হামলা, দোকান লুঠ ও দুইজনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে তাঁর নোটিশে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল গত ২৬/৪/৮৩ ইং তারিখে কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে উগ্রপন্থিদের হামলা, দোকানলুঠ ও দুইজনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি পরবর্তী নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহার নিকট থেকে পেয়েছি। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল গত ১২ই জুলাই ১৯৮৩ইং তারিখে কংগ্রেস (ই) সমর্থক শতাধিক। সমাজ বিরোধী কর্তৃক সদর-চড়িলামের উত্তর ব্রজপুরের শ্রীরঞ্জন দেবনাথের বাড়ী চড়াও হলে বোমা নিয়ে হামলা করা এবং তার মাকে মারপিট করা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :—স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—'গত ১২ই জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখে কংগ্রেস (ই) সমর্থক শতাধিক সমাজ বিরোধী কর্তৃক সদর চড়িলামের উত্তর ব্রজপুরের শ্রীভজন দেবনাথের বাড়ী চড়াও হয়ে বোম-নিয়ে হামলা করা এবং তার মাকে মারপিট করা সম্পর্কে''।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেকাপেন্স পিরিয়ডে গত ১১-৭-৮৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিয়ে বর্নিত বিষয় বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

'গত ৯ই জুলাই গভীর রাত্রে জনৈক কৃষ্ণধন বণিকের শকুন্তলা এ্যাক্সটেনশান রোডে এক ঘরের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রান্ত হলে খুন হওয়া সম্পর্কে''।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৯ই জুলাই ১৯৮৩ ইং রাত্রিতে জনৈক শ্রীকৃষ্ণধন বণিক বয়স আনুমানিক ২৭ ২৫ বৎসর তাহার স্বর্ণবোডস্থ মিষ্টি দোকানের সামনে খোলা জায়গায় তুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কর্মিসহ ঘুমাইতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১-৩০ ঘটিকায় পুলিশ টেলিফোন এ্যাকচেঞ্জের কনষ্টেবল শ্রীশন্তু হালদার স্থানীয় খোদবাগান এলাকার বাসিন্দা মদমত্ত অবস্থায় পূর্ব ঝগড়ার রেসে শ্রীকৃষ্ণ বণিকের সাথে অশালীন ব্যবহার করে। এই কনষ্টেবল শ্রীকৃষ্ণ বণিকের পরিচিত এবং তাহার দোকানের ক্রেতা ছিল। ঘটনাটি ঐ অঞ্চলের অভিবাবক স্থানীয় শ্রীচাদিপদ ওরফে পদু সাহাকে জানানো হলে ব্যাপারটি তখনকার মতো মিটমাট হয়ে যায় এবং ঐ কনষ্টেবলকে কিছু শাস্তি দিয়ে যথা কিল চড় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাপারটি আর পুলিশকে জানানো হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণধন বণিক স্থান পরিবর্তন করিয়া আসাম-বেঙ্গল কেরিয়ার অফিস এর সামনে বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি প্রায় ৩-৩০ মিঃ সময় ঐ মদমত্ত কনষ্টেবল তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণধন বনিকের মাথায় আসামি কাঠের টুক্‌রা দিয়ে আঘাত করে। স্থানীয় লোকেরা আহত শ্রীকৃষ্ণধন বনিককে সাথে সাথে হাসপাতালে লইয়া যায় এবং ৫-২৫ মিঃ এর সময় হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটে।

পশ্চিম আগরতলা থানাধীন বড়জলা গ্রামের শ্রীকানু বনিকের অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় পশ্চিম আগরতলা থানায় ঘটনাটি ১১(৭) ৮৩ নং কেইস হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযুক্ত কনষ্টেবল শ্রী সঞ্জু হালদার পশ্চিম সাগরতলা থানায় গত ১১-৭-৮৩ ইং তারিখে ১২ ঘটিকার সময় আত্মসমর্পন করে।

উভয়ের মধ্যে পূর্ব ঝগড়া-বিবাদের কারণে মদমত্ত অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অপরাধ সংঘটিত করে বলে প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ। এই ঘটনার পিছনে অন্য কোন কারণ আছে বলে তদন্তে জানা যায় নাই। কনষ্টেবলটিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। ঘটনাটির অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ঘটনাটি ঘটলো তা একেবারে থানার নাকের ডগার উপর কাজেই যে সময়ে এই ঘটনাটি ঘটলো সেই সময়ে কি থানার টহলদার পুলিশ ছিল না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই সম্পর্কে আমি খবর না নিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐ সময়ে টহলদার পুলিশ বাহিনী কেন ছিল না, তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা খুবই দুঃখের যে মাননীয় সদস্য এই ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কারণ ঘটনাটি থানার নাকের ডগার উপর ঘটেছে। কাজেই সমস্ত ঘটনাটা সরকার খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এবং প্রয়োজনে তদন্ত করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী চন্দ্রেশ্বর দাস, তাঁর নোটিশের বিষয় বস্তু হল—গত ৯ই জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গানগর বাজারে কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত কর্তৃক লুটতরাজ সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার, তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—৭ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার উগ্রপন্থি চুনী কলইর গ্রেপ্তার সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, আমি আগামী ১৪ই জুলাই তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব

মিঃ স্পীকার :—পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৩ই জুন ১৯৮৩ ইং তারিখে অম্পি ধনলেখা গ্রামের পেলাচান কলই পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—স্যার, আমি আগামী ১৪ই জুলাই তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননী স্বরাষ্ট্র (মুখ্য) মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ কর'ছ তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটি। বিষয় বস্তু হলো "গত ৪ঠা মে ১৯৮৩ইং পূর্ব-লক্ষীবিল নিবাসী কলকলীয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষক কার্ত্তিক চন্দ্র পালের বিদ্যালয়ে যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ৪ঠা মে ১৯৮৩ইং পূর্বলক্ষীবিল নিবাসী কলকলীয়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কার্ত্তিক চন্দ্রপালের বিদ্যালয় যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।

গত ৩-৫-৮৩ইং তারিখ বেলা প্রায় ১—১০ মিঃ এর সময় পূর্ব লক্ষীবিল পুলিশ ক্যাম্পের কনেষ্টবল নং ৩০০৫ শ্রীঅরুন দেববর্ম্মা ও কনেষ্টবল নং ৫৪৮৪ শ্রীপরিতোষ সরকারের নিকট হইতে পূর্ব লক্ষীবিল এলাকায় গণ্ডগোলের খবর পাইয়া বিশালগড় থানার ও. সি শ্রীজয়দেব দাস যিনি বিশালগড় এলাকার সি. আই. ও এবং এস. আই. শ্রী পি. দেব চৌধুরী ও থানার অন্যান্য ষ্টাফদের নিয়ে ঘটনাস্থল উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যান। সেখানে পৌঁছাবার পর ঐ এলাকার শ্রীমনিরঞ্জন পাল ও. সি.র নিকট এই মর্ম্মে একটি দরখাস্ত পেশ করেন যে ঐ দিনই অর্থাৎ ৩-৫-৮৩ইং তারিখ বেলা প্রায় ১০-৩০ মিঃ এর সময় তাহার বড় ভাই কলকলীয়া জে, বি, স্কুলের শিক্ষক শ্রীকার্ত্তিক পাল স্কুলের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে রওয়ানা হন কিন্তু বেলা প্রায় ১১টার সময় রাস্তায় শ্রীগোপাল দেবের বাড়ীর নিকট কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪(৫)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারী শ্রীমনিরঞ্জন পাল তাহার বড় ভাই শ্রীকার্ত্তিক পালের খুন হওয়ার ব্যাপারে ৬(ছয়) ব্যক্তিকে সন্দেহ করেন কারণ এই হত্যাকাণ্ডের পরই গ্রাম বাসীরা তাহাদিগকে উত্তর দিকে দ্রুত দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া ছিলেন। এই ছয় জন ব্যক্তির নাম যথাক্রমে :—

১। শ্রী আশুতোষ দাস
২। শ্রী বনমালি দাস
৩। শ্রী রঞ্জিত দাস
৪। শ্রী রামলাল দাস
৫। শ্রী উমেশ দাস
৬। শ্রী পরেশ দাস

এই ঘটনার উপরিউক্ত ৬ (ছয়) জন এবং আরও ২ (দুই জন) যথা (১) শ্রী খোকন দাস (২) শ্রী রবীন্দ্র দাস সহ মোট আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারীকৃত সকল ব্যক্তিরাই আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পাইয়াছে।

নিহত কার্ত্তিক পাল সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক এবং অভিযুক্ত কারীরা সকলেই কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

রাজনৈতিক কারণেই এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তদন্তে জানা যায়।

ঘটনাটির তদন্তের ভার রাজ্য সি, আই, ডি, র উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—অন পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে কারও কারও বিরোধে আদালতে আরও মামলা আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা আমার জানা নাই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—যোগেশ পাল, সুনীল পালের বাড়ীতে গত ৩০শে ডিসেম্বর অগ্নি সংযোগের জন্য এই জামিন প্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে কেউ আছে এটা জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—গত ২,৭, ৮৩ ইং বিশালগড় এলাকার লক্ষ্মীবিলে রবীন্দ্র দাস কয়েকজনকে মারধোর করেছেন এটা জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—অন পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশান মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সবাই কংগ্রেস (ই) দলের কর্মী এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি জানাবেন?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা পুলিশ তদন্তের রিপোর্ট।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—পুলিশের তদন্তের রিপোর্ট তারা যে কংগ্রেস (ই) দলের সদস্য এই রকম কাগজ পত্র পুলিশের কাছে আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কাগজ পত্র এখানে উপস্থিত করা যাবে না তদন্তকারী অফিসার যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত করবেন তখনই দেখতে পারবেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, তখনও মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর এই কথা বলা উচিত এটা ঠিক কি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করলে আমকে বসিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এখানে এই হাউসে একটা অমনিবাস ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যাবেন উইদাউট এনি পেপার সেটা কি করে সম্ভব?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং এর একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে এবং সেই ব্যাকগ্রাউণ্ডের উপর তদন্ত করেই পুলিশ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে এটা কংগ্রেস (ই) দলের লোক।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— পুলিশ এই সিদ্ধান্তে এসেছে মুখ্য মন্ত্রী আসেন নাই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মুখ্য মন্ত্রীও এসেছেন।

Government Busiess (Financial)
General Discussion of The Budget Estimates For The Year 1983-84.

Mr. Speaker :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের বাজেট এষ্টিমেটসের উপর সাধারন আলোচনা। আলোচনার পূর্বে আমি উভয় দলের চফী হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। (তালিকা প্রদান) শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই এই হাউসে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, এই বাজেট যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এটা বলা যাবে যে এটার দু'টো দিক আছে। একটা দিক হল এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের তথা ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের আশা আকাংখা পূরণ করবে আর অন্য দিক হল কেন্দ্র রাজ্যকে কিভাবে বঞ্চনা করেছে তার একটা প্রকৃষ্ট দলিল হিসাবে এটা দেখা যাবে। এই বাজেট যখন রচিত হয় তখন এই রাজ্যের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা একটা নিশ্চয় হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই কেন্দ্রের কাছে চাওয়া হয়েছিল ৮৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিয়েছেন মাত্র ৫৮ কোটি টাকা এখানেই একটা বিরাট বঞ্চনা। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে ভারতবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে ১৯৮২-৮৩ সালের সংশোধিত বাজেটে কর আরোপ করা হয়েছিল ১৭,৯১০ কোটি টাকা আর ১৯৮৩-৮৪ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৯,৯৬৪ কোটি টাকা কর আরোপ করা হয়েছে। তাহলে দেখা গেল যে ২,০৫৪ কোটি টাকা নূতন কর বসানো হয়েছে। এই ২,০৫৪ কোটি টাকার মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলি পেয়েছে ৪৪৯ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে ত্রিপুরা যে আগে চেয়েছিল ১,৪৪ লক্ষ টাকা। এবং কেন্দ্রীয় তহবিলে যাচ্ছে ১,৬০৫ কোটি টাকা। রাজ্যগুলি থেকে কর আদায় করে নিচ্ছেন কেন্দ্র।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এইভাবে কেন্দ্র দিনের পর দিন রাজ্যগুলকে বঞ্চনা করে চলেছে। সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বর্ত্তমান আর্থিক সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এটা আদৌ হবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ বর্ত্তমান সংবিধান পরিবর্ত্তন না করে এটা করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু আমরা আশা করব যে সারকারিয়া কমিশন কেন্দ্র রাজ্যের বর্ত্তমান আর্থিক সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টি কোন থেকে পরীক্ষা করে দেখবেন এবং রাজ্যগুলিকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করবেন। লক্ষ্য করার বিষয় রাজ্যগুলির আন্দোলনের ফলে আজ কেন্দ্র বাধ্য হয়েছেন কমিশন বসাতে। এখানে বিরোধী সদস্যরা এটা নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ চেয়েছি সেই বরাদ্দও পাচ্ছি না। অথচ জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির সংগে তাল রেখে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন না। কর ছাড়া কেন্দ্রীয় বাজেট হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট করছে। সেখানে জনসাধারণের উপর কোন কর আরোপ করে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯,০০০ কোটি টাকার উপর কর মানুষের উপর চাপিয়েছে। এই বাজেটের উপর কর নেই বলেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। ওরা বাজেটকে কটটুকু বুঝেন

আমি জানি না। এক বছরে তো আর সব কাজ করা যায় না। ক্রমে ক্রমে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হয় এবং এভাবে একটা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কয়েক বৎসর লাগে। বাজেটে কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে। সেই নিয়মকানুন সরকারকে মেনে চলতে হয়। এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা কতকগুলি তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এই বাজেটে পুলিশ খাতে ওরা বলেছেন ৯ পার্সেন্ট কিন্তু সেটা হবে ৮.১৬ পার্সেন্ট। ওরা বলেছেন যে কৃষি খাতে ৪ পার্সেন্ট কিন্তু এটা হবে ৬ পার্সেন্ট ওরা বলেছেন যে কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কৃষির উপরই তো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু কৃষি তো নয়। কৃষিতে উন্নতি করতে হলে তার ইরিগেশান দিকটা দেখতে হবে, তার মাইনর ইরিগেশন জলসেচ ব্যবস্থা সেগুলি দেখতে এবং সেই জন্য তার টোটেল বাজেট এন. আর. ই. পি. সহ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা এবং বাজেটে তার পার্সেন্টটেজ হবে ১৬.৬ কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওরা হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এভাবে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এত খরা বন্যা সত্বেও ৪ লক্ষ ৩২ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে। এবং আগামীতে সেটাকে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। এটার উপর গুরুত্ব দিতে হয় যে ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য তার চতুর্দিকে বহিঃ রাষ্ট্রের সীমানা। এই সমস্যাটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ততটা নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। যার ফলে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশী। সেইজন্য কেন্দ্রকে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য আমাদেরকে দিতে হবে কিন্তু সেটা দিচ্ছে না। ত্রিপুরারার মানুষের বাঁচার অধিকারেই তারা লড়বে। আন্দোলন ইত্যাদি করবে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে এই বাজেটের মধ্যে এমন কিছু পেলাম না যার জন্য এটাকে সমর্থন করা যায়। বেকার সমস্যার সমাধানের কোন উল্লেখ নেই।

তিনি যদি কারও কথা না শুনে, কোন পত্রিকা কি লিখছে সেটা না দেখে গ্রামের দিকে তাকাতেন তাহলে দেখতে পারতেন যে এই সরকার গ্রামীণ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি করছে। তাহলে বলতে পারবেন না যে কেন্দ্র দিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরার মানুষের দিকে যদি তাকান, তাহলে কেন্দ্রকে একথা বলতে পারবেন না মানুষের উপকারের যেখানে ১০০ ম্যানডেজ এক্টা গাঁও সভায় হয় না। কেন্দ্র ন্যাশনাল প্রোগ্রাম নিয়েছে, গরীব জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়েছে কিন্তু কেন্দ্র ফুড ফর ওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষকে বাঁচানোর জন্য তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়েও বাজেটে প্রভীশান রাখা হয়েছে। প্রভিশান রাখা হয়েছে করেছে প্রভিশান রাখা হয়েছে কৃষিতে। গোটা ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য কর্ম সংস্থান প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এবং এই সব প্রকল্প রূপায়ন করা যায় কি ভাবে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পায়ন এক দুই বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠে না। এখানে কোন বরাদ্দ নেই শিল্পের জন্য এই কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। কেননা বাজেট যদি ভাল করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, শিল্পের জন্য ৩২ শতাংশ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কেন এই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে? শিল্পের জন্য কাজ শুরু হয়ে গেছে বলেই এই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে জুট মিল গড়ে উঠেছে। ডুকলীতে

গেলে দেখতে পাবেন শিল্প কি ভাবে গড়ে উঠেছে। বামফ্রন্ট চেষ্টা করছেন শিল্প ত্রিপুরায় গড়ে তুলতে। আপনারা ৩০ বছরে তো কিছুই করেন নি? এইখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়া হয়েছে। এখানে যথেষ্ট অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা কোন দিন বলি নি। আপনারা তো এতদিন ত্রিপুরার বেকারদের জন্য কিছু ভাবেন নি। আমরা বেকার সমস্যা দূর করার জন্য সবটা না হলেও কিছুটা দূর করার জন্য কাগজ কল করার চেষ্টা করছি। তাও স্বীকার করবেন না। ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে এতদিন কিছু করা হয় নি। আজকে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। সেটা দেখা উচিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি কর্পোরেশনের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে শ্রমিক যাতে কাজ পেতে পারে সেটা দেখা হয়েছে। হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সবই শিল্পের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। গ্রামের শিল্পীরা যাতে কাজ করতে পারেন সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমি বলব এই কথা যে, যারা দেখেছেন না বাজেটের মধ্যে কোন কিছুর প্রভিশান তাদের ভাল করে বাজেটটি দেখতে বলব। এখানে কেহ বলেছেন, এটা ক্যাডার তৈরী বাজেট। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি কথা বলতে চাই, অশোক বাবুরা একটু ভুল করেছেন। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট গ্রামেগঞ্জে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। কংগ্রেসী আমলে মানুষ মারা যেত। সেইজন্য বামফ্রন্ট বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এটা ত্রিপুরার মানুষ দেখছে। গ্রামের গরীব লোক যদি ক্যাডার হয়ে যায়, তাহলে আমাদের করার কিছু নেই। এই বাজেট গরীব মানুষের বাজেট, এই বাজেট শহরের মধ্য বিত্ত, নিম্ন বিত্ত লোকের বাজেট। এদের দিকে নজর রেখেই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট প্রনয়ন করেছেন। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন করব, তাঁরা যেন বাজেটকে ভাল করে দেখে এই বাজেটের সমর্থন জানান। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত বাজেট আমি কতগুলি কারণে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে সভায় বাজেটের যে আলোচনা দেখছি, তাতে যদি গভীর ভাবে লক্ষ্য রাখি, তাহলে বাজেট সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্রটা আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। আজকে এখানে কথায় কথায় বলা হচ্ছে, কংগ্রেসী শাসন, কংগ্রেসী অপশাসন, কংগ্রেসী গুণ্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখানে আমি একটির পর একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেব যে, বিগত দিনের ইতিহাস আর আজকের ২য় ফ্রন্ট শাসনের শুরু পর্য্যন্ত ইতিহাস। আমরা যদি এই দিন গুলির দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে বুঝতে পারব, অগ্রগতির নামে আজকে আমাদের অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার সামগ্রিক মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের, শ্রমজীবি মানুষের এবং গরীব মানুষদের আজকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করানো হয়েছে। গত ৩০ বছরে শেষ দিকে আমরা দেখেছি, ব্যাঙ্ক সমূহে বেসরকারী আমানত ছিল বাইশ কোটি টাকা। আর এই বামফ্রন্ট সরকারের আসার প্রথম তিন বছরে সেই বাজেট প্রভিশান এসে দাঁড়িয়েছে ৪৯ কোটি টাকা। অতএব, আর একটি জিনিষ আমরা বলতে পারি, কংগ্রেসী আমলে দারিদ্র সীমার নীচে লোক সংখ্যা ছিল ৬৭ শতাংশ আর আজ এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার

পরে সেই সেই দারিদ্র সীমার মধ্যে লোক এসে দাঁড়িয়েছে ৮২ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, ১৫ শতাংশ লোক বেড়েছে দারিদ্র সীমার মধ্যে। এটা কোথায় থেকে হলো? এটা কারা সৃষ্টি করেছে? আজকে দেখা যায়, বে-সরকারী আমানত ২৭ কোটি টাকা বেড়েছে। এই যে ২৭ কোটি টাকার আমানত সৃষ্টিকারী তথা নূতন ধনিক গোষ্ঠী এরা কারা? এরা কি দলীয় কেডার নয়? যারা সরকারী মদতে পুষ্ট হয়ে টাকা বাড়াচ্ছে। আজকে দেখা যায়, খাদ্যেরনামে কেন্দ্রীয় সরকারে বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে, বিভিন্ন হামলা করছে, প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু আজকে কালোবাজারীরা কোথায়? বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে কি সব কালোবাজারী শেষ হয়ে গেছে, না কি কালোবাজারীরা সব শাসক দলে ঢুকে পড়েছে? এই সব কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে আজকে সরকারকে একটি কথাও বলতে শুনছি না। অথচ আমরা জানি যে, কংগ্রেসের শেষ দিকে খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। আর আজকে বামফ্রন্টের আমলে চাহিদা অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১০৮ হাজার মেট্রিক টন। এই হার কি জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতে বেশী নয়? কাজে কাজেই আজকে আমাদের এই জিনিসগুলি লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃষি ভূমি সংস্কারের নামে দেখতে পাচ্ছি, এই ভূমি সংস্কারের নাম দিয়ে টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। আমাদের অমরপুরের বিভিন্ন গাঁও সভার মধ্যে এই ভূমি সংস্কারের টাকা নিয়ে কি ভাবে ছিনি মিনি খেলা হচ্ছে। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কারের নামে টাকা পয়সার নয় ছয় করা হচ্ছে। স্যার, পশুপালন দপ্তরের কাণ্ডকারখানা বলতে গেলে সেটাতো একটা ইতিহাস হবে। এই দপ্তরের অপকর্মের কিছু তথ্য পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যে বেড়িয়েছে। তারপরও উনারা টাকা বৃদ্ধির দাবী করেছেন কেন্দ্রের কাছে। হ্যাঁ। টাকা বৃদ্ধির দাবী আমরাও করতে পারি, যদি সে টাকা সঠিক পথে ব্যায়িত হয়। স্যার, শিক্ষা ক্ষেত্রে আজকে নৈরাজ্য চলছে। অনেক স্কুল আছে সেখানে শিক্ষক নেই, আবার কোথাও কোথাও শিক্ষক আছে কিন্তু স্কুল ঘর নেই। অমরপুর সাবডিভিশানের অন্তর্গত তৈমুক্তি, গাইপাকা, তৈছামগ প্রভৃতি জায়গাতে কোন স্কুল ঘর নেই। যেখানে ছাত্র আছে, শিক্ষক আছে, মিড-ডে-মিলও চলছে, কিন্তু স্কুল ঘর নেই। স্কুলের নাম নিয়ে, ছাত্রদের নাম দিয়ে বরাদ্দকৃত টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। স্যার, অমরপুরের বি. ডি. ও. শ্রীরনজিত দেববর্মা, মিথ্যা একটা স্কুলের (রামকৃষ্ণ জে. বি. স্কুল) নাম দিয়ে, যে স্কুলের নাম সরকারী খাতায় নেই, টাকা স্যাংশান করেন। তার ওয়ার্ক অর্ডার নাম্বার আমার কাছে আছে। এমন ঘটনা একটা দুইটা নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি সাবডিভিশানে এই ঘটনা আজকে চলছে। ফলে শিক্ষার উন্নতি দূরে থাকুক আরও অবনতির দিকে চলছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত টাকা নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে। স্যার, মৎস্য দপ্তরের অবস্থাও তথৈবচ। ব্রীডিং সীজনে যে মাছের পোনা প্রডাকশান করা হচ্ছে তা সামান্য বৃষ্টি হলেই ভেসে যায়। মাছও ঠিক মত রক্ষনা বেক্ষন করা হচ্ছে না ও সঠিক ভাবে বিক্রীও হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকারের অব্যবস্থার জন্যই তা হচ্ছে। সুতরাং এই ত্রুটিগুলি দূর করা দরকার। শিল্প ক্ষেত্রেও আজকে যা খুশী তাই চলছে। জুট মিলের কথাই বলুন, আর ছোট ছোট কুটির শিল্পের কথাই বলুন সেখানেও চলছে নৈরাজ্যিক অবস্থা। পরিবহন ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে সেটাও প্রায় ধুকছে। সেখানেও টাকা

নয় ছয় হচ্ছে। স্যার, বামফ্রন্ট-এর এই পাঁচ বৎসর শাসনকালের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলা বলে কিছু নেই। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দিনের বেলাতেই খুন খারাপি সংগঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আতংকগ্রস্ত। বামফ্রন্ট সরকারের পাঁচ বৎসর শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা খুন হয়েছে এবং কংগ্রেস শাসনকালে কয়টা খুন হয়েছিল ? এই বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের ফলে প্রতি বছরেই প্রচুর লোক খুন হচ্ছে। তাই এই সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কংগ্রেস আমলে যদি মানুষ দূরে থাকুক একটা কুকুরকেও যদি মারা হত, তাহলে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত, খুনীদের জেল হতো, জরিমানা হতো। বামফ্রন্ট বরং খুনীদের আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয় দেয়। আর আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রকাশ্য দিবালোকে থানার সামনে খুন হচ্ছে, অথচ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আজকে এ রাজ্যে আইন শৃংখলা বলতে কিছু নেই। তারপর স্যার, কর্মচারী ভাইদের ডি.এর ব্যাপারে আমরা দেখেছি ১৯৮১ইং সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তারা দুই কিস্তি মহার্ঘ ভাতা পাওনা হয়েছেন। আর এখন পর্য্যন্ত পাওনা হয়েছেন নয় কিস্তি। কিন্তু সরকার তাদের এই ডি. এ. দিচ্ছেন না, তালবাহানা করছেন। বরং আরও অধিক সময় তাদের টাকাটা রাখা যায় কিনা তারও চেষ্টা চলছে। আমি দাবী করছি কর্মচারীদের পাওনা ডি.এ দিয়ে দেওয়া হোক। দ্বিতীয় পে কমিশন তাদের জন্য যে মেডিক্যাল এলাউন্স, হাউসরেন্ট দেবার সুপারিশ করেছিলেন, তা দেবার জন্য সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। সুতরাং কোন অবস্থায়ই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। পরিশেষে আমি এই কথাই বলতে চাই যে সরকার বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা সঠিক-ভাবে ব্যয় করুন, বাজেটকে বাস্তবে রূপায়িত করুন, তবেই আমরা প্রয়োজন বোধে অধিক অর্থের জন্য কেন্দ্রের নিকট দাবী জানাব। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীকুমার দেববর্মা মহোদয়কে তনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

 কক—বরক

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—মান সীনাও স্পীকার স্যার,

অর, চিনি অর্থ মন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ খীলাই বানি আবন' তাবীই আং তাই আবন' বাথাবাই সমর্থন খীলাই আনি বক্তব্য নারীকলা নাইম। কারন, অ বাজেট পরিস্কার উল্লেখ তঙ বিভিন্ন উপজাতি এলাকাজ পত পালন হাই আনেক সুযোগ সুবিধা খুলাকজাকখা। আগি কংগ্রেস নি আমল' যেটা খুলকজাকয়া তাব বামফ্রন্ট সরকারর নি আমল' বিভিন্ন পাহাড়ী জাগাম উন্নয়ন মূলক সাবুং খুলকজাকখা। আবনি বাগীই আঙ অ বাজেটন' সমর্থন খীলাই অ। তাছাড়া সমবায়নি ব্যাপারে বিভিন্ন জাগাজ সোসাইটি কৃসখুলগাই নানা রকম সুযোগ রীজাকখা, কংগ্রেস নি আমল যেটা রীজাকয়া। বক তাঙনাইরক নব' জুমবীজ রীজাকখা আবনি বাগইমা বাজেটন আঙ সার্মন খীলাই অ। তাইব পাহাড়ী অঞ্চল' জাগা জাগা বং অনেক স্কুল খুলকজাকখা, স্কুল খুলগাই মাষ্টার রুবকামা আনেক জাগাম উপজাতি যুব সমিতিসঙ শতকরা পাঁচ টাকা হারে চাঁদা সানাই তঙ। রীনা

সইমাখে স্কুল' তঙ মানয়া। মাষ্টাররগ মাঝে মাঝে নগুথরাই ফাইবাইখা। এই যে চাকমা পাড়া গাঁও সভা আরনি মাষ্টার ব' ফাইখা। চাঙ পরিষ্কার বরক ন সাখা কোন মতে থাঙ তঙাইদি কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি সঙ হাই খীলাইয়া। আব বাদেন' চাঙ বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে বিভিন্ন জাগায় স্যাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমিনি খাজনা মুকুব খাইখা কিন্তু কাংগ্রেসনি আমল' আব হাই আঙয়া আবনি বাগাই ন আও অ বাজেটন সমর্থন খীলাই অ। শুধু আব সিমিয়া কংগ্রেসনি আমল' শনরক বুফাঙরক তাননা থাঙখে বরকরক রমজাকখা কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে কমক তাবুক বলঙ' থাঙাই বল তানাই মানখা। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি সঙ আ মাইকুও পাইমানি রাও ন সে চাঁদা নাম। আন' সে চাঁদা নাম উপজাতিযুব সমিতি নি উগ্রপন্থিরক।•কংগ্রেসনি আমল' হুক হক মানয়া কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পরিষ্কার সাখা হুক হকদি। কিন্তু গত লোকসভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাখা হুক হকখে বলঙ হাময়া আঙনাই অ কক চাঙব মানিঅ কিন্তু বরক যদি বাঁচই মানয়া খে আর ন সরকারনি কোন' ফল কারাই। আবনি বাই ন' হুক হকনা হংতে আরম্ভ খীলাই এ, ডি, সি, র মাধ্যমে নানা রকম পরিকল্পনা নাজাকখা। কংগ্রেসনি আমল' আবনি বাগাই আন্দোলন যা খীলাইখা কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি সঙ আ কংগ্রেস বাই আঁতাত খীলাইখা। যে কংগ্রেস এ. ডি, সি. নি বিরোধীতা খীলাই তঙ'। আবন' বানচাল খীলাইনা নাইঅ। উপজাতি যুব সমিতি সঙ বই তপশীলনি বাগাই, নগেন্দ্র বাবু সঙ আন্দোলন খীলাই তঙ কিন্তু ফল মানখা। ৬টি তপশীলনি জাগায় চাঙ জেলা পরিষদ মানখা কিন্তু ৬টি তপশীলনি বাগাই বরক কংগ্রেসবাই আঁতাত খীলাইখা। অর' যদি তাই উআইসা কংগ্রেসনি দিন ফিরগ ফাইখে জেলা পরিষদ কান' মানগীলাক। কিন্তু বরক সাম চাঙ পাহাড়ী নি বাগাই আন্দোলন খীলাই তঙ কিন্তু কোন ফল কারাই। আবান বাগাই অ বাজেটন সার্থনখীলাই আও আনি বক্তব্য পাইরাখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার : এখানে আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারন, এ বাজেটে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকার পশুপালনের মতো অনেক কিছু খোলা হয়েছে। আগে কংগ্রেস শাসনে যা করা হয়নি এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পাহাড়ী এলাকা গুলোতে অনেক উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। একারনেই আমি এ বাজেটকে সমর্থন করি। তাছাড়া সংবাদের ব্যাপারে, বিভিন্ন জায়গার ল্যাম্পস, প্যাক্স খুলে নানা প্রকারের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে. কংগ্রেসের আমলে যা হয়নি। জুমিয়া দেরকে জুমধান দেয়া হয়েছে। কাজেই এ বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। অনেক পাহাড়ী এলাকায় স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা সেখানে শতকরা পাঁচ টাকা হারে চাঁদা আদায় করছেন। শিক্ষকদের মাঝে মাঝে চলে আসতে হয়েছে। এই যে চাকমা পাড়া গাঁও সভা, সেখানকার মাষ্টারমশাইকেও চলে আসতে হয়েছে। আমরা তাদের পরিষ্কার করে বলেছি কোন প্রকারে সেখানে গিয়ে থাকুন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি

তা হতে দিচ্ছেন না। তারপরেও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করা হয়েছে কংগ্রেস আমলে সেটা করা হয়নি। এই কারনে আমি বাজেটটাকে সমর্থন করি। শুধু তাই নয় কংগ্রেসের আমলে গরীব মানুষেরা বনে কাঠ কিংবা ছন কাটতে গেলে তাদের ধরপাকড় করা হতো কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তারা এখন নির্বিবাদে তা করতে পারছেন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতিরা সেই চাল কেনার টাকা থেকে চাঁদা আদায় করছেন উপজাতিরা। কংগ্রেসের আমলে জুম কাটা নিষেধ ছিলো বামফ্রন্ট সরকার তাদের সেই সুযোগ আবার দিয়েছেন। কিন্তু গত লোক সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন জুম কাটলে ক্ষতি হবে। সেকথা আমারাও মানি। কিন্তু এখানকার মানুষ যদি না খেয়ে থাকে তাহলে এখানকার সরকারের কোন বল নেই। এ কারনেই জুম কাটা থেকে শুরু করে এ, ডি, সি, র মাধ্যমে নানা প্রকার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। কংগ্রেসের সময়ে তার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে, কিন্তু যুব সমিতি সেই কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করছেন। উপজাতি যুব সমিতির নগেন বাবুরা ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্দোলন করছেন কিন্তু কোন ফল নেই। ৬ষ্ঠ তপশীলের জায়গায় আমরা জেলা পরিষদ পেয়েছি। এখানে যদি কংগ্রেসের রাজত্ব ফিরে আসে তাহলে জেলা পরিষদও হতো না। কিন্তু তারা বলেছেন পাহাড়ীদের জন্য আন্দোলন করছি। এ কারনেই আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে হাউসের কাছে ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট পেশ করেছেন। বিগত দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন অপজিশ্যান লিডার ছিলেন সেই দিনগুলিতে কিন্তু তিনি বাজেটকে কোন দিনই সমর্থন করতে পারেন নি। তাহলে আজকের এই বাজেটকে শুধু আমি কেন, এই হাউস কেন কেহই সমর্থন করতে পারবে না কিন্তু তিনি নিজে সমর্থন করছেন। কারণ বিগত দিনে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন সে সব ভাষণ ছিল কনট্রাকটিভ এবং অনেক বেশী প্রগ্রেসিভ। কিন্তু আজকে আমরা বাজেটের মধ্যে সেই সমস্ত জিনিষ দেখতে পাচ্ছি না। কংগ্রেস আমলের পুলিশ বাজেট থেকে এখন যে পুলিশের বাজেট হয়েছে সেটা প্রায় ৬ গুণ বেশী করেছেন। এই ৬ গুণ বাজেটকে তিনি কি করে সমর্থন করলেন। তিনি সে সময় কিভাবে বাজেটের বিরোধীতা করেছিলেন সেটা এখন তিনি ভুলে গেছেন। পুলিশ খাতে তিনি যে ৬ গুণ অর্থ বৃদ্ধি করেছেন সেই অর্থ দিয়ে কি আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করতে পারছেন বা পারবেন এবং পুলিশের কর্মকাণ্ড কি বৃদ্ধি করতে পারবেন? কাজেই বলছি এই বাজেটকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই উঠে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সে দিন বলেছিলেন যাঁরা কিছু করতে চায় তাঁরা কাউকে দায়ী করে না এমন কি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা কোন কিছুকেই দায়ী করেন না। কিন্তু আজকে কেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করছেন? কেন বন্যার কথা বলছেন? কেন তাঁর যা করার ইচ্ছা এখন তিনি করছেন না কেন? তিনি গদিতে বসে সমস্ত কিছু ভুলে গেছেন। তাহলে কি বলতে হবে চেয়ারের দোষ? কেন তাহলে এখন তাঁর বাজেট বক্তব্যের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সেন্ট্রাল ডি. এর কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কর্মচারীরা

যেখানে অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার পুরো টাকা তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে রাখতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু আমি বলবো প্রলোভনের লোভ দেখিয়ে এবং যাতে বদলী না হয় তার জন্য কর্মচারীরা রাজী হয়েছেন। অনেক কর্মচারী তো টাকার জন্য দরখাস্ত করেছেন কিন্তু তাঁদের কি সেই অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়েছে? কাজেই এই বাজেট রাজ্যের কোন উন্নতিমূলক কাজে সাহায্য করতে পারবে না। ট্রাইবেলদের উন্নতির কথা তাঁরা অনেক দিন ধরে বলে আসছিলেন এবং তাদের উন্নতির জন্য অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বাস্তব কোন কিছুই হচ্ছে না এবং এখন মনে হচ্ছে সমস্ত কিছুই অবাস্তব থেকে যাচ্ছে। উনাদের ভাষায় কংগ্রেসের যে গতানুগতিক চরিত্র এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে সেই পচা বাদামের বীজ এখনও তাই চলছে। আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে উনারা ট্রাইবেলদের উন্নতি করবেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন, যদি তাদের একান্তই ইচ্ছা থাকতো ট্রাইবেলদের উন্নতি করা তাহলে এই রকম বাজেট রচনা হতো না। কাজেই এই বাজেট পক্ষপাতিত্বমূলক বাজেট, এই বাজেট গতানুগতিক হয় নি, এই বাজেট বাস্তবায়িত বাজেট হয় নি এবং এই বাজেট জনকল্যান-মূখী হয় নি তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা বেলা ২টা (দুই) পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৮ই জুলাই এই হাউসে যে ১৯৮৩-৮৪ সনের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ১৯৭৮ সনে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ত্রিপুরার একটা বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বামফ্রন্ট সরকার হাতে নিয়েছেন। সেটা ১৯৭৮ সনে আগে এইটা ভাবতে পারেননি। অবশ্য বিরোধী দলের সদস্যরা যাই বলুক না কেন ত্রিপুরার ২৯ লক্ষ জনগণ যার মধ্যে বেশীর ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কিছুটা লাঘব হবে এটা ত্রিপুরার জনগণের মনে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে আজকে গেলে দেখা যাবে কিভাবে মানুষ আজকে শিক্ষা পাচ্ছে। আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিভাবে জনগন স্বতস্ফূর্ত্তভাবে তারা নিজেরা উঠে পড়ে লেগেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে শিক্ষার মান অনেক বেড়েছে, অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আমি আজ এই কথা বলতে চাই ত্রিপুরার সমাজ শিক্ষার জন্য ৫৮.৭ শতাংশ বরাদ্দ করেছেন। এই টাকা অবশ্য ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, কারণ এখনও অনেক স্কুল করা দরকার। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৭৮ এর আগে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩০টি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গত ৫ বৎসরে বামফ্রন্ট আসার পর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৫২টি। প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রাইমারী স্কুল ১৯৭৮ আগে ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ২৫ হাজারে। এই বাজেটে

স্কুল ঘর সম্প্রসারণের জন্য, মেন্টেনের জন্য আরও টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যারা বিশেষ করে কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখানো ত তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কারণ তারা গরীব। তাদের ছেলেমেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া তারা ঠিক মত দিতে পারেনা, তারা স্কুলে পঠাবে কি করে? তাই গ্রামের লোকেরা শিক্ষার আলো আর দেখতে পায়নি। কিন্তু আজ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মিড-ডে মিল চালু করেছে, যার ফলে স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই রকম দেখা যায় সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা বিগত ৩০ বৎসরে ত্রিপুরায় সে সুখময় বাবুর আমলই বলুন, আর শচীন বাবুর আমলই বলুন তখন ৫৬৩টা বিদ্যালয় ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৫ বৎসরে ৬৬৩টা নূতন বিদ্যালয়করেছে। যার সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ১১৬৩তে। দেখা যায় সারা পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা ৮০ কোটি। তার মধ্যে ভারতবর্ষে ৪০ কোটি। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনুযায়ী নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয় স্থানে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকাই, যদিও ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, যেখানে কোন শিল্প নেই, রেল নেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে ৪১ শতাংশ এর বেশী লোক এখন শিক্ষা পায়। এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা জিনিষ আমরা দেখেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ। যার ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আগরতলা শহরে আজকে ৬ষ্ঠ স্থান দখল করে আছে। এইটা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা তা দেখতে পায়না। তাদের এই জিনিষটা অনুভব করা দরকার। শিক্ষার সম্প্রসারন করা এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিক্ষা মানুষের চেতনা বাড়ায় সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটায়। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অনেক বাধা বিঘ্ন এর সম্মুখীন হয়েও তারা এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে দুর্গম অঞ্চলে অনেক বিদ্যালয় হয়েছে, কিন্তু সেখানে শিক্ষকেরা যেতে পারছেনা। ঐ উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থী-দের ভয়ে। তারা তাদের ভয় দেখান। এদিকে তারা জনগনের জন্য কত দরদের কথা বলেন শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক স্কুল ঘর তৈরী করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষকরা তাদের ভয়ে যেতে পারছেননা। স্কুল ঘর মেরামত করার জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হলে তারা সেই টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভয়ে আজকে কিছু লোক ঐ দুর্গম অঞ্চলে যেতে চায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ঐ উগ্রপন্থীদের জন্য গ্রামে গঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে। পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে রি-ওয়েল বসানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাতে দেখা যায় উগ্রপন্থীদের দ্বারা ঐ লোকগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে এগুতে হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। সেখানে আরও শিক্ষক চাই। আরও আসবাবপত্রের দরকার আছে। যদিও এই বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমরা দেখেছি যে অনেক সময় বিরোধীদল টি.ইউ.জে. এস, এর হাতে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মী আক্রান্ত হয়ে থাকে। আমি দুই একটা তথ্য আজকে হাউসের সামনে দেব। যদিও বিগত দিনের

কংগ্রেস আমলের কথা নাই বা তুললাম। টি, ইউ, জে, এদের সম্মুখ সারির নেতা শ্রী দেবব্রত কলুই নাকি এবং ৪ জন সদস্যের নামে যে অভিযোগ ... ...

(গণ্ডগোল)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা বাজেট সম্পর্কে ডিসকাসান হচ্ছে। এখানে একজন টি, ইউ, জে, এস, নেতার উপর বা ভিতরগত ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। এটা সত্য নয়। এটা অ্যাক্সপানস্ করা হোক।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—টি. ইউ জে. এস-এর অনেকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। ওদের প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যেও তা আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যে অভিযোগটা এনেছেন আমার বিরোদ্ধে আমি জানতে চাই উনি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন কি ?

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে না।

মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :- যে ১ লক্ষ টাকার কথা বলা হয়েছে সেটা লুটের টাকা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার পয়েট অব্ অর্ডার কি বলুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :-পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি আমার নাম করে আমার বিরুদ্ধে টাকা তছরূপের কথা বলেছেন. সেটা তিনি প্রমাণ করুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি নিয়ম দেখে নিন এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—দলের ভিতরে টাকা নিয়ে যারা খাওয়া-খায়ি করেন তাদের আর কি বলব। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৮ইজুলাই ১৯৮৩ইং এই বছর ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার, স্যার, উনি যেসব কথা বলেছেন সেসব কথাগুলি প্রসিডিং থেকে এক্সপাঞ্জড্ করা হইক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা যদি বক্তব্য রাখতে চান তাহলে রাখতে পারেন।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৮ই জুলাই ১৯৮৩ইং যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা আমি মানতে পারি না। কারণ বিগত দিনের বাজেট-গুলিতে কি ভাবে অর্থ কারচুপি হয়েছে সেটা আমি দেখছি। আমি দেখছি কিভাবে পি.-ডবলিও. ডির বড় বড় রোডের টাকা অফিসাররা লুট করছে। শুধু তাই নয় শিক্ষা বিভাগে যে

মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে সেখানে আমি দেখেছি লিস্টে ছাত্র আছে ২০০জন কিন্তু উপস্থিতি ছিল মাত্র ১০০ জন অথচ খরচ দেখানো হয়েছে ২০০ জনেরই। তাহলে এটা কি একটা স্বজন পোষণ নয়. এটা কি কেডার পোষা নয়? কাজেই এই বাজেট আমি মানতে পারি না। আইতরমাতে যে চুরি হয়েছে সেটা কি করে হল কারা করল আর তার শাস্তি কি হল? কিছুই হল না। সেরকম ভাবে কো-পারেটিভও লক্ষ লক্ষ টাকা বাবুরা উইদাউট টেণ্ডারে জিনিষ কিনে আত্মসাৎ করেছেন। ঐ বাবুরা এভাবে তাদের বাড়ীতে দালান কোঠা তৈরী করেছেন। কাজেই এই বাজেটকে জনস্বার্থের বাজেট বলে আমি মানতে পারি না। ফিশারিতে আমরা দেখেছি যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেষ্ট করা হচ্ছে আর কি ভাবে তা নষ্ট হচ্ছে। ফিশারিতে অনেকখানে দেখা যায় ২/৩টা মাছও নাই। সে মাছগুলি তাহলে মানুষ উদ খেয়ে ফেলেছে। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যে জন্তু জলের মাছ খায় তাকে উদ বলে। এভাবে সব ব্যাক ডোর দিয়ে চলে গেছে। শুধু তাই নয় একজন ক্লাস্ ওয়ান অফিসারকে বছরে হাজার হাজার টাকা এলাউন্স দিয়ে আনা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরাতে এম টি. কেডারের সিনিয়র মোষ্ট অফিসার থাকা সত্বেও তাকে নিয়োগ করা হচ্ছে না। অমর সিন্‌হা যিনি বর্ত্তমান চীফ সেক্রটারী থেকেও সিনিয়র তাকে কোথায় রাখা হয়েছে? হাজার হাজার টাকা ডেপুটেশান এলাউন্স দিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে অন্য জায়গার অফিসরকে। তাহলে এই যে হাজার হাজার টাকা যাচ্ছে সেটা কি বাজেটের টাকা নয়? এছাড়া আরও আছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাতেও ফরেষ্টে মূল্যবান সম্পদ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকাতেও উঠেছে কি হল? জানি না কে বা কারা এই টাকা ভাগ করে নিচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি যুব সমিতির সম্পর্কে বলেছেন যে উপজাতি যুবসমিতির কিছু লোক মেঘালয়ে গিয়ে শলাপরামর্শ করে এসেছেন। আমি বলতে চাই এই মেঘালয় কি ভারতবর্ষের বাহিরে? সি, পি, এমের হোমরা চোমরা ত মস্কো-চীন প্রভৃতি জায়গায় যাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার এসেছে।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি সি, পি, এমের হোমরা চোমরা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা আরও দেখেছি যে কিভাবে রেশনের চাউল খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। রেশনে মানুষ চাউল পায়না অথচ সে চাউল কি করে খোলা বাজারে চলে যায়? যারা বাজারে বিক্রী করে তাদের বললে তারা বলে বাবু আমরা ডিলারদের কাছ থেকে পাই। ষ্টোরের মাধ্যমে পাই। তাহলে স্যার কি করে এই বাজেটকে আমি সাপোর্ট করতে পারি। আর আমি কিছু বলতে চাইনা এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা : —মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৮ ই জুলাই মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন সেটার সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি কিছু বলতে চাই। গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট করেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি যে উপজাতি এলাকার মধ্যে কংগ্রেস কোন কাজই করে নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রামে গঞ্জে কৃষির উন্নতিতে এবং অনেক দিক দিয়ে কাজ হচ্ছে। এর আগে কোন রিগ বা ডিপ টিউবওয়েল আমাদের উপজাতি এলাকাতে হয় নাই। কিন্তু সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে ভাবে কাজ হচ্ছে সেটা সকলেই গিয়ে দেখতে পারেন। আপনারা জানেন স্যার ত্রিপুরাতে ৬৮৯ টি পঞ্চায়েত আছে। সেই পঞ্চায়েতে গাঁও সভাগুলোর সিদ্ধান্ত অনুসারে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন। তাই বিরোধী দলের সদস্যরা চীৎকার করছেন, সেখানে যদি জনগণের ইচ্ছা অনুসারে কাজ হয় তাহলে কোনদিনই ত্রিপুরায় আর কংগ্রেস অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। কাজেই এই যে বিরোধী দল চীৎকার করছে, মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল গতকাল তাঁর ভাষণে বলেছেন মরাছড়া গাঁওসভার বাজারের বিলি করতে গিয়ে আমরা নাকি বেলি করেছে। ধুমাছড়া গাঁও সভার প্রধান যুব সমিতির নেতা। তিনি কি করেন সেটা তাঁরা ভাল করেই জানেন। তিনি বি ডি সি মিটিংএ এই পর্যন্ত যান নি। আজকে এই যে উপজাতিরা মহারাজা আমল থেকে দেখে আসছে তাদের জন্য কিছু করা হয়নি. তারা আজ দেখছে রাস্তাঘাট হচ্ছে। সেখানে সরকার গোদাম করেছে চাল রাখার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে আমি চীৎকার করেছি ১৯৭৩ সালে যখন ওরা ছিল। তখন সুখময় বাবু বললেন হবে, হবে। কিন্তু তাঁর বাজেটের মধ্যে তার কোন উল্লেখই ছিল না। হবে কি করে ? আজকে সারা ত্রিপুরার যে চিত্র, আপনারা হাউসে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা জানেন ৩০ বছর আগে কি অবস্থা ছিল।

আপনারা কেন্দ্রের কাছে মুখে বলতে পারেন, এইরকম কর, ওরকম কারো। কিন্তু মানুষের অবস্থা কি করছেন আপনারা সেটা দেখেছেন ? এখন সমস্ত রাস্তাঘাট গাঁওসভার মাধ্যমে হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে সেটা হয়নি। উপজাতি যুব সমিতির একজন ডীলার এর কথা বলেছেন। কিন্তু পত্রিকার মাধ্যমেও লোক খোঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই হাওয়ার উপর তাঁরা কথাবার্ত্তা বলেন। কাজেই দেখুন কংগ্রেস আমলে কি অবস্থা ছিল এবং বামফ্রন্ট আমলে কি অবস্থা হয়েছে। কাজেই বিধানসভার সদস্যরা যেন অন্ততঃ সেটা উপলব্ধি করেন।

আজকে উপজাতিদের যে কাজ করা হচ্ছে সেটা কোনদিন কংগ্রেস আমলে হয় নাই। গণ্ডাছড়াতে রবীন্দ্র দেববর্মা। তিনি উপজাতি গ্রাম প্রধান। সেখানে তিনি চুরি করেছেন। কিন্তু সেটা যদি বিরোধী দলের সদস্য হয় তাহলে করা যায়। আমি সেটা জানি। আমি ঘুরেছি সেখানে।

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এই গণ্ডাছড়ায় বিগত কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের শাসনে সেখানকার মানুষ অনাহারে অশিক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সেখানে রাস্তাঘাট নির্মাণ

করেছেন, স্কুল স্থাপন করেছেন। অথচ আমরা দেখেছি সে সব স্কুলগুলিতে উপজাতি যুব-সমিতির উগ্রপন্থীদের জন্য মাষ্টাররা যেতে পারেন না। এই উপজাতি যুব সমিতি এখনো চায় যে সেই গণ্ডাছড়ার মানুষ এখনো অশিক্ষিত থাকুক।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ-মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার উপর আমি দু' একটি কথা বলতে চাই—যে আমাদের ত্রিপুরায় যে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা রয়েছে সে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এই বাজেটে কোন প্রকার সংস্থান রাখা হয়নি, তাছাড়া রয়েছে এখানে কৃষি সমস্যা। কৃষির উন্নতির জন্য এই বাজেটে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। কেননা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষনে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারন দেখিয়ে বলেছেন যে "আমরা এমন এক সময়ে এই বাজেট পেশ করতে চলেছি" যখন সমগ্র দেশ একটা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে।" এটা ঠিক যে আজকে সারা ভারতবর্ষে যেখানে একটা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে তার ছায়া এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যেও পড়েছে। আমরা লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক করেছি যে আজকে এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সব-চেয়ে বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন সেটা হচ্ছে, জনকল্যান মূলক কর্মসূচী রূপায়ন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অথচ সে অর্থ বামফ্রন্ট সরকারের হাতে নেই।

আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়ের উৎস বলতে কিছুই নেই। বিগত কংগ্রেসী আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। সেই জায়গায় নতুন করে ত্রিপুরার অর্থনৈতিকে চাঙ্গা করে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ বামফ্রন্ট সরকারের হাতে নেই। রাজ্য সরকারের হাতে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হোক এই দাবী আমরা বার বার করে আসছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অষ্টম ফিনান্স কমিশনের নিকট আমাদের বক্তব্য রেখেছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবারে পিছিয়ে রয়েছে। এখানে শিল্পায়নের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছেন না। আমরা আরো দেখেছি যে দেশ ভাগ হবার পর এই ত্রিপুরায় যে উদ্বাস্তুরা এসেছেন তাদের পুনর্বাসনের

পুরাপুরি দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। অথচ এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকার মত আর্থিক সংস্থান কেন্দ্রীয় সরকার করে দেন নি। অথচ এই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দই তাদের নীতি অনুযায়ী দেশ ভাগ করেছিলেন। তাদের ভুল নীতির ফলে যারা ভিক্‌টিমাইজ হলো সেই সকল উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় এবং আসামে এসে আশ্রয় নিল। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে, আসামে দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ অন্দোলন এই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ভুল নীতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার কোন ভূমিকাই পালন করেননি। সেই সংকট আজও ত্রিপুরায় রয়েছে।

এই হাউসে বক্তব্য রাখার সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা বলেছেন যে ত্রিপুরায় আগে মানুষ শতকরা ৭০ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করতো আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা হয়েছে শতকরা ৮২ ভাগ। কিন্তু আমরা বলব যে মাননীয় সদস্য ভাল বক্তব্য রেখেছেন। কারণ আগেই ত্রিপুরার মানুষ শতকরা ৮২ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেটা আরও বাড়ে নাই বরং কমেছে। তবে তা যে একেবারে কমেছে তা নয়। হয়তো বা শতকরা এক ভাগ কমেছে। তবে বাড়েনি। আর মাননীয় সদস্য এটা বলেছেন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে।

শ্রী জওহর সাহা :—আমি যে তথ্য দিয়েছি তা ঠিকই দিয়েছি। আপনারা ভুল তথ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—তাইতো আমরা দেখেছি বিগত লোক সভার নির্বাচনে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আপনাদের ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ১১ সিটের মধ্যে একটা সিটও কংগ্রেস পায়নি। শুধু তাই নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা ভারতবর্ষ থেকে মানুষ কংগ্রেস (ই) কে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন। আমরা মহারাষ্ট্রে দেখছি, কাশ্মীরে দেখছি।

সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরী করেন প্রতি বছর সেখানে প্রত্যক্ষ কর ও অপ্রত্যক্ষ কর চাপিয়ে সারা দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করেছেন। গরীবদের উপর পড়ছে করের চাপ আর ধনীদের উপর থেকে কর রেহাই দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার কর রেহাই দেওয়া হচ্ছে ধনী পুঁজিপতিদের। অথচ এই বামফ্রন্ট সরকার কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ভর্তুকী দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মানেন নি। সুতরাং মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা যে বলেছেন এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে শুধু ধনীক শ্রেনী সৃষ্টি করার জন্য, কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে উনি এই বাজেটের মধ্যে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা দেখলেন যেটা ধনীক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে কংগ্রেসী সরকার কি ভাবে তাদের বাজেট তৈরী করে ধনীক শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। এই ধনীক শ্রেণীর সৃষ্টি করা তাদের (কংগ্রেসীদের) বা জোটেরই সম্ভব।

শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ গরীব মানুষ এবারের বাজেটে উপকৃত হবে। কিন্তু ওরা যে বড়লোকদের ওকালতি করে থাকেন, গরীব মানুষের কথা চিন্তা করার তাদের প্রয়োজন নাই।

আর সেজন্যই তাদের গায়েরজ্বালা বেড়ে গিয়েছে, তারা গরীব মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করে এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এটাকে তারা কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষ, এই বাজেটকে সমর্থন করবে, আর সেজন্যই দেখা গিয়েছে যে দ্বিতীয় বারের নির্বাচনেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্টকে বিপুল ভাবে ভোট দিয়ে জয়ী করিয়েছেন এবং তারাই বামফ্রন্টের গণমুখী বাজেটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করবেন, এতে কারো সন্দেহ নাই। আমরা আগেই বলে এসেছি যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সাধারণ বা গরীব মানুষের কখনও উপকার হতে পারে না। কাজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের সরকারের হাতে যে সীমিত ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, সেই কেন্দ্রীয় সরকার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, সাধারণ মানুষের উপকার হউক, এটা কখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাম্য নয়। কাজেই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকলে বা সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কিছু কাজ যে করা যায় না, তা নয়, যেমন গত পাঁচ বছরের বামফ্রন্টের রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ রেখে কিছু কাজ করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ গরীব মানুষের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৫ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করেছে, তার থেকে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করবার জন্য অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে মোট ১১৬২-৮১ কোটি চেয়েছেন। কমিশন রাজ্যকে কি পরিমাণ টাকা দেবেন, সেটা তাদেরই বিচার্য। কিন্তু খুব বেশী অর্থ পাওয়া যাবে বলে মনে করার কোন কারণ নাই। আমরা বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমরা দেখেছি। ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট ও মাঝারী শিল্প গঠনের জন্য ইন্‌ফ্রাস্ট্রাক্‌চার গড়ে তুলতে হলে আরও অধিক পরিমাণ টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে চেয়েছে। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা করে এসেছে। ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের দাবী অনেক দিন থেকে, কিন্তু ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে তা সম্ভব হয় নি। তারা তো আজকে বিরোধী দলে বসে আছেন, ত্রিপুরার মানুষের জন্য তাদের কি দাবী? তারা কি গত ৫ বছরের মধ্যে একবারও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেল সম্প্রসারণ করার দাবী জানিয়েছেন, তারা কখনও বলেছেন যে ত্রিপুরাতে জুট মিল করতে হবে, কাগজ কল করতে হবে। তারা তো এসব দাবী করেন নি। কেনই বা করবেন? এসব হয়ে গেলে যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ লোক উপকৃত হতে পারবেন, এটা কি তাদের জানা ছিল না? নিশ্চয়ই জানা আছে, কিন্তু তা তারা করবেন না, কারণ তারা ধণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গরীবের শোষণে তারা বিশ্বাসী। অন্য দিকে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাস্তা রোধ আন্দোলন করছেন। তাদের এই আন্দোলন সত্যি কি জনসাধারণের উপকারের জন্য? কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনগনের প্রতি বিশ্বাসই, সাধারণগরীব মানুষদের জন্য সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাজ করতে এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় স্পীকার, স্যার তাই এই বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা অথবা কাজ কর্মের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত সঠিক এবং নির্ভুল। এই বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের

শতকরা ৯০ ভাগ গরীব মানুষের যে অশেষ উপকার সাধন হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। তাই এই বাজেটকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের যে দৃষ্টিভঙ্গি যে বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করা তা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আমি তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সরকারের সংগে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৮ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৩-৮৪ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, আমি তাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না- কারণ এই বাজেটটা গতানুগতিক এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তাঁর সরকারের বিভিন্ন কাজ কর্মের কাগজে ইতিহাসের উপর একটা দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন যার মধ্যে লক্ষ্যনীয় কিছু নেই। এই বাজেটের প্রথম অংশকে আমি বলব তাদের ইলেকশান মেনিফেসটো আর বাকী অংশকে বলব বিভিন্ন দপ্তরের কাজ কর্মের একটা পর্য্যালোচনা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে বাকী লক্ষ্য নিয়ে এই বাজেট তৈরী করা হল এই বাজেটের ফলে আগামীতে কি পরিবর্তন আনবে এবং জনস্বার্থের দিক থেকে আগামীতে রাজ্যকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তার কোন কথাই, এই মধ্যে উল্লেখ নাই। এই বাজেটটাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে এটা যেন কংগ্রেসী বাজেটেরই একটা প্রতিলিপি বা টু-কপি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বজেট ঘাটতি পত্র, বাজেটের এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হবে, তার কোন উল্লেখ নেই। স্যার, এখানে বাজেট সম্পর্কিত যে এ্যাক্সপ্লেনেটরী নোট দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি একটা ভুল দেখতে পাচ্ছি। সেটা এ্যাক্সপ্লেনেটরী নোটের ১১ পৃষ্ঠায় যেখানে পাবলিক এ্যাকাউন্টসের টোটাল দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে টাকার অংশে অনেক ব্যবধান রয়েছে। সেখানে লেখা আছে ৭৭২,৯৭ কিন্তু সেটা হওয়া উচিত ছিল ৭৫৫.৪১। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটাও এই বাজেটের একটা বৈশিষ্ট্য। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী হয়তো বলবেন যে বাজেটে ঘাটতি দেখানো হলে, আমরা কারো উপর কর চাপাই নি। কিন্তু তাই বলে ঘাটতি কি বাজেট নই। এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হবে তার কোন ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই, যা ভাববার বিষয়। তাছাড়া মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে আবেদন জানিয়েছেন যে তারা যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে তাদের জমা টাকা রাখেন তাহলে তাদের উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হবে। কিন্তু সুদ যে দেওয়া হবে, তার সম্পর্কে তো এই বাজেটে কোন সংস্থান রাখা হয় নি। কাজেই এই সমস্ত এুটিপূর্ণ এবং ঘাটতি বাজেট যার কোন লক্ষ্য নেই, সেই বাজেটকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার এখানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ কর্ম সম্পর্কে বাজেটে যে আলোচনা করা হয়েছে, এটা একটা শূন্য গর্ব মাত্র। উনি আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নুতব পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গড়ে তুলে তার মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের ৫ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের রাত্রের ঘুম কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এমন এক দিন নাই, যে দিন কোন খুন খারাপি হয় নি। আর উনি বলছেন নূতন আর একটা পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গড়ে তুলে আইন শৃংখলার মোকাবিলা করবেন।

মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি বলতে পারবেন গত ৮০ সালের দাংগায় হাজার হাজার মানুষ কি করে খুন হল তখন কি ত্রিপুরায় পুলিশ ছিল না, সি, আর, পি, ছিল না এবং তাদের জন্য কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল না ? মিঃ স্পীকার, স্যার, তখন কিন্তু পুলিশ দাংগা রোধ করে নাই। আর এই পুলিশের কাজের নমুনাতো আপনারা ছরুয়াতে দেখতে যান নাই। আমি নিজে গিয়েছি সেখানে একটি শব্দকরের মেয়ে সে আমাকে জানিয়েছে যে সেই ৭ জন উঠানে খালি হাতে হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল সেই অবস্থায়ই তাদের পুলিশ গুলি করে মেরেছে। আর পিত্রার ঘটনা পুলিশ জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। আর বিধায়ক পরিমল সাহা তাঁরতো সিকিউরিটি ছিল তাঁকেতো পুলিশ রক্ষা করতে পারে নাই। কাজেই শুধু টাকার পরিমান দেখিয়েই জনগণের নিরাপত্তা আনা যায় না। মিঃ স্পীকার, স্যার. আর উগ্রপন্থীর সম্পর্কে যে সব কথা বলা হচ্ছে উগ্রপন্থী সবাই হয় টি, ইউ. জে, এস.র লোক অথবা কংগ্রেস (ই)র লোক স্যার, এই বামফ্রন্টের আগে তো উগ্রপন্থী ছিল না এই বামফ্রন্টের আমলেই এই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়েছে। এই উগ্রপন্থীদের দ্বারা যে সন্ত্রাস চলছে তাদেরতো কোন গাড়ী থাকার কথা নয়। দেখুন ঐ বীরেন্দ্র জামতিয়া সে গাড়ী হাকিয়ে চলছে। স্যার. শিক্ষার ক্ষেত্রে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এখন হাউসে উপস্থিত নাই। আপনারা গ্রামে গিয়ে দেখুন ঐ তৈতুতে সেখানে একটি হাই স্কুলে ৫০০ ছাত্র আছে সেখানে মাত্র দুইটি ব্ল্যাক বোর্ড ৩টা চোয়ার তার মধ্যে একটি ভাংগা। অম্পিতে যান গিয়ে দেখুন সেই স্কুলে একটিও ব্যাঞ্চ নাই কোন চেয়ার নাই। এই হচ্ছে শিক্ষার অবস্থা। আজকে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে শিক্ষার খাতে এক ফোটা আলোর ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেন না। মিঃ স্পীকার, স্যার. এই হচ্ছে অবস্থা। শিল্পের ক্ষেত্রে সেখানে শুধু অর্থ মন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন যে জুট মিলে ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্চা দিচ্ছে। আর খান্দেশ্বরীরও একই অবস্থা। এর পরেও আবার বলা হচ্ছে যে পেপার মিল করা হবে দ্বিতীয় জুট মিল করা হবে সব শূন্য গর্ভ আস্ফালন। যে টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তার হিসাব দিতে হবে ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তার হিসাব আপনাদের দিতে হবে। আর যে সমস্ত কোপারেটিভ আছে সেগুলির মাধ্যমে নিজের দলের লোকদের কোটী কোটী টাকা লুঠ করার সুযোগ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মি: স্পীকার, স্যার, জলসেচেরও একই অবস্থা। সেখানেও শুধু আস্ফালনই সার। আর সম্পদ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার যে সম্পদ আছে সেটাই বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করতে পারছে না ঐ টি. আর, টি, সি,র কি অবস্থা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্চা দেওয়া হচ্ছে। এটা কার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা। সম্পদ সৃষ্টি করা হবে সম্পদ রক্ষা করতে পারছে না আবার বাজেটে বলা হচ্ছে যে সম্পদ সৃষ্টি করা হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে সম্পদ সৃষ্টির নামে সম্পদ নষ্টই করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, খাদ্যের ব্যাপারে আমি কি দেখতে পাই আমরা বামফ্রন্টের আমলে দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে মৃত্যুর মিছিল চলছে। আপনারা গ্রামে যান দেখতে পাবেন ছামনুতে যান ঐ ভাণ্ডারিমাতে যান অম্পীতে যান সেই সব জায়গায় গেলে দেখতে পাবেন মানুষ কি ভাবে অনাহারে থাকছে। এখানে আমি তথ্য দিয়ে বলছি অম্পিতে প্রতি সপ্তাহে এস. আর, ই. পি,তে ২০০ বস্তা এবং রেশন সপে ৩৬৩ বস্তা রেশন যাওয়ার কথা। সেখানে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত গিয়েছে মাত্র

২০০ বস্তা। এই হচ্ছে অবস্থা। আর ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশান সম্পর্কে এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ৫,৬৯,৬৪ হাজার টাকা খরচা হয়েছে। অথচ কোন পরিবর্তন নাই। তিনি আরও বলেছেন যে কোথাও সার্ভিলিয়েনস ওয়ার্কাস কাজ করে নাই। গত বছর ১০০ লোক ম্যালেরিয়াম মারা গিয়েছে সেখানে কোন সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কার নাই। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সেখানে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। আমি জবাব চাই এই ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা কোথায় গেল। স্যার, আর এখানে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস টি, এস, ভি, পি,র সম্পর্কে বলেছেন—অসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কিছু লোককে দল ত্যাগ করিয়ে তাদের নিয়ে টি, এস, ভি, পি নাম দিয়ে নূতন একটা দল তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। এবং তাদের নিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা ধরা পড়েছে যে কারা একটা দলকে বা একটা গ্রুপকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে এক্সপেল করে তাকে নিয়ে দলবাজী করছে। এই টি. ইউ. জে. এসকে ভাঙ্গগণে ষড়যন্ত্রে কারা আছে ? পার্লিয়ামেন্টে তারা বলছে যে বিল আন দলবাজী রোধ করতে হবে আর এখানে ত্রিপুরাতে টি. ইউ এসকে ভাঙ্গাবার জন্য তার ষড়যন্ত্রে চালাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সমন্বয় কমিটির প্রধান শরিরনেতা মিঃ জীবন চক্রবর্ত্তী 'ত্রিশ থেকে আশি' একটা বই লিখেছেন, সেটা হয় তো আপনারা পড়েছেন। তিনি লিখেছেন যে সি, পি, এম দলে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই। সেটা হচ্ছে এক দলীয় শাসন, একনায়ক তন্ত্র এবং তার প্রধান হচ্ছেন নৃপেন চক্রবর্তী। এবং আরও লিখেছেন যে এই দলের মধ্যে অন্তর্কুন্দল বেড়ে চলেছে এবং নিজেদের মধ্যে খুন. ঘুষ ইত্যাদি হচ্ছে। এই দলের শাসনে সেণ্ট পার্চেণ্ট দুর্নিতি কায়েম হয়েছে। এই দুর্নিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আজকে যাদের চাকুরী হচ্ছে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে সি, পি, এম, পার্টি করতে। এটা সমন্বয় কমিটির একজন নেতার লিখিত বক্তব্য। আমরা উপজাতী যুবসমিতি ষষ্ঠ তপশীল মুতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ ছেয়েছিলাম বং আমাদের অন্দোলনের চাপে পড়ে এই সরকার ৭ম তপশিলী মুতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ করেছে। যুব সমিতি যদি আন্দোলন না করতে তাহলে আরও একশো বছরেও তারা এটা করত না। আজকে ষষ্ঠ তপশিলীর জন্য এই আমরাই আন্দোলন করছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে বাজেটের ভাষণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অডিট রিপোর্ট যে ইউ-টিলাইজেশন সার্টিফিকেট ৮২০টি ১৯৮১টি সন থেকে পড়ে আছে। তার মানে ৮২০টি কাজের কোন হিসাব নাই এবং এর মধ্যে কয়েক কোটি টাকা রয়েছে। এখানে ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই এ দেখা যাচ্ছে ১৯৮০ সালে ৮৩৯ টনের কোন পরিবর্তন নাই। তিনি আরও মধ্যে ২৯১ টন লবন আগরতলা থেকে ধর্মনগর আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৪৪ লক্ষ টাকা অপ ব্যয় হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইভাবে কেন্দ্রের টাকা নিয়ে তারা দলবাজী করছে এবং কোটি কোটি টাকা তাদের বেকারদেরকে পাইয়ে দিচ্ছে। তারা বলুন না যে আমরা জুটমিল প্রোসেসিং এর জন্য আরও দুই কোটি টাকা খরচ করব, কাগজ মিলের জন্য টাকা খরচ করব. চাবাগানের জন্য টাকা খরচ করব কিন্তু সেটা না বলে মানুষকে

বোকা বানিয়ে সম্পদ সৃষ্টির নাম করে কোটি কোটি টাকা ওরা হরণ করছে ওদের কেডারদের পকেটে যাচ্ছে। এই সরকার দুর্নিতি করে যাচ্ছে। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে এই দুর্নিতি দমনের কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। কাজেই এই বাজেট সাধারণ মানুষের কল্যাণে লাগবে না। সেই জন্য আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখে আমাদের ত্রিপুরার অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করতে পারছিনা এই কারণে যে, যিনি এই বাজেট পেশ করেছেন তা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোকের কাছে দুঃখ জনক বাজেট এবং সে বাজেট গরীব মেহনতীর মানুষের বাজেট নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনি বাজেটের প্রথম স্তরে আইন শৃঙ্খলা বলেছে কথা। বাস্তবিক দু:খের বিষয় উনি নিজেই বলেছেন, আইন শৃঙ্খলার রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ রেখেছেন। আজকে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অনাহারে হাহাকার উঠছে। যেখানে আজকে এই অনাহারের হাহাকার সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে আর এক-টি ব্যাটেলিয়ান খোলার জন্য বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন। ত্রিপুরায় ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে তখন বামফ্রণ্টের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীই বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। তিনি সে সময় চিৎকার করতেন, কংগ্রেসী বাজেটের স্বরাষ্ট্র বরাদ্দের জন্য। কিন্তু দু:খের বিষয়, জনসাধারণের সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়ে মন্ত্রীদের বাঁচানোর জন্য এই বাজেট পেশ করা হয়েছে গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী বলে কিছু ছিল না। কিন্তু বিগত ৬ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারলো, পত্র পত্রিকায় জানতে পারল, রেডিওতে এনাউন্স হলো এই জুনের দাঙ্গা সম্পর্কে। এই বামফ্রণ্ট সরকারই উগ্রপন্থী সৃষ্টির নায়ক। কারণ, তাঁরা জানেন, উগ্রপন্থী সৃষ্টি না করলে ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারবে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ট্রাইবেল—বাঙ্গালীর যে ভ্রাতৃত্ব বোধ দূর করার জন্য উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার উৎপত্তি হলো। সেখানে আজকে তিনি মন্ত্রী রক্ষার জন্য, স্বরাষ্ট্র দপ্তর রক্ষার জন্য এই বিরাট অংকের পুলিশ বাজেট পেশ করেছেন। শিক্ষার জন্য বাজেট পেশ করেছেন এই হাউসে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলি কি বামফ্রণ্ট সরকার রক্ষা করতে পেরেছেন। আজকে স্কুল গুলিতে শিক্ষক নেই। স্কুলে না গেলেও বেতন পকেটে ঢুকছে। কেন না তারা সমন্বয় ভুক্ত লোক। কাজেই শিক্ষকতা করার কোন দরকার নেই। তাই বামফ্রণ্টের সরকার শিক্ষা হচ্ছে, ক্যাডারের শিক্ষা। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন চেষ্টাই নেই। মনিপুর নাগাল্যেণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তৃতীয় কথা হচ্ছে, খাদ্য দপ্তর নিয়ে। আমাদের খাদ্য মন্ত্রী হাউসে উপস্থিত আছেন। কয়েকদিন আগে মোহনপুরে গিয়েছিলেন। আমি কয়েকজন প্রধানের চিত্র আমি তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু

আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। গরীব মেহনতী মানুষের জন্য যে খাদ্য তা ত্রিপুরার ক্যাডার পোষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোহনপুরের বি, ডি, সি এর মিটিং। সেখানে সমবায় ছিলেন। নোগ'ায় গাঁও সভায় ৮০০ এর মধ্যে ৬০০ জালিয়াতি প্রমানিত হয়েছে। সেখানে আপনারা প্যাকস্ খুলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বামফ্রন্টের কর্মচারী হাতে নাতে ধরা পরেছ পুলিশ কোর্টে হাজির করেছে। কিন্তু যেহেতু সে ক্যাডার সে জন্য ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। এইতো আজকে অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন যোগ্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে কো-অপারেটিভের জন্য। কিন্তু আপনারা কি বলতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান দেওয়া টাকায় কো-অপারেটিভ সৃষ্টিতে নজর দেওয়া হয়েছে কিনা? কো-অপারেটিভ গুলিতে ইলেকশন হয় না। যদিও হয়, তাহলেও কংগ্রেসী লোক গেলে তা অবৈধ হয়ে যায় এবং ক্যাডার জিতলে বৈধ হয়ে যায় এইতো আজকে অবস্থা। এই তো বামফ্রন্টের চরিত্র। বেশীদিন ক্যাডার ক্যাডার করে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া চলবে না। যতই কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করুন না কেন, সেটা ঠিকই জনসাধারণ বুঝতে পারবে এবং এখনও কিছু কিছু বুঝতে পারছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্টের চরিত্র। কেন্দ্রের অনুদান দেওয়া যে টাকা সেই টাকা ছিনিমিনি চলছে। এই ছিনি মিনি বেশী দিন চলবে না। কতদিন এই গুলি চাপিয়ে রাখবেন। স্যার, ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় যে ঘাটতি বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন, সেই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হবে তার কোন আভাষ তিনি এখানে দেননি। তাহলে কি তিনি গরীব জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আদায় করবেন? তাহলে তো এই বাজেটের মধ্যে গরীব মারার সুবন্দোবস্তই আমি প্রত্যক্ষ করছি। স্যার, ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছিলেন সেটাকে সমর্থন না করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় বিগত ৮ই জুলাই তারিখে ১৯৮৩-৮৪ ইং যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছিলেন সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে রচিত এবং এতে ত্রিপুরার জনগণের সর্বাংগীন উন্নতির জন্য একটা বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বাজেটকে হাউসের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা মূল্যায়ন না করলেও ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ একে মূল্যায়ন করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এমনি ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কর্মের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আজকে এই বাজেট কার স্বার্থে এবং কি ভাবে প্রয়োগ হবে তা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষই বিচার করবে এবং প্রতিটি খণ্ডেই তারা বিচার করছেন। [illegible]

কথাই বলতে চাই। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের জয়জয়কারই প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের এই বাজেট বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতিই বহন করছে, প্রতিফলিত হয়েছে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থ। যারা বিরোধী আসনে উপবিষ্ট তারা প্রতিনিয়তই চীৎকার করছেন বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না বলে। কিন্তু আমি বলতে চাই বাজেট ছাড়া কি কোনো কাজ হতে পারে? জনগনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হতে পারে? তাহলে আপনারা জনসাধারণের কাছে কি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোট চাইতে গিয়েছিলেন? আপনাদের কি কোন গালভরা বুলি ছিল না? আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শুধু ত্রিপুরা নয় ভারতবর্ষের জনগণকে প্রতারণা করে তাদের কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন? যারা আপনাদেরকে ডাষ্টবিনেছুড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই ২১ লক্ষ মানুষের সমর্থন পুষ্ট এই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জনগণের উন্নতিকল্পে অনেক কিছুই করেছেন। আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ত্রিপুরার সকল মানুষ কমিউনিষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে যদি ত্রিপুরার সকল মানুষ কমিউনিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তো সেটা আমাদের গর্ব। স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচীরের জন্য বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন সেটা উচিৎ হয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি বিগত তিন দশকে কংগ্রেসী শাসনে সমাজের অর্দ্ধেক অংশের মানুষ, মহিলাদের জন্য কোন উন্নয়ন মূলক কাজই হয় নি। তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য বা শিক্ষার জন্য কংগ্রেসী শাসকগণ কোন চিন্তাই করেন নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং আজকেও আছেন, তিনিও তো একজন মহিলা। মহিলা হয়ে মহিলাদের উন্নতির কোন চিন্তা কি তিনি কোনদিন করেছেন? তাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা কি কোনদিন করেছেন যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারে? কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তাদের শিক্ষার জন্য বা অন্যান্য উন্নয়নের জন্য কিছু করেছেন যার উজ্জল দৃষ্টান্ত এই বাজেটেই প্রতিফলিত। বামফ্রন্ট সরকার তাদের অর্থ কষ্ট লাঘবের জন্য ছোট ছোট কুটীর শিল্পের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও করার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট অর্থ চেয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই অর্থ বরাদ্দ করেন নি। কিন্তু কার স্বার্থে কার ভারতবর্ষকে এমনিভাবে বঞ্চনা করছেন। সমাজের অর্দ্ধেক অংশের মানুষ এই শোষিত মহিলাদের কথাতো আমাদের ভাবতে হবে। তাই বাজেটের মধ্যে কুটির শিল্প খাতে যে অংক ধরা আছে সেটা আমাদেরকে আদায় করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকল্পে বামফ্রন্ট সরকার যে বলিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে তাকে আরও দৃঢ় করতে হবে। বিরোধী আসন থেকে যারা নির্লজ্জের মত বাজেটের বিরোধীতা করে চলেছেন তারা কি তাদের ৩০ বৎসরকাল শাসনে গ্রামাঞ্চলে পানায় জলের কোন ব্যবস্থা করেছে, করেছেন কি শিক্ষার প্রসার। তাদের শাসনে না ছিল রাস্তা, না ছিল আলো, মেয়েদের কর্মের কোন ব্যবস্থাই তারা করেন নি, বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগই ছিল না। গুণ্ডামি করার জন্য তাদের তৈরী করা হত, তাদের হাতে তুলে দেওয়া মদের বোতল। এই অপকর্মই তারা করতেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে তা হচ্ছে না। তাই উনাদের লজ্জা হচ্ছে। স্যার, ত্রিপুরার ২১ লাখ লোকের রায় মাথা পেতে নিয়ে, বামফ্রন্ট তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ত্রিপুরার সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণার্থে

এগিয়ে চলেছেন এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে। তাই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার জনগণের কোন উন্নতি সাধিত হবে না। এই বাজেটে, বামফ্রন্ট তথা সি. পি. আই(এম) সরকারে আসার আগে যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে রেখেছিলেন তার কোন প্রতিফলন নেই। কাজেই বামফ্রন্ট তার প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছেন ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোকের কাছে।

যে বাজেট অর্থমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা বৃদ্ধি করে পুলিশ দপ্তরের জন্য এনেছেন এই অর্থমন্ত্রী যখন অপজিশানের লিডার ছিলেন তখন তিনি বলে ছিলেন কংগ্রেস নেতাদের মতো অর্থাৎ শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত এবং শচীন্দ্র লাল সিংহের মতো সারা সাব-ডিভিশনে পুলিশ নিয়ে ঘুরে ঘুরে পুলিশের জন্য অর্থ ব্যয় করে নিজদের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না, এবং তিনি এই কথাও বলেছিলেন আমরা যখন ক্ষমতায় আসবো পুলিশ আমাদের সঙ্গে রাখবো না এবং এস. ডি ও. সাহেবকে সাইকেল দিয়ে জনগণের ঘরে ঘরে কাজের জন্য পাঠাবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের ৫ বছর শাসন কালের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ বি. এস. এফ এবং গাড়ী গাড়ী সি. আর. পি. নিয়ে বের হচ্ছেন কারণ সি. আর. পি. ছাড়া বের হবার ক্ষমতা নেই। আজকে সেই প্রশাসন কোথায় ? আপনারা যে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি সোনামুড়া সাব-ডিভিশনের জন্য এই বাজেটে এবং গত বাজেটে কত কোটি, কত লক্ষ টাকা রেখেছিলেন ? কেন আবার সে সুনামুড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে মানুষকে হত্যা করা হয় ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সে দিন যে পুলিশ হত্যা হলো, সেই পুলিশের নিরাপত্তা নেই কেন ? আজকে আমরা দেখেছি, আপনারা কি তার উত্তর দেবেন বিধায়কের সম্মুখে একটা সুষ্ঠ গণতন্ত্র দেশের মানুষ যারা কীর্ত্তন করে, ঠাকুর সেবা করে করে তাদের পুলিশ এবং গুণ্ডা দিয়ে সেই কীর্ত্তনকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি শত শত কেডারকে ইম্পরটেন্ট জায়গা দেখে ল্যাণ্ডলেস হিসাবে বসাবার সুযোগ দিয়েছেন পুলিশ দিয়ে বাধা দেন নি কিন্তু যারা ঠাকুরের আশ্রম তৈরী করতে চান এবং আশ্রম করার জন্য একটু জায়গা চেয়েছিল সেই ভক্তবৃন্দদের পুলিশ দিয়ে, গুণ্ডা দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছেন। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা হাউসের কাছে আবেদন রাখবো এই জায়গা আমরা ছাড়বো না, এই জায়গা আমাদের দিতে হবে। আমরা দেখছি আপনারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা স্যাংশান করে এনে নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন এবং বলেছেন এ টাকা দিয়েই নাকি ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করেছেন। আমি এখানে বলতে চাই প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এদিকে দেখা যাচ্ছে পুলিশের জন্য প্রতিবছরই টাকার অংক বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু এত টাকা কোথায় যাচ্ছে সেটা কি বলতে পারেন ? বর্ত্তমানে পুলিশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করা হয়েছে ? তাই আমি এই হাউসের কাছে বলে যাচ্ছি

আপনারা একটা পদক্ষেপও গণতন্ত্রমুখী দেন নি এবং দেবেনও না। যে সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্স আপনারা নির্বাচনের সময় করেছেন যেগুলি চার্জ দিতে পারছেন না আর যেগুলির মধ্যে ঠিক যাচ্ছেন সেগুলিকে আপনারা গুণ্ডা দিয়ে, লশ দিয়ে মেরে পিটে ক্যান্ডিডেটকে সরিয়ে দিচ্ছেন। মলাঘরে বি. ডি. সি. নির্বাচনের সময় এবং বিশালগড়ে বি. ডি. সি. নির্বাচনের সময় আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন তাই নির্বাচন আমরা বয়কট করেছিলাম। সেটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ ভুলে যাবে? ভুলে যাবে না। এই বাজেটে পুলিশ খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে তা কি স্বার্থে লাগবে। ত্রিপুরার জনগণের কাছে কেন সেই হিসাব দেবেন না কিন্তু আমরা সেই হিসাব চাই। বামফ্রন্টের ৫ বছর ৬ মাস শাসনকাল চলে যাচ্ছে এই শাসন কালের মধ্যে কত লোকের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে আর বিগত ৩০ বৎসরের কংগ্রেস শাসন কালে কত লোকের মৃত্যু হয়েছে এটার হিসাব বার করুন? আমরা হিসাব চাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণও চাইছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, আমরা জানি ৫ বৎসর শাসনকালে বামফ্রণ্ট সরকার যে সমস্ত এরিয়াতে কাজ আরম্ভ করেছেন, কাজ আরম্ভ হওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে উনারা গন্ধ শুকে দেখছেন না এটা সি, পি, এমের এলাকা নয় সুতরাং টাকা বন্ধ করে দাও। ল্যাম্পস এবং প্যাক্স দিয়ে আপনারা চুরির আখড়া তৈরী করেছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হচ্ছে তার হিসাব নেই। কত অভিযোগ আসছে কিন্তু কোন অভিযোগেরই বিচার হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না আপনারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অভিযোগ আনছেন এই হাউসের মধ্যে। আমি বলতে চাই বহু বছর ধরে সোনামুড়া নদীর উপর পাকা ব্রীজ হবার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু সেই ব্রীজ কেন আজ পর্য্যন্ত হলো না। সে সময় আপনারা চীৎকার করেছিলেন আমরা আসলে দিয়ে দেব। তার জন্য আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রপোজাল পাঠিয়েছিলেন সেই প্রপোজাল এক্সেপ্ট করেছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় পার হয়ে গেছে।

শ্রী রসিকলাল রায় :—আমাকে স্যার আর এক মিনিট সময় দিন। কিন্তু এই বছরের মধ্যে একটা কর্মচারীকে দিয়ে এষ্টিমেট তৈরী করে পাঠাতে পারেন নি আপনারা সে কথা না বলে চীৎকার করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। এই যে ব্রীজ হচ্ছে না তার জন্য বিলোনীয়া থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত শত, শত, হাজার হাজার মানুষকে বর্ষার দিনে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষকদের কোন স্বার্থ এখানে নেই। কৃষকদের স্বার্থে তারা এই বাজেট তৈরী করেনি। তারা যেসমস্ত ইরিগেশান হাতে নিয়েছে আমি বলছি তা দিয়ে তারা আগামী ১০ বছরেও এই ইরিগেশানের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেনা। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। আমার সোনামুড়া কৃষকরা আজ সব দিক থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে। এই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে তারা তৈরী করেনি। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। (জয়হিন্দ!)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর কুমার নাথ।

শ্রী সমীর কুমার নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। ভারত সরকারের আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৮২-৮৩ সনের কৃষি উৎপাদন ১৯৮১-৮২ সনের তুলনায় কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ১৯৮১-৮২ সনে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩.৩০ লক্ষ টন, আর ১৯৮২-৮৩ সনে সেটা দাঁড়াল ৪.৩২ লক্ষ টনে। দেখা গেল খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০ শতাংশ বেড়ে গেল। কৃষিক্ষেত্রে যদি উচ্চফলনশীল বীজ, কীট নাশক ঔষ দেওয়া যায় তাহলে পরে আরও বৃদ্ধি সম্ভব। ১৯৭৭ এর পর ১৯৭৮ এর নির্বাচনে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল তখন মানুষের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ ভাবলেন রাজ্যে একটা প্রান এসেছে। এই প্রান এইভাবে এসেছে তারা যা আশা করেছিল, বামফ্রন্ট সরকার তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তা পরিস্কার প্রমানিত করে দিল। দেখা গেল বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস আই এর যে সরকার ছিল সেই সরকার দুর্নীতির ভিতরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, আজকে সদস্যরা চিল্লাচিল্লি করছে, তখন তারা কোথায় ছিল? রাজ্যে যখন গরীব মানুষের যে সুযোগটুকু হতে চলেছে সেই ক্ষেত্রে তারা বাজেটকে মানতে পারছেননা। এই ক্ষেত্রে তারা চীৎকার করে এই বাজেটার বিরোধীতা করছেন। তাদের এই চীৎকারের মধ্য দিয়ে, তাদের কথার মধ্য দিয়ে আজকে এটাই পরিস্কার যেখানে রাজ্যের মেহনতী মানুষের স্বার্থ জড়িত, যেখানে গরীব মানুষের স্বার্থ জড়িত, যেখানে রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থ জড়িত সেই বাজেটকে তারা মানতে পারছেন না। আমার মনে হয়, তারা বিগত দিনে তারা যেভাবে মানুষকে নির্যাতিত করেছিলেন মানুষের নিকট থেকে লেভি আদায় করেছিলেন, সেই জিনিসগুলি না থাকাতে তাদের এই বাজেট মনঃপুত হয়নি। লেভী দিতে গিয়ে গরীব কৃষকের ঘরে থালা, লুটা, বাটি, হালের বলদ বিক্রী করে লেভী দিতে হয়। যদি ঠিক সময় মত লেভী না দিতে পারত তবে তাদের উপর জুলুম হত। এমনকি যার ঘরে ৫ মণ ধান আছে তাদেরও লেভী দিতে হত। কাজেই এইসব জিনিসগুলি আজ আর নেই। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গরীব মানুষের যে সুযোগটুকু করে দিয়েছে. তাতে তারা মানতে পারছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের জন্য সিঙ্গন্যাল বাঁধ, জল সেচের জন্য ইরিগেশান, কৃষকদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। যার ফলে আজকে খাদ্যশস্যের পরিমাণ আজকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ কৃষকরা ক্রমে ক্রমে এগিয়েই চলেছে। সেই ক্ষেত্রে আরো একটা জিনিস পরিস্কার যে কৃষকদের.যেসমস্ত ফসলের ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য দিতে হবে, তা ওরা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে। ৭৮ এর নির্বাচনের পর দক্ষিণ ত্রিপুরায়, পশ্চিম ত্রিপুরায় যে আলু উৎপাদন হয়েছিল তাতে কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে বলে চীৎকার উঠে। বাজারে যাতে আলু এনে মজুত রাখা যায় তার জন্য একটি হিমঘর তৈরী করা হয়েছে। তাতে যে কতটুকু উপকার হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষকরা হাতে ন্যায্য মুল্য পায় সেই অনুসারে সরকার বার আনা কেজি, অর্থাৎ ৮৫ টাকা কুইণ্টাল হিসাবে সরকার তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়। এই ভাবে সরকার তরফ থেকে তাদের ন্যাষ্য মূল্য তারা পেয়েছিল। তারা বুঝেছিল তারা তাদের ন্যায্য মূল্য পাবে। এই সব সুযোগ সুবিধা বামফ্রন্ট সরকার

'আসার পর করে দিয়েছে। মানুষ যে বুঝতে পেরেছে, তা এ, ডি, সির নির্বাচন বলুন আর পৌর নির্বাচনই বলুন সবটাতেই মানুষ আজ বামফ্রন্টকে চায়। পৌরসভার নির্বাচনে তাদের আর একটিও সিট নেই। তারা সবংশে ধ্বংশ হয়েছে। তারা এই বাজেটকে মানতে পারছেন না কারণ হল তারা চাইছে যে পুরানো কায়দায় চালাতে চাইছেন। তারা এখন আর চুরি ডাকাতি সুযোগ পাচ্ছেন না। এই ব্যবস্থার জন্য তারা আজকে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য চীৎকার করছে। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ করব আপনারা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে যে বাজেট গত ৮ই জুলাই মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই সভায় পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করেন। আমরা যাতে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করে যেতে পারি তার জন্য আপনারা সাহায্য করবেন এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমি আমার বক্তব্য সিলেটি ভাষায় রাখব। গত ৮ই জুলাই মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করি। কারণ এই বাজেট ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বামফ্রন্ট আসার আগে আর এমন বাজেট হয়নি। এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের সার্বিক চিন্তা করেই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। বিরোধী দলে যারা আছেন তারা পুরাপুরি বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। তার কারণ হল ত্রিপুরায় এই ধরণের বাজেট এর আগে আর হইছে না। এই ধরণের বাজেট গত ৩৩ বছরে কংগ্রেস করতে পারছে না, তাই তারা সমর্থন করতে পারছে না। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ তাদের বিধানসভায় পাঠাইছে এই ধরণের বাজেট দেখনের লাইগা। তারার লোক যারা বাইরে শাসন করে তাদের কওনের লিগা। ত্রিপুরায় কি ধরণের বাজেট হয়।

এখানে অশোকবাবু তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা মারামারি কিছুই হয়নি। আমি একজন মুসলমান জনক প্রতিনিধি হিসাবে বলতে পারি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৭৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার আমলে মুসলমানদের এখানকার বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, মুসলমানদের পিটান হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে ? তখন ত ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শচীন বাবু আর সুখময় বাবুই ছিলেন আবার মনছুর আলী ত একজন মুসলমানই ছিলেন। তাহলে তখন হাজার হাজার মুসলমান কেন পাকিস্তানে গেল ? চিন্তা করিয়া কথা কইও। আগে ইতিহাস জেনে বা বাড়ীতে পড়াশুনা করে তারপরে কথা বলতে হয় নাহলে মানুষে শুনলে হাসবে। আর না হয় মানুষ ত আপনাদেরকে আবোল তাবোল বলবে। ওনারা বলছেন ১৯৮০ সালে যে দাঙ্গা হয়েছে সে দাঙ্গা নাকি বামফ্রন্ট সরকার লাগিয়েছে। আমি বলতে চাই তারপরেও যেসব নির্বাচন হল সেসব নির্বাচনে কেন উপজাতি যুব সমিতি সেই কাঞ্চনপুর দশদা প্রভৃতি জায়গায় গণ্ডগোল করল। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি নাম সহকারে বলতে পারি এই বামফ্রন্টের আগে কিভাবে মানুষকে পিঠিয়েছে, কিভাবে হিন্দু মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে। আমি দেখেছি মহেন্দ্র রায় নামে একজন এ. এস. আই

ছিল, যিনি কারও দাঁড়ি দেখলে যে কিভাবে মারধোর করতেন এরকম ৫শ প্রমান আমি দিতে পারব। শুধু মুসলমান নয় অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরও এরকম নির্যাতন হয়েছে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর লম্বা বক্তৃতা দিতে চাইনা। শুধু এই কথা বলতে চাই যে এই বাজেট একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করবে এবং জনকল্যাণমূলক বাজেট হয়ে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কল্যাণ করবে। তাই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

কক্ বরক

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় মুখমন্ত্রী ১৯৮৩-৮৪ সন নি যে বাজেট পেশ খালাইমানি আবন' সমর্থন খালাই আও কক তিন চারটা সানা নাইঅ। অ বাজেট অাংখা বামফ্রন্ট দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটে জয় লাই খালাই ক্ষমতা ফাইমানি পরে প্রথম বাজেট। অ বাজেট ন ত্রিপুরানি ২১ লক্ষ বরক নি আশা আকাংখা পূরণ খালাইনানি বাজেট। কারণ গত পাঁচ বছর বামফ্রন্ট সরকার যে সব পরিকল্পনা নাই সামুং তাওমানি ত্রিপুরা রাজ্যনি ২১ লক্ষ বরক নি বাগাথ আ সামুং ন পুগাই ন ত্রিপুরানি ২১ লক্ষ বরক, জনগণ বামফ্রন্ট ন বিপুল ভাবে ভোট রীঅই তাই ওয়াইসা ক্ষমতা তাই ফাইফিকা। কারণ, বিধান সভানি বিসিও বিরোধী দলরক বিরোধীতা খালাইনা নাওগ হানাইন বিরোধীতা খালাইনাই, কক সানাই, আবন' বিধান সভানি রীতি হানাই বরক রমাই নাম। বাস্তব যে জিনিষ আবন' বরক স্বীকার খালাইয়া। বরক মাব হানাই মানয়া। কারণ ত্রিপুরানি একটা ইতিহাস, এবং যে উপজাতি যুব সমিতি ৬ই তপশীল দাবি খালাইঅ হানাই যে গর্ব খালাই তঙ' মার্কস্বাদী কমিনিষ্ট নাকি দাবি খালাইয়া? কিন্তু এই ৬ই তপশীল তাং জেলা পরিষদ ন যে কংগ্রেস বিরোধীতা খালাই তঙগ গত জেলা পরিষদ নির্বাচন বরক বিরোধীতা খালাই বরকট খালাইখা, উপজাতি যুব সমিতি সেই কংগ্রেস বাই সমঝোতা খালাই উপজাতিন রক্ষা খালাইনা বাগাই ব চিন্তাবাই বরক সমঝোতা খালাইখা আব শুধু উপজাতি সিমিয়া সমগ্র ত্রিপুরানি ২১ লক্ষ বরক নওয়ানসগা নাওখা। কারণ ৩০ বছর কংগ্রেস উপজাতি নি বাগাই কিছুফানল খালাইয়া। কংগ্রেস কিছুফান খালাইয়ান বাগাই উপজাতি নি উন্নতি আওয়া। আব' ওয়ানসাইন তিনি উপজাতিরক সিখা যে বরকনি শিক্ষানি দরকার, খাওনানি মর্যাদনি দরকার, উন্নতিনি দরকার যেটা কংগ্রেস গত ৩০ বছর ক্ষমতা অ তঙাইকান স্বীকার খালাইলাওয়া। আর' বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাঅ ফাইমানি লগে লগে ন উপজাতীনি বিশেষ চার দফা দাবি ন পুরন খালাইখা। উপজাতি যুব সমিতি বামফ্রন্ট সরকার ন সমর্থন খালাইয়াঅই বরক অনি উপজাতিন' রক্ষা খালানা বাগাই যে ৩০ বছর গদিঅ তঙনাই আবতাই দলবাই সমঝোতা খালাই বিধাই সভা ন নির্বাচন যে জনগণনি ভোট সানাই মানখা আব' ত্রিপুরারানীরকনি ওয়াননি কক। কারণ এই বিধান সভা কংগ্রেস বাই সমঝোতা খালাই ফাইমানি পরে গত মিটিংগে প্রমান আওখা যে কংগ্রেসরক জেলা পরিষদ

নাইন্না। কারণ অর' প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজোলিউশান ৬ষ্ঠ তপশীলনি দাবি ন তাই আফক্ বরক সিং সিরিংখে আচুগাই তঙখা। উপজাতি যুব সমিতি বরকনি যে বন্ধু বরকন' সমর্থন খৗলাইমানলিয়া। কাজেই তাবুক পর্যন্ত প্রান ফিরকমাখু উপজাতি যুবসমিতিনি বন্ধু-বাকনি। কাজেই যে কংগ্রেস বিধনি সভা বিসিঙগ ৬ষ্ঠ তপশীল ন সমর্থন খৗলাইয়া বরক বাই একই প্ল্যাটফর্ম অ অচুগাই বাহাইখে উপজাতি জনগণনি স্বার্থে দাবি খৗলাই আব' আশ্চর্য মা অঁওগ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণ আসাক মূর্খয়া, ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণ অঁওখা সংগ্রামী জনগণ, ত্রিপুরাঅ সংগ্রাম খৗলাই বরক বামফ্রন্ট ন ক্ষমতা আচুকরৗখা, কাজেই রাজ্যনি বরকন বিধান সভায় বিভ্রান্ত খৗলাই মানগৗলাক। ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগন অত্যন্ত সতর্ক অত্যন্ত সংগ্রামী কাজেই কোন বিভ্রান্তি বাই বরক ন ভুলিরৗই মানগৗলাক। কাজেই এই বামফ্রন্টনি দ্বিতীয় বাজেটন উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকা অ সামুঙ তাইব কাহামো তাঙনানি বাগৗই উপজাতিরকন তাইব উন্নতি খৗলাইনা বাগৗই অ বাজেথ অ সংস্থান নারৗবজাক তঙগ। ইতিমাধ্য ন স্বশাসিত জেলা পরিষদানি ইযাগ' ১০ কোটি টাকা রৗজাগখা। কাজেই অ বাজেট আংখা ত্রিপুরানি জনগণনি একটা আলো, বৗসকাঙনি দিন' উপজাতিনি বাগৗই নিশ্চয় তেইব সামুঙ তাঙনাই জেলা পরিষদ। ইতি মধ্যে ন অনেক কাজ খৗলাইখা, জুমিয়া রক ন জুমবাজ রৗখা তাই নানান ধরনের প্রকল্প ইযাগ' নাই জেলা পরিষদ সামুঙ তঙনানি আগগৗই ফাইখা। আর নিনি দাবি কেন্দ্রীয় সরকার ৬ষ্ঠ তপশীল রৗইঅ এই জেলা পরিষদনি ইযাগ' কেন্দ্রীয় বাজেট রৗনানি সংস্থান নারৗকনানি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মানিয়া। কারণ যে ত্রিপুরা সরকার বিনি সীমিত ক্ষমতানি মধ্যে তঙৗই উপজাতিনি উন্নতিনি বাগৗই অ বাজেট প্রতিফলিত অঁওখা কাজেই অ বাজেট ন আঙ সম্পূর্ণ সমর্থন খৗলাই আনি বক্তব্য পাইরৗখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি তিন-চারটি কথা বলতে চাই। এই বাজেট হলো বামফ্রন্ট দ্বিতীয় বার বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম বাজেট। এই বাজেট হলো ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণের বাজেট। কারণ গত পাঁচ বছর ধরে বামফ্রন্ট যে সব পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন সে সব কাজগুলো দেখেই ত্রিপুরার জনগণ বিপুল ভাবে ভোট দিয়ে আবার বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় এনেছেন। কারণ, বিধান সভার ভেতরে বিরোধী দিলগুলোকে বিরোধীতা করতে হয় এটাকেই তারা বিধান সভার রীতি বলে বলে ধরে নেন, আসলে বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোন মিল নাই। বাস্তবকে তারা স্বীকার করতে পারেন না। কারণ, ত্রিপুরার একটা ইতিহাস এই যে উপজাতি যুব সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্দোলন করছেন, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট কি আন্দোলন করে নি? কিন্তু এই ষষ্ঠ তপশীল আর জেলা পরিষদকে যে কংগ্রেস বরাবর বিরোধীতা করে আসছে, গত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচনে যে কংগ্রেস বয়কট করেছিলো সেই কংগ্রেসের সঙ্গে তারা আসন সমঝোতা করেছেন উপজাতিদের কোন উন্নতির লক্ষ্যে? এটা শুধু উপজাতি জনগণ নয় সারা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষদের ভেবে দেখতে

হবে। কারণ ৩০ বছর কংগ্রেস উপজাতিদের জন্য কিছুই করে নি। যার জন্যে উপজাতিদের কোন উন্নতি হয় নি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আজকে উপজাতি জনগণ বুঝতে পারছেন যে তাদের শিক্ষার দরকার, তাদের বাঁচার মর্যাদার দরকার, উন্নতির দরকার সেটা কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ ৩০ বছরে স্বীকার করেন নি। সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিদের বিশেষ চার দফা দাবী পূরণ করেছেন। উপজাতি যুবসমিতি বামফ্রন্টকে সমর্থন না করে উপজাতির উন্নতা নামে যারা ৩০ বছর গদিতে ছিলেন সেই দলের সঙ্গে সমঝোতা করে জনগনের কাছে ভোট চাইতে পেরেছেন এটাই ভাবনার কথা। কারণ, এই বিধান সভায় সমঝোতা করার পরেও গত অধিবেশনে প্রমাণিত হয়েছে যে কংগ্রেস জেলা পরিষদ চায় না। কারণ এখানে প্রাইভেট মেম্বারস' রিজুলিউশানে তারা নীরবতা অবলম্বন করেছিলো। উপজাতি যুবসমিতি অর্থাৎ তাদের বন্ধুদের তারা সমর্থন করে নি। কাজেই যে কংগ্রেস বিধান সভায় জেলা পরিষদকে সমর্থন করে না, যে কংগ্রেস ষষ্ঠ তপশীল সমর্থন করে না তাদের সঙ্গে একই প্ল্যাট ফরমে বসে কি করে জনগণের দাবী করেন এটা আশ্চর্য্যজনক বিষয়! কাজেই ত্রিপুরার মানুষ এত মূর্খ নয়, ত্রিপুরাতে তারা সংগ্রাম করে তারা বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, এত সহজে তাদের ভিত করা যাবে না। এই বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় বাজেটে জেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজাতি জনগণের উন্নতির জন্য আরো অধিক উন্নতির সংস্থান রয়েছে। ইতি মধ্যেই জেলা পরিষদের হাতে ১০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। কাজেই এই বাজেট হলো ত্রিপুরার জনগণের একটা, আলো, সামনের দিনে আরো কাজ করবে জেলা পরিষদ। ইতি মধ্যে অনেক কাজ করাও হয়েছে, জুমিয়াদের জুমবীজ দেয়া হয়েছে আর নানান ধরনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এখানে, আমাদের দাবী ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করে জেলা পরিষদের হাতে কেন্দ্রীয় বাজেট দেবার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা মানছে না। ত্রিপুরা সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে উপজাতীদের জন্য নানা পরিকল্পনা এ বাজেটে প্রতি ফলিত হয়েছে তাই এ বাজেটকে সমর্থ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

যে এই বাজেট নাকি কেডারপুষ্ট করার বাজেট। অথচ অবাক লাগে যে এরা নাকি জনপ্রতিনিধি, ? আজকে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে কেন্দ্রিয় সরকারের ভুল নীতির ফলে। অথচ তারা একবারও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে মুখ খোলে বলেন না যে কেন এই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে? এই উপজাতি যুব সমিতির নগেন বাবুরাও ১৫ ধরে দিল্লিতে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়ে ছিলেন শ্রীমতি গান্ধীর দর্শন পাবার আশায়। তার আশীর্ব্বাদ পাবার আশায়। আজকে ত্রিপুরার মানুষ নানা ধরনের সমস্যার জর্জরিত। এখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা ত্রিপুরার উন্নতি কল্পে ২২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে কোন রকমে ৫০ কোটি টাকায় এনেছি অথচ এরা এর বিরোধীতা করছেন। যেন তাদের মায়ের সিন্দুক থেকে আমরা টাকা বের করে নিয়ে এসেছি। তাই তাদের এটা গায়ে লাগছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বুদ্ধ বাবু কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলেছেন। আইতরমার লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে আমি হিসাব দিয়েছি। আপনারা দেখুন। চুরি যদি হয়ে থাকে পুলিশ সেটা দেখছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনাদের গাএদাহ কেন হচ্ছে আইতরমা

নিয়ে ? সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এইরকম একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এমন একটা উদাহরণ দেখাতে পারেন কি ? আমি সমবায় সম্পর্কে হিসাব দিতে পারি। কিন্তু আপনারা হচ্ছেন ব্যাঙ। ব্যাঙের চোখ থাকে পেছনে। সামনে থাকে না। তাই ওদেরও দৃষ্টি পেছনে। সামনে নয়। এই ৫।৬ বছরের মধ্যে ত্রিপুরার পরিবর্তন লক্ষ্য করে দেখুন। আজকে দামছড়া যান। গাড়ী করে যেতে পারবেন। সমগ্র উপজাতি অঞ্চলগুলি দেখুন। আজকে মহাজনী ব্যবসায় উঠে গেছে। ধীরেন্দ্র বাবু বলতে পারেন। তাঁরা কিভাবে মানুষের কাছ থেকে সুদ আদায় করতেন। আজকে সমবায় সমিতি করার ফলে মহাজনী ব্যবস্থা উঠে গেছে। এতে যদি উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের গাত্র দাহ হয় তা হলে আমাদের করার কিছুই নেই। ট্রাইবেল মহাজনদের লুঠের রাজত্ব বন্ধ করে দিয়েছি সামগ্রিকভাবে আমি হিসাব দিচ্ছি।

সমগ্র রাজ্যে আমাদের ৫৪টা ল্যাম্পস আছে। ৫৪টা ল্যাম্পস এর মধ্যে কংগ্রেসী রাজত্বের সময়ে কোন ট্রাইবেল বা নন্ ট্রাইবেলের প্রবেশাধিকার ছিল না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মেমবারদিগের কথা যদি বলেন, ১৯৭৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত উপজাতি ল্যাম্পসের মেমবার কত ছিল জানেন ? মাত্র ১০ হাজার। আজকে ৮২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সেটা হয়েছে ৬১,৬৭৮। কয় গুণ বেশী হলো ? এস, সি, ছিল ১ হাজার। অন্যান্যরা ৩ হাজার। সেই জায়গায় এখন হয়েছে ৬,৬১২। তারপর কনজাম্পশান ক্রেডিট। এটা বিশেষ করে জুমিয়া তপশীলিদের মধ্যে বিলি করা হয়ে থাকে। আমরা বলেছি ৬ মাসের জন্য তোমাদের সুদ দিতে হবে না। তারপর চার কিস্তিতে বৎসরে ১৩ টাকা সুদে ফেরত দিতে হবে। অথচ সেই উপজাতি নেতারা তাদের কাছে গিয়ে বলছেন যে শ্রীমতী গান্ধী পাঠিয়েছেন এই টাকা তোমাদের বিলি করে দেওয়ার জন্য। সেটা তোমাদের ফেরত দিতে হবে না। এরকম প্রচার তারা চালাচ্ছে। চৈত্র ফাল্গুণ মাসে উপজাতিরা মহাজনদের কাছে দাদন দিতে আসে। কিন্তু এই সময়ে যদি মানুষ দাদন নিতে না আসে তাহলে উপজাতি যুব সমিতিকে তারা অর্থ যোগাতে পারবে না।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার। উনি বলেছেন উপজাতি যুব-সমিতি বিভিন্ন ভাবে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধী টাকা দিচ্ছে। এটা তোমরা ফেরত দিয়ো না। এই যে প্রচার তিনি করেছেন, সেটার আমি প্রমান চাই। প্রমাণ ছাড়া

(গণ্ডগোল)

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পারলামেণ্টারী প্রসিডিউর সম্পর্কে তাদের একটু জ্ঞান থাকা ভাল। কি ভাবে পয়েন্ট অব অর্ডার করতে হয়। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, এই যে কঞ্জাম্পশান ক্রেডিট, এখন পর্য্যন্ত ১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—আমার মনে হচ্ছে ওদের খুব গাত্রদাহ হচ্ছে। এতে বুঝা যায় বামফ্রন্ট সরকার এই যে নিঃস্ব জুমিয়া জনসাধারণকে মহাজনের শোষণ থেকে বেরিয়ে আসার

জন্য একটা পথ করে দিচ্ছেন তার জন্য এই যে ৮৬ লক্ষ টাকা আমরা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেছি এটা ৩০ বছরের মধ্যে পায় নি।

আজকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি করে তাদের হাতে গাড়ী তুলে দিয়েছি। সমগ্র রাজ্যে ১৭টি বাস চলেছে। এই কাজগুলো ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য করে কিনা এবং আমরা যদি সম্মিলিতভাবে এগুলি করতে গিয়ে সহযোগিতা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের রাজ কে একটা সমৃদ্ধ রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে পারব।

কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই সরকার স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যথেষ্ট দিতে চেষ্টা করেছেন। একটা হিসাব দিচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস রাজত্বে ৩০ বছরের মধ্যে এগ্রিলোনের হিসাব মাত্র ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। সেই জায়গায় ৫৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এগ্রিলোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন মিলিয়ে ৮৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গরীব মানুষের স্বার্থে আমরা সমগ্র জিনিষটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এমন কি দুর্গম জম্পুই এলাকা থেকে আমরা কমলা আনছি। কাজেই ফড়া-য়দের সেবা করতে পারছেন না বলে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে।

আমি জানি না এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য তাদের কেন এত গাত্রদাহ হয়। তবে একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে তারা তো একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং জোতদারদের স্বার্থই দেখে থাকেন, অন্যদের স্বার্থ তারা দেখেন না। হয়তো, সেইজন্যই তাদের এই গাত্রদাহ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই সমবায়গুলির মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র ভূজ্যপত্র পৌছে দিচ্ছি, সেই জম্পুই পাহাড় থেকে এই আগরতলা পর্য্যন্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানেই যান না কেন, দেখবেন সমবায়ের দোকানগুলি সব সময়ে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রগুলি সরবরাহ করেছে। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই সুযোগ কি কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও ছিল? কিন্তু সেই সুযোগ আজকে বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র আছে, আর সেই জন্যই তাদের এই গাত্রদাহ। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আসামে দাঙ্গার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ে নি। কারণ আমরা সেই সময়ে তিন মাসের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে ছিলাম। অন্য দিকে আমরা দেখেছি এটা যদি কংগ্রেসী শাসন হত, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিস-পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া হত, কারণ রাতারাতি জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হত, মজুতদার মুনাফাখোর-দের সুযোগ করে দেওয়া হত। বামফ্রণ্ট সরকার সেই সুযোগ মজুতদার আর মুনাফা-খোরদের দেয় নি বলে, তাদের এই গাত্র দাহ। স্যার, আমি এই কথাগুলি বলতাম না, যদি না তারা অব্যবস্থার কথাগুলি তুলতেন। আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করুন, আমরা তার থেকে সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, পয়েণ্ট অব্ অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন আসামের সঙ্গে তিন মাস ধরে যোগাযোগ বন্ধ ছিল, এটা বলে তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা কোন পয়েণ্ট অব্ অর্ডারই হতে পারে না।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায় পশু পালন বিভাগ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। তা সেই আপনাদের নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন না, বহু টাকা এখনও আপনাদের অনেক নেতার কাছে বাকী রয়েছে। ডিমের পয়সা, মাংসের পয়সা বাকী রয়েছে, তারা পল্টি ফার্ম থেকে বাকীতে সব জিনিস নিয়েছেন, অথচ পযসা দেন নি। আপনাদের তো অনেক বড বড নেতা, মাননীয় সদস্য অগ্রুমগকে জিজ্ঞাসা করুন না, উনি নিশ্চয় বলবেন যে এই ধরনের ঘটনা তখন হত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই বলছিলাম যে আমাদের যে কাজ করার কথা, সেটা আমরা করছি সেখানে যদি উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে সরকারের বিভিন্ন ডিভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক যেগুলি হচ্ছে, সেগুলি যড়যন্ত্র করে নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তারা নিশ্চয় দায়ী থাকবেন। তাই আমি একথা বলতে চাই যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোময় এই বিধান সভায় ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন. এটা ত্রিপুরা সার্বিক কল্যানের পক্ষে এবং ত্রিপুরাকে নূতন ভাবে গডে তোলার যে শপথ আমরা নিয়েছি তাকে অনেকাংশে সাহায্য করবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। স্যার, এখানে তারা খাদ্য সংকটের কথা বলছেন। তা ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্য্যন্ত হিসাব করে দেখান তো কতজন না খেয়ে ত্রিপুরাতে মারা গিয়েছেন? উপজাতি যুব সমিতি তো উপজাতি অধুষিত অঞ্চলে না খেয়ে মারা যাওয়ার নানা গাল গল্প বানিয়ে পত্রিকাতে দিয়েছেন, ত্রিপুরা বাসীদের বিভ্রান্ত করবার জন্য। তারা তো খাদ্য অন্দোলন করেছিলেন, বলুন তো কতজন লোক আপনারা যোগাড করতে পেয়েছেন ঐ খাদ্য আন্দোলনের অংশীদার হতে। বুদ্ধ বাবু তো সেই খাদ্য আন্দোলনের নেতা ছিলেন, তিনি জিরানিয়া ব্লকে বি, ড, ওর কাছে ডেপুটেশান দিতে গিয়েছিলেন, সেই ডেপুটেশানে তিনি তো ১০ জন লোকও জমায়েত করতে পারেন নি। তিনি বি, ডি, ও সাহেবকে বললেন যে আমরা এমনি এসেছি আপনার সংগে কিছু কথাবার্তা বলতে। ত্রিপুরাতে খাদ্য সংকট থাকবে যতদিন কেন্দ্র কংগ্রেসী সরকার থাকবে, কারণ তারা চায় না যে ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ন হয়ে উঠুক। কিন্তু এই অবস্থা মধ্যেও আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পি স্কীমের মাধ্যমে গ্রামের গরীব সাধারনের কর্মের সংস্থান করে চলেছে যার ফলে আজ অবধি অনাহারে একটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে ভাবে নিজেদের দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে বক্তব্য রাখছেন এবং এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাই আমি আজ তাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, সেটা যাতে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে, তার জন্য সরকারের সংগে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিন। স্যার, এই কথাগুলি বলে আমি এই বাজেটকে সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৮৩,৮৪ সালের যে বাজেট বিধান সভায় পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থণ করি। এবং সমর্থণ করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি সমর্থণ করতে গিয়ে যে কথা প্রথমে সভার দৃষ্টিতে আনতে চাই সেটা হচ্ছে সারা

ভারতের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি চলছে, তার কথা। স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্ষমতা যা কিছু আছে, সবই কেন্দ্রের হাতে এবং স্বাধীনতার পর থেকেই তারা সেই ক্ষমতার জোরে দেশকে শাসন করে আসছেন আর সেই শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কোটিপতি এবং জোতদারদের শাসন ব্যবস্থা। এটা কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না যে গোটা ভারতের অর্থনীতির কথা চিন্তা করলে, তার মধ্যে বিকল্প কোন কিছু নাই। ঠিক এই হাউসে যারা বিরোধী পক্ষে আছেন, তারাও চাইছেন যে এই দেশের আইন-কানুন, শিক্ষা-দিক্ষা সব কিছুই তাদের নিজস্ব শ্রেনী স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালিত হউক।

১৯৫০ সালে যখন দেশের সংবিধান রচনা করা হয়েছিল, তখনও দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের সংবিধান রচনা করা হয়েছে। অন্য দিকে আমরা দেখি যে স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য সামনে রেখেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামনের সাড়িতে ছিলেন, তারা সবাই সমস্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন এই ভারতের বিরাট অংশের মানুষের স্বার্থকে বাদ দিয়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে শ্রেনী বিভক্ত সমাজে যার হাতে ক্ষমতা আছে, সেই শ্রেনী তার নিজস্ব শ্রেনী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশকে পরিচালনা করতে চান। অর্থনীতি থেকে সুরু করে সমাজ ও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেন। তাই খুব সংগত কারনেই আজকে আমরা যখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভায় ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট আলোচনা করছি, তখনও আমরা দেখছি যে বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের নিজস্ব শ্রেনী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করছেন। আমি নিজেও একটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটাই গত দুই দিন ধরে এই বাজেট আলোচনার বিষয় বস্তু। শ্রেণী স্বার্থকে সামনে রেখেই কেউ এই বাজেটকে সমালোচনা করছেন, আর কেউ এই বাজেটকে সমর্থন করছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে—মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট উপস্থিত করতে গিয়ে এই কথা বলেন না যে আমরা এই ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট দিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত বেকার সমস্যার সমাধান করে ফেলব—এই বাজেট দিয়ে আমরা ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে দুবেলা পেট ভরিয়ে খাইয়ে রাখতে পারব। শুধু বাজেটের প্রশ্ন নয় বিগত '৭৭ সালের বিধান সভার নির্বাচনের সময় বামপন্থী ফ্রন্ট ত্রিপুরার জনসাধারণের সামনে যে কর্মসূচী রেখেছিলেন তাতে ত্রিপুরার বিরাট অংশের মানুষের সমর্থন ছিল বলেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিলেন। এবং বিগত পাঁচ বছরে ৫টি বাজেটের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট তার কর্মসূচীর কতটুকু করতে পেরেছে কি পারে নাই—তার প্রতিশ্রুতি কতটুকু রূপায়িত করতে পেরেছে কি পারে নাই সেটা যাচাই হয়ে গিয়েছে গত ৫ মাস আগে নির্বাচনের মাধ্যমে। সেই সত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। স্যার, আগে মানুষের একটা ধারনা ছিল যে সূর্য্য পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গ্যালীলিও বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা যখন বুঝিলেন যে না সূর্য্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে না পৃথিবীই সূর্য্যের চার দিকে ঘুরে তখন সেখানকার মহারাজা পরলেন বিপাকে। তিনি তখন গ্যালিলিওকে আদেশ করলেন যে. না...তুমি যদি তোমার মতের পরিবর্তন না কর তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও সেটাকে সত্য বলে প্রমান করেছেন সেই সত্য

থেকে তিনি সরে আসতে চাইলেন না। ফলে তাঁকে বহু নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এমন কি তাঁকে কারা যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছে। এবং তিনি মারা যান। এবং এই যে বিধান সভায় যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে তাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বা ট্রেজারী বেঞ্চের কেউই এই কথা মনে করছি না যে এই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারব, এই বাজেট দিয়ে আমরা ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান করে দেব এবং ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে এই ত্রিপুরায় মানুষ আর অর্দ্ধাহারী থাকবে না এটা আমরা কেউ মনে করছি না। এই বাজেট দ্বারা বামফ্রন্ট ত্রিপুরার জন্য একটা শক্তি-শালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করে দিতে পারবে এটা আমরা কেউ মনে করছি না। কিন্তু আমাদের হাত পা বাধা আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানই এই ভাবে তৈরী হয়েছে যার ফলে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে যাদের চোখ কান সজাগ আছে তাঁরা আজকে সবাই এটা অনুভব করতে সুরু করেছে যে কেন্দ্রের হাতে যে ভাবে দিনের পর দিন ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে চলেছে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আজকে ভারতবর্ষের বহু সমস্যা আছে এবং এই সব সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রের ক্ষমতা-সীন সরকার তারাই একক ভাবে এই সব সমস্যার সমাধান করবে এই কথা বললে ঠিক বলা হবে না। তার জন্য সমস্ত দলেরই দায়িত্ব রয়েছে এককভাবে কোন দলই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কাজেই এইভাবে যদি কেন্দ্র তার হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের অংগ রাজ্যগুলি দুর্ব্বল হয়ে পরবে এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভারতবর্ষের সর্বনাশ করার জন্য সক্রীয় হয়ে উঠবে। কাজেই এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য সব দলকেই এগিয়ে আসতে হবে। যেমন দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়—যখন বৃটিশ সরকার তার ডিভাইড এণ্ড রুল পলিশি প্রয়োগ করেও দেখলেন যে এই দেশকে আর বশে রাখা যাবে না যখন তারা বুঝতে পারলেন যে সদুর লণ্ডন থেকে এই দেশকে আর শাসন ও শোষণ করা যাবে না।—কারণ তখন ভারতবর্ষের সব দলই দেশের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে আসলেন তখন তাঁরা কে কংগ্রেস ছিলেন, কে কমিউনিষ্ট ছিলেন সেই প্রশ্ন তখন তাদের কাছে ছিল না। তখন তাদের প্রশ্ন ছিল যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে। তখন বৃটিশ সরকারের কুট চক্রান্তে ভারতকে দুই ভাগ করে স্বাধীনতা আনতে হল। এর ফলে স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আজকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পরেছে। আজকে দেশের বেকারী বেড়েছে, অনাহারী অর্ধাহারী মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে দেশের সম্পদ নির্দিষ্ট অংশের লোকদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পরেছে। আমাদের দেশের যিনি সাংবিধানিক প্রধান তিনিই বলেছেন যে আমাদের দেশের সমস্ত সম্পদ দেশের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ দরকার কারণ এর মধ্যে দিয়েই দেশ শক্তিশালী হবে এবং তখনই ভারতবর্ষে পৃথিবীর দরবারে একটা সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই বাজেট দ্বারা আমরা খুব সন্তোষ্ট হয়েছি এটা কিন্তু আমাদের বক্তব্য নয়। কিন্তু কি করা যাবে। আমাদের যে আর্থিক ক্ষমতা আমাদের যে আর্থিক সংগতি এর মধ্যে দিয়ে এর চাইতে বেশী কিছু করা যাবে না। এবং আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মসূচী আছে।

বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন তাদেরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। এবং গঠনমূলক বক্তব্য এখানে রাখা উচিত। শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা হতে পারে না। এখানে দ'াড়িয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষন করা দরকার। গত দুই দিন আমি এখানে বক্তব্য শুনেছি। এখানে বহু বন্ধু আলোচনা করেছেন। কিন্ত সেখানে কিছু কিছু প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে যা সাধারণভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। যেমন বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে এই বামফ্রণ্ট সরকারের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে দাংগা হয়নি। বামফ্রণ্ট আসার পর দাংগা হল কেন? ১৯৭৭ সন পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল সুখময় বাবু না শচীন বাবু সেটা বিচার্য জিনিস নয়। বিরোধী দলে কারা ছিল। এই কম্যুনিষ্ট পার্টি, মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। এই পার্টি মানুষের কল্যাণের জন্য শুধু ত্রিপুরা নয় সরা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছে। এই পার্টির কর্মস্থচি মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে ঐক্য বোধ সৃষ্টি করতে হবে। এটা না করতে পারলে শুধু মুষ্টিমেয় দলের কয়েকজন নেতা ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ত্রিপুরার শতকরা ৯৫ জন মানুষের বক্তব্য এখানে ধ্বনিত হচ্ছে। তাই এখানে কিছু কংগ্রেসী জনসাধারণের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিশ্বাস হারিয়ে এই সরকারকে যেন তেন প্রকারে সরিয়ে গদি দখল করার জন্যই তারা এখানে সাম্প্রদায়িক দাংগা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। কংগ্রেস (আই) সদস্যরা এই বিধান সভার ভিতরে এবং বাহিরে সাম্প্রদায়িক দাংগার উস্কানী দিচ্ছে। যথেষ্ট তথ্য সরকারের হাতে আছে। একদিন ইতিহাস সেই সত্যের সন্ধান দেবে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত এই ৫ টা বছর এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। তাদের সংগে এখানের কিছু কাগজও তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছে। তারা ভয় পাচ্ছে যে এই সরকার শুধু ত্রিপুরা নয় গোটা ভারতবর্ষে মহীরূহ হিসাবে মানুষ আকৃষ্ট করবে। এই ষড়যন্ত্রে শুধু কংগ্রেস নয় মার্কিন সম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যুক্ত ছিল। এই ছোট্ট ত্রিপুরা যেখানে শিল্প নেই, রাস্তা ঘাট নেই, নেই বলতে কিছুই ছিল না। ১৯৭৮ সালে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য খানিকটা চেষ্টা করেছেন। গোটা ভারতবর্ষের সামনে আজ ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গ। সারা ভারতবর্ষের মানুষ চেয়ে আছে যে এই দুই রাজ্যের সরকার কি করেছেন? তাইতো এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাংগার সৃষ্টি করে জাতি ও উপজাতীর মধ্যে সম্পর্কের চিড় ধরাবার জন্য চেষ্টা করেছে। এই সত্যকে স্বীকার করতে হবে। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে জুনের দাঙ্গার কথা বলেন, আপনাদের বলবার অধিকার আছে কিন্ত আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই আসাম, পাঞ্জাব, নাসিক গুজরাটে কি হচ্ছে? সেখানে কারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছে? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারা আজ সত্যকে স্বীকার করতে চান না। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এই সূর্য্যকে তারা ভয় পান।

মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই বাজেটে ডিভাইসিভ কোর্সেস সম্পর্কে বলেছেন, তিনি এই বাজেটে সমস্ত কিছু তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি নাকি খুশী হতেন পাঞ্জাব সম্পর্কে কিছু থাকলে। সাধু! আমি বলি, সাধু। পাঞ্জাব সম্পর্কে ভারতবর্ষের মধ্যে এই সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের জন্য বক্তব্য, কর্মসূচী প্রণয়নের কথা কারা বলেছে? কংগ্রেস (আই) বলেছে, না ভারতবর্ষের বিভিন্ন

বিরোধীদল বলছে না মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তথা বামফ্রন্ট দল বলছে ? পত্র পত্রিকা দেখুন, পড়ুন, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড, ষ্টেসমেন পড়ুন। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া তাদেরকে গত ৩৫ বছরে খুশী করার জন্য তিলে তিলে ফুলে ফেঁপে তুলা হয়েছে ক্ষমতার সৃষ্টি থেকেই। তাদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য আজকে ভারতবর্ষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর হাতে বিক্রী করেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন ? ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের সামনে, এই হাতে ভোট দিয়ে টাকার দাম কমানোর হাত থেকে বাঁচুন, জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির হার থেকে বাঁচুন, মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে বাঁচুন। বেকার সমস্যার হাত থেকে বাঁচুন, আইন শৃঙ্খলা অবনতির হাত থেকে বাঁচুন। কিন্তু তা কি হয়েছে ? আজকে জিনিসের দাম বাড়ছে না কমছে সে আপনারা নাই বা আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলেন। আমি জানি, আপনারা বিবেচক, বুদ্ধিমান। সেটা আমি আর কি বলব। আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখুন না, পত্রিকার কথা ছেড়ে দিন। কোথায় বেকার সমস্যা ? ত্রিপুরায় কি আলাদা সমস্যা ? ভারতবর্ষের কোথায় বেকার নেই ? স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্য্যন্ত ছয় ছয়টা পরিকল্পনা হয়ে গেছে। এখন ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বর্ষ চলছে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি ? টাটা বিড়লাকে রক্ষা করা, জমিদার জোতদারদের সম্পদ বাড়ানো নাকি পরিকল্পনার লক্ষ, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করা, গরীব মানুষ নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটান ? ভারতবর্ষে কি আমরা এই চিত্র দেখতে পাই ? ভারতবর্ষে ১০০ জন লোকের মধ্যে ৬৮ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। আমি দারিদ্র সীমার নীচেই বাস করে বলব। কেন না, যে মানুষ মাসে ৪০ টাকা খরচ করতে পারে না তারা দারিদ্র সীমার নীচেই বাস করে। এটাই কি পরিকল্পনা ? ভারতবর্ষে আজকে বেকারের সংখ্যা কত ? স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও যেখানে একটানা কংগ্রেস শাসন করে আসছে যেখানে ১০ থেকে ১২ কোটি মানুষ বেকার ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি লোকের মধ্যে। দেশের সামনে কাজ নেই এটা ভাবতে বিস্ময় জাগে। আজকে গ্রামে গঞ্জে স্কুল নেই, স্কুল থাকলেও বেঞ্চ নেই, নেই অনেক কিছুই। আমাদের বামফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী কি বলেছেন, আমরা সব স্কুল তৈরী করে দিয়েছি ? একথা আমরা বলি না। যা করতে পারি নাই তা বলার সৎ সাহস আমাদের আছে। এই সৎ সাহসের পরীক্ষা আমরা বার বার দেব। এটাই হচ্ছে বাস্তব। দেশে অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কত ? সারা পৃথিবীতে ৮১ কোটি লোক নিরক্ষর। তার মধ্যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৩৫ বৎসর পরেও নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪০ থেকে ৪১ কোটি। এটা আমার হিসাব নয়। এই যে নিরক্ষরতার সংখ্যা এটা কি বামফ্রন্ট সৃষ্টি করেছেন ? নৃপেনবাবু না দশরথ বাবু করেছেন ? এটা বুঝবার আপনাদের কোন ক্ষমতাই নেই। কেন না, ত্রিপুরার মানুষ বার বার আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু আপনারা সেই শিক্ষা আপনারা নিচ্ছেন না। এটা দুর্ভাগ্য যে, এখানে ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৭১ জন মানুষ নিজেদের নাম লিখতে পারে না। তাহলে কোথায় আমরা আছি ? তাহলে দেশের অগ্রগতি কোথায় হচ্ছে তা আপনারা নিশ্চয়ই পারছেন। যদি বলা যায়, পৃথিবীতে অনাহার অর্দ্ধাহার, বেকার সমস্য ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য প্রাইজ দেওয়া হবে, তাহলে এই প্রাইজ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর গলায় পরানো যাবে। এটাই

সাফল্য, এটাই অগ্রগতি। কাজেই তাঁরা বামফ্রন্টের বাজেটকে সমর্থন করতে পারবেন না এটা তো জানা কথাই। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু বলছিও না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে এনেছেন আমার সামগ্রিক বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আমি তা সমর্থন করি। কিছু বিরোধী দলের সদস্য যারা এই বাজেট সমর্থন করতে পারেন নি তাতে জনসাধারণের কিছু যাবে আসবে না। ত্রিপুরার মানুষ এই বাজেটকে স্বাগত জানাবে। এর জন্য যত প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেন, এই বাজেটকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা এই প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করব। মানুষের কল্যাণে কাজ করব এই প্রতিশ্রুতি আমরা নির্বাচনের সময় দিয়েছিলাম। জনসাধারণ আমাদের এই প্রতিশ্রুতি পালনে সাহায্য করতে ভোট দিয়েছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছেন। পৌরসভা নির্বাচনেও সহায়তা করেছেন। এই জন্য ধন্যবাদ।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার কাছে জানতে চাই, সময় সম্পর্কে এবং সম্পর্কে কতক্ষন বলা যায়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনাদের কাছে নাম চাওয়া হয়েছে। টি. ইউ. জে, এস, এর কাছেও চাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সময় আছে, আপনাদের বলার ইচ্ছা থাকলে বলতে পারেন। কিন্তু তখন আপনারা নাম দেন নি। কাজেই এখন সময় শেষ। এখন আর কিছুই হবে না।

এই সভা আগামী ১৪ই জুলাই, ১৯৮৩ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 2

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাবডিভিসনের কুর্তি, হুরুয়া, চুরাইবাড়ী, তহশীলে যে সমস্ত ভূমিহীন আছে তাহাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত ঐ কাজ করবেন বলে সরকার আশা করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। কুর্তি, হুরুয়া ও চুরাইবাড়ী মৌজায় বুজারতের কাজ চলিতেছে এবং বুজারতের কাজ শেষ হইলেই উক্ত এলাকার ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তের কাজ আরম্ভ হইবে।

Admitted Starred Question No. 43

By—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১২০ ধারা অনুযায়ী রায়তের অধীনস্থ প্রজাদের নিকট স্থায়ী স্বত্ব অর্পণ করার ঘোষণা করা হইয়াছিল কি ?

২। হয়ে থাকলে বৎসরে কতজনকে স্বত্ব অর্পন করা হয়েছে ;

৩। রায়তী স্বত্ব হস্তান্তরের পর রায়তীর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি ;

৪। ক্ষতিপূরণ পান নাই এমন কত আবেদন সরকারের হাতে আছে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বৎসর ভিত্তিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে এখন পর্য্যন্ত কতজনকে স্বত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১) সদর মহকুমা ৪৩৩
২) খোয়াই ,, ৩৯২৫
৩) ধর্মনগর ,, ১০৭৫
৪) কৈলাশহর ,, ১২৫৭
৫) কমলপুর ,, ১১৮২
৬) বিলোনীয়া ,, ১৫২০
৭) উদয়পুর ,, ৪৬১
৮) অমরপুর ,, ৯৯৯

মোট—১০,৪৪২ জন

৩। হ্যাঁ মহাশয়।

৪। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল

১) সদর মহকুমা ৩৮
২) খোয়াই ,, ৬২৫
৩) ধর্মনগর ,, ৩৯৩
৪) কৈলাশহর ,, ২৪৫
৫) কমলপুর ,, ৬
৬) উদয়পুর ,, ২০০
৭) বিলোনীয়া ,, ১৮১
৮) অমরপুর ,, ১০৯

মোট— ১৭৯৭ জন

Admitted Starred Question No. 66

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের মালিকগণ কর্তৃক নিয়োগপত্র দেওয়া সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২। এ পর্য্যন্ত কত জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

৩। না দেওয়া হযে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার ১৯৬২ইং সনের ত্রিপুরা মোটর ট্রেনস্পোর্ট ওয়ার্কার্স রুল ১৯৮০ ইং সনে সংশোধন ক্রমে মালিকগণ কর্ত্তৃক তাহাদের শ্রমিকদের নিযুক্তিপত্র দিবার বিধান করিয়াছেন।

২ এবং ৩। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 67.

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌরসভা এলাকায় বর্ত্তমানে জনসংখ্যা কত ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাদের উন্নয়ণের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ কত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮১ ইং সনের আদমসুমারী অনুসারে আগরতলা পৌরসভা এলাকায় মোট জনসংখ্যা ১,৩২,১৮৬ জন।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের বাজেট অনুযায়ী উন্নয়ন কার্য্যে মাথা পিছু বরাদ্দ আনুমানিক ১৩৩·০০ টাকা।

Admitted Starred Question No. 69

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে সর্বমোট রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত ?

২। এদের মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি ভুক্ত ?

৩। সর্বমোট বেকারের মধ্যে কতজন মাষ্টার ডিগ্রীধারী, কতজন গ্র্যাজুয়েট, কতজন মেট্রিক বা হায়ারসেকেণ্ডারী পাস।

৪। গত পাঁচ বৎসরকে ভিত্তি ধরে ত্রিপুরায় প্রতিবৎসর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার কত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কত কম বা বেশী ?

উত্তর

১। ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ৭৯,৯৯৭ জন।

২। তপশীলি উপজাতি ৭,৫০০ জন এবং তপশীলি জাতি ৬,৩২৮ জন।

৩। মাষ্টার ডিগ্রী—২২৫ জন, গ্র্যাজুয়েট—৫,৫৪০ জন এবং ম্যাট্রিক বা তৎসমতুল্য—৩৮,৭৩০ জন।

৪। গত পাঁচ বছরের রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

১৯৭৭—৫৯,২৫৬ জন।

১৯৭৮—৬৮,৪২৭ জন।

১৯৭৯—৬৭,৮৬২ জন।

১৯৮০—৭৪,৭৬২ জন।

১৯৮১—৮৩,৪২৯ জন।

১৯৮২—৭৯,৬৬৬ জন।

গত পাঁচ বৎসরকে ভিত্তি ধরে ১৯৭৭ সালের মোট রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার ৫৯,২৫৬ জন, ১৯৭৮ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬% ১৯৭৯ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫%, ১৯৮০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬%, ১৯৮১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১% এবং ১৯৮২ সালে ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বেকার সংস্থার তথ্য আমাদের হাতে নাই। সুতরাং, তুলনামূলক ভাবে এ বৃদ্ধির হার অন্যান্য রাজ্যের কম না বেশী এক্ষুণি বলা সম্ভবপর হইতেছেনা।

Admitted Starred Question No. 71
By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দামছড়া প্রথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পদ্মবিল ডিস্‌পেনসারী স্থাপনের জন্য সরকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

২। সত্য হইলে, কত বৎসর পূর্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল ; এবং

৩। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিসপেনসারীগুলির কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছে কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 72
By—Shri Subudh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের জলেবাসায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত সরকার যে ৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দিয়াছিলেন তাহার নির্বাচিত স্থানগুলির মধ্যে জলেবাসা নাই। ইহার যুক্তিপূর্ণ কারণ হইল যে জলেবাসার অত্যান্ত নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মহকুমা হাসপাতাল রহিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 73

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরার মোট কতজন ম্যালেরিয়া সার্ভেলেন্স ওয়ার্কার নিযুক্ত আছেন ?

২। ইহা কি সত্য উক্ত ওয়ার্কারদের একাংশ বৎসরের পর বৎসর কোন কাজ না করে সরকারী বেতন পাইতেছেন ?

৩। সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে প্রতিকারের কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। ২৩৩ জন।

২। এরকম কোন তথ্য জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 78

By—Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheriss Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগের ফটিকরায় কৃষ্ণনগর ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে, কতিপয় লোক লোন নিয়া ফিসারী করেন নাই। ইহা সরকার অবগত আছেন কি না ?

২। অবগত থাকিলে ঐ সকল ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

উত্তর

১। সরকারের নিকট এরূপ কোন তথ্য নাই।

২। এরূপ তথ্য প্রকাশ পাইলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 79

By—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাল ও কয়টি ডিসপেন্সারী খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল ;

২। তারমধ্যে কয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কয়টি এখনও হয় নাই ;

৩। ১৯৮৩ইং এর এপ্রিল হইতে ৮৪ইং এর মার্চ পর্যন্ত কোন ডিসপেন্সারী ও ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৪। থাকিলে কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। ৫ টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ১৪৯টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল।

২। ২টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ২৭টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

৩। ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা নাই। কিন্তু ৪টি হোমিওপ্যাথিক, ৪টি আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারী খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। হোমিওপ্যাথিক :—১। কাঞ্চনপুর ২। তারানগর ৩। ইয়াকরাই বাজার ৪। ছৈলেংটা।

আয়ুর্বেদিক :—১। দক্ষিণ সোনাইছড়ি ২। সালেমা ৩। মেলাঘর ৪। জিরানিয়া।

Admitted Starred Question No. 81

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রতি এক হাজারে জনসংখ্যায় একজন স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের প্রকল্পে সরকার এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতজন স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করেছেন ; (তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ প্রকল্পে ঔষধ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ভাতা বাবদ ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

৩। এই প্রকল্পে ঔষধ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ভাতার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে কি ?

উত্তর

১। মোট ১৪৪৩ জন কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	বিশালগড	৫১	১০।	বগাফা	১০২
২।	মোহনপুর	১৫১	১১।	সাতচান্দ	৪৭
৩।	জিরানীয়া	১১৪	১২।	সালেমা	১১৫
৪।	সোনামুড়া	১৪২	১৩।	ছামনু	৩৬
৫।	তেলিয়ামুড়া	১২৬	১৪।	পানিসাগর	৮২
৬।	খোয়াই	৭৩	১৫।	কুমারঘাট	৭৯
৭।	রাজনগর	৮৩	১৬।	কাঞ্চনপুর	৫৯
৮।	মাতাবাড়ী	১৬৪	১৭।	ডুম্বুরনগর	....
৯।	অমরপুর	১৯			

২। ১৭,৮২,০০০ টাকা।

৩। ঔষধের বরাদ্দ বা স্বাস্থ্য কর্মীদের ভাতার বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

Admitted Starred Question No. 88
By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জি বি হাসপাতালে ক্যান্সার ইউনিটটি কবে থেকে কার্য্যকরীভাবে চালু হবে;

২। এটিকে চালু করতে কি কি অসুবিধা রয়েছে ?

উত্তর

১। ক্যান্সার হাসপাতালের বহির্বিভাগটি চালু হইয়াছে। অন্তর্বিভাগের জন্য কোবাল্ট মেসিন বসানো হইয়াছে। ভাবা পরমানু কেন্দ্র হইতে বিশেষজ্ঞরা আসিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক মনে করিলে উক্ত কেন্দ্র হইতে কোবাল্ট সোর্স সরবরাহ করিবে। তখনই এই অন্তর্বিভাগ পূর্ণভাবে চালু করা হইবে।

২। ক্যান্সার হাসপাতালটি চালু করিতে নিম্নে বর্নিত অসুবিধাগুলি রহিয়াছে এবং শীঘ্রই এই অসুবিধাগুলি দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

ক) কোবাল্ট সোর্স পাওয়া—ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে।

খ) ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে রেডিও ফিজিকস্ ট্রেনিংয়ের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োজনীয় লোক পাঠানো হইবে স্থির করা হইয়াছে।

গ) ইতিমধ্যে অন্তর্বিভাগ চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে যাহা সরকারের বিবেচনাধীন।

Admitted Starred Question No. 147

By—Sri Sunil Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। যে সমস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত পাইয়াছেন তাহাদের উক্ত ভূমিতে পুনর্বাসনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টাকা বরাদ্দ করা হয় কিনা ;

২। যদি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা না হয়ে থাকে তবে কি পদ্ধতিতে উহা করা হয়ে থাকে ;

৩। বন্দোবস্তকৃত জমিতে ভূমিহীনগণ নিজেরা ঘর নির্মাণ করিয়া থাকিলে সরকারের নিকট হইতে পুনর্বাসনের টাকা না পাওয়ার কারণ কি।

উত্তর

১। ভূমিহীন ব্যক্তিদের ভূমি বন্দোবস্ত দেবার পর উপজাতি ও তপশিলী জাতি ব্যক্তিদের তাহাদের জন্য যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনায় সাহায্য দেওয়া হয়। তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি ব্যতিরেকে অন্য ভূমিহীনদেরও এলটমেন্ট দেওয়ার পর পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কৃষি দপ্তরের আওতায় এক প্রকল্প চালু আছে। গৃহহীন ব্যক্তিদের গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে প্রতি পরিবারকে ৭৫০্ হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। যাহারা নিজেরা বাড়ী তৈয়ার করিতে সক্ষম তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 150

By—Shri Sunil Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঠবাইস্যা, বড়ঢেপা ও পক্ষিখো এই জলাশুলি সংস্কার করার জন্য মৎস্য দপ্তর পরিকল্পনা নেওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন কাজ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১ সনে এই জলাশয়গুলি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও ঐ সময়ে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ অস্থির পরিবেশের দরুন প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও এষ্টিমেট তৈরী করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া কাজগুলি করিতে দেরী হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 157

By—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বন বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সহায়তায় এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন থেকে গোপনে মূল্যবান কাঠ পাচারের এক শক্তিশালী চক্র গড়ে তুলেছে ;

২। সত্য হইলে, এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন;

৩। ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকার কতজন কাঠ পাচারকারীকে ধরতে পেরেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ;

৪। কাঠ পাচারের ফলে ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারের বাৎসরিক কত টাকা রেভেনিয়ু ক্ষতি হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। গত ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮১ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৭১০৯ জন লোককে বেআইনী কাঠ কাটার ব্যাপারে ধরা হইয়াছে। ঐ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে ভারতীয় বন আইনানুসারে যথারীতি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। যে সমস্ত মোকদ্দমায় লিপ্ত পাচারকারী বা অবৈধভাবে বৃক্ষকর্তনকারী অপরাধ স্বীকার করিয়া আপোষ করিতে চায় ঐ সমস্ত মোকদ্দমাগুলি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বর্ধিতহারে কাঠের মাশুল আদায় ক্রমে বন বিভাগীয় আইনানুসারে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে বা হইতেছে। যাঁহারা বেআইনী ভাবে কাঠ কাটার বা পাচারের অভিযোগ স্বীকার করে নাই বা বিভাগীয় বিচারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন জানায় নাই ঐ সমস্ত মোকদ্দমাগুলি আইনানুসারে আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

৪। বেআইনী কাঠ পাচারের জন্য ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮১ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সরকারের মোট ৫.৩৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত ক্ষতির বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমা	১৯৭৮ জানুয়ারী হইতে মার্চ	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	মোট
সদর	৮০১.২৫	১২,৪২৭.২৫	১৩৯৭৫.০২	১১,৯৩৭.১৫	১৫০৯৪.১৮	১৩৬৯৬.৫৫	৬৭,৯৩১.৪০
সোনামুড়া	—	৩৮৭.৬৬	১৯৪৫৪.৭৪	১৯,৬৭৮.৫৫	২০৩৩৫.৯৮	২৩৪২৭.১৫	৮৩,২৮৪.০৮
খোয়াই	২,৫০০.৫০	৭,৫০০.৩২	৪৫০০.৪০	৬,৭৫০.৩০	২৮৭৫০.২২	১৯২০০.৩৯	৫৯,২০২.১৩
উদয়পুর	৬০০.০০	২৬,০০০.০০	৪৬০০০.০০	২৩,০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭,০০০.০০	১২৭৬০০.০০
বিলোনীয়া	২,৬২৮.০৭	৩০০০.০০	২,০০০ ০০	৩,০০০.০০	৮৭০৯.৮০	৯,০৯৪.৪০	২৮,৪৩২.২৭
সাব্রুম	৫,১৮৭.০০	—	৪,৩১২.১৫	১৯,৭৩৭.৭০	১১৫৮৭.৫৬	১,২১৭.৬০	৪২,০৪২.০১
অমরপুর	১০৫.০৫	৭১০৫.০৫	৩৫,২৭৮.৫৩	৫৬৬০৩.৪০	২৩৫৭২.৬৫	৫,৭২৮.৪৫	১,২৮,২৮৭.৭৮
কৈলাশহর	—	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	—	—	—	—	—	—	—
	১১,৭১৩.৮২	৫৬,৪২০.২৮	১২২৫২০.৫৪	১৪০৭০৭.১০	১১৬০৫০.৩৯	৮৯৩৬৪.৫৪	৫৩৬৭৭৯.৬৭

Admitted Starred Question No. 158

By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালকে জেলা হাসপতালের মর্য্যাদা দেওয়া হলেও সেখানে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তার, নার্স, ধাই ইত্যাদির অভাব রয়েছে ;

২। এটাও সত্য কিনা এই হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক, চক্ষু, কর্ণ, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ কোন ডাক্তার নাই ;

৩। তা ছাড়া ইহাও কি সত্য যে এই হাসপাতালে যে সংখ্যক শয্যা আছে তার তুলনায় অনেক বেশী রোগী ভর্ত্তি করা হয়, কিন্তু সেই তুলনায় ঔষধ সরবরাহ করা হয় না ;

৪। জেলা হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। সম্পূর্ণ সত্য নহে।

২। উক্ত হাসপতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। আছে।

Admitted Starred Question No. 161

By—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও এখনও বোরাখাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারন কি ;

২। ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সত্বর স্থাপন করার ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ; এবং

৩। কবে নাগাদ বোরাখাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য বিল্ডিং বা ঘর নির্মানের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের স্থান এখনও চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় নাই।

২। উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

৩। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 162.

By—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তুলাবাগান চৌমুহনীর পশ্চিম পাশে যে ১০৬টি ভূমিহীন পরিবার দীর্ঘদিন যাবত খাস ভূমি দখল করে আছে তাদের ঐ দখলীকৃত ভূমিতে বন্দোবস্ত ও পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তাদের দখলীকৃত জায়গার বন্দোবস্ত ও পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। না মহাশয়। যে হেতু দখলীকৃত ভূমি সরকারী খাস নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 182.

By—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government Department be p aesed to state :—

প্রশ্ন

১। টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং করপোরেশন নামে রাজ্য সরকারের কোন সংস্থা আছে কিনা ;

২। থাকিলে কোন সালে কতজন ষ্টাফ নিয়ে এই সংস্থা গঠন করা হয় ;

৩। বর্তমানে উক্ত সংস্থায় কতজন ষ্টাফ আছে এবং উহার ক্লারিক্যাল ও ম্যাকানিক্যাল ষ্টাফদের পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ; এবং

৪। উক্ত সংস্থার মাধ্যমে ১৯৮৩-৮৪ইং সালের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ?

উত্তর

১। টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং করপোরেশন নামে রাজ্য সরকারের অধীনে কোন সংস্থা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 183.

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রতিটি সরকারী হাসপাতালের জন্য সরকার বাৎসরিক কত টাকা বরাদ্দ করে থাকেন ; (প্রতিটি হাসপাতালের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব)

২। ইহা সরকার জানেন কি না যে বেশীর ভাগ সময়ে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ঔষধের অভাবে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করা সম্ভব হইতেছে না ;

৩। চেলাগাং এবং করবুকে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

৪। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। ইহা বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল।

২। ইহা ঠিক নয়। আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে সম্ভাব্য ঔষধ দেওয়া হয়।

৩। নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 213.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিনা পয়সায় জনসাধারণ যাতে ঔষধপত্র পেতে পারেন, এজন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা চালু আছে ; এবং

২। এক্স-রে এবং মলমূত্র ও রক্ত পরীক্ষার সরকারী সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি ;

৩। সরকার অবগত আছেন কি, সরকারের সব ডিসপেনসারীতে ঔষধপত্র জনসাধারণ সমানভাবে পাচ্ছেন না ,

৪। অবগত থাকিলে সরকারী ডিসপেনসারীগুলি থেকে সবাই যাতে সমানভাবে ঔষধপত্র পেতে পারেন এগুলি দেখাশুনা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৫। সরকারী চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে কতভাগ গ্রামাঞ্চলে কাজ করছেন ?

১। জনসাধারণ যাতে বিনামূল্যে পান তারজন্য জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতাল সহ সব কয়টি জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে যথাসম্ভব ব্যবস্থা রহিয়াছে। এছাড়াও আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীগুলিতেও রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। গ্রামস্তরে সি, এইচ, ভি, রাও সাধারণ অসুখ বিসুখের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করেন যাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক সরবরাহ হয়।

২। হ্যাঁ।

৩। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ঔষধপত্র রোগীর প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হয়।

৪। সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মমাফিক পর্য্যবেক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। আনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ।

Admitted Starred Question No. 187.

By—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) অমরপুর অমর সাগরে মৎস্যচাষের জন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে ;

১। খ) ইহা কি সত্য যে ইজারায় চুক্তি অনুসারে প্রতিবৎসর চৌদ্দ হাজার টাকা করে সরকারী খাতে জমা দেওয়ার কথা থাকা সত্বেও বিগত তিন বৎসর যাবৎ কোন টাকা জমা দেওয়া হইতেছে না ;

১। গ) সত্য হইলে ঐ ইজারাদারের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়াছে ?

উত্তর

১। ক) অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে অমরপুরের অমর সাগরে মৎস্য চাষ করিবার জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছে।

১। খ) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

১। গ) ইজারার টাকা জমা দেওয়ার জন্য উক্ত সমিতিকে সরকার নোটিশ দেওয়া সত্বেও টাকা পরিশোধ না করায় সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা টাকা আদায়ের জন্য উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং ইজারা অবিলম্বে বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 221

By—Shri Shyama Charan Tripura
Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে চলতি বছরের (১৯৮৩) ১৫ই জুন পর্যন্ত কতজন উপজাতিকে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ;

২। ফেরৎ প্রাপ্ত জমির পরিমান কত ;

৩। বে-আইনি হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার জন্য কতটি আবেদন পত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে ;

৪। ফেরৎ দেওয়ার কয়টি আদেশ স্থগিত রয়েছে ;

উত্তর

১৯৭৮ ইং ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১মে পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া গেল :—

১। ১৮৮৬ জন।

২। ২০৪৭·৯৬ একর।

৩। ২৯৬৯টি।

৪। ৭২টি

Admitted Un-Starred Question No. 2

By—Shri Subouh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লক এলাকায় ১৯৭৭ ইং সনের পর পূর্ত্ত দপ্তরের রাস্তা নির্মান করার প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহন বাবদ কোন রেভিনিউ মৌজায় কত টাকা ক্ষতিপূরন বাবদ দিয়েছেন;

২) ঐসব রাস্তা গুলির নাম কি কি।

উত্তর

১) মৌজার নাম

১।	চন্দ্রপুর	৩৯,৯৭১·৭৪ টাকা
২।	বরুয়াকান্দি	৮৩,৮৩৬·৭১ ,,
৩।	হুরুয়া	১,৫০,৯০২·০৪ ,,
৪।	ধর্মনগর টাউন	১৮,৮৫৩,১৫ ,,
৫।	প্রত্তেকরায়	১,৪২,৬৫৭·৭৪ ,,
৬।	লক্ষীনগর	২,৬১৪'০০ ,,
৭।	ইচাই লালছড়া	৩০,৯৯৩·৯২ ,,
৮।	গঙ্গানগর	৩৫,৫৫৫·২১ ,,
৯।	শনিছড়া	৩৭,৪০৩·৯৩ ,,
১০।	কামেশ্বর	১২,০৩৪·৩৬ ,,

২)

১। চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর রাস্তা।

২। ধর্মনগর হইতে আলগাপুর হইয়া বড়ুয়াকান্দি।

৩। কামেশ্বর হইতে কালাছড়া রাস্তা।

৪। ধর্মনগর-দিপালবাগ-কালাছড়া রাস্তা।

৫। শনিছড়া হইতে কালাছড়া এবং কামেশ্বর হইতে কালাছড়া।

৬। ধর্মনগর-বড়ুয়াকান্দি রাস্তা।

৭। পূর্ব চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর।

৮। কালাছড়া-গোবিন্দপুর-মহাদেবটিলা রাস্তা।

৯। নূতন বাজার-কালাছড়া রাস্তা।

১০। ইছাইলালছড়া-খোয়েনজুরি রাস্তা।

১১। শনিছড়া-মিলনটিলা রাস্তা।

১২। কালাছড়া-শনিছড়া।

Admitted Un-Starred Question No. 3.

By—Smti Gita Choudury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী কতজন মহিলা বেকার আছেন, (১৯৮৩-এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি, কতজন তপশিলী জাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলা বেকারদের মধ্যে কতজন এম,এ, বি, এ এবং মাধ্যমিক পাশ এবং মাধ্যমিকের নিম্নে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কতজন আছেন তার হিসাব ;

৩। তাদের মধ্যে কোন কোন সন হইতে কতজন বেকার রয়েছেন তার বিবরন ?

উত্তর

১। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ২৬,০১১ জন মহিলা বেকার আছেন। তাদের মধ্যে মহকুমা ভিত্তিক হলো সদর ১১,৩৭৪ জন, খোয়াই ২,৪৬২ জন, সোনামুড়া ১,২৭৭ জন, কৈলাশহর ২,০২২ জন, ধর্মনগর ২,২৩৫ জন, কমলপুর ১,২৬১ জন, উদয়পুর ১৯২৬ জন, বিলোনীয়া ১৫১১ জন, সাব্রুম ৫৭৪ জন, অমরপুর ৩৩৯ জন।

২। তাদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি ১৫৮১ জন, তপশিলী জাতি ১,৪৮৭ জন ও অন্যান্য ৯২,৯৪৩ জন। তাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো ম্যাট্রিক ও তৎসমতুল ১৪,৫৫৫ জন, স্নাতক ২,২৯৭ জন, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ১২৬ জন এবং ১ম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ ৯,০৩৩ জন।

৩। কতজন কোন সাল থেকে বেকার রয়েছেন তার বিবরন নিম্নরূপ :—

1960—2	1974—998
1961—1	1975—1359
1962—2	1976—1460
1963—13	1977—2187
1964—13	1978—2325
1965—45	1979—2930
1967—97	1980—2809
1968—151	1981—4803
1969—206	1982—3703
1970—359	1983 upto 31st March,—
1971—440	957
1972—730	Total :—26,011
1973—827	

Admitted Un Starred Question No. 13

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি ফিসারী সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সব ফিসারীর মাছ বিক্রি করে সরকার ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছর হতে ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত) কত টাকা আয় করেছেন তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। মোট ২৬টি জলাশয় সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

অমরপুর—	১টি
উদয়পুর—	৪টি
সাব্রুম—	১টি
কৈলাশহর—	৫টি
কমলপুর—	১টি
ধর্মনগর—	৩টি
খোয়াই—	২টি
সদর—	৮টি
সোনামুড়া—	১টি
	২৬টি

২। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফিসারী হইতে মাছ বিক্রি বাবদ বৎসর ভিত্তিক আয়ের পরিমান নীচে দেওয়া হইল —

১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
১,৭৬,৬৪৪·৫৬ টাকা	১,০২,৭০৯·৩১ টাকা	১,০৭,১১৭·৩৯ টাকা	৮৯,৬৩৩·১৭ টাকা

Admitted Unstarred Question No. 14

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সন হইতে ১৯৮৩ সনের মে মাস পর্য্যন্ত মালিকদের কাজে রত থাকার সময় ত্রিপুরায় কত জন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেছেন ?

২। ঐ সময়ে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের পরিবারকে কোন মালিক কত টাকা সাহায্য দিয়াছেন? (তার ব্লক ভিত্তিক শ্রমিক ও মালিকদের নাম) এবং

৩। এব্যাপারে যে সব মামলা অমিমাংশিত আছে তার ব্লক ভিত্তিক মালিক ও শ্রমিকদের নাম।

উত্তর

১। ১৩ জন।

২। মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ/সাহায্যের ব্লকভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	শ্রমিকের নাম	মালিকের নাম	টাকার পরিমান
পানিসাগর	ললিত মোহন আচার্য্য	শ্রী অজিৎ কুমার দে ডাইরেক্টার ডিসি সিমেন্টেশাইটিজ কারখানা, ধর্মনগর।	১২,২০০.০০ টাকা
পানিসাগর	বাবু চান্দ সিংহ	শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দত্ত রাণীবাড়ী চা কারখানা	৫,০০০.০০ টাকা
কুমার ঘাট	প্রফুল্ল ঘোষ	শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী	১,০০০.০০ টাকা
সালেমা	দুলাল চন্দ্র দেব	শ্রী সতীশ রায়	৭,০০০.০০ টাকা

৩। অমীমাংশিত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ :—

	ব্লকের নাম	শ্রমিকের নাম	মালিকের নাম
১।	জিরানিয়া	শ্রীমতি গীতা রাণী দেব	শ্রী সূর্য্য কুমার সাহা
২।	জিরানিয়া	কাজল দেবনাথ	খাদী গ্রামোদ্যগ আয়োগ
৩।	মোহনপুর	শ্রীমতি বালিকা তাঁতী	শ্রী জে, খাদ্‌জী
৪।	মোহনপুর	শ্রীমতি সুভাষিনী তাঁতী	শ্রী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী
৫।	পানিসাগর	শ্রীমতি কুন্তি সাহানী	শ্রী মুলক চান্দ
৬।	সালেমা	নিতাই তাঁতী	রামদুলালপুর চা কারখানা শ্রী এইচ, ডি, নরুলা।
৭।	আগরতলা	শ্রীমতি বাসনা রাণী দেব	ত্রিপুরা রোড ট্রেন্সপোর্ট করপোরেশন।
৮	আগরতলা	শ্রীমতি আরতী রাণী দেব	শ্রী হরিপদ পাল

Admitted Unstared Question No. 23

By—Shri Subodh Ch. Das, M.L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-chagre of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং সনের এপ্রিল ও মে মাসে বন্যায় ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত হেক্টর জমিতে কি পরিমাণ ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। বন্যা দুর্গতদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ব্লকের নাম	ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমান (হেক্টটারে)	ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ টাকার হিসাবে)
ছামনু	১৬৩০	৩৭.৩২
সালেমা	১০১০	২৪.২৬
পানিসাগর	৩৪৯	১২.১৮
কাঞ্চনপুর	১০৬০	১১.৯১
কুমারঘাট	১৪২৮	৫১.৩২
খোয়াই	৭৯৮	৩৮.৭০
তেলিয়া মুড়া	১৪৮৬	৬২.৮৭
জিরানীয়া	১২০১	৩৭.৭৬
মোহনপুর	৯৫০	৪০.৩৬
বিশালগড	২১২৮	৯৭.৮৩
মেলাঘর	৩২৮৩	১৫৩.২৪
উদয়পুর (মাতার বাড়ী রাজনগর	৪৭৯৩	২৯৫.৪২
অমরপুর	১১৯৮	২৯.৯৩
গণ্ডাছড়া	১৮২৪	৪২.০৩
বগাফা	৩৯৩	১৫.০৮
বাগনগর	২৯১	১৮.২৭
সাতচাঁদ	১৭৬৪	৬০.৩৪

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের বীজ ক্রয় করার জন্য আর্থিক অনুধান অথবা বীজ ধান সাহায্য করা হইয়াছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মোহনপুর—	১৫,০০০ টাকা
বিশালগড়—	৩৫,০০০ টাকা
খোয়াই—	২০,০০০ টাকা
জিরানীয়া—	১৮,০০০ টাকা
তেলিয়ামুড়া—	৩৫,০০০ টাকা
মেলাঘর—	১,২৯,৭৭৪ টাকা
কুমারঘাট—	২,৫০,০০০ টাকা
পানিসাগর—	৫০,০০০ টাকা
ছামনু—	৭০,০০০ টাকা
সালেমা—	২৩,০০০ টাকা

দঃ ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্লকের হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 24
By—Shri Subodh Chandra Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ইং সনে ঝড়ে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত সংখ্যক ঘরবাড়ী ভূপাতিত হয়েছে এবং কত জীবন হানি হয়েছে তাহার হিসাব।

২। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিলথৈ, তিলথৈ, পানিসাগর ও কুর্ত্তি গাঁওসভায় ঐ ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ কত ;

৩। ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৪। ঝড় বিধ্বস্ত দুর্গম ত্রাণ কার্য্যের জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন কি না ;

৫। চেয়ে থাকলে তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে ত্রাণ কার্য্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ;

উত্তর

১। (ক) জেলা/ব্লক	বাড়ীঘর ক্ষয় ক্ষতি সংখ্যা	জীবন হানি সংখ্যা
দঃ ত্রিপুরা		
সাতচাঁদ	৫৪	
মাতার বাড়ী	৩১২৬	৩
বগাফা	৩৫০	

	২	৩
রাজনগর	৩৪৮	৩
অমরপুর	২১১০	
(খ) পশ্চিম ত্রিপুরা		
বিশালগড	১৩৮০	
মোহনপুর	২০০	
জিরানীয়া	৮০	
খোয়াই	৫১১	১
মেলাঘর	৭৫৯	৩
তেলিয়ামুড়া	৭২৪	

(গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা
(ব্লক হিসাব সংগ্রহাধীন আছে)

২। ১,৭৬০০০.০০০ টাকা।

৩। ঝড় বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে খয়রাতি সাহায্যের হিসাব নিম্ন দেওয়া গেল।

পশ্চিম ত্রিপুরা
বিশালগড— ৫২,৮০০০,00 টাকা।
মোহনপুর— ৬,৭০০.০০ টাকা।
জিরাণীয়া— ৩,০০০.০০ টাকা।
সোনামুড়া— ২৯,০০০,০০ টাকা।
তেলিয়ামুড়া— ১৮,১৩০.০০ টাকা।
খোয়াই— ২৭,৩৩০.০০ টাকা।
উঃ ত্রিপুরা
পানিসাগর (ক) ১০০০.০০ টাকা খয়রাতি।
(খ) ১৪,৮০৮.০০ এস, আর, ই, পি।
ছাওমনু— ৩০০০.০০ খয়রাতি।
অন্যান্য ব্লকের তথ্য সংগ্রাহীন আছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা :— ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

৪। হ্যাঁ।
৫। না।

2: Admitted Unstarred Question No. 26
By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কি কি নীতির ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া শহরগুলিতে ঠিকাদারী কাজ বণ্টন করা হয় ;

২। এ পর্য্যন্ত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিসগুলিতে যে সমস্ত ব্যক্তি এবং বেকারদের ভিড্ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হইয়াছে তাদের নামের তালিকা (নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকা সত্বেও এ পর্য্যন্ত একটিও কাজ পায়নি এরূপ কয়জন বেকার ভিড্ বা ব্যক্তি রয়েছে ? (নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া শহরগুলিতে ঠিকাদারী কাজ বণ্টন করা হইয়া থাকে তা নিম্নে দেওয়া হইল :—

নোটিফায়েড এরিয়া, উদয়পুর—	কিছু কাজের টেণ্ডারের ভিত্তিতে এবং অধিকাংশ Negotiation এর ভিত্তিতে বেকারদের মধ্যে যারা Deed registration করেছেন তাহাদের মধ্যে কাজ বণ্টন করা হয়।
—ঐ— , ধর্মনগর—	সাধারণত ঠিকাদারী কাজগুলি পূর্ত্ত দপ্তরের নীতি অনুযায়ী কন্ট্রাকটারদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। জরুরী ক্ষেত্রে পূর্ত্ত বিভাগের মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক (যিনি কমিটির সদস্য) অনুমোদনক্রমে ফর্ম নং ২ এ Negotiation এর ভিত্তিতে কাজ বণ্টন করা হয়।
নোটিফায়েড এরিয়া, খোয়াই —	জরুরী কিছু সংখ্যক কাজ Negatiation এর ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে টেণ্ডারের ভিত্তিতে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়।
—ঐ—, সাব্রুম	ঠিকাদারী কাজ বণ্টনের ব্যাপারে সাব্রুম নোটিফায়েড এরিয়াতে Tender আহ্বান করা হয়। এবং সর্বনিম্ন দর যাহার তাহাকেই কাজ দেওয়া হয়। যদি আইনানুযায়ী বা অন্যান্য কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে।
—ঐ—, কমলপুর	বেকার ফার্ম (ভিড্ রেজিষ্টার্ড) এবং কণ্ট্রাকটারদের কাজ দেওয়া হইয়া থাকে।
—ঐ—, কৈলাশহর	পূর্ত্ত দপ্তরের অনুমোদনে কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটির ঠিকাদারী কাজ বণ্টন করা হয়। পূর্ত্ত দপ্তরে প্রয়োজনীয় Fund নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি হইতে দেওয়া হয়।

নোটিফায়েড এরিয়া, সোনামুড়া	উত্তর সংগ্রহাধীন।
—ঐ—, অমরপুর	পূর্ত দপ্তরের নীতি এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে P. W. D. তে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার পার্টিদের কাজ দেওয়া হইয়া থাকে।
—ঐ—, বিলোনীয়া	বেকার ব্যক্তি যাদের নাম ডিড্-এর মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিভুক্ত আছে তাদের মধ্যে Negatiation-এর ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়।

২। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিসগুলিতে যে সমস্ত ব্যক্তিকে এবং বেকারদের ডিড্ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে তার নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক বিবরণ তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল।

রেজিষ্ট্রিকৃত ১২২ জন

নোটিফায়েড এরিয়া, উদয়পুর	ডিড্ পার্টিদের একটি তালিকা এতদসঙ্গে দেওয়া হইল।
নোটিফায়েড এরিয়া, ধর্মনগর	ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি বেকারদের কোন registration বা তালিকা প্রণয়ণ করে নাই।
—ঐ—খোয়াই	কনট্রাকটারদের তালিকা ১৯৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত নোটিফায়েড এরিয়া অফিস রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয় নাই।
—ঐ—সাব্রুম	সাব্রুম নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিসে কোন ব্যক্তি বা বেকারদের ডিড্ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয় নাই।
—ঐ—কমলপুর	কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অফিসে এ পর্যন্ত ৫৪ টি ফার্ম তালিকাভুক্ত আছে। বিবরণ সংগ্রহাধীন।
—ঐ—কৈলাশহর	পূর্ত বিভাগের অনুমোদনে কাজ দেওয়ার ফলে বেকারদের ডিড রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার প্রয়োজন হয় নাই।
নোটিফায়েড এরিয়া সোনামুড়া	তথ্য সংগ্রহাধীন।
—ঐ—অমরপুর	অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অফিসে কোন বেকার ডিড পার্টি বা কন্ট্রাকটারের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয় নাই।
—ঐ—বিলোনীয়া	৯২ জন বেকারের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত আছে। তালিকা সংগ্রাধীন।

যেহেতু ধর্মনগর, খোয়াই, সাব্রুম, কৈলাসহর ও অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া কোন ব্যক্তি এবং বেকারদের ডিড রেজিষ্ট্রিভুক্ত করে নাই তাদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না।

নোটিফায়েড এরিয়া উদয়পুর	উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া এ পর্যন্ত ১২২ রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেকার ডিডদের মধ্যে ৭৫ জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে এবং ৪৭ জনের মধ্যে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে কাজ দেওয়া হইবে।
নোটিফায়েড এরিয়া কমলপুর	৫৪টি ফার্মের মধ্যে ১১টি ফার্মকে কাজ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৪৩টি ফার্ম এখনও কোন কাজ পায় নাই।
—ঐ—সোনামুড়া	তথ্য সংগ্রহাধীন।
—ঐ—বিলোনীয়া	৪০ জন এখনও কোন কাজ পায় নাই।

LIST OF PERSONS AND UNEMPLOYED DEED REGISTER IN THE NOTIFIED AREA AUTHORITY, UDAIPUR

1. M/S Pioneer Partnership Firm,
2. M/S MAA.
3. M/S D. V. C.
4. M/S P. S. N. & Co.
5. M/S Chakraborty & Saha.
6. M/S Banik & Chakraborty.
7. M/S Chakraborty & Das & Debnath
8. M/S Yauth Partnership Firm.
9. M/S G. N. N. Construction.
10. M/S Bhowmik Construction
11. M/S G. S. T. & Co.
12. M/S Deb & Ghosh Construction.
13. M/S Alfa & Omega Construction.
14. M/S N. D. B. Partnership Firm.
15. M/S Netaji Subhash Unit.
16. M/S Amtali Bekar Firm.
17. M/S N. P. S. Tradees.
18. M/S Seventynine Construction.
19. M/S Bright Construction.
20. M/S Basu & Basu Construction.
21. M/S Ghosh & Saha Brother.
22. M/S Mohammad & Co.
23. M/S Purna Laxmi Unit.

24. M/S Sarkar & Bhowmik Partnership Firm.
25. M/S Saha & Saha.
26. M/S Orient Enterprise.
27. M/S Deb, Deb Barma & Saha.
38. M/S Das & Deb Construction.
29. M/S Chanda & Deb Construction Partnership Firm.
30. M/S Ramkrishna.
31. M/S Naha Enterprice.
32. M/S Utar.
33. M/S Sen Construction.
34. M/S H. R. O. Construction.
35. M/S Bishwjit Firm.
36. M/S Srima Enterprise.
37. M/S Chowdhury Partnership Firm.
38. M/S C. G. G. Construetion.
39. M/S Saha & Mandal Partnership Firm.
40. M/S Shilpi Construction.
41. M/S Dutta & Ghosh Construction Partnership Firm.
42. M/S Tripura Builders.
43. M/S New Construction.
44. M/S Angel.
45. M/S Resy.
46. M/S Roy & Majumder Partnership.
47. M/S Santa Firm.
48. M/S Best Enterprise.
49. M/S Ashirbad Construction.
50. M/S Naha & Baishnale.
51. M/S Jeeban Durp Construction,
C/O Subrata Majumder.
52. S. H. M. Construction, C/O Sukumar Das.
53. B. S, S. Construction & Partnership Firm.
C/O Tapash Bhattacharjee.
54. M/S Singha Construction
C/O Dilip Kumar Singha.
55. S. M. R. Construction, C/O Madhushudan Roy.
56. M/S A. J, K. Construction. C/O Kohinur Miah Khalum.
57. M/S M. B. S. Constuction, C/O Benilal Mitra
58. M/S Ram Enterprise, C/O Tapas Sharma.
59. M/S Garjee unemployed Partnership Firm,
C/O Anil Chandra Shil.
60. M/S Sun Light Partnership Firm. C/O Subal Nath Bhowmik

61. M/S Sreema Construction,
C/O Meghnath Datta.

62. P. N. A. Partnership Firm.
C/O Nani Gopal Debnath.

69. M/S Bhowmik & Co,
C/O Sunil Kumar Bhowmik.

64. Tripuraswri Construction.
C/O Ajoy Bhattacharjee.

65. M/S Ramkrishna Construction.
C/O Sontosh Kumar Deb.

66. M/S K. C. C. & Co. C/O Chutta Miah Jali,

67. M/S Three Stab Construetion, C/O A. Saha.

68. A. B. C. Partnership Firm, C/O Amar Saha.

69. M/S Dayamayee Construction
C/O Amullya Das, West Bank of Amar Sagar.

70. Bhadra & Bhadra Construction.

71. Banik & Roy Firm.

72. Nataraj Construction Firm.

73. Three Brothers Partnership Firm.

74. Three Brothers

75. R. G. D. Coustruction.

76. M/S Ramkrishna Construction,
C/o Bhupal Debnath.

77. M/S Deb Das Bhattacharjee & Co.

78, Unemployees Construction.

79. S. C. I. Construction, C/o Sadhan Majumder,
East Bank of Mahadeb Deghi Udaipur.

80. M/S Chakraborty Construction, C/o Anu Ranjan Chakraborty,
Khilpara.

81. M/S UDDOKE SE III/46
C/o Ashish Chatterjee,
Khilpara.

82. FORWORD CONSTRUCTION
C/o Ashish Chakraborty
P. O. Radhakishorepur,
South Tripura.

83. M/SA. D. Construction
C/o Ajoy Prasad Dhar,
Rajarbag, Udaipur.

84. Bagma Unemployeed Firm
C/o Swapan Kr. Nag.
Bagma, Udaipur.

85. M/S S. P. S. Construction
C/o Proloy Roy,
Dagbanglow Road, Udaipur.

86. M/S Appolo Construction
C/o Sankar Bhowmik
Dhajanagar, Udaipur.

87. M/S Unemployeed Construction
C/o Debajyoti Debnath,
Dhajanagar, Udaipur.

88. M/S A. M. S. Partnership Firm
C/o Swapan Adhikari,
Dhajanagar, Udaipur.

89. M/S Poll Construction Partnership
Firm No. SE III/833
C/o Diganta Saha,
Central Road, Udaipur.

90. M/S K. M. P.
SE III/522
C/o Pran Kumar Saha
Dhajanagar, Udaipur,

91. M/S Saha & Saha Construction
SE III/678
C/o Simadri Saha
Badarmokam, Udaipur.

92. M/S G. D. S. Construction
Partnership firm.
SE III/238
C/o Shyamal Sarkar,
Fulkumari, Udaipur.

93. M/S Piyali Construction
No. SE III/349
C/o Kajal Kumar Chanda
New Town Road, Udaipur.

94. M/S P. B. S.
SE III/320
C/o Paresh Das
Rajdhanagar, Udaipur.

95. Ram Thakur Construction
C/o Nanda Lal Saha
Central Road, Udaipur.

96. M/S Chakraborty,
Das & Banik
SE III/179

97. M/S Saha Construction
SE III/428
C/o Bidhan Ch. Saha
Badarmukam, Udaipur.

98. M/S Ram Thakur
Construction Partnership Firm
SE III/190
C/o Adhir Cnandra Saha
Badarmukam, Udaipur.

99. M/S A. G. B. Construction
SE III/407
Amiya Lal Chakraborty
Bank Side of Girls School,
Udaipur.

100. Dutta & Dutta Construction
SE III/810
C/o Ajit Dutta
Murapara, Udaipur.

101. M/S Deb, Saha, Podder
SE III/5
C/o Tushar Kanti Podder
Giridharipalli, Udaipur.

102. M/S Mukta Bihanga
C/o Ratan Majumder
S/o Rakhal Majumder
R. K. Pur.

103. M/S Hindustan Partnership
SE III/342
C/o Dilip Sen
Vill. P.O. South Chandrapur, Udaipur.

104. M/S Janata Construction
SE III/623
C/o Ram Chandra Sen
Khilpura, Udaipur.

105. M/S Speyar Brothers
SE 111/334
C/O Ranjit Chakraorty, Udaipur.

106. M/S P. T. B.
C/O Tribeni Das, Udaipur.

107. Azad Construction,
C/O Shatul Miah Maisav,
Rajdhanagar, Udaipur.

108. M/S Moon light firm
Rajdhanagar, C/O Jasim Udden,
Po. Jamjuri, Udaipur.

109. M/S M. K. Firm
SE 111/420
C/O Kalipada Deb
Udaipur.

110. M/S O. K.
C/O Birendra Deb,
Udaipur.

111. M/S B. E. D. Brothers
SE 111/50
C/O Prasanta Kr. Das
Chhonban, Udaipur.

112. M/S Paul & Chakraborty,
Construction
SE 111/230
C/O Barun Chakraborty,
Vill. Tulamura, Udaipur.

113. Deb Roy Construction
SE 111/984
C/O Shyamal Deb Roy
East Bank of Jagannath Dighi,
Udaipur.

114. M/S Pioneer Construction
SE 111/311
C/O Swapan Kr. Das,
Tulamura, Udaipur.

115. M/S Sankur Chakraborty & Co.
SE 111/3387
C/O Narayan Chakraborty,
Khilpara, Udaipur.

116. M/S Kajala Firm.
C/O Radha Rani Saha,
Gakulpur, Udaipur.

117. M/S Kalyani Firm
SE 111/210
C/O Kajal Saha
Fulkumari, Udaipur.

118. M/S K. T. B.
SE 111/312
C/O Paresh Das,
Fulkumari, Udaipur.

119. M/S N. B. Firm.
SE 111/422
C/O Rakhal Das
Fulkumari, Udaipur.

120. M/S Ray Brothers.
SE 111/357
C/O Ratan Kumar Ray,
Town Rajbag, Udaipur.

121. Deb & Deb Construction.
SE 111/970
C/O Samir Chandra Deb
Jagannath Chowmuhani,

122. M/S Datta & Sons,
C/O Sukumar Datta,
Chandrapur Colony.

Admitted Un-Starred Question No. 28

Name of the Member :—Shri Subodh Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কত ভূমিহীন ও কত জুমিয়া পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (মৌজা ভিত্তিক হিসাব), এবং

২) ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে কত পরিবার কোন ব্লকে পুনর্বাসন বা ভূমি বন্দোবস্ত পাবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরের ভূমিহীন, গৃহহীন ও অন্যান্য ভূমিহীনদের মৌজা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে তবে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ভূমিহীন :

মহকুমা	তপশিলি উপজাতি	ভূমির পরিমাণ	তপশিলি জাতি	ভূমির পরিমাণ	অন্যান্য ভূমিহীন	ভূমির পরিমাণ	মোট ভূমিহীন গৃহহীন	মোট জায়গার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সদর	১৩৬	৩৩৭·০৩	৮৮	৯৯·৮৭	১০০	১০১·৭৮	৩২৪	৫৩৮·৬৮
খোয়াই	২৬	৭০·৮৬	১৪	৮·৪৮	২৪	২০·৫৯	৬৪	৯৯·৯৩
সোনামুড়া	৩৪	৩৪·৩৮	১২৭	১২৭·২৯	১৪৯	১৪১·৬৩	৩১০	৩০৩·৩০
কৈলাশহর	১০৪	১৯২·১৭	৪	১৩·০২	২৪২	৩০০·১২	২৫০	৫০৫·৩১
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	—	—	৬৯	১০৩·৮২	২৮৮	২৭৭·৬৫	৩৫০	৩৮১·৪৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১৯	৪২·৮৯	৩২	২৮·৫৭	২৭	১২·৭২	৭৮	৮৪·১৮
বিলোনীয়া	৬১	১২৭·১১	৮	৭·০৭	৩৭	৩৫·৪৮	১০৬	১৬৯·৬৬
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	৩৮০	৮০৪·৪৪	৩৪২	৩৮৮·১২	৮৬৭	৮৮৯·৯৭	১৫৮৯	২০৮২·৫৩

গৃহহীন

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সদর	৮১	১৫·৮১	২৪৩	৩৬·৬৯	৩২০	৩৫৯·৬০	৬৪৪	৪৯২·১০
খোয়াই	৬০	১১·৯৮৩	৩	০·৫৭	৬১	৩·৫৮৯	১২৪	১৬·১৪২
সোনামুড়া	২২	৩·৯২	৪৬	৯·৯০	১১	২·৩৮	৭৯	১৬·২০
কৈলাশহর	১৩	২·৬৭	—	—	২৬	৮·৯৭	৩৯	১১·৬৪
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৮৪	১৫·৯২	৪০	৭·৯৮	৪৯	১০·২৯	১৭৩	৩৪·১৯
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	১৬৬	৩৩·২০	৭	—	৬৩	৭·৩১	২৩৬	৪০·৫১
বিলোনীয়া	৭	১·০৩	৯	১·২৮	১৬	২·৭০	৩২	৫·০১
সাব্রুম	১৯	১·৯৮	১৭	৭·৪১	১০	৫·৮৩	৪৬	১৫·২২
মোট	৪৫২	৮৬·৫১৩	৩৬৫	৬৩·৮৩	৫৫৫	৪০০·৬৬৯	১৩৭৩	৫৫১·১২

ভূমিহীন ও গৃহহীন :

সদর	৬৭	১০১.৯৬	১০৯	১৯৮.১৬	১৪০	১৫৪.০১	৩১৬	৪৫৪.১৩
খোয়াই	৭৮	১৯৭.৯৮	৯	১.৩৮	২১	২৪.৭৫	১০০	২২৪.১১
সোনামুড়া	২০	৫২.৯০	১০৫	৫২.৪৫	১০৭	১২২.৪৪	২৩২	২২৭.৩৯
কৈলাশহর	৫৭	৮৮.৭১	—	—	৭১	৫৭.১১	১২৮	১৪৫.৮২
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	৫৩৬	২২৩৫.২৩	৯১৩	২০৫.৩০	১৮০	২৬২.৮৮	৮২৯	২৭০৩.৪১
উদয়পুর	—	—	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	৩০৬	১২১৮.৫৫	৭	৫.৫৭	৫	৫.৫৯	৩১৮	১২২৯.৭১
বিলোনিয়া	১৭১	৬৪৭.১৪	৮	৭.৭৯	৩১	৩৫.১৫	২১০	৬৯০.০৮
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	১২৩৫	৪৫৪২.৪৭	৩৪৩	৪৭০.২৫	৫৫৫	৬৬১.৯৩	২৯৩৩	৫৬৭৪.৬৫

এতদব্যতীত পূর্নজরীপের এলাকাতে ১৯৮২-৮৩ ইং সনে মোট ৩৪০০ ভূমিহীন পরিবারকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে যার হিসাব নিম্নরূপ :—

তপশিলি জাতি	ভূমির পরিমান	তপশিলি উপজাতি	ভূমির পরিনান	অন্যান্য ভূমিহীন	ভূমির পরিমান	মোট ভূমিহীন	মোট ভূমির পরিমান
৯৪	১৭৩.৬০	১,৩৪০	১,০৩০.৬২	১,৭৬৬	১৬০৬.৩৯	৩৪০০	২৮২০.৬১

২। ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ব্লক ভিত্তিক টার্গেট বা লক্ষমাত্রা ঠিক করা হয় না ; তবে ত্রিপুরাতে ১৯৮৩-৮৪ইং সনে প্রায় ৫০০০ পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 37.

By—Smt. Ratnaprava Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চাকুরীর বয়ঃ সীমা পেরিয়ে গেছে, বর্তমানে এইরূপ রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত ?

২। এই বিপুল অংখ্যক বেকার সমাস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার কিকি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ২,৭৭৪ জন।

২। বিপুল সংখ্যক বেকার সমাস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নোক্ত পয়িকল্পনা গ্রহণ করেছেন :—

পঞ্চায়েত স্তরে গ্রামের বেকারদের জন্য এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পি. প্রবল্প গ্রহণ ও রূপায়ন সরকারী শিল্প করপোরেশনের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে ইট ভাটা স্থাপন; সমবায়ের ভিত্তিতে চা বাগান গঠন, রাবার শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Rubber Plantation গঠন; সব্জী উৎপাদকের সমবায় গঠন; সমবায় ভিত্তিতে মোটর পরিবহন সংস্থা গঠন, হস্ত-তাঁত শিল্পীদের জন্য সহজ শর্ত্তে ঋণ ও কাঁচামালের বন্দোবস্ত এবং তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্য সমুহের সরকরী তত্বাবধানের বিপননের ব্যবস্থা; বেকারদের ব্যবসার জন্য আগারতলাতে ৪৮৯টি দোকান ঘর ও অন্যান্য Notifie Area তে ৪৪৯ টি দোকান ঘর সুলভ মুল্যে ভাড়া দেওযার বন্দোবস্ত; বেকার যুবকদের সমবায় ভিত্তিতে সরকারী নির্মান কাজের কণ্ট্রাক্ট দেওয়াব ববাস্থা; উৎসাহী যুবকদের সরকাবী খরচে পশু-পাখী ও মাছ চাষের শিক্ষাদান ও মূলধন সরবরাহ, সরকারী শিল্পনগরী সমুহে ফেক্টরী মোডের বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

তা' ছাড়া কাগজকল অপর একটি পাট কল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হইয়াছে।

শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আঞ্চলিক Vocational Rehabilitation Centre স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রনালয়ের নিকট দাবী জানানো হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 39.

By—Smti. Ratnaprava Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আঠারমুড়ার কুঞ্জমুড়া ও দক্ষিন ত্রিপুরার অম্পিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে অন্ততঃ দশজনের মৃত্যু হয়েছে;

২। যদি সত্য হয় তবে সরকার ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। না ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 46.
By—Shri Matilal Sarkr.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারী নিয়োগনীতি অনুসারে সরকারী চাকুরীতে শতকরা যে ৩০ ভাগ প্রার্থীকে দারিদ্রের ভিত্তিতে নির্বাচন করার কথা তার জন্য কর্ম-বিনিয়োগ দপ্তরে পৃথক তালিকা আছে কি ;

২। না থকিলে ঐ ৩০ ভাগ কি ভাবে বাছাই করা হয় ; এবং

৩। তাই শতকরা ৩০ ভাগ বাছাই এর সময় সুবিধাবাদী অংশের মানুষ হইতে সুযোগ না নিতে পারে সে জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

উত্তর

১। না।

২। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র হইতে নাম প্রাপ্ত হইবার পর নিয়োকর্ত্তাগন পঞ্চায়েতের সহযোগীতায় রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে দারিদ্রতা ভিত্তিক প্রার্থীদের বাছাই করিয়া নেন।

৩। শতকরা ৩০ ভাগ প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক প্রার্থী নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে যাহাতে সুবিধাবাদী আবার মানুষ সুযোগ না নিতে পারে তার জন্য নিয়োগ কর্ত্তাগণকে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

——::——

Printed by

The Manager, Tripura Government Press,

Agartala.

TGPA—16-7-85—170—J. C. No. 2363